



The sweetest Children!
Manmana Bava! Mathyaji Bava!
Daily Murli Bengali
August 2017

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমরা হলে ঈশ্বরের অ্যাডপ্টেড সন্তান, তোমাদের পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিতে হবে, এটাই অন্তিম সময়, এইজন্য অবশ্যই তোমাদের পবিত্র হতে হবে"

প্রশ্ন: - এই সময় তোমরা মানুষকে উটপাখির টাইটেল দিতে পারো - কেন ?

উত্তর: - যদি তোমরা উটপাখিকে উড়তে বলো, সে বলবে, আমার পাখা নেই, আমি যে উট । যদি তোমরা বলো, আচ্ছা ! তবে বোঝা ওঠাও ! তখন বলবে, আমি তো পাখি । আজকের মানুষের অবস্থাও এইরকমই । যখন তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় তোমরা দেবতার পরিবর্তে নিজের হিন্দু বলো কেন ? তারা বলে, দেবতারা পবিত্র, আমরা পতিত । আবার তোমরা যদি তাদের বলো, আচ্ছা, পতিত থেকে পবিত্র হও, তখন তারা বলবে আমাদের সময় নেই । মায়া পবিত্রতার পাখা কেটে দিয়েছে । এই কারণে যারা বলে সময় নেই তারা উটপাখির মতো । বাচ্চারা, তোমরা উটপাখি হয়ো না !

গীত:- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । এটা কে বলেছে ? এই প্রশ্ন নিজেকে করো । নানারকমভাবে মানুষ 'ওম্'-এর অর্থ করেছে । বাবা বললে তোমরা এক সেকেন্ডে তাঁর থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো । পুত্র জন্মানোর সাথে সাথে বলা হয়, উত্তরাধিকারীর জন্ম হয়েছে, পরে সেই শিশুর বৃদ্ধি হয়ে কৈশোরপ্রাপ্ত হয় । এখানেও এইরকম । তোমরা বাবাকে চিনেছ, জেনেছ আর তাঁর বরসার উত্তরাধিকারী হয়েছে । এখানে তোমরা বয়ঃপ্রাপ্ত । আত্মারা বাবার পরিচয় পেয়েছে, সেকেন্ডে বাবার উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হয়েছে । পুত্র জন্মালেই ধরে নেওয়া হয় সে তার বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাবে । ইনি বেহদের বাবা । তিনি বলেন, হে বাচ্চারা, তোমরা আত্মারা জানো যে বাবা এসেছেন । তোমরা বাচ্চারা জানো, কল্পে কল্পে তোমরা রাজত্ব লাভ করো । যেমন তোমরা এক সেকেন্ডে বিশ্বের মালিক হয়ে যাও । ওম্ অর্থাৎ আমি আত্মা আর এই আমার শরীর । আমি আত্মা কার সন্তান ? পরমাত্মার সন্তান । বাবা বলেন, আমি ওম্, পরম আত্মা । আমার নিজের কোনও শরীর নেই । কত সহজ এই কথা ! তারা ভাবে, ওম্ অর্থাৎ পরমাত্মা । তাহলে তো তার অর্থ হয় সবাই পরমাত্মা । যাই হোক, পরমাত্মা এক । তিনি বলেন, আমি তোমাদের বাবা । পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা, যাঁকে সমগ্র দুনিয়া ডাকে - হে পতিত-পাবন এসো । এইরকম কেউ বলতে পারেনা, পরমপিতা পরমাত্মা তাঁর (ব্রহ্মাবাবা) দ্বারা তোমাদের রাজযোগ শেখান । তারা কেউ কিছু জানেনা, এই কারণে তারা বলেছে কৃষ্ণ পরমাত্মা । এটা হতে পারেনা যেতিনি রাজযোগ শেখান অথবা তিনি পতিত-পাবন । তিনি হলেন স্বর্গের প্রথম বাচ্চা, যিনি প্রথমেও ছিলেন এবং পরেও হবেন; এইজন্য তাঁকে শ্যামসুন্দর বলা হয় । প্রথম নম্বর জন্ম নেন কৃষ্ণ, তারপর ৮৪ জন্মের পরে তিনি ব্রহ্মা নাম অ্যাডপ্ট করেন । বাবা এসে, বাচ্চাদের অ্যাডপ্ট করেন । তোমরা বাচ্চারা অ্যাডপ্টেড, ঈশ্বরের বাচ্চা । তোমাদের মা-ও আছেন, বাবাও আছেন, প্রজাপিতাও আছেন । বাবা বলেন, আমি এই ব্রহ্মার মুখ দিয়ে বলি, তোমরা আমার বাচ্চা । তোমরা বলো, বাবা আমরা তোমার, তোমার থেকে উত্তরাধিকার নিতে এসেছি । বুদ্ধিও বলে, বাবা নিশ্চয়ই আসেন । তিনি কখন আসেন এটাও ভাববার বিষয় । তারা বলে, হে পতিত-পাবন এসো ! সুতরাং, যখন পতিত দুনিয়া শেষ হবে তখনই তিনি আসবেন, তাই না ! একেই বলা হয় সঙ্গমযুগ, কল্পের শেষ এবং কল্পের শুরুর মধ্যবর্তী সময় । অল্পে সবাই পতিত হয় আর আদিত্যে সবাই পবিত্র । অল্পে পতিত

দুনিয়ার বিনাশ হয় এবং নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। তারপর বৃদ্ধি হতে থাকে। গাওয়া হয় ব্রহ্মা দ্বারা স্থাপনা। এই হলো ত্রিমূর্তি। তোমরা জানো, শিববাবার বাচ্চারা সবাই ভাই। যখন রচনা হয় তারা ভাই-বোন হয়। তাঁকে কেন মাতাপিতা বলা হয়? যাতে ভবিষ্যতের উত্তরাধিকার লাভ করা যায়। লৌকিক উত্তরাধিকার থাকলেও তোমরা পারলৌকিক উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য পুরুষার্থ করো। এখন কলিযুগ অর্থাৎ মৃত্যুলোক। সত্যযুগকে অমরলোক বলা হয়। এখানে মানুষের অকালমৃত্যু হয়। সত্যযুগ দৈবী দুনিয়া, যেখানে আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম বিদ্যমান থাকে। হিন্দু ধর্ম বলে কিছু নেই। যখন আদমশুমারি হয়, তখন তারা জিজ্ঞাসা করে, আপনি কোন ধর্মের? যখন আমরা বলি আমরা ব্রাহ্মণ ধর্মের তখন তারা হিন্দু ধর্মে রেখে দেয় কারণ সেই ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা হিন্দু ধর্মের মধ্যে পড়ে। আর্য সমাজের লোকেদেরও হিন্দু ধর্মের মধ্যে রাখা হয়। বাস্তবে, হিন্দু ধর্ম বলে তো কিছু হয়ই না। যারা ইউরোপে বাস করে তাদের কী আর ইউরোপিয়ান ধর্মের বলা হবে? তারা খৃষ্টান ধর্মের। যিশুখ্রিস্ট খৃষ্টান ধর্মের স্থাপন করেছেন। আচ্ছা, হিন্দু ধর্ম কে স্থাপনা করেছে? বেচারা লোকজন, এই প্রশ্নে বিভ্রান্ত হয়! তারা বলে, গীতার দ্বারা স্থাপন হয়েছিলো। তাদের বোঝানো হয়, গীতার দ্বারা তো আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়েছে। তোমরাও দেবতা ধর্মের! তখন তারা বলে, দেবতার অনেক পবিত্র ছিলেন; আমরা অপবিত্র; আমরা কিভাবে নিজেদের সেইরকম পবিত্র বলতে পারি? সেইজন্য তাদের বলা হয়, আচ্ছা, তবে পবিত্র হও, আবার দেবীদেবতা ধর্মে এসে যাও। তখন তারা বলে, আমাদের সময় নেই! তোমরা যা বলছ সেতো একেবারে নতুন! আমরা অবশ্যই দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। ভারতবাসীই দেবী-দেবতাকে পূজা করে। যেমন খৃষ্টানরা যিশুখ্রিস্টের পূজা করে। কিন্তু তারা এখন পতিত হওয়ার কারণে, তারা নিজেদের দেবতা বলতে পারেনা। তোমরা যদি তাদের পবিত্র হওয়ার জন্য আসতে বলো, তারা বলে তাদের কাছে সময় নেই। বাবা বলেন, তোমরা তো উটপাখি! তাদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয় কেন তোমাদের দেবতা বলা হবেনা, তারা বলে, আমরা অপবিত্র। তোমরা যদি বলো আচ্ছা এসে পবিত্র হও, তারা বলে আমাদের সময় নেই। যদি উটপাখিকে বলো উড়তে, সে বলবে, আমার পাখা নেই, আমি উট। তারপরে যদি বলো বোঝা ওঠাতে, সে বলবে আমি পাখি। তাই বাবা বলেন, মায়া তোমাদের পবিত্রতার পাখা কেটে দিয়েছে। শ্রাবণ মাসে মানুষ উপোস ক'রে শিবের পূজা করে, ব্রত করে। তোমাদের জন্য শ্রাবণ মাস জ্ঞান বর্ষার। তোমরা পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হও। মানুষ না খেয়ে ব্রত পালন করে। বাবা বলেন, বিষ খেয়োনা। এটা তোমাদেরও বোঝাতে হবে। শিবের অনেক পূজা হয়। এখন শিববাবা বলেন, তোমাদের ভোজন না খাওয়ার ব্রত, বিকার থেকে বিরত রাখে, তোমরা পবিত্রতার ব্রত পালন করো। আমি এসেছি পবিত্র দেবীদেবতা ধর্ম স্থাপনা করতে। এখানে কেউ পবিত্র নয়। পবিত্র দেবী-দেবতা সত্যযুগে বিরাজ করেন। তাঁরা বিষ থেকে জন্ম নেননা। নয়তো তাঁদের কিভাবে সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা যাবে? লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধাকৃষ্ণ এনাদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয়। এখানে সবাই বিকারী, যাদের কোনও গুণ নেই। তারা নিজেরাই বলে, আমরা অপবিত্র, অধম। বাবা বলেন, আমার মত অনুসরণ করে চললে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হয়ে এই লক্ষ্মী-নারায়ণের মতো মালিক হয়ে যাবে। তোমাদের পড়া কত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার পুরুষার্থ করো। তোমাদের বিশ্বের মালিক হতে হবে। সত্যযুগে দেবী-দেবতাদের রাজ্য ছিলো এবং সেই দেবী-দেবতা ধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। তোমরা পবিত্র হয়ে স্বর্গের উত্তরাধিকার লাভ করো। স্ব অর্থাৎ আত্মা। আত্মা রাজস্ব লাভ করে, যা স্বরাজ্য ব'লে অভিহিত। মানুষ দেহ-অভিমানী। দেহ-অভিমান থেকে তারা বলে এটা তাদের রাজ্য। এখানে তোমরা বলো, আমি আত্মা, এই দেহের মালিক। আমি মহারাজা হবো; সত্যযুগে আমি পবিত্র দেহ প্রাপ্ত করবো। এখন তো আত্মা পতিত, যেমন আত্মা তেমন শরীর।

আত্মায় খাদ মিশে গেছে । আত্মা প্রথমে খাঁটি সোনা ছিলো । প্রথম ছিলো গোল্ডেন এজ্ অর্থাৎ স্বর্ণযুগ, কিন্তু পরে যখন সিলভার এজ্ এলো তখন তাদের মধ্যে সিলভারের খাদ মিশলো । তারপরে দ্বাপরে তামার খাদ । এখন আত্মারা মেকি তো শরীরও মেকি । একে বলা হয় মিথ্যাখণ্ড । এখন বাবার সাথে যোগ রাখলে খাদ বেরিয়ে যাবে, একে যোগ অগ্নি বলা হয় । অলংকার থেকে ময়লা বার করার জন্য আগুনে দেওয়া হয় । এটাই যোগ অগ্নি যাতে খাদ ভস্ম হয়ে যায় ; আমরা খাঁটি সোনা হয়ে বাবার সাথে ফিরে যাই । বাবা বলেন, তোমরা অবশ্যই আমার সাথে ফিরে আসবে । সত্যযুগে প্রকৃত সোনা থাকবে । এখন তারা কৃষ্ণকে কেন কালো বলে ? কৃষ্ণের নামরূপ বদল হয়ে যায় । বাবা এখন বোঝান, তোমরা গৌরবর্ণ ছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের মধ্যে খাদ মিশেছে । তোমরা সম্পূর্ণভাবে আয়রণ এজেড হয়ে গেছ । আমি এখন স্বর্ণকার ; আমি বাচ্চাদের ভাঙিতে রাখি । খড়ের গাদায় আগুন লাগবে, সবার শরীর বিনাশ হয়ে যাবে । আত্মারা অবিনাশী । একদিকে তোমরা যোগ অগ্নিতে পবিত্র হবে আর অন্যদিকে বাকি সবাই সাজাপ্রাপ্ত হয়ে হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যাবে । সবাইকে পবিত্র বানানোর জন্য এটা ঈশ্বরের ভাঙি । সেই তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর, তাঁর থেকে তোমরা জ্ঞান গঙ্গা বেরিয়েছ । যাই হোক, মানুষ সেই স্রোতস্বিনী গঙ্গা মনে করে । এমনকি তারা সেই জলের গঙ্গার দেবীমূর্তিও রাখে । বাস্তবে, তোমরা ভগবানের বাচ্চা, জ্ঞান গঙ্গা যারা পরবর্তী সময়ে দেবতা হবে । যখন স্বর্গে যাবে তখন তোমাদের দেবী-দেবতা বলা হবে । ওখানে আত্মা শরীর দুইই পবিত্র । তারা এখন পতিত । ভারত গোল্ডেন এজেড ছিলো, পরে সিলভার, কপার এবং আয়রণ এজেড হয়েছিলো । বাবা তোমাদের আবার গোল্ডেন এজে নিয়ে যাচ্ছেন । তোমরা আত্মারা এবং তোমাদের দেহ দুইই পবিত্র হয়ে যায় । বাবা বলেন, আমি রজক (ধোপা), তোমরা অর্থাৎ আত্মাদের ধুতে আসি । বাবাকে তোমাদের স্মরণ করতে হবে, ব্যস্ শুধু এইটুকুই ! যোগের অভ্যাসে থেকে তোমরা বিশ্বের মালিক হতে পারো । শারীরীক শক্তির দ্বারা কেউ বিশ্ব-মালিক হতে পারেনা । খৃষ্টান দুই ভাইয়ের (রাশিয়া এবং ইউ.এস.এ) এত শক্তি আছে যে তারা যদি নিজেদের মধ্যে মিলে যায় তবে বিশ্বের মালিক হতে পারে । যতই হোক, আইন মোতাবেক তা হতে পারেনা এই বিষয়ে একটা গল্প প্রচলিত আছে দুই বিড়াল নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছিল আর বানর এসে সেই অবসরে তাদের মধ্যে থেকে মাখন নিয়ে যায় । সুতরাং তারা উভয়ে লড়াই করে আর ভারত মাখন অর্থাৎ সারবস্তু লাভ করে । এতে নাস্তার ওয়ান হলেন শ্রীকৃষ্ণ । এই কারণে শ্রীকৃষ্ণের মুখে বিশ্বগোলক দেখানো হয় । এটা কোনও মাখন নয়, শ্রীকৃষ্ণের স্বর্গ রাজ্যের প্রাপ্তি । বাবা বোঝান, সব বিনাশ হয়ে যাবে, আর তারপরে তোমরা মালিক হয়ে যাবে । যেমনই হোক, তার আগে অবশ্যই বাবার শ্রীমং অনুসরণ করতে হবে । শ্রীমতে তোমরা শ্রেষ্ঠ এবং আসুরিক মতে ব্রষ্ট হও । এটা আসুরিক পতিত দুনিয়া । একজনও পবিত্র নয় । পবিত্র দুনিয়ায় একজনও পতিত হয়না । এখন সবাই পতিত । গেয়েও থাকে পতিত-পাবন সীতারাম । আমরা সীতারাম রাবণের জেলে পড়ে আছি । মানুষ ডাকে, হে রাম ! আমাদের পবিত্র দুনিয়ায় নিয়ে চলো ! তারা গাইলেও জানেনা কিছুই । তাদের মনে যা আসে তাই গাইতে থাকে । রাবণ পুরোপুরি তাদের ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে । বাবা এসে জাগিয়ে দেন । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি সৃষ্টির রচয়িতা, তাঁর বায়োগ্রাফি তোমরা জানো । তোমরা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর এবং লক্ষ্মী-নারায়ণের বায়োগ্রাফিও জানো । লক্ষ্মী-নারায়ণের ৮৪ জন্মের কথাও তোমরা জানো । তাইতো তোমরা নলেজফুল ! যখন তোমরা কোনও কৃষ্ণ মন্দিরে যাও, তোমরা বুঝতে পারো, তিনি ছিলেন সত্যযুগের প্রিন্স । এখন, তাঁর অন্তিম চুরাশিতম জন্মে তিনি ব্রহ্মা হয়েছেন । এই বিষয়েও ভালোভাবে বুঝতে হবে । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, বাচ্চারা সতর্ক থেকে, কখনও কাউকে দুঃখ দিওনা । বাবা তো দুঃখহর্তা, সুখকর্তা, তাই না ! তোমরা পাঁচ বিকার দান করেছ । এই দান দিলে গ্রহের মন্দ প্রভাব

সরে যাবে । যখন গ্রহণ লাগে তখন ফকিরেরা বলে দান দাও । এখন বাবা বলেন, আমার স্নেহের বাচ্চারা তোমরা পাঁচ বিকারের দান দাও তবে তোমরা সর্বগুণসম্পন্ন দেবতা হয়ে যাবে, তখন দুঃখের গ্রহণও সরে যাবে । তোমরা সুখধামের মালিক হবে । এই কারণে পাঁচ বিকারের দান নেওয়া হয়, এইরকমই তো ভালো, তাই না ! এখন তোমাদের উপর বিকারের গ্রহণ লাগায় তোমরা একদম কালিমালিপ্ত হয়েছ । বাবা একমাত্র তোমাদের বিকার দানের জন্যই বলেন, অন্য কিছু নয় । বাবা বোঝান, বাচ্চারা তোমাদের এখন আত্ম-অভিমानी হতে হবে । আত্ম-অভিমानी হয়ে পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে । তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে হবে, এইজন্য দেহী-অভিমानी হও । দেবতারা আত্ম-অভিমानी হন । এখন আমাকে অর্থাৎ তোমাদের বাবাকে স্মরণ করো তবে তোমাদের পাপ ভস্ম হয়ে যাবে । আমি তোমাদের রক্ষা করবো । তোমরা আমাকে স্মরণ না করলে আমি কিভাবে তোমাদের রক্ষা করবো ? বাবা কত বোঝান, এই সব কথা কোনও শাস্ত্রে লেখা হয়নি । সেই সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী । বাবা তোমাদের সদগতিতে নিয়ে যাওয়ার জন্য পড়ান । আমি তোমাদের এই শরীর দ্বারা বোঝাই । এটা আমার শরীর নয়, এতো এনার পুরানো জুতো, আমি এটা লোনে নিয়েছি । আমি এই শরীরে এসে তোমাদের পবিত্র বানাই । বাবা কত স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেন ! আচ্ছা !

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার শ্রীমত অনুসরণ করে সম্পূর্ণ নির্বিকারী হতে হবে । এই পড়ার মাধ্যমে বিশ্বের রাজত্ব নিতে হবে । আত্মায় যে খাদ পড়েছে তাকে যোগ অগ্নির দ্বারা বার করতে হবে ।

২) আত্ম-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে হবে । যত বেশী স্মরণে থাকবে তত বেশী বাবা তোমাদের রক্ষা করবেন ।

বরদানঃ- সর্ব প্রাপ্তিকে সামনে রেখে তোমার মূল(আসল বা প্রকৃত) আত্মগৌরব বজায় রেখে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মা, উঁচু থেকেও উঁচু ভগবানের সন্তান - এটাই হল সকলের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্ম-অভিমান । যারা এই চমৎকারিত্বের সীটে অধিষ্ঠিত, তাদের কখনও চরম দুর্দশা হতে পারেনা । ব্রাহ্মণের মহিমা দেবতাদের মহিমা থেকেও শ্রেষ্ঠ । সর্ব প্রাপ্তির লিস্ট সামনে রাখো, তবে নিজের শ্রেষ্ঠ মহিমা সদা স্মৃতিতে থাকবে এবং অবিরত তোমরা এই গান গাইবে - "পাওয়ার ছিলো যা, তা' পেয়ে গেছি"..... সর্ব প্রাপ্তির স্মৃতির দ্বারা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্থিতি সহজ হয়ে যাবে ।

স্লোগানঃ- যোগী এবং পবিত্র জীবনই হল সর্ব প্রাপ্তির আধার ।

মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের পবিত্র থাকার ব্রত-পালন করতে হবে, বাকি নির্জলা থেকে, অনশন ইত্যাদি করার প্রয়োজন নেই, পবিত্র স্বরূপে পরিণত হও তাহলেই বিশ্বের মালিক হবে।

প্রশ্ন:- এইসময় দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম কে এবং কিভাবে ?

উত্তর:- এইসময় এই দুনিয়াতে সবচেয়ে উত্তম হল গরীব মানুষ, কারণ বাবা এসে তাদের সাথেই মিলিত হন । ধনী মানুষ এই জ্ঞান শুনবেনা । বাবা হলেন দীনের নাথ। তিনি গরীবদের ধনবান করেন।

গান :- আজকের মানুষের কি দশা.... ।

ওমশান্তি । বাচ্চারা গান শুনল। দৈবীয় স্নেহ যাকে ঈশ্বরীয় স্নেহও বলা হয়। এখন ঈশ্বর স্নেহের পদ্ধতি শেখাচ্ছেন কিভাবে একে অপরকে স্নেহ (রুহানী স্নেহ) করা উচিত । ভারতে কতখানি খাঁটি ভালোবাসা ছিল ! যখন ভারত সত্যযুগে ছিল। সত্যযুগের রচনা কে করেন ? সত্যগুরু , সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক এই রচনা করেন। এখন তোমরা কার সম্মুখে বসে আছো ? সত্য বাবা যিনি সত্য সুখ প্রদান করেন, সত্য স্নেহের অনুভব করতে শেখান। সত্য জ্ঞান দান করেন, ওঁনার সম্মুখে বসে আছো। মিথ্যা খন্ডে সবকিছুই হয় মিথ্যা । গায়নও আছে সত্যের সঙ্গ করো। সত্য তো একজন-ই । অসত্য তো আছে অনেক । যে বাবা ভারতকে স্বর্গে পরিণত করেন , বেহদের বর্সা দিয়ে থাকেন , তোমরা সে-ই বেহদের পিতার সম্মুখে বসে আছ । যিনি পুনরায় আমাদের বেহদের অর্থাৎ স্বর্গের বাদশাহী প্রদান করতে এসেছেন । সত্য বাবা একজন-ই , যাঁর সঙ্গে তোমরা বিশ্বের মালিক রূপে পরিণত হও। ভক্তিতেও সর্বপ্রথমে একমাত্র শিববাবার সত্য ভক্তি প্রচলিত ছিল। সেই ভক্তিকেই সত্য অব্যভিচারী ভক্তি বলা হয়। বাবা বসে তোমাদের সম্পূর্ণ চক্রের জ্ঞান শোনাচ্ছেন । প্রথমে এক শিববাবার ভক্তি ছিল যাকে অব্যভিচারী ভক্তি বলা হত, তারপর বর্তমানে তোমাদের সত্য জ্ঞানও শোনাচ্ছেন । মিথ্যা ভক্তি প্রথা থেকে মুক্ত করেন। সত্য বাবা দ্বারা তোমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করো। তোমরা জানো এই সত্যের সঙ্গ আমাদের স্বর্গে নিয়ে যাবে। সত্য জ্ঞানের দ্বারা ভবসাগর পার হয় আর মিথ্যা জ্ঞানের দ্বারা পতন হয়। এটাই হল অজ্ঞানতা। সত্য জ্ঞান শুধুমাত্র বাবা-ই দিয়ে থাকেন । তোমরা সম্পূর্ণ চক্রের ইতিহাস ভূগোল বুঝেছ। সুতরাং ইনিই হলেন সত্য বাবা , সত্য শিক্ষক । সত্যযুগে সত্য বাবা-ই বলা হবে, কারণ সেখানে মিথ্যা তো হয়-ই না। ঈশ্বরকে সর্বব্যাপী বলা হবেনা । মিথ্যা তো তখনই আরম্ভ হয় যখন মিথ্যা সৃষ্টিকারী ৫ বিকারের উৎপত্তি হয়।

এখন তোমাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমরা বেহদের নিরাকার বাবার সামনে রয়েছি । এই বাবাও (ব্রহ্মাবাবা) বলেন আমরা ঐ বাবার (শিববাবার) সম্মুখে আছি। ওঁনাকেই স্মরণ করি। প্রতিফলনে স্মরণ করি। বাবার সন্তান কিনা। তোমাদেরও শিববাবাকে স্মরণ করা উচিত এই সাকার বাবাকে নয়। আমাদের জন্যে তো একমাত্র শিববাবা আছেন । তোমাদের জন্যে একটু বাধা আছে , কিন্তু আমার (ব্রহ্মাবাবার) জন্যে কোনো বাধা নেই। তোমাদের দৃষ্টি সাকারের দিকে যায় , আমার দৃষ্টি কোথায় যাবে ? আমার (ব্রহ্মাবাবার) তো ডাইরেক্ট শিববাবার সঙ্গে কানেকশন রয়েছে । তোমাদের

শিববাবাকে স্মরণ করতে হয়। এই সাকার দেহকে ক্রস করতে হয় যাতে স্মরণে সাকারের স্মৃতি না থাকে , আমার জন্যে এক শিববাবাই আছেন । তোমাদের সামনে দুই বাবা রয়েছেন । ব্রহ্মাবাবার সামনে কেবল একজন-ই আছেন। ব্রহ্মাবাবা হলেন শিববাবার সন্তান । তবুও নিরন্তর স্মরণ থাকে না, কারণ বাবা বলেন --- তুমি হলে কর্মযোগী । তোমার বুদ্ধিতে সম্পূর্ণ চক্র ঘুরপাক খায়। সত্যযুগ ত্রেতায় এতো জন্ম পার হয়েছে তারপর এতো গুলি জন্ম নিয়ে এখন ৮৪ জন্মের চক্র পূর্ণ হচ্ছে । হিসাব রয়েছে কিনা । এখন কলিযুগের অন্তিম সময় এরপর নতুন চক্র ঘুরবে। হিন্দী-জিওগ্রাফি আবার রিপিট হয়। সত্যযুগে কারা ছিল , কোথায় রাজত্ব ছিল । এইসব কথা তোমাদের জানা আছে যে সম্পূর্ণ বিশ্বে দেবতাদের রাজত্ব ছিল । এখন বলা হয় তোমরা আমাদের সীমারেখা থেকে দূরে থাকো , আমাদের সীমানার জল ব্যবহার করবেনা । বাবা-তো হলেন বেহদের মালিক। বাবা বলেন আমাকে স্মরণ করো। এই বাবা (সাকার বাবা) বলেননা । এনার দ্বারা নিরাকার বাবা আত্মারা তোমাদের বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমরা কখনও রুগী বা অসুস্থ হবেনা । এখানে পিতা সন্তানের জন্মের পরে পালনা করেন তারপর যদি হঠাৎ সন্তানের মৃত্যু হয় তখন তাদের কত দুঃখ অনুভব হয়। তখন শরীর নির্বাহের জন্যে নিজেকেই সার্ভিস করতে হয়। এখানে তো হল-ই দুঃখধাম । বাবা তোমাদের কোনো কষ্ট দেননা । শুধু বলেন আমাকে স্মরণ করো তাহলেই বিকর্মের বিনাশ হবে। বাবাকে এবং বর্সাকে স্মরণ করো। বাচ্চারা জানে যে পিতার সম্পত্তি প্রাপ্ত হবে তবুও নিজের জন্য উপার্জনের জন্যে ব্যবসা ইত্যাদি নিশ্চয়ই করে । সম্পত্তি প্রাপ্তির জন্যে বসে থাকেনা । বাকি যারা রাজবংশে জন্ম নেয় তারা রাজ-সম্পত্তির জন্যে বসে থাকে। অনেক দান-পুণ্য করলে রাজবংশে জন্ম হয়। রাজত্ব সামলাতে হয়। সেই রাজারা হল পতিত । এখন তোমাদের পবিত্র রাজার কাছে জন্ম নিতে হবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের গৃহে বা সূর্যবংশী রাজবংশে জন্ম হবে, সেখানে কোনোরকম দুঃখ থাকেনা । সকল প্রকারের দুঃখ থেকে মুক্তি হয়। বাবা এসে ধৈর্য দেন। এখন এ হল অন্তিম জন্ম। তোমাদের জন্ম-জন্মান্তর ধরে এই অবস্থা হয়। বাচ্চাদের দুঃখধামে পতন হয় , সুখধাম আসবে কিভাবে । এখানে অনেক দুঃখ আছে, সুখ রয়েছে অল্পকালের । যদিও অনেক ধন-সম্পদ সম্পন্ন মানুষেরা আছে তাদেরও অনেক দুঃখ আছে। এইসময়ে যে গরীব সে-ই সবচেয়ে ভাল। বাবা এসেছেন গরীবদের ধনী রূপে পরিণত করতে। দান ইত্যাদি গরীবদের করা উচিত । সবাই তো সাধারণ কিনা । বাকি যারা লক্ষপতি হয় যাদের কাছে কোটি টাকার সম্পদ থাকে তাদের যতই বোঝাও তাদের নিজেদের সম্পত্তির অভিমান থাকেই। বাবা বলেন এমন লোকদের কি ধন দান করবে ! আমি হলাম দীনের নাথ । এমন কন্যা , মাতারাই জ্ঞান গ্রহণ করে থাকে। কন্যাদের কত সম্মান করা হয় , সবাই পূজো করে , তারপর তারা বিবাহের পরে পূজারী রূপে পরিণত হয়। কত পবিত্র , বিবাহের পরেই পূজারী পতিতে পরিণত হয়। স্বামীকে পরমেশ্বর ভেবে মাথা নোয়ায় । তাদের দাসত্ব স্বীকার করে । তাই বাবা এসে দাসী-বৃত্তি থেকে মুক্ত করেন। বাচ্চারা সংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান শিববাবার পৌত্র পৌত্রী । ওঁনার সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার আছে। ওঁনার সম্পত্তি হল বেহদের (অসীমের) । বিশ্বের মালিক করেন। তাঁর আদেশ হল বাচ্চারা মামেকম স্মরণ করো, আমি সত্য বলছি - তোমরা নারী থেকে লক্ষ্মী রূপে পরিণত হবে। এরজন্যে কোনো ব্রত পাঠ বা নির্জলা ব্রত-পালন করতে হবেনা । আগে যে সমস্ত ব্রত-পালনের নিয়ম করেছে, ৭ দিন ভোজন গ্রহণ করতে না । এই ভেবে যে নির্জলা ব্রত-পালনে কৃষ্ণপুরী প্রাপ্ত হবে । বাস্তবে সত্য ব্রত-পালন হল পবিত্র থাকা। তারা তো জোর করে উপবাস ইত্যাদি করে । বাচ্চারা তোমাদের একটুও অনশন ইত্যাদি করতে হবেনা । হ্যাঁ কিন্তু পবিত্র হওয়ার পরিশ্রম করতে হবে। আমরা

সবাইকে পবিত্র করে তুলব। এটাই তোমাদের কর্তব্য। বাকি নির্জলা থাকা, অনশন করা এইসব কর্মে কোনো লাভ হয়না। তোমরা শুধু পবিত্র থাকার প্রতিজ্ঞা করো। মায়েরা স্বামীর মৃত্যুতে অনেক দুঃখ ভোগ করেন। তাদের বোঝানো উচিত যে এখন স্বামীদের স্বামী (স্বয়ং পরমেশ্বর) এসেছেন। তিনি বলেন শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের মালিক হবে। ইনি হলেন স্বামীদের স্বামী, পিতাদের পিতা। স্বামী হারানো স্ত্রী-কে জ্ঞান দান করে শিববাবার সঙ্গে গাঁঠ-ছড়া বেঁধে দেওয়া উচিত। বোঝানো উচিত তোমরা কাল্লা -কাটি করোনা, সত্যযুগে কাল্লার প্রয়োজন নেই। এখানে দেখ সবার চোখে জল। ভারতে সত্য দেবতাদের রাজত্ব ছিল। আজকাল একে অপরকে আঘাত করতে থাকে। অসুরী রাজ্য কিনা। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্র খুবই সুন্দর। এতেই সমস্ত সেট রয়েছে। ত্রিমূর্তি, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাধে-কৃষ্ণ রয়েছে, প্রতিদিন এই চিত্র দর্শন করলেও এই কথাটি স্মরণে থাকবে যে শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা আমাদের এই স্বরূপে পরিণত করছেন। বাড়িতেও ছোট ছোট বোর্ডে লিখে দাও। বেহদের পিতাকে জানলে তোমরা ২১ জন্মের জন্যে স্বরাজ্য পদ প্রাপ্ত করতে পারো। ধীরে ধীরে অনেক মানুষ বোর্ড দেখে তোমাদের কাছে আসবে।

তোমরা হলে রুহানী অবিনাশী সার্জেন। রুহানী সার্জারীর কোর্স পাশ করেছ, বোর্ড লাগাতে হবে। বলো, এই বাবাকে স্মরণ করলে তোমরা বেহদের বাদশাহী প্রাপ্ত করবে। বাবা অনেক ভাল প্রশ্ন লিখেছেন। বাবার রুহানী বাচ্চারা সংখ্যায় কত? বহু সন্তানের পিতা কিনা। তাতে ভাই-বোন দুই-ই রয়েছে। বাবার কাছে এলে বোঝানো হয় কতজন বী.কে আছে। কত জন বাচ্চা আছে। বাচ্চাদের বৃদ্ধি হতেই থাকে। তোমরা বোঝাতে পারো আমরা ভাই-বোন --- বিকার যুক্ত দৃষ্টি যাবেনা। বাবা বলেন দেহ সহ দেহের মিথ্যা সম্বন্ধ গুলো ভুলে আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমরা পবিত্র হবে। তোমরা প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হয়ে আসো যে আমার এক শিববাবা অন্য কেউ নয়। বৃদ্ধা মায়েরা এই দুটি শব্দ স্মরণ করলে অনেক কল্যাণ হবে। আমরা ৮৪ বার জন্ম গ্রহণ করি। এখন আমরা ব্রাহ্মণ তারপরে দেবতা, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র রূপে পরিণত হব। ব্রাহ্মণ নিশ্চয় হতেই হবে পূর্বে কল্প অনুযায়ী। অনেকে পরিণত হবে। এখন ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যারা বিদেশে বসবাস করে তারাও বেরিয়ে আসবে। স্মরণ করতেই থাকে। বাবা বলেন নিজের পরিবারে থেকে নিজেকে আত্মা রূপে স্মরণ করো। নিজেকে শিববাবার পৌত্র রূপে স্মরণ করো। আমরা সে-ই ব্রাহ্মণ যারা দেবতা রূপে পরিণত হব। কলিযুগে মানুষ আছে, সত্যযুগে দেবতায় পরিণত হবে। কলিযুগে সবাই হল অসুরী মনুষ্য। এখন তোমরা দৈবী সম্প্রদায়ের হয়েছ। এইসব কথা বাবা-ই বলেন, আর কেউ নয়। এইসব বর্ণের বিষয়ে কেউ জানেনা। তোমরা হলে ব্রাহ্মণ, তোমরাই নলেজ বোঝাতে পারো। তোমরা হলে বী.কে। যতক্ষণ তোমাদের কাছে জ্ঞান প্রাপ্ত না করে থাকে ততক্ষণ বুঝতে পারবে না। তোমরাই তা দিতে পারো, এরজন্যে মন হৃদয় খুবই পরিষ্কার হওয়া দরকার, মন পরিষ্কার হলেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে। কারো মন পরিষ্কার থাকেনা, সত্য হৃদয় দিয়ে বাবার সেবায় যুক্ত হওয়া উচিত। আগ্রহ থাকতে হবে। আমাদের কর্তব্য হল বোঝানো। এই কথাও জানো যে ১০৮ টি মাথা ঘাঁটলে একটি মাথায় জ্ঞান ঢুকবে। একজন বা দুইজন বেরিয়ে আসবে, যারা কল্প পূর্বেও বেরিয়েছিল। যে বী.কে ছিল সে-ই আসবে। ক্লান্ত হয়োনা। তোমরা পরিশ্রম করতে থাকো। কেউ তো বেরোবেই। যেখানেই যাও আত্মীয়-স্বজনের কাছে, বিবাহ ইত্যাদি অনুষ্ঠানে যাও --- প্রত্যেককে কর্ম অনুযায়ী পরামর্শ দেওয়া হয়। মুখ্য কথা হল পবিত্র থাকা। কখনও বাইরে ভোজন গ্রহণ করতেও হয়। আত্মা বাচ্চারা, শিববাবার স্মরণে থাকলে মায়ার প্রভাব পড়বেনা। বাবা সবাইকে ছুটি দেননা। নিরুপায় অবস্থা দেখে নির্ণয় নেওয়া হয়। নাহলে চাকরি চলে যাবে। প্রত্যেককে আলাদা-আলাদা পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুনিয়াটা খুব খারাপ । অনেকের সাথে থাকতে হয়। একটি কাহিনী আছে । গুরু বললেন শিষ্যকে বাঘের গুহায় থাকো। বেশ্যার কাছে থাকো পরীক্ষার জন্যে পাঠিয়েছেন। বাস্তবে সেইসব কোনো পরীক্ষা নয় । এইসবই বাচ্চারা তোমাদের জন্যে । তোমাদের বাঘের কাছে তো পাঠানো হবেনা । বাবাতো বলেন যে সে যেই হোক তাকেই বাবার পরিচয় দাও। দিন-প্রতিদিন বুদ্ধির তালা খুলে যাবে । বৃক্ষের বৃদ্ধি তো হবেই , তবে তো বিনাশ আরম্ভ হবে। তার আগে বিনাশও হতে পারবেনা । এখানে তো রাজধানীর স্থাপনা হচ্ছে । বাবা তো বলেন শুধুমাত্র আমাকেই স্মরণ করো। আচ্ছা ।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার ।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) জ্ঞান ধারণ করতে হলে হৃদয় মন পরিষ্কার রাখতে হবে । হৃদয়ের সততার আধারে বাবার সেবায় যুক্ত হতে হবে। সেবায় কখনও ক্লান্ত হবেনা ।

২) কথা দিতে হবে আমার তো একমাত্র শিববাবা, অন্য কেউ নয়। দেহ সহ দেহের সকল মিথ্যা সম্বন্ধ ত্যাগ করে এক বাবার সঙ্গে সম্বন্ধে যুক্ত হতে হবে। গরীবদের জ্ঞান ধন দান করতে হবে।

বরদান :- কন্ট্রোলিং পাওয়ার বা নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা ভুলকে নির্ভুল ক'রে এমন শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী হও (ভব) ।

ব্যাখ্যা: শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থী সে হয় যে সেকেন্ডের মধ্যে নিয়ন্ত্রণ শক্তি দ্বারা ভুলকে নির্ভুল বা সঠিক করে দেয়। এমন নয় যে ব্যর্থকে কন্ট্রোল করতে চায়, ভুল বুঝতেও পারে কিন্তু আধ-ঘন্টা ধরে চলতেই থাকে। একে-ই বলা হবে অল্প-অধীন এবং অল্প - অধিকারী । যখন বুঝতে পারো যে এটা সত্য নয়, যথার্থ নয় বা ব্যর্থ বিষয় তখন সেই সময়েই ব্রেক লাগিয়ে দেওয়া হল --- এই হল শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ । নিয়ন্ত্রণ শক্তির অর্থ এই নয় যে ব্রেক লাগাবে এইখানে আর লাগবে ঐখানে ।

শ্লোগান - নিজের স্বভাবটি সরল করে নাও তাহলেই সময় ব্যর্থ হবেনা।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদেরকে এখন লাইট হাউস হতে হবে। তোমাদের এক চোখে মুক্তিধাম আর এক চোখে জীবনমুক্তিধাম আছে, তোমরা সবাইকে রাস্তা বলতে থাকো।"

প্রশ্ন:- কোন্ উপায়ে অবিনাশী পদের ভাগ্য জমা হতে থাকবে?

উত্তর:- সর্বদা বুদ্ধিতে যেন স্বদর্শন চক্র ঘুরতে থাকে। চলতে ফিরতে নিজের শান্তিধাম এবং সুখধাম স্মরণে থাকলে একদিকে বিকর্মের বিনাশ হবে এবং অন্যদিকে অবিনাশী পদের ভাগ্যও জমা হতে থাকবে। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে লাইট হাউস হতে হবে, একটি চোখে শান্তিধাম আর অন্য চোখে সুখধাম থাকতে হবে।

গীত:- জাগো সজনীরা জাগো, নতুন যুগ প্রায় এলো রে...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা মিষ্টি মিষ্টি গান শুনল। যে এই গানটা গেয়েছে সে তো নিশ্চয়ই কোনো সিনেমার গায়ক। জ্ঞানের সম্বন্ধে, দেবতাদের সম্বন্ধে কিংবা পরমাত্মার সম্বন্ধে যা কিছু মহিমা করে সবই উল্টোপাল্টা। এই দুনিয়াটাই হল উল্টো দুনিয়া। এখন আল্লাহ বসে বোঝাচ্ছেন যে তোমরা তো মায়ার ফাঁসিতে ঝুলে আছ। মায়া সকল বাচ্চাদেরকে বাদুড় বানিয়ে দিয়েছে অর্থাৎ উল্টো করে ঝুলিয়ে দিয়েছে। বাবা এসে বাচ্চাদেরকে সোজা করছেন। গানটা খুবই ভাল। 'জাগো সজনীরা জাগো' - এটা কে বলছে ? গোটা দুনিয়ার সজনীদের উদ্দেশ্যে তো কেউ এইরকম বলতে পারবে না যে সজনীরা জাগো, এখন নতুন যুগ এসেছে। দুনিয়াতে কয়েকজন মানুষই আছে যারা এটা জানে। মায়া এত প্রবল যে যতই বোঝানো হোক তবুও বুঝতে পারে না। বাচ্চারা তোমরা বোঝো যে এখন নতুন যুগ অর্থাৎ দেবতাদের রাজত্ব স্থাপন হচ্ছে। এটাও বোঝো যে কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসবে। তাই এটা থেকেই প্রমাণিত হয় যে ভক্তদের কাছে ভগবানকে আসতেই হবে। ভক্তরা তো ভগবানের সাথে দেখা করতেই চায়। তাই বুঝতে হবে যে ভগবান এখন এসেছেন। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তরা ডেকে এসেছে। তাই তাদেরকে কিছু না কিছু তো অবশ্যই দেবেন। ভক্তরা জানে যে ভগবান জীবনমুক্তি দেন। তিনি এসেই সবাইকে পবিত্র করবেন, তাই তিনি হলেন পতিত-পাবন। বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ যে কখন সব আত্মারা পবিত্র হয়। সত্যযুগে তোমরা পবিত্র থাক। বাকি আত্মারা তখন নির্বাণধামে থাকে। তোমরা পবিত্র যুগে জন্ম নাও। নির্বাণধামকে কোনও যুগ বলা যাবে না। ওই ধাম তো সকল যুগের উর্ধ্বে। এইসকল কথা তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে। আমরা বরাবর পরমধামে থাকি। সত্য, ত্রেতা ইত্যাদি যুগ এখানেই হয়। এইসব নামও তো এই দুনিয়ার। বিনাশেরও গায়ন আছে। ত্রিমূর্তির চিত্রও দেখানো হয়ে থাকে। দুনিয়ার লোক ত্রিমূর্তির চিত্রের নিচে 'সত্যমেব জয়তে' লেখে। এটা হল রুহানি গভর্নমেন্ট। অহিংসক শক্তিসেনারও উল্লেখ আছে কিন্তু কেবল নামমাত্র। তোমাদেরও একটা লোগো বা প্রতীক থাকা উচিত। তোমরাও ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্করের নীচে 'সত্যমেব জয়তে' লিখতে পার। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এটা আসা উচিত যে আমরা হলাম পাণ্ডব গভর্নমেন্টের সন্তান। প্রজারা তো নিজেদেরকে সন্তানই মনে করে। তাই এটা নিয়ে চিন্তন করতে হবে যে কিভাবে আমাদের লোগো বানানো যায়। গোটা দুনিয়াটাই অন্ধশ্রদ্ধায় ভরে গেছে। যা দেখে সবকিছুকেই ভগবান বলতে থাকে। এটা তো অন্ধশ্রদ্ধা-ই। বলে যে প্রতিটা কণাতেই ঈশ্বর আছেন। বাস্তবে যত মনুষ্য আত্মা আছে তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা আলাদা। আত্মা শরীর ধারণ করে অভিনয়

করে। কখনোই এইরকম বলা উচিত নয় যে সবকিছুই ভগবান। তাহলে কি ভগবানই এইসব লড়াই ঝগড়া করছেন? এটা হল একশ শতাংশ অন্ধশ্রদ্ধা। নতুন বাড়ি তৈরি হলে তাকে একশো শতাংশ নতুন বাড়ি বলা হয়, কিন্তু পুরাতন বাড়িকে একশো শতাংশ পুরাতন বাড়ি বলা হয়। ভারতও একসময়ে নতুন ছিল, এখন পুরানো হয়ে গেছে। কত রকমের ধর্ম হয়েছে। দিন রাতের পার্থক্য। সত্যযুগে নিশ্চয়ই সুখই সুখ ছিল, দেবতারা রাজস্ব করত। এখন এই পুরাতন দুনিয়াতে কেবলই দুঃখ। ভবিষ্যতে দুঃখ আরও বৃদ্ধি পাবে। একটা কথা প্রচলিত আছে যে কারো পৌষমাস, কারো সর্বনাশ। দুনিয়ার মানুষ কেবল লিখে দিয়েছে, কিছুই বোঝে না। মানুষকে মেরে ফেলার সময়ে কারো একটুও করুণা হয়না। কেউ একটু কিছু করে দিলেই পুলিশ-কেস করে দেয়। আজকাল তো বোমা বানিয়ে একে অপরকে মারছে। প্রতিদিনই শোনা যায় যে অমুক জায়গাতে এতজন মারা গেছে। তাদের নামে তো কেউ কেস করার কথা কারো বুদ্ধিতেই আসেনা। তোমরা এখন জেনেছ যে এটা হল পুরাতন পাপের দুনিয়া। সত্যযুগ হল নতুন দুনিয়া। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কেউ কাউকে দুঃখ দেয় না। সেই যুগের নামই হল স্বর্গ, হেভেন, বেহেস্ট... ইতিহাসেও আছে যে এখানে প্রচুর সম্পত্তি ছিল যা মন্দির থেকেও লুট করে নিয়ে গেছে। তাহলে যে সেই মন্দির বানিয়েছিল সে কতই না ধনী ছিল। শাস্ত্রে সোনার দ্বারকা দেখানো হয়েছে, বলে যে সেটা নাকি সমুদ্রের তলায় চলে গেছে। তোমরা বোঝো যে নাটকের এই চক্র কিভাবে ঘুরছে। সত্যযুগ নীচে গিয়ে কলিযুগ ওপরে আসে। এইভাবেই চক্র আবর্তিত হয়। তোমাদের কাছেই এই চক্রের জ্ঞান আছে। অনেকেই এই চক্র তৈরি করার চেষ্টা করে কিন্তু কেউই চক্রের আয়ুকে জানেনা। তাই আসল চক্র কেউ বানাতে পারবে না। তোমাদের বুদ্ধিতে এখন পুরো চক্রটাই আছে - তাই উপদেশ দেওয়া হয় যে স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাকলে বিকর্মের বিনাশ হবে। এইসব হল জ্ঞানের কথা। তোমরা জানো, আমরা যে স্বদর্শন চক্র ঘোরাচ্ছি তার দ্বারা বিকর্মের বিনাশ হতে থাকবে এবং অবিনাশী পদের ভাগ্য জমা হয়ে যাবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনেকে বলে যে আমি তো স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে ভুলেই যাই। বাবা বলছেন, তোমাদেরকে লাইট হাউস হতে হবে। লাইট হাউসের কাজ হল রাস্তা দেখানো। তোমাদের এক চোখে শান্তিধাম আর অন্য চোখে সুখধাম আছে। বর্তমানে দুঃখধামে বসে আছি। তোমরা তো লাইট হাউস, তাই না? তোমাদের মন্ত্র হল 'মন্মনা ভব এবং মধ্যাজী ভব', শান্তিধাম এবং সুখধাম। অন্যদেরকেও রাস্তা দেখাতে থাক এবং স্বদর্শন চক্র ঘোরাতে থাক। চলতে ফিরতে যেন শান্তিধাম এবং সুখধাম স্মরণে থাকে। এইরকম অবস্থায় হলে তখন বসে বসেই সাক্ষাৎকার হবে। কেউ সামনে এলেই তার সাক্ষাৎকার হবে। আমাদের যত কাজ সব এখানেই আছে, ওখানে তো কোনো কাজই থাকবে না। তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে এখন এই অভ্যাস করতে হবে যে আমরা হলাম পথ প্রদর্শনকারী লাইট হাউস এবং বর্তমানে আমরা দুঃখধামে আছি। এটা তো খুবই সহজ। লাইট হাউস কিংবা স্বদর্শন চক্র - ব্যাপারটা তো একই। কিন্তু এই চক্রের মধ্যেই বিস্তারিত জ্ঞান আছে, ওটাতে তো কেবল দুটো কথা আছে - শান্তিধাম এবং সুখধাম। বাবা অর্থাৎ মুক্তিধাম এবং বাদশাহী অর্থাৎ জীবনমুক্তিধাম। কত সহজ ব্যাপার। আমরা আত্মারা যেখান থেকে আসি সেটা হল শান্তিধাম। যারা বিজ্ঞান জানে কিংবা প্রাকৃতিক নিয়ম মানে তারা এটা বুঝতে পারবে না। কিন্তু যারা দেবতাদেরকে মানে তারা বুঝবে। লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে যাওয়া তো খুবই ভাল। এরা তো সুখধাম অর্থাৎ সত্যযুগের মালিক ছিল। এখন তো কলিযুগ। তারা তো মানুষই ছিল। তাদের রাজস্বও ছিল। কখনও কি গীতা শুনেছ? যারা লক্ষ্মী-নারায়ণের কিংবা রাধা-কৃষ্ণের মন্দিরে যায় তারা গীতাও শোনে। কৃষ্ণের প্রতি যার ভালোবাসা থাকবে তার গীতার প্রতিও ভালোবাসা থাকবে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের মন্দিরে গেলে অতটা গীতা স্মরণে থাকে না। ভাবে যে ওরা তো বৈকুণ্ঠতে ছিল। এখন তো নরক। বাবা এই

নরকেই আসেন, এসে স্বর্গ স্থাপন করেন। বাবা বলছেন, আমাকে এবং শান্তিধাম-সুখধামকে স্মরণ করলেই তরী তীরে পৌঁছে যাবে। আগে তো ঘরে যেতে হবে। কেউ যদি শ্রীকৃষ্ণকে মানে তাহলে তাকে বল যে কৃষ্ণ তো সত্যযুগে ছিল। সেই নতুন দুনিয়াকে স্মরণ কর। এই পুরাতন দুনিয়ার সাথে সম্বন্ধ ত্যাগ কর। পবিত্রও হতে হবে কারণ ওই দুনিয়াতে কেউই অপবিত্র ছিল না। এইভাবে কোনো না কোনো যুক্তি তৈরি করতে হবে। বাচ্চারা পত্রে লেখে যে এখানে সেবা কম হচ্ছে, সবার মধ্যে টিলেমি ভাব রয়েছে। বাবা বলেন, বাচ্চাদের মধ্যেই টিলেমি রয়েছে, সেবা তো অনেক হওয়া সম্ভব। কত মন্দির আছে। বাবা বলছেন, আমার ভক্তদেরকে জ্ঞান দাও। তোমরাও তো ভক্ত ছিলে, এখন কৃষ্ণপুরীর মালিক হচ্ছে। কৃষ্ণপুরী অর্থাৎ বৈকুণ্ঠকে স্মরণ করতে হবে। বৈকুণ্ঠকে রামরাজ্য বলা হয় না। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্যকেই বৈকুণ্ঠ বলা হয়। তোমরা যখন বোঝাবে তখন বলবে যে কথাগুলো সঠিক। এইসকল চিত্রের মধ্যে অনেক জ্ঞান আছে। কেউ মন দিয়ে দেখলে চিত্রগুলোকেই নমস্কার করবে, তোমাদেরকে করবে না। কিন্তু আসলে তোমাদেরকেই নমস্কার করা উচিত কারণ তোমরাই এইরকম হচ্ছে। তাই ব্রাহ্মণ বংশ হল সর্বোত্তম। পরিশ্রম করে তোমরা দেবতা হচ্ছে। তার আগে তোমরা এখন ঈশ্বরীয় সন্তান। এই সময়েরই গায়ন করা হয়। মানুষ যদি বিচক্ষণ হত তাহলে লক্ষ্মী-নারায়ণের জন্মদিন পালন করত। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে তো কিছুই জানে না। কেবল লক্ষ্মীর কাছে গিয়ে টাকা-পয়সা চায়। আরে, তাদের জন্ম বৃত্তান্তকে তো আগে জানো। দুনিয়ার মানুষ তো এটাও জানে না যে তারা কবে এসেছিল। বিষ্ণুকে চতুর্ভুজ দেখানো হয় - অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের যুগল রূপ। লক্ষ্মী-নারায়ণের পূজা করলেও তাদের জীবন কাহিনী জানে না। তাঁরা কোন্ দুনিয়ার মালিক ছিলেন? সূক্ষ্মবতনের মালিক তো বলা যাবে না, কারণ সূক্ষ্মবতনকে বিষ্ণুপুরী বলা হয় না। সেখানে কোনও রাজত্ব নেই। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং রাম-সীতার রাজ্যকে পুরী বলা হয় কিন্তু রাধা-কৃষ্ণের ক্ষেত্রে এইরকম কিছু দেখানো হয় না। দ্বাপরযুগে তো ইসলাম এবং বৌদ্ধরা আসে। তোমাদেরকে এইসব বিস্তারিত ভাবে বোঝাতে হবে। স্বর্গের কথাও স্মরণ করে থাকে। কোনও বড় ব্যক্তি মারা গেলে বলা হয় যে তিনি স্বর্গগত হয়েছেন। তাহলে আগে নিশ্চয়ই তিনি নরকে ছিলেন, তাই তো এখন স্বর্গে গেছেন। এখন সকলেই নরকবাসী অর্থাৎ পতিত। কত নেশা থাকে। দেখায় যে আমি হলাম কোটিপতি। কিন্তু আসলে তো সকলেই নরকবাসী। নরকবাসীর স্বর্গবাসীর কাছে গিয়ে মাথা ঠুকে প্রণাম করে। তোমরা বাচ্চারাই যথাযথ বোঝাতে পারবে। তোমরা হলে 'জানি-জাননহার' (যিনি সকল রহস্যকে জানেন) -এর সন্তান। তোমাদের বুদ্ধিতে সমস্ত জ্ঞান বিস্তারিত ভাবে আবর্তিত হয়। কিন্তু ঘরে গেলে কিংবা আত্মীয়দের মুখ দেখলে সবকিছু ভুলে যায়। তাই কলেজের সাথে হোস্টেলও থাকে। তোমাদের এখানেও হোস্টেল আছে। এখানে তোমরা পড়াশুনা চর্চার মধ্যেই রয়েছে, অন্য কোনো লৌকিক কাজকর্মের দিকে বুদ্ধি যায় না। স্টুডেন্টদের সাথে জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা হয়। হোস্টেলে থাকলে অনেক তফাৎ হয়। রিফ্রেশ (চনমনে) হওয়ার জন্য শীঘ্রই বাবার কাছে আসা উচিত। এমন ভেবো না যে বাবাকে দক্ষিণা দিতে হবে। যারা এইরকম ভাবে তারা হল মূর্খ। বাবা তো নিজেই দাতা। কখনও কিছু দেওয়ার মানসিকতা যেন না থাকে। সেবাধারী বাচ্চাদেরই এখানে রিফ্রেশ হওয়ার জন্য আসা উচিত। তোমরা বাচ্চারা তো বাবার কাছে আসো। এমন নয় যে কোনো সাধু-সন্ত কিংবা মহাত্মার কাছে আসো। তাই দক্ষিণা দেওয়ার কথা যেন কখনও মনেও না আসে। কন্যারা বাবার কাছে আসে - কন্যাদের কাছে কি অর্থ আছে? তারা তো সেবাস্থান থেকেই সবকিছু পেয়ে থাকে। যে নিজের ভাগ্য বানাতে চাইবে সে-ই পুরুষার্থ করবে। চাকরি আছে, অমুক কাজ আছে - এইসব তো অজুহাত মাত্র। ছুটি পাওয়া সম্ভব। যেকোনো কারণ দেখিয়েই ছুটি নেওয়া সম্ভব। এতে কোনো মিথ্যে কথা বলা হয় না। বাবার থেকে সত্য তো আর কিছুই নেই। কিন্তু

বাবাকে অতটা মূল্যবান মনেই করে না। তাঁর কাছ থেকে কত খাজনা পাওয়া যায়। বাবা তো খুব দূরেও থাকেন না। তাই যেখানেই থাকো, রিফ্রেশ হওয়ার জন্য বাবার কাছে আসা উচিত। রিফ্রেশ হয়ে গেলে অনেকের কল্যাণ করতে পারবে। তোমাদেরকে তো সেবা করতে হবে। এটা হল বুদ্ধিযোগবল আর ওটা হল বাহুবল। এখানে কোনো অস্ত্রের প্রয়োজন নেই। কাউকে দুঃখ দিও না, সবাইকে সুখের রাস্তা দেখাও। সত্যযুগ এবং কলিযুগের মধ্যে দিন-রাতের পার্থক্য। অর্ধেক কল্প ধরে রাবণ রাজ্য থাকে। তোমরা বাম্ভারা এখন সুখধামের স্থাপনা করছ। কখনো কোনো কটু কথা বলা উচিত নয়। কেউ কিছু বললে শুনেও শুনো না। শুনলে তখন উত্তরও দিতে থাকে। ক্রোধের সামান্য অংশও অনেক ক্ষতি করে দেয়। কারোর ওপর ক্রোধ করা - এতেও দুঃখ দেওয়া হয়। বাবা বলছেন, দুঃখ দিলে দুঃখী হয়েই মরতে হবে, অনেক শাস্তি পেতে হবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাম্ভাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাম্ভাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) বাবার এবং পড়ার কদর করতে হবে। সময়ে সময়ে নিজেকে রিফ্রেশ করার যুক্তি খুঁজতে হবে। অনেকের কল্যাণের নিমিত্ত হতে হবে।

২) নিজেদের মধ্যে জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা করা উচিত। ক্রোধের অংশমাত্রও ত্যাগ করতে হবে। কেউ কোনো কটু কথা বললে শোনামাত্র ভুলে যেতে হবে।

বরদান:- নিজের চেহারা এবং চলন দ্বারা আত্মিক রাজকীয়তার অনুভব করাতে সক্ষম সম্পূর্ণ পবিত্র হও।

আত্মিক রাজকীয়তার (রুহানি রয়্যালিটি) ভিত্তি হল সম্পূর্ণ পবিত্রতা। সম্পূর্ণ পবিত্রতাই হল রাজকীয়তা। এই আত্মিক রাজকীয়তার ঝলক পবিত্র আত্মার স্বরূপের দ্বারা প্রকাশ পায়। এই চমক কখনো চাপা থাকে না। কেউ যতই নিজেকে গুপ্ত রাখুক, তার কথাবার্তা, সম্বন্ধ-সম্পর্ক এবং আত্মিক ব্যবহারের প্রভাবই তাকে প্রকাশিত করবে। তাই প্রত্যেকে জ্ঞানের দর্পণে দেখ যে আমার চেহারা এবং চলনের মধ্যে কি সেই রাজকীয়তা প্রকাশ পায় না কি আমার চেহারা এবং চলন অতি সাধারণ?

স্লোগান:- সর্বদা পরমাত্ম-পালনার মধ্যে থাকাই হল ভাগ্যবান হওয়া।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বিশ্ব-রঙ্গমঞ্চে অলৌকিক (বেহদের) জগতের এই অবিনাশী লীলারূপী নাটককে তো তোমরা জানো। তোমরাই এই নাটকের হিরো পার্টধারী। স্বয়ং বাবা এসে তোমাদেরকে এখনই জাগিয়ে তুলছেন"

প্রশ্ন:- বাবার আদেশ (ফরমান) কি ? - যা পালন করলে বিকাররূপী অসুখের হাত থেকে বাঁচতে পারবে তোমরা ?

উত্তর :- বাবার আদেশ হল - সর্বাগ্রে ৭-দিনের যোগ-ভাঙীতে বসো। ৫-বিকারে আক্রান্ত আত্মা যখন কেউ তোমার কাছে আসবে, তাকে বলবে: আমাকে ৭-দিন সময় দিতে হবে। কমপক্ষে ৭-দিন সময় তো দাও, যাতে তোমাকে বোঝাতে পারি যে, ৫-বিকারের রোগ কিভাবে ঝেড়ে ফেলতে হয়। বেশী প্রশ্ন-উত্তর করা আত্মাকে তুমি বলতে পারো: আগে এই ৭-দিনের কোর্স তো করো।

গীত :- ওঁম্ নমঃ শিবায়ঃ

ওঁম্ শান্তি ! গীতের মাধ্যমে বাচ্চারা বাবার মহিমা শুনলে। এই যে বেহদের লীলারূপী নাটক, যে লীলার আদি-মধ্য-অন্তকে কেবল তোমরাই জানো। জগতের লোকেরা ভাবে যে ঈশ্বরের মায়া অপরম-অপার। কিন্তু তোমাদের বুদ্ধিতে এখন জাগ্রত হয়েছে, বেহদের এই লীলারূপী নাটক তোমাদের সম্পূর্ণ ভাবেই জানা আছে। বাবা যেমন যথার্থ ভাবে বুঝিয়ে থাকেন, বাচ্চারা কিন্তু ততটাই বুঝতে পারে, যার যেমন পুরুষার্থ -সেই ক্রমানুসারে। জগতের লোকেরাও তাদের পিছনে অনুগামী হয় সেই অনুসারেই। তোমরা যেমন বেহদের নাটককে বোঝো, দুনিয়ার লোকেরা কিন্তু তা জানেই না। তাই তো এমন বলা হয়ে থাকে, মানুষেরা কুস্করণের মতন আসুরী নিদ্রায় নিদ্রিত। কিন্তু এখন তো জ্ঞানের আলোয় আলোকিত, অতএব ওঠো-জাগো। তবুও তারা সব ঘুমিয়ে আছে এখনও। তাই তোমাদের এখন যথার্থ পুরুষার্থ করতে হবে। যেহেতু এখনও লোকেরা বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তারা যেন এমন কথা আর বলতে না পারে। এ বিষয়ে নিজের মনেই চিন্তন করতে হবে। আমরা আত্মারা তো বাবার সাক্ষাৎ পেয়েছি, ফলে বেহদ নাটক অনুসারে আলোর দিশাও দেখেছি। যে নাটকের প্রধান ভূমিকায়, নির্দেশনায় ও রচনায় স্বয়ং বাবা। তোমরা তাদেরকে প্রশ্ন করতে পারো, এই বেহদের নাটকে মুখ্য ভূমিকায় কে বা কারা ! শাস্ত্রে লেখা হয়েছে - কৌরব সেনাদের মধ্যে প্রধান কে আর পাণ্ডব সেনাদের মধ্যে প্রধান কে। কিন্তু এসব যে বেহদের কথা। তোমাদের জানতে হবে- মূলবতন, সুক্ষ্মবতন, স্থূলবতনের আদি-মধ্য-অন্তের ব্যাপারটাও। ব্রহ্মা আর বিষ্ণুর কর্ম-কর্তব্যের পার্ট তো এই স্থূলবতনেই চলে। তোমাদের মূল লক্ষ্য হল বিষ্ণু রূপ । যাতে তোমরা তেমন পদের অধিকারী হতে পারো। লোকেরা স্তুতিতেও এমনটাই বলে, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, তারপর তারাই বলে -শিব পরমাত্মায় নমঃ। শিবকে আবার নিরাকারও বলা হয়। ওঁনাকে যেখান পরমপিতা-পরমাত্মা বলা হয়, সেই হিসেবে উনি তো (আত্মাদের) পিতাই হলেন - তাই না! কিন্তু কেবলমাত্র পরমাত্মা বললে পিতা শব্দটার সেই অর্থই থাকে না। যদি তাই হতো, তবে তো আর সর্ব ক্ষেত্রে ওঁনার অস্তিত্ব বলার ভুল করত না। এর জন্যই তো বাবা বলেন, জগতের লোকেরা কত অবুঝ। যেমন তোমরাও শুরুতে তেমন বুঝতে না। বাবা এসেই পতিত-পাপীদের পবিত্র-পাবন, পুন্যবান বানান-এটাও অন্যদের জানা নেই। যেখানে বাচ্চারা তোমরা এখন কত সুন্দর বুঝদার হয়েছে। তাই তো আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত

সবকিছুই তোমরা জানতে পেরেছ। যে নাটকের শুরু থেকেই দেখতে বসবে, সে তো নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকেও অবশ্যই দেখবে এবং তার বুদ্ধিতেও তা থাকবে, যা যা সে দেখেছে। আবারও যদি তার দেখার আগ্রহ জাগে, তবে সে তা দেখতেও পারবে। এ তো গেল এই সসীম (হদের) জগতের নাটকের কথা। আর তোমাদের তো বেহদ-জগতের নাটকের জ্ঞানও জানা আছে। যার প্রালঙ্ক পাও সত্যযুগে। তারপর অবশ্য এই নাটককে ভুলেও যাও। যা আবারও সময়ানুসারে এই জ্ঞানের প্রাপ্তি ঘটে। যথেষ্ট যুক্তি সহকারে এসব বুঝতে হবে। তবে তার জন্য যুক্তি-তর্ক বা প্রশ্নাদির প্রয়োজন নেই। যদিও ভাট্টীর জন্য ৭-দিনের কথা বলা হয়, কিন্তু সেই ৭-দিনই ভাট্টীতে বসানোই যেন খুব মুশকিল হয়ে পড়ে। অন্যেরা যা শুনেনি ঘাবড়ে যায়। যদিও তাদেরকে বোঝানো হয় - এসব বলার পিছনে কারণটা কি। যেহেতু অর্দ্ধ-কল্প ধরে সবাই বিকাররূপী ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত। জানাতে হবে - বিকাররূপী ৫ ভূতের দ্বারা যেহেতু তোমরা আক্রান্ত হয়ে আছ, তাই তোমাদের এত কষ্ট-দুঃখ ও যন্ত্রনা। এই ভয়ানক যন্ত্রনার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য তাই তোমাদের কিছু নিয়ম ও যুক্তি জানাচ্ছি। একমাত্র বাবার স্মরণে থাকতে পারলে, চিরতরের জন্যই তোমাদের রোগ-শোক-দুঃখের অবসান ঘটবে। এ যে বাবারই আদেশ - ৭ দিন যোগের ভাট্টীতে বসতে হবে। ৭ দিন রোজ ভগবৎ-গীতা বিশেষ ভাবে পড়ে, তা অনুধাবন করতে হবে। যেহেতু এটা যোগের ভাট্টী, তাই সবার একসাথে বসা চলে না এখানে। একে অপরের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে, কেউ এখানে তো কেউ ওখানে, এ ভাবেই বসতে হয়। যতই তোমার উন্নতি হতে থাকবে, ততই বুদ্ধির বিকাশ ঘটবে। যেহেতু, রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞের শাখা-প্রশাখা এই ভাট্টী। যেভাবে লোকেরা বাবাকে অনেক নামেই ডেকে থাকে, তেমনি এই রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞেরও অনেক বিভিন্ন নাম রেখেছে তারাই। কিন্তু তোমরা তো জানো - রুদ্র কেবল তিনি, যিনি পরমপিতা পরমাত্মা। রাজস্ব অশ্বমেধ অর্থাৎ এই দেহরূপী রথকে এই যজ্ঞে স্বাহা করতে হয়। (দেহ-অভিমানকে ভুলে যেতে হয়) যখন কেবল আত্মিক ভাবটাই থাকে। সবারই শরীরের ভাবকে স্বাহা করতে হয় অর্থাৎ বিসর্জন দিতে হয়। ঠিক দোলের পূর্বে যেমন হোলীকা উৎসবে সব আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হয়। বিনাশ কালে তো সবার শরীরই এই যজ্ঞে স্বাহা হবেই। তখন তো প্রত্যেকের শরীরকেই আহুতি দিতে হবে। কিন্তু তোমরা তো তার পূর্বেই বাবার আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হয়ে যাও।

যেতে তো হবে সকলকেই। রাবণের রাজত্ব কত বিশাল পরিবার। কিন্তু তোমাদের এই দৈবী পরিবার কত ছোট, যেখানে আসুরী পরিবার এত বিশাল বড়। তাদের মধ্যে থেকে কেউ দেবতা হতে পারবে না। যারা অন্য ধর্মে রূপান্তরিত হয়েছে, তারা আবার সেখান থেকে বেড়িয়ে আসবে। পরমপিতা-পরমাত্মা স্বয়ং ব্রহ্মা মুখ-কমল দ্বারা মুখ-বংশাবলী (পোষ্য) ব্রাহ্মণের রচনা করান। শিববাবা আবার এও জানাচ্ছেন, সর্বাগ্রে তিনি কাউকে (ব্রহ্মাকে) স্ত্রী হিসাবে পোষ্য নেন, তারপর তার দ্বারাই রচনা রচিত করান। কিন্তু অন্যেরা তো গর্ভের সাহায্যে তা করায় - অর্থাৎ যা কুখ বংশাবলী। কিন্তু (শিবের) এই রচনা তো মুখ-বংশাবলীর (পোষ্য)। তাই তোমরাই শ্রেষ্ঠ, যেহেতু তোমাদের উন্নতি সাধন হয়। তোমাদের কেবল এই এক বাবাকেই স্মরণ করতে হয়, কারণ ব্রাহ্মণদের তো তাদের বাবার কাছে যেতেই হয়।

তোমরা জেনেছ নিজেদের ঘরে (শান্তিধামে) ফিরে গিয়ে আবার সত্যযুগে এসে সুখের কর্ম-কর্তব্যের অভিনয় করতে হবে। যদিও অনেকেই একথা বোঝে, তবুও তারা ৭-দিন সময়ও দিতে চায় না। তখন বুঝবে, তারা আদৌ এই গোষ্ঠীর অনন্য কেউ নয়। এই গোষ্ঠীর বিশেষ অনন্য কেউ

হলে, অবশ্যই তার খুব ভাল লাগবে। কেউ কেউ আবার ৫, ৮ বা ১৫-দিনও টিকে যায়। কিন্তু সঙ্গী-সাথী না পাওয়ার কারণে সে হারিয়েও যায়। বিনাশ যখন একেবারে দোরগোড়ায় উপস্থিত হবে, তখন আবার তাদের সবাইকে ফিরে আসতেই হবে। এদিকে রাজধানীও স্থাপন হবে। পূর্ব কল্পে যারা যেমন গতিতে পুরুষার্থ করে ক্রমিক অনুসারে যারা যে পদের অধিকারী হয়েছিল, এই কল্পেও তারা তেমনটি পুরুষার্থই করবে। তোমাদের বুদ্ধিতেও তা রয়েছে। পুরুষার্থ অনুসারেই তোমরা বাবার থেকে ততটাই আশীর্বাদী-বর্সা পেয়ে থাক। তোমরা যত বেশী করে স্মরণের পুরুষার্থ করবে, ততই কর্মাভীত অবস্থার দিকে এগোতে পারবে আর ততই উচ্চ-পদের অধিকারীও হতে পারবে।

এই সৃষ্টির দুনিয়া তো শুরুতে সতোপ্রধানই ছিল- যার এখন এত তমোপ্রধান অবস্থা। বলা হয় ভারতই সব চেয়ে পুরানো দেশ ছিল। তোমরা জেনেছ, পূর্বে তোমরা দেবতাই ছিলে, আবার সেই তোমরাই এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের কর্ম-কর্তব্য পার করে এসেছ। তাই তো এখন আবার বাবার কাছে এসেছ ওঁনার আশীর্বাদী-বর্সা নিতে। বাবা স্বয়ং এসেছেন তোমাদের পবিত্র-পাবন বানাতে। আর রাবণ, সে তো কেবল পতিত বানাতেই পারে। তোমরাই (বি.কে-রা) বেহদের সর্বপ্রকার কর্ম-কর্তব্যের নজর-কাড়া অভিনেতা। সূর্যবংশী থেকে চন্দ্রবংশী হয়ে, কল্পের চক্রে এখন আবার ব্রাহ্মণ বর্ণে উপনীত হয়েছ। ব্রাহ্মণ তো অবশ্যই প্রয়োজন। যেহেতু ব্রাহ্মণেরাই সর্বোচ্চ শিখরে, যার নিদর্শন স্বরূপ এই জগতের লোকেরা তাদের মাথায় টিকি রাখে। অবশ্য দেবতা ধর্মও খুবই উন্নত। এসব তোমাদের বুদ্ধিতে অবশ্যই আছে। তোমরাই এই বেহদ নাটকের সর্ব বিষয় অভিনয়ের দক্ষ অভিনেতা। তাই এই দৈবীকূলের বিস্তার কেবল ভারতেই হয়। যার প্রধান বিষ্ণুকেই দেখানো হয়। অথচ শাস্ত্রে সেখানে শিববাবা আর সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণকূলকেই বাদ দিয়ে দিয়েছে। যা দেখানোই হয় না। তোমাদের বুদ্ধিতে কিন্তু পুরো ৮৪-জন্মের রহস্যটাই গাঁথা আছে। তোমরাই তা জানো, তোমরা নিজেরা কত জন্ম পাও আর অন্যান্য ধর্মের আত্মারা কারা কত জন্ম পায়। সবাই তো আর একই রকম জন্মলাভ করে না। (শান্তিধাম থেকে) যারা পরে আসে তাদের জন্মও তো কম হবে। যারা কল্পের শুরুতেই আসে, কেবল তারা ৮৪ জন্ম পায়। সবাই তো আর সূর্যবংশীতে আসবে না। এরও একটা হিসেব আছে, যাকে বিস্তার বা ডিটেল বলা হয়। অনেক বাচ্চা তা আবার ভুলেও যায়। যেমন স্কুলেও তো প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় গ্রেডের শিক্ষার্থী হয়। আর শিক্ষকদেরও সু-নজর থাকে প্রথম গ্রেডের শিক্ষার্থীর উপর। তেমনি তোমাদের বুদ্ধিতেও জ্ঞান-আলোকচ্ছুটা বিচ্ছুরিত হতে থাকে। কিন্তু অতসব বিস্তারে যাওয়ার প্রয়োজন নেই তোমাদের। লোকদের কেবল প্রধান প্রধান ধর্মগুলিকেই বোঝাবে তোমরা। সম্পূর্ণ নাটকের লীলা বুদ্ধিতে আছে বলেই তোমরা জানো যে এখন তো ঘরে ফেরার পালা। যদি আমরা কর্মাভীত অবস্থায় পৌঁছোতে পারি, তবেই তো সত্যযুগের অধিকারী হতে পারবো। একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে পারলেই আমাদের আত্মা পবিত্র হতে পারবে আর তারপরে তো আত্মা তার পবিত্র পোষাকও পেয়ে যাবে। এই ভাবেই বাবাকে স্মরণ করতে করতে তোমরা সত্যযুগে পৌঁছে যাবে। তাই তোমাদের যোগের তাপটাও মাঝেমধ্যে চেক করে দেখতে হবে। তাপমাত্রার পারদ যত উপরের দিকে উঠতে থাকবে, তোমাদের খুশীর পারদও ততই বাড়তে থাকবে। আবার যোগের পারদ যখন নীচের দিকে নামবে, খুশীর পারদও তখন নীচে চলে আসবে। যেমন তোমরা সতোপ্রধান অবস্থা থেকে এখন তমোপ্রধান হয়ে পড়েছ। বাবা এখন তোমাদেরকে সেগুলিই ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন, কিন্তু মায়া বার বার তোমাদেরকে তা থেকে ভুলিয়ে দেয়। এটাই যে মায়ার সাথে তোমাদের অদৃশ্য-যুদ্ধ। অনেকে আবার মায়ার বশবর্তী হয়েও পড়ে। অবশ্য সৎ-হৃদয়ের আত্মার সব প্রচেষ্টাতেই বাবা সহযোগী হয়। (সম্প্রীত দিল পর সাহেব রাজী) কত অবলারা হৃদয়

থেকে বাবাকে স্মরণ করতে থাকে। তারা এমনও প্রতিজ্ঞা করে, আর কখনও তারা কোনো প্রকার বিকারের মধ্যে যাবে না। কিন্তু তবুও তাদের অনেক বিঘ্ন আসে। প্রদর্শনী-গুলিতেও কত প্রকারের বিঘ্ন আসে। কেউ কেউ নেশা-ভাঙ করে একগুঁয়ে হয়েও আসে। তাই সে সবও তোমাদের সামলাতে হবে। আজকাল যে মানুষের স্বভাব-চরিত্র খুবই খারাপ হয়ে গেছে। যেহেতু এখন পঞ্চায়েতী পাঁচ-মিশালী (অনেকের দ্বারা পরিচালিত) রাজস্ব চলছে। এরপর যখন সত্যযুগ আসে, তখন স্বর্গ-রাজ্যে থাকে ১০০% ধার্মিক, ন্যায়পরায়ণ, বিধিসঙ্গত- যুক্তিগ্রাহ্য, দৈবী সরকার। তাই সেখানকার উপযুক্ত হবার লক্ষ্যে তোমাদের যথেষ্ট পুরুস্বার্থ করতে হবে। তা বোঝাবার জন্য চিত্রও তো অনেক বনানো হয়। কিন্তু চিত্র এমন বড় বানাতে হবে, যাতে অনেক দূর থেকেই তা পড়তে পারে। যা নিজে বুঝে অপরকে বোঝাবার ব্যাপারও আছে। যাতে লোকেরা বুঝতে পারে, তারাও একদা সেই স্বর্গেরই বাসিন্দা ছিল, অথচ এখন নরকবাসী হয়েছে। অতএব আবার পবিত্র হতে হবে। অবিনাশী নাটকের রহস্যকেও সেভাবে বোঝাতে হবে, এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে এবং তা ঘুরে আসতে কত সময় লাগে। যে তোমরাই একদা সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিলে, সেখানে আজ একেবারেই দরিদ্র কাঙালে পরিণত হয়েছে। যা একেবারে রাত-দিনের তফাৎ। বিকর্ম করলে তার (কর্মের) ফল তো অবশ্যই ভুগতে হয়। কিন্তু সে যাই হোক, বাবা এখন এসেছেন, তোমাদের কর্মভীত অবস্থায় আনার জন্য। এই ভারত পূর্বে কত উন্নত ছিল, আর আজ তার কি করুণ অবস্থা। এরপর তো যুদ্ধের দ্বারা সম্পূর্ণ দুনিয়াই ভস্মীভূত হবে। বাচ্চারা, তোমরা তো তা জানো। তাই বাবা বলছেন, খুব বেশী করে পুরুস্বার্থ করো যাতে মহারাজা-মহারানী হয়ে দেখাতে পারো। চিত্রগুলিকে খুব ভালভাবে বুঝতে হবে আর অন্যদেরকেও তা বোঝাতে হবে। তোমাদের বুদ্ধিতে যেন থাকে, পূর্বে তোমরা কত উন্নত ছিলে, সেখানে আজ তোমাদের কত অধঃপতন হয়েছে। যাদের আরও অধিক পতন হয়েছে, তারা আবার তোমাদের কাছে আসবে। গণিকাদের, অহল্যাদেরও নৈতিক, আধ্যাত্মিক উন্নয়ন করাতে হবে। তাদের উন্নয়ন করাতে পারলেই তোমাদের ভাব-মূর্তিও উজ্জ্বল হবে। এখনও পর্যন্ত এই সহজ-সরল কথাটাই কারও বুদ্ধিতে ঢোকে না। দিল্লী থেকেই তার ঘোষণা হওয়া উচিত। তবেই তোমাদের নাম মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু মনে হচ্ছে তা হতে এখনও কিছু সময় লাগবে। বাবা স্বয়ং এসে এইসব অবলাদের, গণিকাদের কত উন্নত করান। যারা একেবারেই নির্বোধ পাথর বুদ্ধির ছিল। এদের উদ্ধার করে উন্নত করতে পারলেই, তোমাদের নামও উজ্জ্বল হবে। বাবা বলছেন, এখনও পর্যন্ত তোমাদের আত্মা রজোগুণ পর্যন্ত পৌঁছেছে, যা এখন আবার সতোগুণ পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে। তাই তোমরা তেমন কিছু করে দেখাও। বাচ্চারা, তোমাদের তো আরও অনেক বেশী সেবা করতে হবে। কিন্তু সেই লক্ষ্যে চলতে চলতে কোনও না কোনও গ্রহের দশা লেগেই যায়। কিছু পেতে গেলে, তখনই গ্রহের দশা লাগে। মায়া বিল্লী একেবারে বেহঁশ করে দেয়। ঠিক যেন গুল-বাকাবলী (টম আর জেরি)-র খেলা। বাচ্চারা, তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারো, কে বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে স্থান করে নিতে পারে। এতে সংশয়ের কোনও ব্যাপার নেই। কেউ কেউ বলেও - তা কি করে সম্ভব ? বাবা বলেন - আরে, তোমরা সাক্ষীভাবে তা দেখ । অবিনাশী নাটকের চিত্রনাট্যে যেমনটি খোঁদিত আছে, সেই অনুসারেই তো সে তেমন কর্ম-কর্তব্য করবে। তবুও কেউ কেউ নাটকের মূল চিত্রাঙ্কণের রেললাইন থেকে পড়ে যায়। কিন্তু যে নাটককে সেভাবে বুঝতে পারে, সে কখনও পড়ে যায় না। তাই তোমরা কেন লাইন থেকে বেলাইন হয়ে পড়ে যাবে। নাটক যেভাবে রচিত আছে, সেসব তো ঘটবেই। ভারতে হাজার হাজার মানুষের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু তাতে কি ? তখন কি এইসব আত্মারা শরীর থেকে বেড়িয়ে আসে ? - না। নাটকের এই লীলা-খেলাকেই বুঝতে হবে, যাতে এতে কোনও প্রকারের সংশয় না আসে। কত প্রকারের সংশয়ের কারণে এখানে এসে তারপরেও অনেকেই

এই অমূল্য পাঠ পড়া ছেড়ে চলে যায়। তারা নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ করে। অতএব কোনও কারণেই মনে সংশয়বুদ্ধি আসা উচিত নয়। একবার যখন বাবার বাচ্চা হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছ এবং বাবাকেও জেনেছ, তবে কেন বাবার বিষয়ে সংশয় আসবে। বাচ্চারা, তোমরা তো জানোই, তোমরা পতিত-পাবন বাবার কাছেই আসো পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে। তাই তো বাবার এত মহিমা করা হয়, পতিত-পাবন এসে পতিতদের পবিত্র বানাবে। যারা তা হতে পারবে কেবল তারাই সেই পবিত্র দুনিয়ায় যেমন যেতে পারবে, তেমনি অমরও হতে পারবে। আর যারা পবিত্র হবে না, তারা অমর হতে পারবে না। তোমরাই সেই অমর দুনিয়ার মালিক হও। বাবা তোমাদের কত উচ্চ-স্তরের আশীর্বাদী-বর্সা দিয়ে থাকেন। আর এমন ভাবে পবিত্র হতে হবে, যাতে আগামী ২১-জন্ম সেই পবিত্রতা রক্ষা পায়। সন্ন্যাসীদের জন্ম তো বিকারের দ্বারাই হয়, তাই তারা অমরপুরীর যোগ্য বিবেচিত হন না। কিন্তু বাবা তোমাদেরকে অমরপুরীর উপযুক্ত করে তোলেন। এই অমরকথা তোমাদের অর্থাৎ পার্বতীদের শোনাচ্ছেন, অমরনাথ বাবা অর্থাৎ শিববাবা। বাচ্চারা এসেছে তাদের বেহদের বাবার কাছে। অতএব আশীর্বাদী-বর্সা তো অবশ্যই নেবে তোমরা। এই সাগরের কাছে আসার উদ্দেশ্যই হল (জ্ঞান-ধনে) রিফ্রেশ (সতেজ-তরতাজা) হওয়ার লক্ষ্যে। পরবর্তীতে যাতে বাবার মতন গুণধারী হতে পারো। অতএব এটাই বাচ্চাদের প্রকৃত কর্ম-কর্তব্য- তাই না ? আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) কোনও ব্যাপারেই সংশয়ে আসবে না। সাক্ষীভাবে নাটককে দেখতে হবে। কখনই নিজের কর্মফলের খাতাকে নষ্ট করবে না।

২) কর্মাজীত অবস্থায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে সম্পূর্ণভাবে যোগে থাকার পুরুষার্থ করতে হবে। আন্তরিকতার সহিত বাবাকে স্মরণ করবে। নিজের স্থিতির তাপমাত্রা নিজেকেই চেক করতে হবে।

বরদান :- সম্পন্নতার আধারে সন্তুষ্টতার অনুভব করতে পারা সদা তৃপ্ত আত্মা হও

বিস্তার :- যে সর্বদা সন্তুষ্টির সম্পন্নতাতে ভরপুর থাকে, সে তৃপ্ত আত্মা। যতই কেউ যত চেষ্টাই করুক বা পরিস্থিতির সৃষ্টি করুক অসন্তুষ্ট করবার জন্য, কিন্তু সন্তুষ্ট-সম্পন্ন তৃপ্ত আত্মা সেই অসন্তুষ্টতা সৃষ্টিকারীকে সন্তুষ্টতার গুণের সহযোগ দেবে। এমন আত্মারা ক্ষমাশীল হয়ে শুভ ভাবনা আর শুভ কামনার দ্বারা সেই আত্মাকে পরিবর্তন করার প্রচেষ্টা করবে। এটাই ঈশ্বরীয় গুণধারী উন্নত আত্মার শ্রেষ্ঠ কর্ম।

স্লোগান :- স্মরণ আর সেবার ডবল তালা লাগাতে পারলে মায়া প্রবেশ করতে পারে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবা তোমাদের বেহদের সংবাদ শোনান, তোমরা এখন স্বদর্শন চক্রধারী হয়েছো, তোমাদের ৮৪ জন্মকে স্মৃতিতে রাখতে হবে আর সবাইকে এই স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দিতে হবে।"

প্রশ্ন : - শিব বাবার প্রথম সন্তান ব্রহ্মাকে বলা হবে, বিষ্ণুকে নয়, তা কেন ?

উত্তর : - কারণ শিব বাবা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় রচনা করেন। যদি বিষ্ণুকে বাচ্চা বলা, তাহলে তাঁর দ্বারাও সম্প্রদায়ের জন্ম হওয়া উচিত। কিন্তু তাঁর দ্বারা কোনো সম্প্রদায় হয় না। বিষ্ণুকে কেউ মাগ্না বা বাবা বলবে না। তাঁরা যখন লক্ষ্মী - নারায়ণের রূপে মহারাজা আর মহারাণী হন তখন কেবল তাঁদের সন্তানরাই তাঁদের মা - বাবা বলে ডাকবে। ব্রহ্মার থেকেই ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের জন্ম হয়।

গীত : - তুমিই হলে মাতা - পিতা.....

ওম্ শান্তি। বাবা বসে বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলেন। কোনো গুরু - গোঁসাই এমন বলবে না যে বাবা বসে বাচ্চাদের বোঝান। বাবা বাচ্চাদের কি বোঝাবেন? কোন্ বাবা? এ তো কেবল তোমরা জানো, সত্যযুগে এমন কেউ বলবে না। যদিও মানুষ 'সাঁই বাবা', 'মেহের বাবা' বলে থাকে কিন্তু সেই মানুষেরা তো কিছুই বুঝতে পারে না, যা তারা বলে। তোমরা জানো যে ইনি হলেন বেহদের বাবা, ইনি বেহদের সংবাদ শোনান। এক হলো হদের সংবাদ আর দ্বিতীয় হলো বেহদের সংবাদ। এই দুনিয়াতে কেউই তা জানে না। বাবা বলেন, আমি তোমাদের বেহদের সংবাদ শোনাই তখন এই সৃষ্টির আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞান তোমাদের বুদ্ধিতে এসে যায়। তোমরা জানো যে, বাবা বরাবর তোমাদের নিজের পরিচয় দিয়েছেন আর এই সৃষ্টি চক্র কিভাবে চলতে থাকে তা যথার্থ রীতিতে বুঝিয়ে বলেছেন। সেই চক্রের জ্ঞান বুঝে আমরাও অন্যদের বুঝিয়ে বলি। বীজকেই পরমপিতা পরমাত্মা বাবা বলা হয়, আর আমরা আত্মারা হলাম তাঁর সন্তান। বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতেও আছে যে, আমরা আত্মারা হলাম পরমাত্মার সন্তান। পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। তিনিই মূলবতনের সম্বন্ধে তোমাদের বুঝিয়েছেন। কেমনভাবে এই সমস্ত মালা তৈরী হয় তাও বুঝিয়ে বলেছেন। প্রথম - প্রথম বাবা বুঝিয়েছেন, আমি তোমাদের বাবা এবং আমি পরমধামে থাকি। আমাকেই নলেজফুল এবং ব্লিসফুল বলা হয়। আমি এসেই আত্মারা তোমাদের পবিত্রতা এবং সুখ - শান্তির আশীর্বাদী বর্ষা দিয়ে থাকি। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা ঘুরতে থাকে। আমরা প্রকৃতপক্ষে কোথাকার বাসিন্দা। আমাদের, সমস্ত আত্মাদের এই পার্ট বাজাতে হয়। এই পার্টের রহস্য কেউই বুঝতে পারে না, কেবলই বলতে থাকে। আত্মারা পুনর্জন্ম নেয়। আত্মা এতগুলো জন্ম নেয়। কেউ কেউ ৮৪ লাখ জন্মের কথা বলে। আবার কাউকে বোঝালে সে বুঝেও যায় এই ৮৪ জন্মই ঠিক। এই ৮৪ জন্ম কিভাবে নেওয়া হয় তা বুদ্ধিতে থাকা উচিত। বরাবর আমরা সতোপ্রধান ছিলাম, তারপর সতো, রজো, তমোতে এসেছি। এখন আবার এই সঙ্গম যুগে আমরা সতোপ্রধান হচ্ছি। এই কথা অবশ্যই বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা চাই, তবেই তো তোমাদের স্বদর্শন চক্রধারী বলা হবে। এই কথা তো খুবই সহজ, বুড়িরাও বুঝতে পারে যে বরাবর আমরাই ৮৪ জন্ম নিয়েছিলাম, অন্য কোনো ধর্মের মানুষ যা নেয় না। এও বোঝানো হয় যে এখন আমরা ব্রাহ্মণ, এরপরে দেবতা, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্র হবো। উঁচুর থেকে উঁচু হলেন শিব বাবা। এও তোমাদের বুদ্ধিতে আছে। এভাবে আমরা

পুনর্জন্ম নিয়ে থাকি । পুনর্জন্মকে তো অবশ্যই মানতে হবে । এখন তোমাদের ৮৪ জন্মের পাঁচ স্মৃতিতে এসেছে । বুড়ো মানুষদের পক্ষেও এই কথা বোঝা খুবই সহজ । তোমাদের কোনো বই পড়ার প্রয়োজন হয় না । বাবা বোঝান যে তোমরা ৮৪ জন্ম কিভাবে নাও । তোমরাই দেবী দেবতা ছিলে তারপর ৮ জন্ম সত্যযুগে, ১২ জন্ম ত্রেতায়, ৬৩ জন্ম দ্বাপর আর কলিযুগে নিয়েছো, আর এই একজন্ম হলো সবথেকে উঁচু । তাই সহজেই বুঝতে পারো, তাই না ? কুরুক্ষেত্রের বুড়ো মায়েরাও তো বুঝতে পারছে, তাই না ? কুরুক্ষেত্রের নাম বিখ্যাত । বাস্তবে এ সবই হলো কর্মক্ষেত্র । ওই কুরুক্ষেত্র তো একটা গ্রাম, আর এ হলো সমস্ত কর্ম করার ক্ষেত্র, এখানে এখানে লড়াই ইত্যাদি শুরু হয় নি । তোমরা এই সমস্ত কুরুক্ষেত্রকেই জানো । বসতে তো এক জায়গায়ই হবে ।

বাবা বলেছেন এই সমগ্র কর্মক্ষেত্রের ওপর রাবণের রাজত্ব । রাবণকেও এখানেই জ্বালানো হয় । রাবণের জন্মও এখানেই । আবার শিব বাবার জন্মও এখানেই হয় । দেবী - দেবতারও এখানেই ছিলো । তারপর তারাই প্রথমদিকে বামমার্গে চলে যান । বাবাও এই ভারতেই আসেন । ভারতের অনেক মহিমা । বাবাও ভারতেই বসে বোঝান । বাম্ভারা, তোমরা ৫ হাজার বছর আগে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্মের ছিলে, তোমরাই এখানে রাজ্য করতে । তাঁদের মধ্যে প্রথম নম্বরে লক্ষ্মী - নারায়ণ বিশ্বের ওপর রাজত্ব করতো । তাঁদের ৫ হাজার বছর হয়েছে । তাঁদের বিশ্ব মহারাজন আর বিশ্ব মহারানী বলা হয় । সেখানে কোনো দ্বিতীয় ধর্ম তো থাকে না । তাই যে রাজারাই থাকবে তাঁদের বিশ্বের মহারাজাই বলা হবে, তারপর ইনি অমুক গ্রামের , উঁনি অমুক গ্রামের এমন বলা হয় । তোমরা জানো যে আমরা এই বিশ্বের রাজত্ব নিয়ে থাকি । বাবা বুঝিয়েছেন -- তোমরা যমুনার কিনারে রাজত্ব করতে । তাই বুদ্ধিতে এই কথা স্মরণ রাখা চাই যে চার যুগ এবং চার বর্গ । পঞ্চম যুগ হলো লিপ্ যুগ, যাকে কেউই জানে না । মুখ্য হলো ব্রাহ্মণ ধর্ম । ব্রহ্মামুখ বংশাবলী ব্রাহ্মণ । ব্রহ্মা কবে এসেছিলেন ? অবশ্যই বাবা যখন এই সৃষ্টি রচনা করবেন তখন ব্রাহ্মণ চাই । এরা হলো ডাইরেক্ট ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী । ব্রহ্মা হলেন শিব বাবার প্রথম বাম্ভা । বিষ্ণুকেও কি বাম্ভা বলা হবে ? না । যদি বাম্ভা হয়, তাহলে তাঁর থেকেও সম্প্রদায়ের জন্ম হতে হয় । কিন্তু তাঁর থেকে তো এই সম্প্রদায়ের জন্ম হয় না । না তাঁদের মাম্মা - বাবা বলা হবে । মহারাজা মহারানীদের নিজেরই একজন সন্তান হয় । এ হলো কর্মভূমি । পরমপিতা পরমাত্মাকেও এসে কর্ম করতে হয়, না হলে তিনি কি করেন, যারজন্য তাঁর এতো মহিমা করা হয় ।

তোমরা জানো যে, শিব জয়ন্তীরও গায়ন আছে । যদিও শিব পুরাণ লেখা হয়েছে, কিন্তু তার কোনো কথাই বোঝা যায় না । মুখ্য হলো গীতা । তোমরা খুব ভালোভাবে বুঝে গেছো যে শিব বাবা কেমন করে আসেন । ব্রহ্মাও অবশ্যই চাই । এখন এই ব্রহ্মা কোথা থেকে এসেছে ? সূক্ষ্ম বতনে তো সম্পূর্ণ ব্রহ্মা আছেন । এই বিষয়েই লোক আটকে যায় । ব্রহ্মার কর্তব্য কি ? তিনি সূক্ষ্ম বতনে থেকে কি করেন ? বাবা বোঝান যে যখন ইনি অব্যক্ত রূপে থাকেন তখন এনার দ্বারা আমি জ্ঞান দিয়ে থাকি । এরপর এই জ্ঞান পেয়েই তিনি ফুরিস্থা হয়ে যান । এ হলো তাঁর সম্পূর্ণ রূপ । তেমনই মাম্মারও রূপ হয়, তোমাদেরও এমন সম্পূর্ণ রূপ হয়ে যায় । বুড়ি মাতারা কেবল এইটুকুই ধারণ করুক যে, আমরা কিভাবে ৮৪ জন্ম গ্রহণ করি, এমনও বোঝানো হয় যে বাবা এই কর্মক্ষেত্রে অভিনয় করার জন্য পাঠান । মুখে তিনি কিছু বলেন না । এই নাটকও বানানো আছে । এই নাটকের নিয়ম অনুসারে সবাইকে তার নিজের নিজের সময় আসতে হবে । তাই বাবা বসে বোঝান যে সৃষ্টির আদিতে অর্থাৎ প্রথমে দিকে কারা ছিলো আর অন্তেই বা কারা ছিলো । অন্তে সমস্ত সম্প্রদায়ের

অবস্থা জর্জরিভূত হয়ে গেছে। এমন নয় যে প্রলয় হয়ে যাবে আর শ্রীকৃষ্ণ আগুল চুষতে চুষতে চলে আসবে। বাবা ব্রহ্মার দ্বারা নতুন সম্প্রদায়ের স্থাপনা করেন। পরমপিতা পরমাত্মা এই দৈবী সৃষ্টির রচনা কিভাবে করেন এ তো তোমরা জানো। দুনিয়ার মানুষ তো কৃষ্ণকে ভেবে বসে আছে। তোমরা জানো যে বাবাই হলো পতিত পাবন। তিনি অন্তিম সময়ই আসেন মানুষকে পবিত্র করতে। যারা আগের কল্পে পবিত্র হয়েছিলো, তারাই আসবে। তারা এসে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী হবে আর পুরুষার্থ করে শিব বাবার থেকে নিজেদের আশীর্বাদী বর্ষা নেবে। তিনিই তো রচয়িতা এবং পূর্ণজ্ঞানী। আশীর্বাদী বর্ষা বাবার থেকেই পাওয়া যায়। দাদাও (ব্রহ্মা বাবা) তাঁর থেকেই বর্ষা পেয়ে থাকেন। তাঁর মহিমারই গায়ন হয়। স্বমেব মাতাশ্চ পিতা বরাবর তিনিই হলেন প্রকৃত সুখ দানকারী। এই কথাও তোমরা জানো। দুনিয়ার লোক তা জানে না। যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই দুঃখের দিন শুরু হয়। রাবণ তোমাদের অবুঝ বানিয়ে দেয়। বালকের মধ্যে যতক্ষণ বিকারের প্রবেশ না হয় ততক্ষণ তাদের মহাত্মার সমান জ্ঞান করা হয়। যখন সাবালক হয় তখন লৌকিক সম্বন্ধের লোকেরা তাদের দুঃখের পথ বলে দেয়। প্রথম পথই তারা বলে যে তোমাদের বিয়ে করতে হবে। লক্ষ্মী - নারায়ণ বা রাম - সীতা কি বিবাহিত ছিলেন না? কিন্তু মানুষ জানেই না যে তাঁদের প্রবৃত্তি মার্গ ছিলো। এ হলো অপবিত্র পবিত্র মার্গ। তাঁরা তো পবিত্র স্বর্গের মালিক ছিলেন। আমরা তো পতিত নরকের মালিক। এই খেয়াল বুদ্ধিতেই আসে না। তোমরা ভারতেরই মহিমা কীর্তন করো কিন্তু এই কথা কি ভুলে গেছো যে ভারত একদিন স্বর্গ ছিলো, সেখানে আদি সনাতন দেবী - দেবতা ধর্ম ছিলো, পবিত্র ছিলো। তাই তো অপবিত্ররা তাঁদের সামনে মাথা নত করতো। পতিত - পাবন বাবাই পবিত্র দুনিয়ার স্থাপন করেন। বরাবর ভারত পবিত্র ছিলো, এখন তো মুখেই বলে যে আমরা পতিত। কোনো লড়াই ইত্যাদি হলে শান্তির জন্য মানুষ যজ্ঞের রচনা করে। মন্ত্রও জপ করে। কিন্তু শান্তির অর্থই বোঝে না। শান্তি হলো বড় সহজ। গড ফাদার যখন বলো তখন তো বাচ্চা হলে তাই না? সত্যযুগে তো মুখ বংশাবলী হয় না। কেবল সঙ্গম যুগেই মুখ বংশাবলী হওয়ার কারণে ভাই - বোন বলা হয়। বাবা বলেন, আমি কল্পে কল্পে অর্থাৎ কল্পের সঙ্গম যুগে সাধারণ বৃদ্ধের শরীরে প্রবেশ করি, যাঁর নাম আমিই ব্রহ্মা রাখি। যিনি এই জ্ঞান সম্পূর্ণ ধারণ করে অব্যক্ত সম্পূর্ণ ব্রহ্মা হন। তিনিই হন, অন্য কোনো কথা থাকে না। ব্রাহ্মণরাই দেবতা হন, তারাই আবার চক্র ঘুরে অন্তিমে শূদ্র হন, আবার ব্রহ্মার দ্বারা বাবা ব্রাহ্মণ রচনা করেন। বুড়ি মায়েদের ওপর ব্রাহ্মণীদের পরিশ্রম করতে হবে। আমরা ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ করেছি, এই কথা তো বুঝতে পারবে, তাই না? বাবা বলেন আমাদের স্মরণ করো। এই যোগ অগ্নির দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা সমস্ত আত্মাদের বলেন, আমাদের স্মরণ করো। শিব বাবা বলেন, ভাগ্যবান তারারা....হে শালিগ্রামরা! তিনি আত্মাদের বুদ্ধিতে এই জ্ঞান দেন। আত্মারা শোনে, পরমাত্মা বাবা শোনান ব্রহ্মা মুখ দ্বারা। ব্রহ্মা দ্বারা যখন স্থাপনা হয় তখন তিনি মানুষই হবেন আর বৃদ্ধ মানুষই হবেন। ব্রহ্মাকেও তাই সর্বদা বৃদ্ধ দেখানো হয়। কৃষ্ণকে মানুষ ছোটো মনে করে, ব্রহ্মাকে কখনো ছোটো বাচ্চা বলা হয় না। তাঁর ছোটো রূপও বানানো হয় না। যেমন লক্ষ্মী - নারায়ণের ছোটো রূপ দেখানো হয় না, তেমনই ব্রহ্মারও ছোটো রূপ দেখানো হয় না। বাবা নিজেই বলেন, আমি বৃদ্ধের শরীরে আসি। তাই বাচ্চারা তোমাদেরও আমি এই মন্ত্রই শোনাতে থাকি। শিব বাবা বলেন, আমাদের স্মরণ করো। শিব আর ব্রহ্মাকে বাবা বলা হয়, শঙ্করকে কিন্তু কখনো বাবা বলা হয় না। দুনিয়ার মানুষ শিব - শংকরকে মিলিয়ে দিয়েছে। এই কথাও বুদ্ধিতে রাখতে হবে। আত্মাদের বাবা পরমপিতা পরমাত্মা এখন এসেছেন। তাই এমন সোজা সোজা কথা বৃদ্ধা মায়েদের বুঝানো উচিত।

বাবা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, আগে তোমাদের কি বানিয়েছিলাম, তখন এতটুকু তো বলো যে, আমরা স্বদর্শন চক্রধারী ছিলাম। বাবাকে আর এই চক্রকে স্মরণ করলে তোমরা রুহানি বিলেতে চলে যাবে। এই জগতের বিলেত তো দূরদেশকে বলে। আমরা আত্মারা সব দূরদেশের অধিবাসী। আমাদের ঘর দেখো কোথায়, সূর্য, চন্দ্রের থেকেও দূরে। যেখানে কোনো দুঃখই থাকে না। এখন তোমাদের আত্মাদের নিজেদের ঘরের কথা স্মরণে এসেছে। আমরা সেখানে অশরীরী অবস্থায় ছিলাম। কোনো শরীর ছিলো না সেখানে। তোমাদের এই খুশী থাকা চাই। এখন আমরা নিজেদের ঘরে ফিরে যাবো। বাবার ঘরই হলো আমাদের আপন ঘর। বাবা বলেছেন -- আমাকে স্মরণ করো আর তোমাদের মুক্তিধামকে স্মরণ করো। সাইন্সের অহংকারী লোকেরা তো পরমাত্মাকে একদমই জানে না। বাবার দয়া আসে তাদের প্রতি যে ওদের কানে কিছুও যদি ঢোকে আর ওরা শিব বাবাকে স্মরণ করে। দেহ - অভিমান যাতে শেষ হয়ে যায়, নর থেকে নারায়ণ হওয়ার এ হলো সত্য কাহিনী। সত্য বাবাকে স্মরণ করলে সত্যখন্ডের মালিক হতে পারবে। এই সত্য বাবাই স্বর্গ স্থাপন করেন। বলা হয় যে অন্য সকলের সাথে বুদ্ধির যোগ ত্যাগ করো। সরকারী চাকরী তোমরা আট ঘন্টার করো, তার থেকেও এ অনেক বড় এবং উঁচু কামাই। যেখানেই যাও বুদ্ধি দিয়ে এই কথাই স্মরণ করতে হবে। তোমরা হলে কর্মযোগী। কতো সহজে বুদ্ধিতে বলা।

বৃদ্ধাদের দেখে আমি খুব খুশী হই কেননা তবুও তারা আমারই সমগোত্রীয়। আমি মালিক হবো আর আমার সমান কেউ না হলে সেও ঠিক নয়। বাবা হলেন অবিনাশী জ্ঞান সার্জন। জ্ঞানের ইনজেকশন সম্বন্ধ দিয়েছেন অজ্ঞান অন্ধকার বিনাশের জন্য। তোমাদের অজ্ঞান দূর হয়ে গেছে। বুদ্ধিতেও জ্ঞান এসে গেছে। সবকিছু তোমরা জেনে গেছো। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, স্নেহ এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) উচ্চ কামাই করার জন্য অন্য সকলের সাথে বুদ্ধির যোগ ত্যাগ করে এক বাবার সাথেই জুড়তে হবে। সত্য বাবাকে স্মরণ করে সত্যখন্ডের মালিক হতে হবে।

২) ব্রহ্মা বাবা যেমন জ্ঞান ধারণ করে সম্পূর্ণ হয়েছিলেন, তেমনই বাবার মতো সম্পূর্ণ হতে হবে।

বরদান : - রুহানিয়তের (আত্মিক ভাব) দ্বারা বৃত্তি, দৃষ্টি, বচন এবং কর্মকে রাজকীয় বানিয়ে ব্রহ্মা বাবার সমান হও।

ব্রহ্মা বাবার চাল - চলন, চেহারা এবং বচনে যে রাজকীয়তা দেখা যেত -- তাকে অনুসরণ করো। ব্রহ্মা বাবা যেমন ছোটো - ছোটো কথায় নিজের বুদ্ধি বা সময় দিতেন না। তাঁর মুখ থেকে কখনোই সাধারণ কথা বের হতো না। প্রতিটা কথা যুক্তিযুক্ত অর্থৎ ব্যর্থ ভাব মুক্ত অব্যক্ত ভাব এবং ভাবনা সম্পন্ন হতো। সমস্ত আত্মার প্রতি তাঁর বৃত্তি সদা শুভ ভাবনা, শুভ কামনা সম্পন্ন ছিলো, তিনি তাঁর দৃষ্টিতে সকলকেই ফরিশ্বা রূপে দেখতেন। তাঁর কর্মের দ্বারা তিনি সর্বদা সুখ দিতেন আর সুখ নিতেনও। এমনই বাবাকে অনুসরণ করলে তবেই বলা হবে ব্রহ্মা বাবার সমান।

স্লোগান :- পরিশ্রমের পরিবর্তে প্রেমের দোলায় দুলতে থাকাই হলো শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবানের নিদর্শন ।

বিশেষ জীবন কাহিনী বানানোর আধার - সদা চড়তি কলায় থাকা

আজ বাপদাদা সব বাচ্চাদের জীবন কাহিনীতে দৃষ্টিপাত করছে যে প্রত্যেকের জীবন কাহিনীতে তাদের ভাগ্যরেখা কেমন ! সদা একরস উল্লতির পথে অগ্রসর হচ্ছে নাকি কখনো উৎরাই তো কখনো চড়াইতে যাচ্ছে ! দুই প্রকার রেখাই অর্থাৎ জীবনের কর্মতত্পরতা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান ছিলো । আরোহণের পর কোনও কারণবশতঃ উত্তরণ (চড়তি) কলার পরিবর্তে যদি অবরোহণ কলায় যাও, তবে নিচে নামার প্রভাব তার দিকেই তোমাকে আকৃষ্ট করবে । যাদের সহজ যোগী জীবন তারা সর্বদা বাবার নিকটবর্তী হওয়ার এবং তাঁর সাথে অনুভূতি করে । সদা নিজেকে সর্বশক্তিতে মাস্টার মনে করলে তুমি সহজ স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাবে । বিপরীত পরিস্থিতি বা পরীক্ষা আসলেও সদা নিজেকে তুমি বিঘ্ন-বিনাশক অনুভব করবে । এমনকি যদি তুমি উত্তরণ কলা এবং শক্তিশালী স্থিতি দীর্ঘকাল ধরে অনুভব করো, যদি উত্তরণ কলার পরে অবরোহণ কলা হয়, তবে স্বতঃস্ফূর্ত এবং সহজ অনুভব করতে তুমি অসমর্থ হবে । বিশেষ অ্যাটেনশন এবং বিশেষ মেহনত দ্বারাই একমাত্র তুমি সেটা অনুভব করতে সমর্থ হবে । নিরন্তর উত্তরণ (চড়তি) কলায় থাকা অর্থাৎ আগেই যার সকল প্রাপ্তির প্রাপ্তি হয়েছে । যারা সদা সর্বদা উত্তরণ কলায় থেকেও দ্বিধাগ্রস্ত, যারা কিছু হারিয়ে আবার ফিরে পায়, এইরূপ সদা দ্বিধান্বিত আল্লারা অনুভব করে কিছু প্রাপ্তি হয়েছিলো কিন্তু হারিয়ে গেছে । আর ইতিমধ্যেই তারা প্রাপ্তির অনুভাবী হওয়ার কারণে আবার সেই প্রাপ্তির স্থিতি ছাড়া তারা স্থিত হতে পারেনা । সেই কারণে, বিশেষ অ্যাটেনশন দেওয়ার পর তারা আবার সেই অনুভব ফিরে পায় । কিন্তু সদাকাল এবং সহজের লিস্টের পরিবর্তে তারা দ্বিতীয় নম্বর লিস্টে চলে যায় । তারা পাস উইথ অনার্সের লিস্টে আসতে পারেনা কিন্তু যারা পাস করে তাদের লিস্টে এসে যায় । তৃতীয় শ্রেণীর জীবন কাহিনী কেমন হতে পারে - তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারছ ! তোমরা তৃতীয় নম্বর তো হতে চাও না, তাই না !

নিজের জীবন কাহিনী এতই শ্রেষ্ঠ বানাও যাতে নিরন্তর তুমি চড়তি কলায় উল্লতির সোপানে, বিশেষত্রে সম্পন্ন প্রাপ্তি স্বরূপ হও । এই মুহূর্তে ওপরে আবার পর মুহূর্তেই নীচে অথবা খানিকক্ষণ ওপরে আর খানিকক্ষণ নীচে এইরকম ওপর-নীচের ওঠানামার খেলায় সদাকালের অধিকার ছেড়ে দিওনা । আজ বাপদাদা প্রত্যেকের জীবনকাহিনী দেখছেন । সুতরাং, উত্তরণ কলায় কতজন আছে এবং তারা কারা ? তোমরা তো নিজেদের জানতে পারো, তোমরা কোন লিস্টে আছ, তাই না ! পরিস্থিতি এবং পরীক্ষা সবার সামনে আসে, তোমাদের নীচে টেনে নামাতে ; বিনা পরীক্ষায় কেউ পাস হতে পারে না ! যাই হোক, ১) সাক্ষীভাব এবং সাক্ষীভাবে স্মৃতিস্বরূপ হয়ে পরীক্ষায় ফুল পাস হওয়া আর শুধু পাস বা বাধ্যবাধকতায় পাসের মধ্যে প্রভেদ আছে । ২) কঠিন পরীক্ষাকে ছোট মনে করা আর তুচ্ছ ব্যাপারকে বড় মনে করার মধ্যে বৈসাদৃশ্য তৈরি হয়ে যায় । ৩) কোনও ছোট বিষয়কে অধিক মাত্রায় স্মরণ ও বর্ণন করা, এবং পরিবেশে ছড়িয়ে দেওয়াও এটাকে অনেক বড় করে দেয় । কেউ কেউ বড় বিষয়কে চেক করে সাথে সাথে সেটা চেঞ্জ করে সেই সাময়িক অবস্থায় ফুল স্টপ লাগিয়ে দেয় সদাসর্বদার জন্য । ফুল স্টপ লাগানো অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য ফুল স্টক জমা করে ভবিষ্যতকালীন ফুল পাস হওয়ার অধিকার লাভ করা । বহু সময় ধরে চড়তি কলায় থেকে এমন ভাগ্যবান হয়ে যায় । তাহলে বুঝেছ তো তোমাদের জীবনকাহিনীতে কোন বিশেষত্ব রাখা উচিত

? এর থেকেই সদা তোমার জীবনকাহিনী বিশেষ হয়ে যাবে । যেমন কারও কারও জীবনকাহিনী বিশেষ প্রেরণা দেয় এবং তোমার উত্সাহ ও মনোবল বাড়িয়ে দেয় । তারা জীবনের পথকে স্পষ্ট অনুভব করায় তোমাকে । একইভাবে, তোমাদের অর্থাৎ বিশেষ আত্মাদের জীবনকাহিনী অর্থাৎ তোমাদের জীবনের প্রত্যেক কর্ম অনেক আত্মাদের এই অনুভব করায় । সবার মুখ থেকে, মন থেকে একই আওয়াজ গুঞ্জনিত হতে হবে - যখন নিমিত্ত আত্মা এটা করতে পারে তখন আমিও করতে পারবোই । আমি এগিয়ে যাবোই । আমিও সবাইকে সামনে এগিয়ে দিতে সমর্থ হবই । নিরন্তর অন্যকে প্রেরণা দিতে পারে সদা এমন জীবনকাহিনী বানাও । বুঝেছ তোমরা, কী করতে হবে ? আচ্ছা ।

আজ ডাবল বিদেশীদের সাথে মিলনের দিন । একদিকে বিদেশীদের আর অন্যদিকে অতি কাছের যারা (মধুবন নিবাসীরা) তাদের সাথে মিলন । তোমাদের উভয়েরই আজ এই বিশেষ মিলন । বাকিরা সবাই গ্যালারিতে, শুধু দেখার জন্য এসেছে । এইজন্য বাপদাদা, যারা এসেছে সবার প্রতি রিগার্ড বজায় রেখে মুরলি শুনিয়েছেন । আচ্ছা ।

সদা মিলনের গুট তাত্পর্য উপলব্ধি করে যারা তাদের জীবনে ধারণ করে, বিশেষ ইশারাকে নিজের জীবনে সদাকালের বরদান মনে করে, যারা বরদানী মূর্ত হয়, "শোনা অর্থাৎ হওয়া এবং মিলন অর্থাৎ সমান হওয়া" - এই স্লোগানের যারা স্মৃতি স্বরূপ হয়, যারা সবসময় স্নেহের রিটার্নে অন্যকে নির্বিঘ্ন বানানোর সহায় হয়, সদা অনুভাবী মূর্ত হয়ে অন্যদের অনুভবের বিশেষতায় পূর্ণ করে, যারা অনুষ্ণণ বাবার সমান, সম্পূর্ণ, সেইরকম শ্রেষ্ঠ আত্মাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

দিদিজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

তোমরা সবাই, যারা বাবার ভুজারুপী নিমিত্ত হয়েছে তারা নিজের নিজের কাজ যথার্থভাবে করছে ? তোমরা সবাই তো ভুজা, তাই না ! তোমরা সবাই রাইট হ্যান্ড নাকি কেউ কেউ লেফট হ্যান্ডও আছে ? তোমরা তো নিজেদের ব্রাহ্মণ বলা; তো এইরকম ব্রাহ্মণ, তোমরা সবাই রাইট হ্যান্ড ? নাকি ব্রাহ্মণদের মধ্যেও তোমরা কেউ কেউ রাইট হ্যান্ড আর কেউ কেউ লেফট হ্যান্ড ? (ব্রাহ্মণ কখনও রাইট হ্যান্ড হয়ে যায়, কখনও লেফট হ্যান্ড) তবে কি ভুজা বদল হয়ে যায় ! বাস্তবে তারা দেখায় এক মুহূর্তে রাবণের মাথা কাটা হচ্ছে, তার বদলে আবারও অন্য একটা এসে যাচ্ছে । যাই হোক, ব্রাহ্মণদের মধ্যেও কি ব্রহ্মার বাহ বদল হতে থাকে ? তাহলে তো এর অর্থ হলো রোজ ভুজা বদলে যায় !

বাস্তবে, তোমরা নিজেদের ব্রহ্মাকুমার এবং ব্রহ্মাকুমারী বলা, কিন্তু তোমরা নিজেদের ভিতরে বুঝতে পারো যে, তোমরা তাদের মতো প্রত্যক্ষ ফল খাওনি, কিন্তু মেহনতের ফল খাও । এটাও প্রভেদ, তাই না ! কেউ প্রত্যক্ষ ফল খায় আর কেউ মেহনতের ফল খায় । অনেক মেহনতের প্রয়োজন নেই । দূঢ় সংকল্প আর শ্রীমৎ-এর আধারে শুধু প্রত্যেক সংকল্প এবং কর্ম করতে থাকো তবে মেহনতের আর কোনও প্রশ্নই থাকবে না । এই দুটো জিনিসের আধারে না চলার কারণে, যেমন রেলগাড়ি লাইনচ্যুত হয় আর তারপর এগিয়ে চলাই খুব কঠিন হয়ে যায় । যদি গাড়ি লাইনের ওপরেই চলে তবে মেহনতের আর প্রয়োজন হয়না, ইঞ্জিন চালাতে থাকে আর সে চলতে থাকে । সুতরাং, এই দুই আধারের মধ্যে থেকে দূঢ় সংকল্পই হোক বা শ্রীমৎ অনুসরণ করেই হোক, খুব অ্যাটেনশন দাও, সংকল্পে কোনোরকম দুর্বলতা থেকে গেলে তাহলে রেজাল্ট কি হবে ? তোমরা মেহনতের ফল খাবে ।

যারা এইরকম মেহনতের ফল ভক্ষণ করে তারা ক্ষত্রিয়ের লাইনে চলে যায়। যখনই তাদের কোনও কিছু জিজ্ঞাসা করবে তারা শ্রমসাধ্য ও কষ্টকর কথাই শোনাবে। যেমন তোমাদের প্রথমে বলা হয়েছিলো, যখন তোমরা একটা জিনিস ছেড়ে দেবে তখন সেখানে অন্যকিছু এসে যাবে। ইঁদুরকে সরাবে তো বিড়াল আসবে, বিড়ালকে সরাবে তো কুকুর আসবে আর এইভাবে চলতেই থাকে। তোমরা তখন অবিরত তাদের সরানোতে যুক্ত হয়ে যাও। তিন ধর্মের স্থাপনা একইসাথে স্থাপনা হচ্ছে, ব্রাহ্মণ, দেবতা এবং ক্ষত্রিয়। সুতরাং, তিন ধরনই দৃশ্যমান হবে, তাই না! কয়েকজন অনেক মেহনতের সাথে জন্ম নিয়েছে। কয়েকজন শৈশবেই মেহনত করা শুরু করেছিল। এগুলো ভিন্ন ভিন্ন ধরণের ভাগ্যরেখা। কাউকে কাউকে যদি জিজ্ঞাসা করো তারা বলে, শুরু থেকে তারা মেহনত করেনি। শ্রীমতে চলতে হবে, যোগী হতে হবে, তারা নিজে থেকেই এই লক্ষ্যস্বরূপ হয়ে গেছে। এমন নয় যে তারা অমনোযোগী, কিন্তু স্বতঃই তার স্বরূপ হয়ে তারা সমুখ বরাবর চলতে থাকে। যারা অমনোযোগী তারাও মেহনত অনুভব করেনা কিন্তু সেটা হলো উল্টো পথে। তাদের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়না; তারা বাবা সমান হওয়ার প্রাপ্তি অনুভব করেনা। তাদের জন্ম মুহূর্ত থেকেই তারা অসতর্ক, শুধু তারা আহারাতি করেছে, আর নিজের পবিত্র জীবন যাপন করেছে এবং নিয়মানুগ অভ্যাসে চলেছে কিন্তু তাদের জীবনে তারা কোনকিছু ধারণ করেনি। তারাও এখানে নেমিনাথ রূপে পূজিত হয়। সুতরাং, কেউ কেউ শুধুমাত্র নেমিনাথও হয়। তারা সবার আগে যোগে এবং ক্লাসে আসবে কিন্তু তারা কি প্রাপ্তি করবে? তারা বলবে যে হ্যাঁ, তারা সবকিছু শুনে নিয়েছে। তাদের নিজেদের এগিয়ে যাওয়ার এবং অন্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কোনও লক্ষ্য থাকেনা। তারা শুনলো, মজা পেলো, ব্যস্ সেটুকুই যথেষ্ট! তারা শুধু আসে যায়, খায় তারপর চলে যায়, এদের বলা হবে নেমিনাথ। তবুও এমন আত্মাদের পূজা হয়। অন্ততঃ তারা নিয়মানুগ অভ্যাসে সবকিছু করে। ফলস্বরূপ, তারা পূজ্য হয়ে যায়। বৃষ্টিতে হয়তো অনন্য আত্মারা আসেনা কিন্তু তারা অবশ্যই আসবে। তবুও তারা পবিত্র থাকে এইজন্য অবশ্যই পূজ্য হয়ে যায়। এইরকমও তো চাই, তাই না! তারা হয়তো দশ বছর ধরে এখানে আসছে, কিন্তু তুমি যখন তাদের জিজ্ঞাসা করবে তখনও দশ বছর পরেও তারা সেই একই উত্তর দেয় যা তারা তাদের প্রথম দিনে দিয়েছিলো। আচ্ছা।

এখন বাপদাদা বতনে, স্বচ্ছন্দে নিভূতে খুব চিটচ্যাট (খোসগল্প) করেন। উভয়েই স্বতন্ত্র আত্মা। তারা সেকেণ্ডে সেবা করেছেন, সবাইকে অনুভব করিয়েছেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের মধ্যে কি করেন? তাঁরা রুহরিহান অর্থাৎ মনখোলা অন্তরঙ্গ আলাপচারিতা করতে থাকেন। তাঁর জন্মের প্রথম দিন থেকেই ব্রহ্মাবাবার আশা ছিলো। কোন আশা? তাঁর এই রুহানী ব্যাকুলতা এবং নেশা ছিলো যে তিনি অবশ্যই বাবা সমান হবেন। আদি ব্রহ্মার বোল মনে আছে? "আমি আসছি, আমি অন্তর্লীন হয়ে যাচ্ছি", তাঁর জন্ম থেকে, তাঁর সংকল্পে এবং বচনে সদা তিনি এই নেশার শব্দগুলো বলতেন। তারপর আদি থেকে বলা তাঁর কথামতো সর্বকার্য সমাপ্ত করে তিনি যে লক্ষ্য রেখেছিলেন সেই লক্ষ্যের রূপে অন্তর্লীন হয়ে গেছেন। প্রথমে তিনি এটা বুঝতেন না কিন্তু পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্যের কথা তিনি ভবিষ্যৎবাণী করছিলেন। আর লাস্টে তোমরা কি দেখলে? কিভাবে হদের বন্ধন ছেড়ে বাবা সমান হয়ে গেলেন! সন্ন্যাসের মতো পুরানো খোলস ছেড়ে দিয়েছেন, তাই না! এই খেলায় কত সময় লেগেছিলো? এই খেলা ছিলো শুধু কয়েক মিনিটের, তাই না? একেই বলা হয়ে থাকে বাবা সমান হয়ে ব্যক্ত ভাবও সহজেই ছেড়ে নষ্টমোহা হয়ে স্মৃতি স্বরূপ হয়ে যাওয়া। তাঁর এমনও সংকল্প ছিলো, "আমি যাচ্ছি, কি হচ্ছে"। বাচ্চারা তাঁর সামনে ছিলো কিন্তু তাদের দেখেও তিনি দেখেননি। শুধু লাইট মাইট, সমান হওয়ার দৃষ্টি দিতে দিতে তিনি উড়ন্ত বিহঙ্গের মতো উড়ে গেছেন। এইরকম

অনুভবই করেছিলেন, তাই না ! তাঁর উড়ান এতই সহজ ছিলো যে, যারা মনোযোগ সহকারে দেখছিলেন তারা দেখতেই থেকে গেছে আর তিনি ! যাঁর ওড়ার ছিলো, উড়ে গেছেন ! একে বলা হয়ে থাকে, আদিতে যে শব্দগুলো বলা হয়েছিলো শেষে তাদেরই স্বরূপ হয়ে গেছেন । এইভাবেই ফলো ফাদার করো । আচ্ছা ।

ডাবল বিদেশীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

তোমরা সবাই স্নেহী আর সহযোগী আত্মা, তাই না ! স্নেহের কারণে তোমরা বাবাকে চিনেছিলে এবং তোমরা সহযোগী আত্মা হয়েছিলে । তাহলে তোমরা স্নেহী আর সহযোগী । সেবায় তোমাদের উত্সাহ-উদ্দীপনা থাকে কিন্তু বাকি কি রয়ে গেল ? স্নেহী-সহযোগীর সাথে সদা শক্তিস্বরূপ হও । শক্তিশালী আত্মা সদা বিঘ্ন বিনাশক হয় এবং যারা বিঘ্ন বিনাশক হবে তারা নিজে থেকেই বাবার হৃদয় সিংহাসনে আসীন হবে । একটা না একটা মায়ার বিঘ্ন তোমাকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে নেয় । সুতরাং, মায়াই যদি না আসে তবে সদা সিংহাসনাসীন থাকবে । সেইজন্যে একে পরাস্ত করে সদা নিজেকে কস্মাইন্ড মনে করো । প্রতি কর্মে ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে বাবার সাথে অনুভব করো । তুমি তখন সদা তাঁর সাথে থাকবে, সদা শক্তিশালীও থাকবে এবং সদা নিজেকে রমণীয় অনুভব করবে । কোনরকম একাকীত্ব বৃদ্ধিতে পারবেনা কারণ যারা ভিন্ন ভিন্ন সম্বন্ধে বাবার সাথে থাকে তারা সদা রমণীয় এবং খুশির অনুভব করে । তবুও যদি রোজ কোনকিছু একইরকম হয়, যদি তোমরা একই জিনিস রোজ শোনো বা করো তবে তোমাদের মন উদাস হয়ে যায় । তাই এখানেও বাবার সাথে নানা সম্বন্ধের অনুভব করায় সদা উত্সাহ-উদ্দীপনা বজায় থাকে । বাবা আর আমি বাচ্চা শুধুমাত্র এই সম্বন্ধ নয় ! বাবার সাথে নানারকম সম্বন্ধের অনুভব করো । তোমরা যখন মধুবনে আসো, তোমরা নিজেদের মধ্যে মনোরঞ্জন অনুভব করো এবং সাথের অনুভব করো । একইভাবে তুমি অনুভব করবে যে, তুমি বৃদ্ধিতেই পারনি কখন দিন রাতে আর রাত দিনে বদল হয়ে গেছে ! এমনিতে এখানেও এক দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন অনুভব করার খুব ভালো চান্স আছে ।

পার্টীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

মহাবীরের বিশেষত্ব - "সদা এক, দ্বিতীয় কেউ নয়"

সদা নিজেকে মহাবীর বলে বৃদ্ধিতে পারো ? মহাবীরের বিশেষত্ব ছিলো যে সে নিরন্তর এক রামকে স্মরণ করতো, দ্বিতীয় কাউকে নয় । যারা অবিরত এইরকম স্মৃতিতে থাকে তারা সদা মহাবীর । সদা বিজয় তিলক লেগে থাকে । যখন তুমি এক বাবার হয়ে থাকো, দ্বিতীয় কেউ থাকেনা তখন তিলক অবিনাশী হয়ে যায় । বাবাই হয়ে যান বিশ্ব সংসার । দুনিয়ায় শুধু মানুষ আর বস্তু, তাই সব সম্বন্ধ বাবার সাথে । তাহলে, মানুষও এর মধ্যে আছে, আর বস্তু ! তারও প্রাপ্তি হয়ে গেছে বাবার থেকে । সুখ, শান্তি, জ্ঞান, আনন্দ, প্রেম ইত্যাদির সর্ব প্রাপ্তি তোমরা লাভ করেছ । যখন কিছুই আর বাকি নেই বৃদ্ধি কোথায় যাবে ? কিভাবেই বা অন্য কোথাও যাবে ! আচ্ছা ।

বরদান:- পুরানো সংসার এবং সংস্কারের যে কোনও আকর্ষণের প্রতি মরে গিয়েও বেঁচে থাকতে সমর্থ যথার্থ মরজীবা ভব

যথার্থভাবে মরে বেঁচে থাকার অর্থ হলো সদা তোমার পুরানো সংসার এবং তোমার পুরানো সংস্কার, স্বপ্নে মরে যাওয়া । মৃত্যু অর্থাৎ পরিবর্তন হওয়া । কোনও আকর্ষণ এইরকম আত্মাদের নিজের দিকে

আকৃষ্ট করতে পারেনা । তারা কখনও বলেনা, আমি কি করতে পারি ? আমি সেটা করতে চাইনি, কিন্তু হয়ে গেছে । কোনও কোনও বাচ্চা বেঁচে থেকে মরে যায় আবার জীবন্ত হয়ে যায় । রাবণের এক মাথা কাটা হতেই আরেক মাথা এসে যায়। কিন্তু ফাউন্ডেশনই যদি শেষ করে দাও - তবে মায়া তাঁর রূপ বদল করে তোমার ওপর চড়াও হতে পারবেনা ।

স্লোগান:- যারা স্মরণ আর সেবায় সদা বিজি থাকে তারা সবচেয়ে লাকি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- প্রতি মুহূর্তে দেহী - অভিমানী হওয়ার অভ্যাস করো -- আমি আত্মা, আমাকে এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর নিতে হবে, এখন আমাকে ঘরে ফিরে যেতে হবে।"

প্রশ্ন :-- সব থেকে মুখ্য উৎসব কি এবং কেন ?

উত্তর :-- সবথেকে মুখ্য উৎসব হল রাথীবন্ধন, কেননা বাবা যখন পবিত্রতার রাথী বাঁধেন তখন এই ভারত স্বর্গ হয়ে যায়। রাথীবন্ধন উৎসবে তোমরা বাচ্চারা সবাইকে বোঝাতে পারো যে এই উৎসব কবে থেকে পালন করা শুরু হয়েছে, আর কেন ? সত্যযুগে এই বন্ধনের প্রয়োজন নেই। কিন্তু দুনিয়ার মানুষ বলে এই রাথীবন্ধন পরম্পরা ধরে চলে আসছে।

গীত : - জয় জয় অম্মা মাতা

ওম্ শান্তি। এও ভক্তিমার্গেরই গান। ভক্তিমার্গে অনেক প্রকারের গান থাকে। এই গান নিরাকার, আকার আর সাকার এই তিনকে নিয়েই করা হয়। এখন বাবা বাচ্চাদের বোঝান আর বাচ্চারাও বুঝে গেছে যে আমি হলাম আত্মা। পরমপিতা পরমাত্মাই আমাদের বোঝান। সমস্ত মানুষের সঙ্গতি এই একজনই দেন। আর তাঁর সঙ্গে যাঁরা এই সেবাকাজ করেন তাঁদের মহিমাও গাওয়া হয়। বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো। আত্মা বুঝতে পারে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের সামনে বসে এই জ্ঞান দেন। সেই বাবাকেই অব্যভিচারী স্মরণ করা চাই, আর কোনো নাম বা রূপের স্মরণ আসা উচিত নয়। সবাই আত্মা কিন্তু শরীর পাওয়ার পর শরীরের নাম আলাদা হয়। আত্মার কোনো নাম থাকে না। শরীরের নাম রাখা হয়। বাবা বলেন, আমিও আত্মা। কিন্তু আমি পরম আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা। আমারও তো নাম আছে। আমি হলাম আত্মা। আমি কখনও শরীর ধারণ করি না, এই কারণেই আমার নাম শিব রাখা হয়েছে আর সকলেরই শরীরের নাম রাখা হয়, আমার তো শরীর নেই। নাম তো চাই - ই তাই না ? নাহলে আমিও আত্মা হলে তাহলে পরমাত্মা কে ? আমিই হলাম পরম আত্মা, আমার নাম হলো শিব। যারাই পূজা করে তারা আমার লিপ্সের পূজা করে। তারা পাথর লিপ্সকেই পরমাত্মা বলতে থাকে। এরপর যার যেমন ভাষা সে তেমন নাম রাখে। কিন্তু আমি তো একই। যেমন তোমাদের আত্মা, তেমনই আমিও। তোমরাও বিন্দু আর আমিও বিন্দু। আমি বিন্দুর নাম হলো শিব। চেনার জন্য নাম তো চাই, তাই না ? এই সময় ব্রহ্মা, সরস্বতী, যাঁরা বড় থেকেও বড় তাঁরাও সঙ্গতি পাচ্ছে। সব আত্মারাই তো সঙ্গতি পাবে। সব আত্মারাই পরমধামে থাকে তবুও তো পরমাত্মাকে তো আলাদা রাখতেই হবে। সবাই নিজের নিজের পার্ট পেয়েছে। সমস্ত রুদ্রমালার বীজরূপ হলেন বাবা। সবাই তাঁকে ও গড ফাদার বলে স্মরণ করে। সব জায়গায় বাবাকেই স্মরণ করা হয়। মাকে নয়। তিনি এই ভারতে এসেই পতিত মানুষদের পবিত্র বানান। তিনি মায়েদেরও দত্তক নেন। সরস্বতীকেও পরমপিতা পরমাত্মা ব্রহ্মার দ্বারা দত্তক নিয়েছিলেন তারপর এনার মধ্যে প্রবেশ করেছিলেন। এই দত্তক পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্ন, মধ্যম তো কাউকে চাই। তিনি বলেন এনার মাধ্যমে আমি জ্ঞান শোনাই আবার এনার মাধ্যমেই আমি বাচ্চাদের দত্তক নিই। তাই ইনিও একজন মাতা। এ তো প্রবৃত্তি মার্গ। কিন্তু ইনি তো একজন পুরুষ, তাই মুখ্যভাবে সরস্বতীকেই মায়ের পদে রাখা হয়েছে। এ হলো বোঝার মতো এক অতি গুহ্য রহস্য। প্রজাপিতা তো আছেন প্রজাদের রচনা করার জন্য। এনার দ্বারাই তিনি রচনা করেন, এমন নয় যে সরস্বতীর

মাধ্যমে তিনি দত্তক নেন, না এমন নয়। এ তো বোঝার মতো কথা। প্রথমে সবাইকে বাবার পরিচয় দিতে হবে। মানুষ গাইতেই থাকে....হে পতিত - পাবন এসো। এই কথা কারা বলে? আত্মারা কেননা আত্মা এবং শরীর দুইই পতিত। প্রথমে তো নিজেকে আত্মা মনে করতে হবে। আত্মাই বলে থাকে, আমি শরীর ধারণ করি আবার ত্যাগ করি। এক একটি কথা নিশ্চিত করে মনে বসাতে হবে কারণ সবই নতুন কথা। আর যা কিছু সবই মানুষ শোনায। ভগবান তো শোনান না। যখন প্রথমে কেউ আসবে, তাকে এই কথা শোনাও যে আত্মা এবং শরীর দুইই আলাদা। আত্মা হলো অবিনাশী। প্রথমে নিজেকে আত্মা মনে করো। আমি ম্যাজিস্ট্রেট এই কথা কে বলেছে? আত্মা এই শরীরের দ্বারাই বলে। আত্মা জানে যে ...আমার শরীরের নামও আছে আর পদও আছে ম্যাজিস্ট্রেটের। এই শরীর ত্যাগ করলে ম্যাজিস্ট্রেটের পদ আর শরীরের নাম রূপ সব বদল হয়ে যাবে। পদও অন্য হয়ে যাবে। তাহলে প্রথমে আত্ম - অভিমানী হতে হবে। মানুষের তো আত্মার জ্ঞানই নেই। প্রথমে আত্মার জ্ঞান দিয়ে তারপর বোঝাও আত্মার বাবা হলো পরমাত্মা। আত্মা যখন দুঃখী থাকে তখন ডাকতে থাকে ও গড ফাদার। তিনিই হলেন পতিত - পাবন। সমস্ত আত্মারা পতিত হয়ে গেছে। তাহলে অবশ্যই পরমপিতা পরমাত্মাকে আসতে হবে। এই পতিত দুনিয়া আর পতিত শরীরে। বাবা নিজেই বলেন, দূরদেশের আমাকে তোমাদের ডাকতে হয়, কারণ তোমরা হলে পতিত আর আমি সদা পবিত্র। ভারত পবিত্র ছিলো এখন পতিত হয়ে গেছে। পতিত - পাবন বাবা এসে আত্মাদের সাথে কথা বলেন। তিনি ব্রহ্মার তনে এসে বোঝান তাই এই ব্রহ্মার নাম প্রজাপিতা। তিনি ব্রহ্মার দ্বারা প্রজা রচনা করেন। কোন্ প্রজা? অবশ্যই নতুন প্রজা রচনা করবেন। আত্মারা, যারা অপবিত্র হয়ে গেছে তাদের তিনি পবিত্র বানান। আত্মা ডাকতে থাকে, আমাদের দুঃখ থেকে উদ্ধার করো, সন্নতি দাও। তিনি সবাইকেই সন্নতি দেন। মায়া সকলকেই দুঃখী করেছে। সীতারাই তো ডাকছে। সীতা তো একজন নয়। সবাই রাবণের জেলে বিকারী, ভ্রষ্টাচারী হয়ে গেছে। এ হলো রাবণ রাজ্য। রাম তো হলেন নিরাকার। মানুষ রাম রাম বলে না? একের নামই জপ করে। গড ফাদার শিব নিরাকার, তাই তাঁর কোনো শরীরের প্রয়োজন। তাই শিব বাবা এনার দ্বারাই বসে বোঝান। তোমরা আত্মারাও পতিত আর তোমাদের শরীরও পতিত। এখন তোমরা হলে শ্যাম, পরে সুন্দর হয়ে যাও। বাবা হলেন জ্ঞানের সাগর, তিনি জ্ঞানের বর্ষণ করেন। যার দ্বারা তোমরা গোরা হয়ে যাও। ভারতবাসী গোরা অর্থাৎ পবিত্র ছিলো তারপর কাম চিতায় বসে কালো অর্থাৎ অপবিত্র বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী হয়েছে। বাবা সকলকে চড়তি কলা করান তারপর রাবণ যখন আসে তখন সকলের অবরোহণ (উত্তরতি) কলা হয়ে যায়। ভারতে প্রথমে দেবতাদের রাজ্য ছিলো। এখন তা আর নেই। পরমাত্মা এই শরীরের দ্বারা বাচ্চারা তোমাদের বুঝিয়ে বলেন, যারা এই আশীর্বাদী বর্ষা নেবে তাদের সুখের পারদ চড়তে থাকে। বাবার শ্রীমতে তো অবশ্যই চলতে হবে। তুমি পবিত্র হতে এসেছো, আমিও অবশ্যই পবিত্র হবো, তখনই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবো। এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে। এই হলো রাখীবন্ধন। বাচ্চারা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করে। ইনি কোনো লৌকিক দেহধারী বাবা নন। ইনি হলেন নিরাকার। ইনি এই ব্রহ্মার মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তিনি বলেন, তোমরাও দেহী - অভিমানী হও। নিজেকে আত্মা মনে করে পরমপিতা, পরমাত্মা আমাকে স্মরণ করো। ভারতেই একদিন পবিত্রতা ছিল তখন কতো শান্তি - সমৃদ্ধি ছিলো, তখন অন্য কোনো ধর্ম ছিলো না। তোমরা তাদের বলো, বাবা আমাদের এইভাবে বোঝান, তোমরাও এসে বোঝো। বাবাকে স্মরণ করলেই বিকর্ম বিনাশ হবে। পবিত্র একমাত্র বাবাই করতে পারেন। বাবা বোঝান যে তোমরা হলে আত্মা আর তোমাদের স্বধর্ম হলো শান্তি। তোমরা শান্তিধামের অধিবাসী। তোমরা কর্মযোগীও। সাইলেন্সে তোমরা কতটা সময় থাকবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে

। এই কলিযুগে সকলেই পতিত । তোমরা জানো যে আমরা এই সঙ্গম যুগে পবিত্র হচ্ছি । এই পতিত দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে । এ হলো মহাভারতের লড়াই । প্রকৃতিক বিপর্যয় হবে, যার ফলে এই পুরনো দুনিয়া বিনাশ হয়ে যাবে । নতুন দুনিয়াতে দেবতাদের রাজ্য থাকবে । তাই এখন আমরা পরমপিতা পরমাত্মার নির্দেশেই চলি । আমরা তাঁর শ্রীমত পাই । এই চ্যালেঞ্জ খুবই বোঝার । বলো, এমন নয় যে এক কান দিয়ে শুনে অন্য কান দিয়ে বের করে দিতে হবে । এখানে তো পড়তে হবে । সাত দিনের ভাঙিও বিখ্যাত । সাত দিন বসে তোমরা বোঝো । বাবাকে আর নিজের জন্মকে জানো । আমরা কিভাবে পতিত হয়েছি আবার কিভাবে পবিত্র হতে হবে, যদি না বুঝতে পারো তাহলে আফশোষ করতে হবে কারণ মাথার ওপর পাপের অনেক বোঝা জমা হয়ে আছে ।

এক বাবাই হলেন অতি প্রিয় যিনি তোমাদের পবিত্র দুনিয়ার মালিক বানান । বাকি সকলেই তো একে অপরকে পতিত বানায় । সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ছিলো এখন যা অপবিত্র হয়ে গেছে । এ হলো রাবণ রাজ্য । এখন স্বর্গে যেতে গেলে পবিত্র হতে হবে, তাহলেই বেহদের বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা পাবে । এইকথা তো স্মরণ করো যে, আমরা শান্তিধামের অধিবাসী ছিলাম, তারপর সুখধামে ছিলাম, এখন তো দুখধাম । আবার শান্তিধামে যেতে হবে তাই দেহী - অভিমানী হতে হবে । বাবা বলেন সংসারে থেকে এক তো পবিত্র হও আর দ্বিতীয় আমাকে স্মরণ করো তাহলেই পাপ নাশ হয়ে যাবে । বাবাকে স্মরণ যদি না করো আর পবিত্র যদি না থাকো তাহলে কিভাবে বিকর্ম বিনাশ হবে । রাবণরাজ্য থেকে কিভাবে মুক্তি পাবে । এখানে সবাই শোক বাটিকায় আছে । ভারত অর্ধেক কল্প শোক বাটিকায় আর অর্ধেক কল্প অশোক বাটিকায় থাকে । তোমরাও তো পতিত দুনিয়াতেই আছে । যদিও তোমরা অধিকারের সাথে বলো তবুও অনুরোধ করে বলো যে, তোমরা যদিও বলো যে তোমরা গড ফাদারের সন্তান, কিন্তু সেই বাবার জ্ঞান কোথায় ? লৌকিক বাবাকে তো তোমরা জানো, কিন্তু পারলৌকিক বাবা যিনি এতো বেহদের সুখ দেন, তোমাদের স্বর্গের মালিক বানান, তাঁকে তোমরা জানো না । ভারতকে যিনি স্বর্গ বানিয়েছেন, তাঁকেই তোমরা ভুলে গেছো তাই তোমাদের এই অবস্থা । সকলেই ব্রষ্টাচারী, কেননা বিকার বিষেই জন্ম হয়েছে । এ তো যে কেউই বুঝতে পারবে, এতে ইন্সাল্টের কোনো কথা নেই । এ তো তোমাদের বোঝানো হয় । রাখীবন্ধনেরই মহত্ব । বাবা বলেন, বিকারকে জয় করে তোমরা যদি আমাকে স্মরণ করো আর শান্তিধামকেও স্মরণ করো তাহলে তোমরা সেখানে যেতে পারবে । বুদ্ধিতে এইকথা থাকা চাই -- আমরা সুখধামে যাই ভায়া শান্তিধাম । প্রথমে অবশ্যই দেহী - অভিমানী হতে হবে । আমি আত্মা, আমি এক শরীর ছেড়ে অন্য শরীর গ্রহণ করি । বাবা এই কথাও বুঝিয়েছেন যে, মানুষ কখনো কুকুর বা বিড়াল হয় না । ভক্তিমার্গে মানুষ তো কত ধাক্কা খেতে থাকে । এখন তোমরা বাচ্চারা ভাষণ দিয়ে বোঝাতে থাকো যে, তোমরা পতিত তাই তো পতিত পাবন বাবাকে স্মরণ করো । সমস্ত সীতার শোক বাটিকায় আছে । দিন প্রতিদিন এই শোক বাড়তেই থাকে । যারা এখন শাসন করছে তারাও জানে এখানে অনেক দুঃখ । তারা কত মাথা ঠুকতে থাকে । একজনকে শান্ত করলে আর একজন দাঁড়িয়ে যায় । লড়াই ঝগড়া লেগেই থাকে । শান্তির পরিবর্তে আরো অশান্তি এসে যায় । বাবা এসে এই দুঃখ, অশান্তিকে দূর করে এই দুনিয়াকে সুখধাম বানিয়ে দেয় । পুরনো দুনিয়ায় থাকে দুঃখ আর নতুন দুনিয়ায় থাকে সুখ ।

এই রাখীবন্ধন হলো বড় পার্বণ । তোমাদের বোঝাতে হবে এই নিয়ম কে করেছে ? পতিত - পবন, পরমপিতা পরমাত্মা এসে তোমাদের পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন । পাঁচ হাজার বছর আগে তোমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলে । এখন আবার সেই পরমপিতা পরমাত্মার সাথে বুদ্ধির যোগ করো, তাহলেই তোমরা

পবিত্র হতে পারবে। তোমারা জিজ্ঞেস করো যে রাখী কবে থেকে বেঁধে আসছে? মানুষ বলে -- এ হলো অনাদি নিয়ম। আরে, পবিত্র দুনিয়ায় থোড়াই তোমরা রাখী বাঁধবে। এখানে তো কেউই পবিত্র নয়। এখন বাবা নির্দেশ দেন যে, পবিত্র হও, তাহলেই পবিত্র দুনিয়াতে যেতে পারবে। পবিত্রতাই হলো প্রথম। পবিত্র প্রবৃত্তি মার্গ একদিন ছিলো, এখন তা নেই। স্বর্গে দুঃখের নামমাত্র থাকে না। আবার নরকে সুখের নামমাত্র থাকে না। ব্রহ্মচারীরা অল্পকালের সুখ পায়, আর শ্রেষ্ঠাচারীরা অর্ধকল্পের জন্য সুখ পায়। এ তো তোমরা জানো যে রাখী উৎসব চলে গেলেই তোমরা বলবে ছবছ আগের কল্পেও এমন হয়েছিলো। মানুষ এই নাটককে না বোঝার কারণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। প্রথমদিকে বাবার পরিচয়ই সবাইকে দিতে হবে। বাবা এসেই সকলের সঙ্গতি করেন। রাখী বন্ধন কবে থেকে শুরু হয়েছিলো? এরও অনেক বড় মহত্ব আছে। লিখে দেওয়া উচিত তোমরা এসে বোঝো। যে কোনো মানুষকেই বোঝাও, ভাষণের জন্য যে কোনো জায়গা যেন দেয়। কংগ্রেসরা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাষণ দেয়, তখন দেখো কতো লোক জমা হয়। এই সেবার জন্য পুরুষার্থ করা প্রয়োজন। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত।
রুহানী বাবা তাঁর রুহানী বাচ্চাদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) অধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক সম্মান দিয়ে কথা বলতে হবে। সকলকে পতিত থেকে পাবন বা পবিত্র করার যুক্তি বানাতে হবে।

২) এক অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে। কোনো দেহধারীর নাম বা রূপকে স্মরণ করা উচিত নয়। বাবার কাছে পবিত্র হওয়ার প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

বরদান : - ব্যস্ত থাকার সহজ পুরুষার্থের দ্বারা নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হও।

ব্রাহ্মণ জন্ম হলো সর্বদা সেবার জন্য। সেবায় যত ব্যস্ত থাকবে ততই সহজে মায়াজীত হতে পারবে তাই যখনই একটু ফাঁকা সময় পাবে, সেবাতে লেগে যাও। সেবা ছাড়া সময় নষ্ট করো না। চাও তো সংকল্পে সেবা করো বা বাণীতে বা কর্মের দ্বারা। নিজের সংকল্প বা চলনের দ্বারাও সেবা করতে পারো। সেবাতে ব্যস্ত থাকাই হলো সহজ পুরুষার্থ। ব্যস্ত থাকলেই যুদ্ধ থেকে মুক্ত হয়ে নিরন্তর যোগী, নিরন্তর সেবাধারী হতে পারবে।

স্লোগান : - আত্মাকে সর্বদা সুস্থ রাখতে হলে খুশীর খাদ্য খেতে থাকো অর্থাৎ খুশীতে মজে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই রুহানী পড়া ধারণ করার জন্য তোমার বুদ্ধি পবিত্র, স্বর্ণ পাত্র হওয়া প্রয়োজন, পবিত্রতার রাখী বাঁধো, তোমরা রাজত্বের তিলক লাভ করবে"

প্রশ্নঃ - এই সময় বাবার থেকে তোমরা অর্থাৎ সব বাচ্চাদের কোন্ সার্টিফিকেট নেওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে ?

উত্তরঃ - পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমাদের পবিত্রতার সার্টিফিকেট প্রয়োজন অর্থাৎ সুযোগ্য হওয়ার । এই সময় যখন পবিত্রতার পণ করো তখন বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় । পবিত্রতার সার্টিফিকেট নেওয়ার জন্য বাবার রায় হলো - বাচ্চারা, অন্য সবকিছু থেকে বুদ্ধিযোগ সরিয়ে জ্ঞান চিতায় ব'সো । এক মাতাপিতাকে ফলো করো । প্রতিজ্ঞা করো যে তোমরা অবশ্যই পবিত্র হবে । বাবার সাথে সততা বজায় রেখে চলো ।

গীতঃ- ও ভাই রে ! রাখী বন্ধনের ডোর রক্ষা কোরো....

ওম্ শান্তি । তোমরা বাচ্চারা এই গান অনেকবার শুনেছ । ভক্তিমার্গে মানুষ রক্ষাবন্ধন উত্সব পালন করে এবং এই গানও গাইতে থাকে । এখন এই পথ হলো জ্ঞান মার্গের । বাবা বাচ্চাদের বলেন, বাচ্চারা তোমরা মায়া, রাবণকে জয় করে জগৎজিৎ অর্থাৎ জগতের মালিক হয়ে যাবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে মেহনত করতে হয় পাঁচ বিকারকে জয় করার জন্য ! এর মধ্যে কামবিকার হলো মহাশত্রু । পবিত্রতার কারণে পারিপার্শ্বিক অশান্তি এবং মারদাঙ্গা হয়। একমাত্র উঁচু থেকেও উঁচু বাবা মায়েকে জয় করতে তোমাদের সমর্থ বানিয়ে জগতের মালিক বানিয়ে দেন । তোমরা বাচ্চারা জানো যে বেহদ বাবার থেকে উত্তরাধিকার লাভ করতে তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে । জাগতিক পড়াও পবিত্রতার আশ্রয়েই পড়া হয় । এটা হলো রুহানী পড়া । এখানে স্বর্ণ পাত্র অর্থাৎ পবিত্র পাত্র চাই যেখানে জ্ঞান ধন থাকতে পারে । এই পাত্র পবিত্র হতে সময় লাগে, কারণ সবার পাত্র এখন পাথরের হয়ে গেছে । বাবা বোঝান, এখন তোমাদের পবিত্র হয়ে ঘরে ফিরতে হবে । তোমরা যত বেশি জ্ঞান যোগ ধারণ করবে ততই তোমাদের বুদ্ধি পবিত্র হতে থাকবে । কারণ বুদ্ধিতে এখন এই সচেতনতা আছে যে, আমাকে এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । তোমাকে আয়রন এজ থেকে কপার এজে, তারপর সিলভার এজে এবং তারও পরে গোল্ডেন এজে যেতে হবে । এই পড়া এমনই যে চলতে চলতে মায়া তোমাদের ওপর হামলা করে । সবাই পবিত্র থাকতে পারেনা । মায়া অনেক তুফানের সৃষ্টি করে । আয়রন এজ থেকে কপার এজে যখন যাচ্ছ সেই সময় মায়ার তুফান তোমাদের ঘিরে ফেলে, তখন বুদ্ধি আবার আয়রন এজেড হয়ে যায় এবং তোমরা পড়ে যাও । তোমরা যেমন অবশ্যই পড়বে পরে আবারও উঠবে । ওঠার পর তোমরা কপার এজে যাও, তারপর সিলভার এজে, তারপরে গোল্ডেন এজে । পড়তে পড়তে এবং জ্ঞান শুনতে শুনতে আমাদের বুদ্ধি শেষে গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় । তখন আমরা আমাদের দেহ ত্যাগ করি । এই সময় পতন- উত্থান খুব হতে থাকে । এটা অনেক টাইম নেয় । যখন তোমার বুদ্ধি গোল্ডেন এজেড হয়ে যায় তোমরা রাজ্যাধিকারী হয়ে যাও । গাওয়া হয় যে পবিত্রতার রাখী বাঁধলে তোমাদের রাজতিলক লাভ হবে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমাদের রাজ্য প্রাপ্তির জন্য অবশ্যই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করতে হবে । জ্ঞান এবং যোগ ধারণ করতে কত সময় লাগে । গোল্ডেন এজ থেকে আয়রন এজের শেষে আসতে

পাঁচ হাজার বছর আগে ।তোমাদের এখন পড়তে হবে এবং সেটা এই এক জন্মেই হতে হবে । তুমি যত পড়বে খুশি ততই বাড়তে থাকবে । আমরা বুদ্ধিযোগ আর জ্ঞানযোগ দ্বারা রাজধানী স্থাপন করছি । সবকিছুতে বল থাকে । তুমি কম পড়লে কম বল আর বেশি পড়লে বেশি বল প্রাপ্ত করবে । তোমরা উঁচু পদও লাভ করবে । এটা এক্ষেত্রেও একই রকম, কম পড়লে কম পদ পাবে । বাবা বুঝিয়েছেন, এই ব্রাহ্মণ ধর্ম অনেক ছোট । ব্রাহ্মণেরাই সূর্যবংশী চন্দ্রবংশী দেবতা হয় । তোমরা এখন পুরুষার্থ করছ । তোমাদের বোঝা উচিত এখনো পর্যন্ত তোমরা মাত্র কপার এজে পৌঁছেছ । তোমাদের সিলভার এজ এবং গোল্ডেন এজে যেতে হবে । শেষের দিকে বাচ্চাও অনেক হয়ে যাবে, তাই না ! সবকিছু নির্ভর করে পবিত্রতার ওপর । যত স্মরণে থাকবে তত বল লাভ করবে । তোমরা বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছ পবিত্র হয়ে ভারতকে পবিত্র বানাবে । বাচ্চারা রাখী বাঁধতে যাও যখন তোমাদের বোঝাতে হবে, আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগেও পতিত থেকে পবিত্র বানানোর জন্য তোমাদের রাখী বাঁধতে এসেছিলাম । রাখী বন্ধন শুধু একদিনের ব্যাপার নয় ; এটা শেষ পর্যন্ত চলতে থাকবে । তোমরা প্রতিজ্ঞা করার সাথে সাথে পড়ায়ও মনোযোগ দিতে থাকবে । তোমরা জানো যে জ্ঞান আর যোগের দ্বারা আয়রন এজ থেকে তোমাদের গোল্ডেন এজে যেতে হবে । তমোপ্রধান থেকে তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে । নতুন কেউ আসলে এইসব কথা বুঝতে পারবেনা । এইজন্য তোমাদের সাতদিনের ভাটি প্রসিদ্ধ । তোমাদের প্রথমে তাদের নাড়ি বুঝতে হবে । যতক্ষণ না তারা বাবার পরিচয় পাচ্ছে, তাঁর প্রতি আস্থা না রাখতে পারছে, তারা কিছু বুঝবে না । তারা তোমাদের দ্বারা পরিচয় পেতে থাকবে । ঝাড়ের বৃদ্ধি হতে থাকবে । স্বরাজ্য স্থাপন করতে সময় লাগে । যতক্ষণ না তোমরা গোল্ডেন এজের স্থিতিতে পৌঁছাচ্ছ ততক্ষণ সৃষ্টির বিনাশ হতে পারে না । একটা সময় আসবে যখন অনেক অনেক বাচ্চা থাকবে । এখন রক্ষা বন্ধনের সময় তোমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কাছে যাবে । তাদেরও তোমাদের বোঝাতে হবে । পতিতপাবন বাবা এই পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে সঙ্গমযুগেই আসেন । ভারত প্রকৃতই পবিত্র ছিল, এখন পতিত হয়েছে । মহাভারতের লড়াই সামনে উপস্থিত । ভগবান বাবা বলেন, বাচ্চারা মায়া রাবণ তোমাদের শত্রু । বাকি অন্যান্যরা ছোট ছোট দেহধারী শত্রু । ভারতের সবচেয়ে বড় শত্রু রাবণ । এইজন্য পবিত্রতার রাখী বাঁধতে হবে । বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোমাদের - হে বাবা ! ভারতকে শ্রেষ্ঠাচারী বানাতে আমরা পবিত্র থাকব । অন্যদেরও সেইরকম বানাবো । এখন সবাই রাবণের কাছে হেরে আছে । এক ভারতেই তারা রাবণের কুশপুতলিকা জ্বালিয়ে আসছে । অর্ধকল্প রাবণের রাজ্য চলে । এটা তোমাদের বোঝাতে হবে, না বুঝে রাখী বাঁধার কোনো অর্থই হয়না । এই কাহিনী শুধু তোমরা জানো । আর কেউ বলবেনা, পাঁচ হাজার বছর আগেও বাবা বলেছিলেন, সত্যযুগে সাধারণ নর থেকে নারায়ণের পদ লাভ করবে । একমাত্র তোমরা পারো সত্য নারায়ণের বা অমরনাথের কাহিনী শোনাতে । তোমাদের বোঝাতে হবে যে ভারত পবিত্র ছিল , সোনার দেশ ছিল । এখন পতিত হয়েছে, লৌহ দেশ বলা যাবে । বাবার পরিচয় দিয়ে তাদের জিজ্ঞাসা করো তারা এটা বিশ্বাস করে কিনা । বাবা ব্রহ্মা দ্বারা উত্তরাধিকার দিয়ে আসছেন । বাবা বলেন, আমাকে স্মরণ করো । তোমাদের চুরাশি জন্ম শেষ হয়ে আসছে, মায়ার কাছে তোমরা পরাজিত । এখন আবারও একবার তোমাদের মায়াকে জিততে হবে । বাবা এসে বলেন বাচ্চারা এবারে পবিত্র হও । বাচ্চারা বলে, হ্যাঁ বাবা । আমরা অবশ্যই তোমার সহায়ক হবো । পবিত্র হয়ে ভারতকে নিশ্চয়ই পবিত্র বানাবো । তাদের বলো আমরা তোমাদের থেকে কোনো পয়সা নিতে আসিনি আমরা বাবার পরিচয় দিতে এসেছি । তোমরা তো সবাই বাবার সমান, তাই না ! বাবা এসে মেসেজ দেন । রায় দেন, হে বাচ্চারা, বুদ্ধি থেকে সবাইকে সরিয়ে দাও । তোমরা অশরীরি হয়ে এসেছিলে । প্রথমে তোমরা স্বর্গে পাট প্লে করেছিলে । তোমরা গৌরবর্ণ

অর্থাৎ তোমরা পবিত্র । তারপর কামচিভায় বসে তোমরা কালো হয়েছ । ভারত গোল্ডেন এজেড ছিল । এখন ভারতকে আয়রন এজেড বলা হয়ে থাকে । এখন আবার কামচিভা থেকে উঠে জ্ঞানচিভায় বসতে হবে । বাবা বলেন, সদাসর্বদা আমাকে স্মরণ করো । পবিত্রতার পণ করো । আমরা ভাইবোন, এক বাবার বাচ্চা । তোমরাও তাঁর বাচ্চা, কিন্তু তোমরা নিজেদের তা' মনে করোনা । একমাত্র বি. কে . হলে তোমরা শিবাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করতে পারো । এটা পতিত ব্রষ্টাচারীদের দুনিয়া । একজনও শ্রেষ্ঠাচারী নেই । সত্যযুগে একজনও ব্রষ্টাচারী থাকেনা । এটা বেহদের ব্যাপার । সমগ্র শ্রেষ্ঠাচারী দুনিয়ার স্থাপন করা একা বাবার কাজ । আমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা বাবার থেকে আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করি । আমরা পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করি । যারা পবিত্র থাকার গ্যারান্টি দেয় তাদের ফটোগ্রাফের এলবাম বানাই । পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার সার্টিফিকেট লাভ করতে পারবেনা । একমাত্র বাবা এসে তোমাদের সুযোগ্য তৈরি করে সার্টিফিকেট দেন । সবার পতিতপাবন সদগতি দাতা একমাত্র বাবাই । পতিতরা সুযোগ্য হয়না । ভারত পতিত, তাই ইনসলভেন্ট এবং দুঃখী হয়েছে, সত্যযুগে পবিত্র ছিল, তাই ভারত সুখী ছিল । এখন বাবা বলছেন পবিত্র হও । এই অর্ডিন্যান্স জারি করো - যারা পবিত্র হতে চায় তাদের নিরাবরণ হওয়া উচিত নয় । বিকারের কারণে পুরুষেরা অনেক সমস্যার সৃষ্টি করে । এই কারণে সেই মাতারা ভারতকে শ্রেষ্ঠ বানাবার কাজে সহায়তা করতে পারেনা । এই ব্যাপারে প্রোব বানানো উচিত । যাই হোক, এখনো অনেক বাচ্চার মধ্যে সেই শক্তি আসেনি । যখন তারা গোল্ডেন স্টেজে পৌঁছায়, তারা বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে অন্যদের বোঝাতে সমর্থ হয় । দিন দিন বাচ্চারা নতুন নতুন অনেক পয়েন্ট পেয়ে যাচ্ছে । বাচ্চারা তোমরা জানো যে এটা হলো খাড়াইয়ে চড়া । মাতাপিতাকে তোমাদের ফলো করতে হবে । তোমরা তো মাতাপিতা বলো ! উঁনি বাবা তো ইঁনি মাতা ! যাই হোক, যেহেতু তিনি মেল্ সেইজন্যে কলস মাতাদের দেওয়া হয়েছে । তোমরাও মাতা , পুরুষেরা ভাই । ভাইরা বোনের এবং বোনেরা ভাইদের পবিত্রতা রক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে । মাতাদের সামনে এগিয়ে দেওয়া হয় । সেইসব লোকেরাও স্ত্রীলোকদের উল্লতিসাধন করে । আগেকার দিনে তারা কখনো ফিমেল প্রেসিডেন্ট বা ফিমেল প্রাইম মিনিস্টার হতো না । আগে রাজাদের রাজ্য ছিল । পূর্বকালে যখন নতুন কোনো ইনভেনশন হতো তারা আগে গিয়ে রাজাকে এই সম্পর্কে বলতো । তারপর তিনি নির্দেশ দিতেন, যন্ত্রের সাহায্যে বহুল পরিমাণে এর উত্পাদন বাড়াতে । এখানে এটা প্রজাদের রাজ্য । কেউ মানে কেউ মানেনা । তোমাদের মেহনত করতে হবে । তোমরা জানো, গীতায় শ্রীকৃষ্ণের নাম রাখায় কতবড় ভুল হয়েছে ! আমাদের কথা একজন মানবে তো আরেকজন মানবেনা । তোমার উল্লতির সাথে সাথে শক্তিও আসবে । আত্মা বলে, আমি গোল্ডেন এজেডে যেতে চাই । বুদ্ধির তালা এখন খুলেছে । তোমরা এখন ভালোভাবে জ্ঞান বুঝতে পারো । চরম পরিণতিতে অবশ্যই সবাই বুঝবে । অবলাদের ওপরে অত্যাচার হতে থাকবে । শাস্ত্রে বলা হয়েছে দ্রোপদীর বস্ত্রখণ্ড খুলে দেওয়া হয়েছিলো । সুতরাং, সেই সময়ে স্মরণ ছাড়া আর কিই বা করা যেত ! মনের গভীরে যদি শিববাবাকে তুমি স্মরণ করো, সেই পাপ তবে জমা হবেনা । তোমরা অন্যের প্রভাব বশে থাকো । হ্যাঁ, তোমাদের নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করতে হবে । প্রত্যেকের কর্মবন্ধন আলাদা । কেউ কেউ তাদের স্ত্রীদের মারেও; সুতরাং বোঝা যায় যে এই স্ত্রীরা সেখানে উঁচু পদ লাভ করবে । সে কি করতে পারে ? বাবা তোমাদের পবিত্রতা থাকার ভালো যুক্তি বলে দেন । ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ভাই-বোন, সুতরাং সেখানে কোনোরকম বিকারের দৃষ্টি থাকতে পারেনা । বাবা বলেন, তোমরা যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করো তবে অনেক আঘাত পাবে । বুদ্ধিও বলে, তোমরা যদি বেহদের বাবার কথা না শোনো, তবে তোমরা পড়ে যাবে, চোট লাগবে । যদি বারোবারে পড়তে থাকো তবে পরাজয় অবশ্যজ্ঞাবী । এটা বক্সিং তাই না ! এই সমস্ত কথা গুপ্ত । এখানে মুখ্য হলো পবিত্রতা এবং

পড়া । অন্য কোনো পড়া নয় । ভক্তরা ভক্তি করে, তবুও বলে ঈশ্বর কণায় কণায় থাকেন । এখন তোমরা নলেজ পেয়ে গেছ । আগে তোমরাও বলতে, ভগবান সর্বব্যাপী, যেকোনো তাকাই শুধু তুমি আর তুমি । সব ভগবানের লীলা । ভগবান ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করে লীলা করছেন । আচ্ছা ! কণা হয়ে তিনি কি লীলা করবেন ? তারা বেহদের বাবার সুনাম নষ্ট করে । এও খেলা, তখন বাবাকে আসতে হয় । বাচ্চাদের খুশি হওয়া উচিত । তোমরা বাবার ডাইরেকশন পাও - তোমাদের পবিত্র হতে হবে, যদি পবিত্র দুনিয়ায় যেতে চাও ! যেকোনো উপায়ে তো স্বর্গে যেতে পারবেনা, তাই না ! তখন কি পদ আর পাবে ! সেটা কোনো পুরুষার্থ নয় । রাজা রানী হওয়ার জন্য তোমাদের পুরুষার্থ করতে হবে । ডামার রহস্য কেউ বোঝেনা । এখন তোমরা জানো, প্রতি কল্পে তোমরা বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো । বাবা আসেন । দেখ চিত্রও কত সুন্দর তৈরি হয়ে আছে । মানুষকে বড় চিত্রের সামনে নিয়ে এসো । তোমরা সবাই সার্জন আর শিববাবা অবিনাশী গোল্ডেন সার্জন । তোমরাও সার্জন নব্ব্বরত্নের ভিত্তিতে । এখনও কেউ সম্পূর্ণ গোল্ডেন এজেড হয়নি । তোমাদের সার্ভিস করতে হবে । বোঝানোর সময় প্রত্যেকের নাড়ি বুঝতে হবে । যারা মহারথী তারা ভালভাবে নাড়ি বুঝতে পারবে । তোমাদের সম্পূর্ণ গোল্ডেন এজেড হতে হবে । এখনও তোমরা সেইরকম হওনি । সেইরকম হতে সময় লাগে । মায়ার তুফান তোমাদের খুব হয়রান করে । এইসব কথা বুঝে নিতে হবে । বাবার থেকে পুরো বরসা নিতে হবে এবং সততার সাথে চলতে হবে । তোমাদের ভিতরে খারাপ কিছুই যেন না থাকে । মায়ী তোমাদের হয়রান করে কারণ যোগ নেই । আচ্ছা ।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাদাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার কছে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ কোরোনা । পবিত্রতা এবং পড়ার দ্বারা আত্মাকে গোল্ডেন এজেড বানাতে হবে ।

২) বুদ্ধি থেকে সবাইকে সরিয়ে অশরীরি হওয়ার অভ্যাস করতে হবে । যোগবলের দ্বারা মায়ার তুফানের ওপর বিজয় লাভ করতে হবে ।

বরদানঃ- সর্বশক্তির সম্পন্নতার দ্বারা বিশ্বের বিঘ্ন সমাপ্ত করে বিঘ্ন বিনাশক ভব

যারা সর্বশক্তিতে সম্পন্ন তারা বিঘ্ন বিনাশক হতে পারে । বিঘ্ন বিনাশকারীর সামনে কোনো বিঘ্ন আসতে পারেনা । কিন্তু যদি কোনো শক্তি কমজোর হয় তবে বিঘ্ন বিনাশক হতে পারেনা । এইজন্য নিজেকে চেক করে দেখ তোমার সর্বশক্তির স্টক ভরপুর আছে কিনা ! এই স্মৃতি বা নেশায় থাকো সর্বশক্তি আমার উত্তরাধিকার এবং আমি মাস্টার সর্বশক্তিমান । তারপর কোনো বিঘ্ন তোমার সাথে থাকতে পারবেনা ।

স্লোগানঃ- যারা নিরন্তর পবিত্র সংকল্পের রচনা করে তারাই ডাবল লাইট থাকে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- এবার এই পুরানো গৃহ-ত্যাগ করে বাবার সঙ্গে যেতে হবে তারজন্য এই গৃহের (দেহের) মমত্ব নির্মূল করে দাও, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো"

প্রশ্ন:- দেহি-অভিমানী বাচ্চাদের মুখে কোন্ কথাটি মানানসই নয় ?

উত্তর:- আমার মনে শান্তি আসবে কিভাবে ? এই কথাটি দেহি-অভিমানী বাচ্চাদের মুখে মানানসই নয়। দেহ-অভিমানী মানুষেরা এইরূপ কথা বলে কারণ তাদের আত্মা-র জ্ঞান নেই। তোমরা জানো আত্মার স্ব-ধর্মই হল শান্তি । মনের শান্তির কোনো প্রশ্নই নেই। আত্মা নিজের স্বধর্মে যদি টিকে যায় তাহলেই মন শান্ত হয়ে যাবে। যে আত্মা, সে-ই হল পরমাত্মা, যারা একথা বলে তারা বুঝতে পারবেনা ।

গান :- জীবন তোমার গলিতে মরণও তোমার গলিতে ।

ওমশান্তি । বাচ্চারা জানে মৃত্যু কি । আত্মার এই দেহ থেকে আলাদা হওয়ার প্রক্রিয়াকে মৃত্যু বলা হয়। এখানে বাচ্চারা জানে আমরা জীবিত অবস্থায় দেহ থেকে আলাদা বা পৃথক এবং পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে পরমধামে ফিরে যাই। যে আত্মারা ফিরে যেতে পারেনা তাদের যোগের দ্বারা পবিত্র করেন। একেই বলা হয় জ্ঞান । আত্মা জ্ঞান প্রাপ্ত করে । এইরূপ মিষ্টি বাচ্চারা - বাচ্চারা বলে কে সম্বোধন করে ? পরমপিতা পরমাত্মা , যাঁকে সব ভক্তরাই স্মরণ করে থাকে। আত্মা বুঝতে পারে পতিত-পাবন পিতা হলেন মুক্তি-জীবনমুক্তির প্রদাতা । ওঁনার তো নিজস্ব দেহ নেই। এই দেহ লোন নিয়েছেন অর্থাৎ ব্রহ্মার দেহটি ধার নিয়েছেন । এই গৃহ আমাকেও ত্যাগ করতে হবে, এই গৃহ যার তাকেও ত্যাগ করতে হবে। তোমাদের সবারই পুরানো গৃহ রয়েছে যাতে জানালা ইত্যাদি সবই আছে। তাই বাবা বলেন বাচ্চারা এই পুরানো গৃহ সবাইকে ত্যাগ করতে হবে। আমার সঙ্গে পরমধামে ফিরে যেতে হবে , তাই জীবিত অবস্থায় এই দেহ রূপী গৃহ থেকে মমত্ব মিটিয়ে দাও । নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করো এবং বাবাকে স্মরণ করো। এই কথা তো বাচ্চারা জানে যে - দুটি বস্তু রয়েছে - জীব এবং আত্মা । মানুষ যখন দুঃখ ভোগ করে তখন জীবঘাত অর্থাৎ জীবকে আঘাত করে । আত্মাকে আঘাত নয়। আত্মা জানে , এই দেহের জন্যেই আত্মা দুঃখ ভোগ করে , তাই ত্যাগ করতে চায়। তোমাদের আত্মা জানে আমরা এখন দুঃখধামে বাস করছি। এই দেহটি হল পুরানো গৃহ । বাবা বুঝিয়েছেন - এই দেহটি হল অকাল-তখত , এইটি ত্যাগ করে অন্যটি গ্রহণ করতে হবে। তখত না বলে গৃহ বলা ঠিক হবে। গৃহে জানালা ইত্যাদি হয় , তাই দেহটিকে গৃহ বলা হয়। তখত বসে তো রাজত্ব করা হয়। এইসময় হল দুঃখধাম । হ্যাঁ , এইরকম নিশ্চয়ই হয় আত্মাকে গৃহে অর্থাৎ নতুন দেহে বসে সিংহাসনে বসতে হবে। রাজত্ব করতে হবে। দুনিয়ায় এমন অন্য কেউ নেই যে বাবার কাছে রাজত্ব প্রাপ্ত করে , যতক্ষণ বাবা না আসেন ততক্ষণ বাদশাহী প্রাপ্ত হবে কিভাবে !

তোমরা জানো বাবা আমাদের শাহেনশাহ অর্থাৎ মহারাজা করতে এসেছেন । যেমন রাজাদের চেয়ে মহারাজার স্থান উচ্চ । তাই বাবা বলেন তোমাদের রাজার রাজা করা হয়। তোমাদের আত্মা জানে - এই পুরানো গৃহ ত্যাগ করতে হবে। আত্মা সর্বপ্রথমে সতাপ্রধান গৃহ প্রাপ্ত করে । সতাপ্রধান

গুণবান আত্মা হলে সতোপ্রধান দেহ প্রাপ্ত হয়। আত্মা জানে , কিভাবে আমরা আত্মারা গৃহ প্রাপ্ত করি। উচ্চ পবিত্র আত্মাদের সেই অনুরূপ দেহ প্রাপ্ত হয়। পবিত্র হলে পবিত্র গৃহ প্রাপ্ত হবেই । যখন পবিত্র করতে পতিত-পাবন স্বয়ং আসেন তখনই আমরা পবিত্রে পরিণত হই। তিনি নিজেই বলেন বাচ্চারা তোমরা আমাকে স্মরণ করেছ, এখন আমি এসেছি । কল্প কল্প এই দেহে এসে এই যজ্ঞের আয়োজন করি। এনার নাম হল ব্রহ্মা , এনাকে অ্যাডপ্ট করা হয়। গৃহস্থ থেকে তোমরা বুদ্ধি দ্বারা সব পুরানো বস্তুর সন্ধ্যাস করে নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করেছে। এখন জীবিত অবস্থায় সব সম্বন্ধ ত্যাগ করতে হবে। বাবা বলেন তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ায় আর বাস করতে হবেনা । বোঝানো হয় আমাদের মূখ্য উদ্দেশ্য হল নর থেকে নারায়ণ বা মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হওয়া বা স্বর্গের বাদশাহী প্রাপ্ত করা। এই কথাও বোঝানো হয়েছে যে মনুষ্য সৃষ্টি হল একটি-ই , যে চক্র পরিক্রমা করে , ইহাই বৃক্ষ রূপে পরিচিত । বট বৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়। এই বৃক্ষের আয়ু হল সুদীর্ঘ । এই সৃষ্টি রূপী বৃক্ষের নবীন অবস্থায় আমরা দেবতা রূপে বাস করি। এখন তো পুরানো হয়েছে। এখানে সবাই গরীব সবাই দরিদ্র , পাই - পয়সার ব্যবসায়ীদের বণিক বলা হয়। তোমরা এখন বণিক থেকে শাহ অর্থাৎ রাজাধীশ্বর রূপে পরিণত হও। এখন তোমরা জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করো। বাবার থেকে রত্ন নিয়ে অন্যদের দান করো। এখন তোমাদের শ্রেষ্ঠ হীরা সম বুদ্ধি হয়। তোমাদের ব্যবসা হল জ্ঞান রত্নের । জ্ঞান রত্নের পরে অসংখ্য প্রকৃত রত্নও তোমরা প্রাপ্ত করো। গায়নও আছে - সাগর হীরে-জহরাত ভরা থালা তোমাদের সামনে রাখে। তোমরা এখন পড়াশোনা এবং শিক্ষককে জেনেছ । বরাবর আমাদের পরমপিতা পরমাত্মা হলেন জ্ঞান রত্নের সাগর , যাঁকে ©রূপ-বসন্তও বলা হয়। আত্মারা মুখ দিয়ে জ্ঞান রত্নের বর্ণনা ক'রে । এই হল তোমাদের পেশা । তোমরা অমৃতবেলায় উঠে এই জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করো । প্রভাত হল উত্তম বেলা। বলা হয় - রাম নাম স্মরণ কর প্রভাতে হে মোর মন। এই কথাটি আত্মারা বলেছে তাইনা ! মন-বুদ্ধি আত্মাতে রয়েছে । মানুষ দেহ-অভিমাণে থাকে তাই ব'লে আমার মন শান্ত নয় , যেন মন দেহে রয়েছে । কিন্তু আত্মা ব'লে আমার মনে আমার বুদ্ধিতে জ্ঞান নেই। আমার শান্তি চাই। তারা নিজেদের আত্মা ভাবেনা । শান্ত বা অশান্ত আত্মা হয়। আত্মা ব'লে আমি শান্ত বা আমি অশান্ত । দেহ-অভিমাত্রীরা বলবে আমাদের মনে শান্তি কিভাবে আসবে? মন কি ? তারা বোঝেনা। আত্মা শান্তি পায় বা আত্মার মন ? প্রথমে তো আত্মাকে জানতে হবে। আত্মার স্ব-ধর্ম হল শান্ত। এই দেহটি তোমাদের অরগ্যান বা মত-প্রকাশের মাধ্যম । এই অরগ্যান দ্বারা কর্ম করো বা স্ব-ধর্মে স্থির হও। সন্ধ্যাসীরাও এই কথাটি জানেননা - ওনারা বলেন , আত্মা হয় পরমাত্মা , পরমাত্মা হয় আত্মা । কিন্তু শক্তি কোথা থেকে প্রাপ্ত হবে যাতে শান্তিতে থাকবে। যখন বাবাকে স্মরণ করবে তখনই শক্তি প্রাপ্ত হবে। শুধু শান্তিতে কোনো লাভ নেই। তারা ভাবে আমরা আত্মারাই পরমাত্মা , আমরা আত্মারা পরমাত্মার ধামে ফিরে যাই, তারা কিছুই জানেনা । পুনর্জন্মকে ভুলেই যায়। ৮৪ জন্ম ভুলে যায় । বাবা সম্মুখে বোঝাচ্ছেন , তোমরা বুঝতে পারো যে এখন আমাদের বাবার গলার মালায় পরিণত হতে হবে। আমরা প্রকৃত রূপে বাবার গলার মালা ছিলাম। এখন নাটক পূর্ণ হচ্ছে । নাটকে অ্যাক্টররা নিজেদের পাট প্লে করতেও থাকে আর সময়ের দিকেও দৃষ্টি রাখে। এখন নাটক পূর্ণ হচ্ছে , বাকি সময় কম রয়েছে । সময় শেষ হয় , সব অ্যাক্টররা এসে দাঁড়ায় এবং ড্রেস পরিবর্তন করে বাড়ি ফিরে যায়। হুবহু তোমাদেরও একই পাট রয়েছে । বাবা এসেছেন ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। এই প্রশ্ন ওঠেনা যে সেখানে আত্মারা থাকবেও কি না । আমাদের কাজ হল বর্সা প্রাপ্ত করা। নিশ্চয়ই আত্মারা রয়েছে তবেইতো আসতেই থাকে , বুদ্ধি হতেই থাকে। এখনও আসতেই থাকে তাইতো জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয়। আত্মাদের সেখান থেকে স্টেজে আসতেই হবে সুতরাং জন্ম

নিয়ন্ত্রণ কিভাবে করবে ? যে সব বাদ-বাকি আত্মারা রয়েছে সেসব আসবে তাই বৃদ্ধি হয় । বৃদ্ধি হবেই । এইসব তোমরা বাচ্চারা জানো যে যারা শেষের দিকের বাদ-বাকি আত্মারা রয়েছে তারা আসবে , যেমন দেখো মশা রাত্রি জন্মায় সকালে মরে যায়। কিন্তু তার কোনো হিসাব থাকে নাকি। এইসব যে বড় বড় বৈজ্ঞানিক রয়েছে তারা কত মাথা ঘামিয়ে আবিষ্কার করতেই থাকে । যেমন জ্ঞানের উচ্চতা সেরকম মায়াও কম নয়। অসুরী মতে দেখো কি-কি আবিষ্কার হচ্ছে । শ্রীমত কি বলছে আর বিজ্ঞানীরা কি করছে। সুখ রয়েছে তেমনই এই বিজ্ঞানের সাধন দ্বারাই বিনাশও ঘটবে । সাইন্স এবং সাইলেন্স (বিজ্ঞান ও নীরবতা) । তোমরা সদা বাবাকে স্মরণ করো সাইলেন্সে । তাদের সাইন্সের অহংকার রয়েছে । কত অ্যারোপ্লেন কত বারুদ ইত্যাদি আছে। সাইন্সের উপর সাইলেন্সের বিজয় ঘটে । অনেকে বলে মন জিতলে জগতের জিত কিন্তু মায়াকে জিতলে জগতের জিত বলা যায়। আত্মা অশরীরী অবস্থায় বাবার কাছে ফিরে যাবে। বলা হয় মনে যেন সংকল্প বিকল্প না আসে। বাবা বলেন এইসব তো আসবেই। মামেকম্ স্মরণ করো। আমরা আত্মারা নিজের সাইলেন্স হোম , মুক্তিধামে ফিরে যাই। পিতৃগৃহে ফিরে যাই। বুদ্ধিতে থাকে বাবা এসেছেন আমাদের নিয়ে যাবেন । বাবা হলেন গাইড । বলেন আমরা প্রিয় বাচ্চারা আমি তোমাদের সঙ্গে নিয়ে যাব। কেউ বাড়ির পথ দেখেনি । যদি একজন কেউ দেখে নেয় তাহলে অনেকেই দেখে নেবে। তারা যাত্রাও শেখাবে। এখানকার মানুষেরা বিরক্ত হয়ে বলে বাড়ি ফিরে যাই। সত্যযুগে এইরকম বলবে নাকি । সুখধামকেই সবাই স্মরণ ক'রে । বাবা বলেন আমি সবাইকে নিয়ে যাব - মশা অনুরূপ । তারা শুধু বলে বুদ্ধের আত্মা নির্বাণধামে গেছে। যদি চলেই যায় তবে এই তাঁর এত বংশাবলী ফিরে যাবে কিভাবে । কেউ ফিরে যেতে পারেনা । আমি তো যেতেই পারি তাইনা । আমি এসেছি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে। সত্যযুগে সংখ্যা খুবই কম হয়। এই সময়ে আত্মারা হল অসংখ্য । মশা অনুরূপ । সবাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া একমাত্র বাবার-ই কর্তব্য । বাবা বলেন আমার গলার হার হয়ে বিষ্ণুর গলার হার হবে। পতন - ও হবে প্রথমে । তারা পূজারী হয়ে রাবণের গলার হার হয়েছে। শেষমেষ এই অবস্থা হয়।

তোমরা জানো যে আমরা অর্ধকল্প সুখে এবং অর্ধকল্প দুঃখে বাস করি। রাবণের গলার হার সর্বপ্রথমে দেবী-দেবতা ধর্মের আত্মারাই হয় তারপরে অন্য ধর্মের আত্মারা আসে , তারাও রাবণের গলার হার হয়। অন্তকালে সবাই রাবণের গলার হার হয়। এই ড্রামার কাহিনী এইরকম নির্ধারিত আছে যে বাবা ছাড়া কেউ এই কাহিনীর মর্ম বোঝাতে পারবেনা । পয়েন্টস তো অনেক আছে বোঝানোর জন্যে । নাটশেল বা সংক্ষেপে বলা হয় একমাত্র বাবাকে স্মরণ করো। পতিত দুনিয়াকে কিভাবে পবিত্র করা হয় , সর্বপ্রথমে গলার হার কে হয় , এইসব বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বরাবরই আমরা প্রকৃত রূপে বাবার গলার হার তবেই বাবা আমাদের সূর্যবংশী , চন্দ্রবংশী করেন। তারপর আসে রাবণরাজ্য । এই সৃষ্টির চক্রের পরিক্রমার বিষয়ে তোমরা জানো ক্রমানুসারে । স্কুলে সব বিষয়ে ১০০% নম্বর তো কেউই পায়না । হ্যাঁ , কোনো একটি বিষয়ে ১০০ নম্বর পেতে পারে। এতেও নম্বর আছে। দৈবী গুণ ধারণ করার বিষয়টি কত বড় । সম্পূর্ণ চক্রের রহস্য বোঝাতে হবে। কেউ গুণে কম , মুরলী ভাল চালায়। ক্রমানুসারে তো আছেই । যারা পাস ক'রে তারা-ই হয় গলার মালা । বাবা-ই হলেন পারফেক্ট , ওনার মতন পারফেক্ট আর কেউ নয়। তিনি যে জন্ম-মরণের চক্রে আসেননা। তোমাদের বুদ্ধিতে কত নতুন পয়েন্টস আছে সেসব অন্য কারোর বুদ্ধিতে নেই। এইটি হল গডফাদারলী ইউনিভার্সিটি , ভগবানুওয়াচ (ভগবান বলেন) আমি রাজযোগের শিক্ষা প্রদান করি। বুদ্ধিতে আছে যে ভারত কত ধন-সম্পদ সম্পন্ন ছিল , এখন হয়েছে

দরিদ্র । প্রাচীন ভারত অতি ধন সম্পন্ন ছিল , যাকে স্বর্গ বা প্যারাডাইজ বলা হয় । সম্পন্ন কুলের ব্যক্তি দরিদ্রে পরিণত হলে করুণা হয়। বলা হয় বেচারি কি অবস্থায় এসে পড়েছে। তার পুনরায় উন্নতির চেষ্টা করা হয়। খ্রিস্টানরা ভারতের ধন-সম্পদ দ্বারা ধনী হয়েছে। ভারত দরিদ্রে পরিণত হয়েছে তাই সাহায্য করেছে। অর্থ লোন বা ঋণ স্বরূপে প্রদান করে সাহায্য করেছে। তোমরা এই হিসেব-নিকসের বিষয়ে সবই জানো। কেউ ভাল বুঝতে পারে - এই সব দেয়া-নেয়ার হিসেব শেষ হয়। কিন্তু প্রেরক কে, সেসব বুঝতে পারেনা। এই কথা এখন তোমরা বুঝতে পারো। ভারত রিলিজিয়স ছিল তখন কত মাইট (শক্তিশালী) ছিল , সম্পূর্ণ বিশ্বের মালিক ছিল। প্রথম ধর্ম দেবী-দেবতা ধর্ম , বাবা-ই স্থাপনা করেন। এখন সবচেয়ে পতিত হয়েছে তাই সাহায্য নিশ্চয়ই করবে। যুদ্ধের সময়ে যুদ্ধও করবে , সাহায্যও করবে। এখনও দেখো দিতেই থাকে , নাহলে ভারতের অনাহারে মৃত্যু হবে। কিন্তু কখনও এইরকম হয়নি । প্রাকৃতিক দুর্যোগ আসতেই থাকবে । যুদ্ধ তখন আরম্ভ হবে যখন পড়াশোনা শেষ হবে। এখনতো পড়াশোনা চলছে। বাবাকে পড়াতে হবে । ব্রহ্মা দ্বারা আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনার কাজ চলছে। আচ্ছা !

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) অমৃতবেলায় উঠে জ্ঞান রত্নের ব্যবসা করতে হবে। রূপ-বসন্ত স্বরূপে স্থিত হয়ে পড়তে হবে এবং পড়াতে হবে ।

২) বাবার সঙ্গে নিজ গৃহে ফিরে যেতে হবে , তাই পবিত্রে হতে হবে। অশরীরী হয়ে বাবার স্মরণে থেকে সাইলেন্সের শক্তি দ্বারা সায়েন্সের উপর বিজয় লাভ করতে হবে ।

বরদান :- দিব্য বুদ্ধি দ্বারা সদা দিব্যতা গ্রহণকারী সফলতামূর্ত হও (ভব) ।

ব্যাখ্যা: বাপদাদা দ্বারা জন্ম থেকেই প্রত্যেকটি বাচ্চাকে দিব্য বুদ্ধির বরদান প্রাপ্ত হয়েছে , যে আত্মারা দিব্য বুদ্ধির বরদানকে যত প্রয়োগ করে তত সফল হয় কারণ প্রতিটি প্রয়োগে দিব্যতা -ই হয় সফলতার আধার । দিব্য বুদ্ধি প্রাপ্তকারী আত্মারা অ-দিব্য বুদ্ধিকেও দিব্য বুদ্ধিতে পরিণত করে । সে প্রত্যেকটি কথায় দিব্যতাকেই গ্রহণ করে । অ-দিব্য কর্ম কখনও দিব্য বুদ্ধি সম্পন্ন আত্মাদের প্রভাবিত করতে পারেনা ।

শ্লোগান - নিজেকে অতিথি ভেবে চলো - তাহলে স্থিতি অব্যক্ত বা মহান হয়ে যাবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতদিন জীবন থাকবে, ততদিন পবিত্রতার ব্রতকে পাকাপাকি ভাবে রক্ষা করতে হবে। যেহেতু এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম, তাই পবিত্র হয়ে পবিত্র দুনিয়াতে যেতে হবে"

প্রশ্ন ১):- কোন বাচ্চারা বাবার ভালবাসার অধিকার অর্জন করতে পারে ?

উত্তর :- বাবা তাদেরকেই বেশী ভালবাসেন- যেসব বাচ্চারা খুব মনোযোগ সহকারে জ্ঞানের এই পাঠ পড়ে এবং অন্যদেরকেও সেভাবে পড়িয়ে তার নিদর্শন রাখে। যারা এই জ্ঞানের পাঠে এমন মগ্ন হতে পারে, কেবল তারাই বাবার গলার মালায় পুঁতি হতে পারবে।

প্রশ্ন ২) :- ভবিষ্যতে দেবী-দেবতা পদ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, নিজেই কিভাবে নিজেকে যাচাই করবে ?

উত্তর :- নিজেই নিজেকে যাচাই করো, দৈবী-গুণ ধারণের ক্ষেত্রে কি কি বিঘ্ন আসছে। যুক্তির দ্বারা সেসব বিঘ্নগুলিকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। বিচার করে দেখতে হবে, আমি স্বয়ং কতটা পবিত্র হতে পেরেছি। কোনও প্রকারের কাঁটা বা বাধা আর আসছে না তো।

গীত :- তোমার ঐ আকাশ সিংহাসন ছেড়ে এবার ধরায় নেমে এসো.....

ওঁম্ শান্তি! ভক্ত ভগবানকে অর্থাৎ বাবাকে ডাকছে - কিন্তু কেন ? যেহেতু তারা খুবই দুঃখী। বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, দুঃখের পর সুখ অবশ্যই আসে। পূর্বেও কখনও সুখ ছিল, যা এখন আর নেই। তাই তো ওঁনাকে আবার ডাকা হচ্ছে, যেন উঁনি এসে সহজ রাজযোগের শিক্ষা দেন। আর তা শেখানোর জন্য এই শিক্ষক-রূপী বাবাকে অবশ্যই দরকার। বাবা তা ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, উনি নিজে কোনও দেহ ধারণ করেন না- যেমন আমরা আত্মারা মাতৃ-গর্ভের মাধ্যমে শরীর পেয়ে থাকি। ওনার কোনও অভিজ্ঞ বৃদ্ধের শরীর দরকার, যার মাধ্যমে পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানো যেতে পারে। ওনার আসার কারণটাই কেবল পতিতদের পবিত্র-পাবনে রূপান্তরিত করা। রাবণ-রূপী মায়াই তো তোমাদের এমন পতিত বানিয়েছে। সুতরাং এখন রাবণের এই ৫-বিকারকে দান দিলেই তোমাদের গ্রহের-গ্রহণ-দোষ কেটে যাবে। যার প্রথম ও প্রধান বিকার হলো-দেহ-অভিমান। অতএব এখন থেকে নিজেকে দেহী-অভিমानी হিসাবে ভাবতে শুরু করো। অর্থাৎ আমি (পরমাত্মা) দেহধারী আত্মাদের সাথে কথা বলছি। আত্মাদেরকেই এই জ্ঞানের পাঠ পড়াচ্ছি। যা ৫-হাজার বছর পূর্বেও, এই জ্ঞান শুনিয়েছিলাম আর রাজযোগও শিখিয়েছিলাম। এভাবেই কল্প-কল্প ধরে প্রতি কল্পেই আমি তা শিখিয়ে থাকি। আমার আসার কারণ ও কর্ম-কর্তব্যই এটা যে, পতিতদের পবিত্র-পাবন বানানো। অর্থাৎ বাবার পাঠ কেবল এটাই যে, এখানে এসে বাচ্চাদেরকে পবিত্র-পাবন বানানো। এখন তোমরা জানতে পেরেছো, তোমরাই একদা পবিত্র-পাবন দেবতা ছিলে, যা আবারও সেরকমই হতে হবে। অতএব দৈবী-গুণ ধারণ করতে হবে অবশ্যই। তোমরাই ভবিষ্যতে সূর্যবংশীয়-চন্দ্রবংশীয় রাজকুমার-রাজকুমারী হতে চলেছো। এই জ্ঞানের পাঠ ভবিষ্য রাজকুমার-রাজকুমারী হওয়ার জন্য। কিন্তু দৈবী-গুণ ধারণ করতে পারলে তবেই ভবিষ্যতের রাজকুমার-রাজকুমারী হতে পারবে। নিজেই নিজেকে চেক করে দেখবে, তুমি কতটা দৈবীগুণ ধারণ করতে পেরেছো ? আর এই পথে চলতে গিয়ে কি কি বিঘ্ন আসছে তোমার ? বিঘ্নগুলিকে মিটিয়ে ফেলার যুক্তি ভাবতে হবে। কর্মাতীত অবস্থার

লক্ষ্যে লাগাতর বাবাকে স্মরণ করে যেতে হবে। যখনই বিদ্বঙ্গপী কাঁটাগুলি আসবে সেগুলিকে হাটিয়ে দিতে দিতে এগিয়ে যেতে হবে। দেহ-অভিমানকে ভুলে থেকে দেহী-অভিমानी হয়ে বাবাকে স্মরণ করতে থাকবে। স্মরণের যোগ যত বেশী গভীর হবে, তোমার সাধনার পথও ততই পরিষ্কার হতে থাকবে। ঘর-সংসারে গৃহস্থালী ব্যবহারে থাকাকালীনও পদ্ম-ফুলের মতন (পবিত্র) থাকতে হবে। কখনই বিকারগ্রস্ত হবে না মোটেই। যেহেতু বিকারের ব্যাপারটাই মূল সমস্যা। বিকারে যাওয়াটাই বন্ধ করতে হবে আগে। যতই বিদ্বঙ্গ আসুক না কেন, তবুও পবিত্র থাকতে হবে অবশ্যই। যদিও বিদ্বঙ্গ বেশী আসে মহিলাদের উপরেই। তারা পবিত্রই থাকতে চায়। যেহেতু তারা কৃষ্ণপূরীতে যেতে আগ্রহী। তাই কৃষ্ণ-জয়ন্তীতে তারা খুব প্রেম সহযোগে কৃষ্ণকে দোলনায় দুলিয়ে থাকে, উপোস থেকে ভক্তি সহকারে পূজা করে, এবং ব্রত ইত্যাদিও পালন করে। কিন্তু এই ব্রত তো কেবল মাত্র ৭-দিনের। তাই বাবা বলছেন, তোমরা এখন এমন ব্রত রাখো যে, কখনই তোমরা বিকারে যাবে না। যতদিন বাঁচবে, ততদিন পবিত্রতার ব্রতই পালন করবে।

তোমরা তো জেনেই গেছ, এই পুরানো দুনিয়ায় এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। যা কেবলমাত্র তোমাদেরই অন্তিম জন্ম নয়, সমগ্র দুনিয়ারই অন্তিম জন্ম। তোমাদের বুদ্ধিতে এও আছে যে, পবিত্র দুনিয়ায় যাবার লক্ষ্যে এখন পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। তবেই কিন্তু তোমাদের পরবর্তী জন্ম পবিত্র দুনিয়াতেই হবে। জগতের হঠযোগী কিস্বা সন্ন্যাসীরা পবিত্র হতে পারে না। যেহেতু তারা এই বিচার ধারা মানে না যে, এটাই তাদের অন্তিম জন্ম। এর জন্য কঠিন পুরুষার্থেরও প্রয়োজন। উভয়ে একসাথে থেকেও কখনও বিকারগ্রস্ত হওয়া চলবে না। উভয়কেই এই ব্রত নিতে হয়। অবলারা কত অত্যাচারও সহ্য করে। তাই তো তারা এমন করুণ ভাবে বাবাকে ডাকতে থাকে। পুরুষেরা কখনও তেমন করুণ ভাবে ডেকে বলে না যে, হে প্রভু আমার লাজ-লজ্জা রক্ষা করো। কেবল মাতা-রাই বলতে থাকে, হে প্রভু আমাকে নগ্ন হওয়ার হাত থেকে বাঁচাও। যা কেবল মাতারাই বলে। মাতারা এই বাবাকেই ডাকতে থাকে, তাদেরকে নগ্ন হবার হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। এটাও সেই গীতা-ভাগবতেরই কথা, যেখানে ভুল করে কৃষ্ণের নাম লেখা হয়েছে। কৃষ্ণ তো আর পতিত-পাবন নন। পতিত-পাবন তো কেবল একজনই - এই বাবা। তাই তোমরা এমনও ভাবো, পবিত্র হবার জন্য পবিত্র থাকার নিমিত্তে প্রয়োজনে মারধোরও খেতে হবে। কল্প পূর্বেও ঠিক এমনটাই হয়েছিল। যা আবার পুনরাবৃত্তি হচ্ছে মাত্র। দ্রোপদী কিন্তু কোনও একজন নয়, অনেক সংখ্যায়, তোমরা সবাই দ্রোপদী। বহু পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে হবে তোমাদের। তোমরা মাতারাই তার নিমিত্ত হয়েছ-নিজেরা পবিত্র হয়ে অপরকেও পবিত্র বানাবার জন্য। তাই এই জ্ঞানের পার্শে তোমাদেরক আরও বেশী করে মনোযোগ দিতে হবে। অন্যদেরকেও নিজের মতন করে গড়ে তুলতে হবে। জগতের সন্ন্যাসীদের তো নিবৃত্তি-মার্গ। কিন্তু তোমরা প্রবৃত্তি-মার্গের। অর্থাৎ ঘর-সংসার গৃহস্থ ব্যবহারে থেকেও পবিত্র থাকতে হবে। নিজের যেমন পড়তে হবে, অন্যদেরকেও তেমনি জানাতে-পড়াতে হবে। তবেই তো উঁচু পদের অধিকারী হতে পারবে। এই পার্শ খুবই সরল-সোজা। লোকেদের বোঝাতে হবে, যে ভারত একদা হীরে-তুল্য ছিল, যা এত উন্নত লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য ছিল, তার আজ এই করুণ দশা কেন ? আসুন, আপনাদের সেই অলৌকিক জগতের ঘটে যাওয়া ইতিহাস ও জাগতিক পরিবর্তনের ভূগোল জানাই। স্বর্গ-রাজ্য কেমন হয়, সাধারণ মানুষেরা সে বিষয়ে অবগত নয়। এটাও কারও জানা নেই যে, লক্ষ্মী-নারায়ণ যারা পূজ্য ছিলেন-তারাই এখন পূজারী হয়েছে। যে পূজ্য, পরবর্তীতে সেই আবার পূজারী। পরমাত্মার বেলায় কিন্তু এমনটা নয়। এটাও কারও জানা নেই যে, যারা একদিন সতোপ্রধান দৈব-গুণধারী পূজ্য দেবতা ছিল, তারাই এখন

তমোপ্রধান পূজারীতে পরিণত হয়েছে। পূজ্য থেকে পূজারী যখন হয়েছে, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে পুনর্জন্মও নিতে হয়েছে।

বাবা স্বয়ং বসে বাম্বাদের বোঝাচ্ছেন, সত্যযুগে যারা যাবে, তাদের অবশ্য পুনর্জন্ম নিতে হবে। সেই তোমরাই প্রথমে সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশী হও, যা এখন তোমরা ব্রাহ্মণবংশীতে আছো, এরপর দেবতাবংশী হবে। বাবা এসে যেমন একজনকে পোষ্য নিয়ে তাকে ব্রহ্মা বানান। কেউ কেউ আবার তোমাদের কাছে জানতে চায়, - তোমরা ব্রাহ্মণ হলে কিভাবে ? তাদেরকে বলবে, পরমপিতা-পরমাত্মা ব্রহ্মার মুখের কথায় তিনি তোমাদেরকে নিজের করে নিয়েছে। একমাত্র এই বাবাই পতিতদের পবিত্র-পাবন বানাতে পারেন। তাই আমরাও পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করি। বাবাকে স্মরণ করলেই আমরা পবিত্র হতে পারি। বাবা কি তখন আমাদেরকে কৃপা করবেন ? -ইতিমধ্যেই তো তিনি কৃপা করেছেন। সেই (দূরদেশ) পরমধাম থেকে এই পতিত দুনিয়ায় এসেছেন এবং পতিত শরীরে অবস্থানও করেছেন। বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, উনি যখন এই সময়ে এসেছেন, তাই উনি যা যা শেখাচ্ছেন-তা মন দিয়ে শেখো। নলছেন, আমাকে স্মরণ করতে থাকলে যেমন তোমাদের শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকবে তেমনি তোমাদের বিকর্মগুলিও বিনাশ হতে থাকবে। কিন্তু এক্ষেত্রে আশীর্বাদের কোনও ব্যাপার নেই। আমরা কি জাগতিক স্কুলের শিক্ষকদের বলতে পারি যে, দয়া করে আমাকে ১০০ নম্বর দিয়ে পাস করিয়ে দিন ! এই বাবাও তো তেমনি বেহদের শিক্ষক-যেহেতু তিনি আমাদেরকে জ্ঞানের পাঠ পড়ান। কিন্তু এছাড়া তিনি আর করবেন বা কি ? যদি কেউ জ্ঞান ধারণ না করতে পারে, তবুও শিক্ষক যদি সবার প্রতি কৃপা করেন, তবে তো সবাই পাস হয়ে যাবে। সেক্ষেত্রে তবে রাজধানী স্থাপন হবে কিভাবে ! বাম্বারা, তাই তো তোমাদের এভাবে পুরুষার্থ করতে হয়, মাম্মা-বাবাকে (ব্রহ্মাকে) অনুসরণ করতে হয়। শিববাবাকে স্মরণ করা ছাড়া আর অন্য কোনও উপায়ও নেই। তা যদি নাই বা করবে, তবে এত কাতর হয়ে বাবাকে ডাকো কেন। সাধু-সন্ন্যাসীরাও সবাই ডাকতে থাকে ওনাদেরকে মুক্ত করে দুঃখ মোচন করার জন্য। বিনাশ যখন শুরু হবে, তখন ভয়ঙ্কর রূপে প্রাকৃতিক বিপর্যয় নেমে আসবে- তখন লোকেরা ভাববে নিশ্চয় ভগবান এই দুনিয়ার কোথাও গুপ্ত ভাবে অবশ্যই আছেন। আর তা কৃষ্ণ হলে তো কথাই নাই, সমস্ত দুনিয়ায় ঢাক-ঢোল পিটিয়ে তা প্রচার হতো। কিন্তু কৃষ্ণ তো আর এই সময়ে আসে না। স্বয়ং বাবাকেই আসতে হয়। এই অবিনাশী নাটকের শেষ পর্যন্ত বাবাকেই থাকতে হয় এবং জ্ঞান শোনাতে হয়। বাবা আসেনও গুপ্ত রূপে। যা কৃষ্ণ পারেন না। যদিও সবারই কিন্তু এই একই বাবা, যিনি নিরাকার। তিনি এসেছেন পতিতদের পবিত্র-পাবন হবার আশীর্বাদ দিতে। এ বার্তা সবাইকে জানানো তোমাদের কর্তব্য। অন্যদেরকে প্রশ্ন করতে পারো, পরমপিতা-পরমাত্মার সাথে তোমাদের কি সম্বন্ধ ? বাবার তো কত অনেক সংখ্যায় বাম্বা আছে। পরমপিতা-পরমাত্মার নির্দেশ আছে যে, প্রথমতঃ ওনাকে স্মরণ করা আর খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়া। খুব ভাল করে বাবাকে স্মরণ করে উঁচু-পদের অধিকারী হবার আশীর্বাদী-বর্সা নিতে হবে। প্রায় রোজই বেহদের ইতি-বৃত্তির ইতিহাস ও কল্পচক্রের ভূগোল বাবা তোমাদের বোঝাতেই থাকেন। চিত্রের মাধ্যমে তোমরা তা অপরকে বোঝাতে পারো। সত্যযুগে এই ভারতই সর্বোচ্চ-ভূষণে ভূষিত ছিল। তখন এখানে সূর্য-বংশীয় দেবী-দেবতারা রাজত্ব করতেন, পরবর্তী পর্যায়ে যা চন্দ্র-বংশীয়দের রাজত্ব হয়। কালক্রমে আত্মাদের উৎকর্ষাদির মান (কলা) ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

বাচ্চারা, তোমাদের এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে, এই জ্ঞানের পাঠ তোমরা খুব মনোযোগ সহকারে পড়বে - তবেই তো তা শিখতে পারবে। তা না করলে পাস করতে পারবে না যে। কিন্তু, এই সতর্কতা বাণী কে শোনাচ্ছেন ? আজকাল মায়া তোমাদের মনে খুব অসাবধানতা আনছে। কিন্তু সত্য কখনও চাপা থাকে না। যে কোনও প্রকারের বিকর্ম করবে, তা তোমাদের কর্ম-ফলের খাতায় অবশ্যই জমা হবে। পাপ বা পুণ্য উভয়ই জমা হয়। পরবর্তী জন্ম হয় সেই অনুসারেই। কেউ পাপ করলে তার জন্মও সেই অনুসারেই হয়। সে কারণেই বাবা বলেন, কোনও পাপ-কর্ম করে ফেললে, সাথে সাথেই বাবাকে তা জানাও। এ রকম মোটেই নয় যে, ঈশ্বর সবকিছুই জানেন। তাই বাবাকে বলতে হয়। এই জন্মে তুমি যা যা পাপ-কর্ম করেছে, তোমার আত্মা অবশ্যই তা জানে। আত্মার সবকিছুই মনে থাকে, সে কি কি কর্ম করেছে। বাপদাদাকে সেগুলি জানাও, তুমি কি কি করেছে। এর মধ্যে প্রধান বিষয়টা বিকার। আর চুরি করা, কারওকে ঠকানো-এসবগুলি তো সাধারণ বিকর্ম। প্রধান হলো বিকার, এই কাম-ভাবই মহাশত্রু। যারা এই বিকারে যায়, তাদেরকে পতিত বলা হয়। অতএব সর্বাগ্রে এই বিকারকেই জয়লাভ করতে হবে। তোমাদের শত্রু হলো রাবণ, যে তোমাদের পতিত বানায়। তাই এখন পবিত্র হওয়ার লক্ষ্যে একমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। একবার বাবার আপন হয়ে, তারপরেও বিকার-কার্যে গিয়ে তোমার পতন হলে, ভয়ঙ্কর আঘাত পেতে হবে। তাই প্রথমেই দেহ-অভিমানকে ঝেড়ে ফেলতে হবে তারপর দূর করতে হবে কাম মহাশত্রুকে। এটাই সব যুদ্ধের সার। অতএব এসব বিষয়গুলিকে ভালভাবে বুঝে, অন্যদেরকেও তা বোঝাতে হবে। বাবা হয়ত জানতে চাইবেন, তুমি কত জনকে 'প্রকৃত গীতা' কিম্বা 'সত্য-নারায়ণের কথা' বা 'অমর-কথা' শুনিয়েছ। জগতে এখন অনেক বেশী পরিমাণে পাপ-আত্মা হয়ে গেছে। সবকিছুই প্রাত্যহিক পোতামেলে (পত্র রূপে সারাদিনের চার্ট লিখে) জানালে তবেই বুঝবো যে তুমি ব্রাহ্মণ হতে পেরেছ। জানাতে হবে কতজনকে তুমি তোমার মতন (পবিত্র) বানাতে পেরেছো! এগুলিই রাজযোগের সহজ কথা। সবাইকে বাবার পরিচয় অবশ্যই জানাতে হবে। এখনও যাকে দুনিয়াদারীর লোকেরা জানেই না। বাবার কাছে অনেকেরই সার্টিফিকেট আসে, তারা লেখে, তাদেরকে অমুক এই ভাবে বুঝিয়েছে। আর সেভাবেই সেই গুরু নিমিত্ত হয়ে তাকে স্বর্গের অধিকারী বানাবে। যদিও বি.কে.-রা নানা ভাবে তাদের প্রত্যক্ষতার প্রমাণ রাখে। কিন্তু যে বুঝবার নয়- তাকে বোঝায় কার সাধ্য ? তাকে বোঝাবার জন্য কি আবার আরও কারওকে আনতে হবে ? অবশ্যই প্রয়োজনে তা আনতেই হবে। তাই না! যে নিশ্চয় বুদ্ধির হবে সে মুহূর্তেই বলবে, সর্বাগ্রে বাবার দত্তক সন্তান হয়ে তড়িঘড়ি বাবার কোলে গিয়ে বসে যাই তো আগে। খ্রীষ্টানদের বাচ্চা জন্ম নিলেই, সেই বাচ্চাকে প্রথমে খ্রীষ্টান-ধর্মের রীতি-নীতিগুলি মেনে খ্রীষ্টান বানানো হয়। (ব্রহ্মা) বাবাও তো তেমনি ঈশ্বরের কোলের দত্তক সন্তান করে নেন। আর আমরাও তেমনি সদগুরুর কোলে গিয়েই বসি। উনি যেখানে দত্তক নিয়েছেন এবং ওঁনার সাক্ষাৎ-ও যখন পেয়েছি, তাতেই তো ওনার (পরমাত্মার) আশীর্বাদী-বর্ষা পাওয়া হয়ে যায় আমাদের। এমন সুবর্ণ-সুযোগ তো খুব মুস্তিলেই পাওয়া যায়। এভাবেই অন্যদেরকেও বোঝাবে তোমরা। যত দিন যাবে, আরও ভালভাবে খুব সুন্দর রূপে বুঝতে পারবে তোমরা। তোমাদের নিজের মধ্যেই তখন সে শক্তি আসবে। তখন বাবাকে ছাড়া আর থাকতেই পারবে না। দৌড়ে দৌড়ে তার কাছেই যাবে। উনি একাধারে যেমন মা-বাবা আবার শিক্ষক ও সদগুরুও বটে। অতএব তোমরা আগে তাড়াতাড়ি গিয়ে সেই মা-বাবার দত্তক সন্তান হও। যারা গুরু-গোঁসাই-এর কাছে যায় তারা কিন্তু তাদেরকে স্বর্গের বাদশাহী দিতে পারে না। যা একমাত্র এই বাবার থেকেই পাওয়া যায়। একাধারে বাবা, শিক্ষক ও গুরু যেখানে, তবে কেনই বা একত্রে তিন প্রকারের আশীর্বাদী-বর্ষা নেবে। সত্যি এটা খুবই চমৎকার। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা বলা যায়

না যে, কৃষ্ণই আত্মাদের বাবা, শিক্ষক এবং গুরু। যেহেতু কৃষ্ণ তো ছোট বাচ্চা, রাজকুমার। কিন্তু বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে তা স্পষ্ট ভাবেই আছে, একাধারে ইনি যেমন বাবা তেমনি আবার শিক্ষক ও গুরুও বটে। তবে এঁনার কোনও বাবা, শিক্ষক বা গুরু নেই কিন্তু। কৃষ্ণের তো মা-বাবাও ছিল। আর একমাত্র ইনি হলেন পতিত-পাবন বাবা। যার মা-বাবা থাকে, সে কিন্তু পতিত-পাবন হতে পারে না। তাই তাকে ভগবান বলাও যায় না। যেহেতু ভগবানের কোনও মা-বাবা থাকে না। গড়-ফাদারের কোনও ফাদার হয় না। গড়-ফাদারকেই পতিত-পাবন, উদ্ধার-কর্তা বলা হয়। উনিই অন্যদের উদ্ধার করেন, কিন্তু ওনাকে উদ্ধার করার কেউ নেই। আর সন্তানদের উদ্ধার করাই বাবার কাজ।

কোনও শরীরধারী মানুষকে ভগবান বলা চলে না। এমন কি (সূক্ষ্ম-বতন বাসী) ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শংকরের রচয়িতাও এই বাবা। তাই তো ওনাকে উঁচু থেকেও আরও উঁচু = সর্বোচ্চ হিসাবে ধরা হয়। যেহেতু উঁনি যে আমাদের সকলেরই বাবা। কিন্তু, কৃষ্ণকে কি আর সকলের বাবা বলা চলে ? আসলে আমরা সবাই সেই এক ও একমাত্র নিরাকারী বাবার সন্তান। যিনি নতুন দুনিয়ার রচয়িতা। যে দুনিয়াকে বলা হয় সুখধাম (স্বর্গ-রাজ্য)। যা ধীরে ধীরে ক্রমাগতই পুরোনো হতে থাকে। একসময়ে যা হয় রাবণের রাজত্ব। লোকেরা যে উৎসব করে রাবণের কুশপুতলিকাকে জ্বালাতে থাকে, কিন্তু তার সঠিক অর্থটাই তো জানে না, তবুও তা করে। তাই বাবা এখন বোঝাচ্ছেন, অনেক জন্মের শেষে, এটাই তোমাদের অন্তিম জন্ম। রাবণের রাজত্বও শেষ হতে চলেছে। এরপর সত্যযুগে তো আর রাবণের পুতলিকা বানিয়ে জ্বালাবার দরকার পড়বে না। সত্যি এ এমন শত্রু যে, যাকে বার বার জ্বালাতেই ব্যস্ত থাকতে হয়। কিন্তু তার (রাবণের) জন্ম সময় কোনটা ? যা কারও জানা নেই। যেহেতু লোকেরা শিব-জয়ন্তী পালন করে, তাই রাবণ-জয়ন্তীও পালন করতে হবে। অথচ এসবের প্রকৃত অর্থটাই তো তাদের জানা নেই। বি.কে.-দের তো এসব কিছু বিস্তারিত ভাবেই জানানো হয়। এসবগুলি নিজেদের বুদ্ধিতে অবশ্যই ধারণ করতে হবে। আর যদি ক্লাসেই না আসো তো সেসব জানবেই বা কি করে! নিজেরা যেমন পড়বে, অন্যদেরকেও পড়াবে - তা না হলে তেমন ভাল পদ পাবে কি করে। ভাল বাচ্চারা যেমন খুব মনোযোগ সহকারে পড়াশুনা করে আবার অন্যদেরকেও তা পড়ায়। এটাই তাদের লক্ষ্য। যদিও সবাই তোমরা বাবার বাচ্চা। তাই তোমাদের এই বোধ থাকা উচিত, নিজেরা অনেক বেশী-বেশী করে সেবা করবো। অন্যদেরকেও নিজের মতো করে গড়ে তুলতে পারলেই তো বাবার অনেক স্নেহ-ভালবাসা পাবে। যদিও বাবা সর্বদাই স্নেহ-ভালবাসা দিতেই থাকেন। অতএব বাচ্চারা, খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ পড়ো। তোতাপাখি (টিঁয়া)-ও এক ধরনের পাঠ পড়ে, যার কর্ণে মালার মতন এক ধরনের দাগ থাকে। এখানেও তেমনি যারা খুব মনোযোগ সহকারে এই জ্ঞানের পাঠ ধারণ করে, তারাই বাবার গলার মালার পুঁতি হতে পারে। আর কেউ যদি সেভাবে পড়াশোনা না করে, তবে তো তাকে জংলী-মূর্খ বলা হয়। সে কিন্তু আর বিজয়-মালাতে স্থান পায় না। অতএব বাচ্চারা, তোমাদের খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে আর অন্যদেরও পড়াতে হবে। এটাই সত্য কথা, যা সত্য বাবা তোমাদের শোনাচ্ছেন। তোমাদের উদ্দেশ্যেই তিনি সত্য-খন্ডের স্থাপন করাচ্ছেন। লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্বে কেউ কখনও মিথ্যা বলে না। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) গৃহস্থ জীবনে থেকেই পদ্ম-ফুলের মতন পবিত্র থাকতে হবে। যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত অবশ্যই পবিত্রতার ব্রত পালন করতে হবে।

২) কৃপা-ভিক্ষা চাইবার বদলে মাতা-পিতাকে অনুসরণ করো। জ্ঞানের পাঠ খুব মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে এবং অন্যদেরও পড়াতে হবে।

বরদান :- অমৃত বেলায় নিজের কপালে বিজয়-তিলক অঙ্কনকারী স্বরাজ্য-অধিকারী এবং বিশ্ব-রাজ্য অধিকারী হও

ব্যখ্যা :- রোজ অমৃত-বেলায় নিজের কপালে বিজয়-তিলক অর্থাৎ স্মৃতির-তিলক লাগাও। ভক্তি-মার্গের চিহ্ন তিলক, আবার সোহাগের চিহ্নও তিলক। তেমনি রাজ্য প্রাপ্তির চিহ্ন রাজতিলক। কখনও কোনও শুভ কার্যে সফল হবার লক্ষ্যে যখন কেউ বেড়ায়, যাত্রার পূর্বে তিলক ধারণ করে। তেমনি বাচ্চাদের সাথেও বাবার স্নেহ-সোহাগের সম্পর্ক, যা অবিনাশী তিলক। এই সময়কালে যদি স্বরাজ্য তিলকধারী হতে পারো, তবেই ভবিষ্যতে বিশ্ব-রাজ্য অধিকারীর তিলক পাবে।

স্লোগান :- জ্ঞান-গুণ আর শক্তির দান-ই মহাদান।

"মিষ্টি বাচ্চারা - নিরন্তর এক বাবাকেই স্মরণ করার পুরুষার্থ করো, এটাই বেহদের সতোপ্রধান পুরুষার্থ"

প্রশ্ন: - বাচ্চারা, তোমাদের কোন্ সঙ্গে থাকা উচিত আর কোন্ সঙ্গে থাকা উচিত নয় ?

উত্তর: - যারা মন খুলে আন্তরিকভাবে জ্ঞানের চর্চা করে এবং যারা সার্ভিসেবল্ তাদেরই সঙ্গে থাকো । বাকি যারা অন্যের অনিষ্ট সাধনার্থে গুজব রটায় এবং অর্থহীন বিষয়ে কথা বলে তাদের থেকে দূরে থাকো । হিয়ার নো ঈভিল , সী নো ঈভিল . . .

প্রশ্ন: - অমনোযোগী হলে কি লোকসান হয় ?

উত্তর:- যারা অমনোযোগী তাদের প্রতি মুহূর্তে ভুল হতে থাকে । তারা সদা বাবার নাম বদনাম করে । তাদের কেউ পছন্দ করেনা । তারা গোন্ডেন এজে পৌঁছাতে পারেনা, উপরন্তু খুব কড়া সাজা প্রাপ্ত হয়ে তবেই যেতে পারে ।

গীত:- মা, মাগো ! তুমি যে মোদের সবার ভাগ্যনিয়ন্তা.....

ওম্ শান্তি । এই হলো মাতাদের মহিমা । তোমরা সবাই মাতা । বলা হয়, ভারতমাতা শক্তির অবতার, শুধুমাত্র এক-অবতারেরই মহিমা গাওয়া হয় । তিনি বিশ্বকে পবিত্র বানানোর জন্য অবতার নেন । তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে আছে যে পরমপিতা পরমাত্মা আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাতে এসেছেন । ব্রহ্মাতনে আছেন । ওই দিলওয়াড়া মন্দির তোমাদের যথার্থ স্মৃতিচিহ্ন । ভক্তিমার্গের সব স্মৃতিচিহ্নই এখনের, এই সঙ্গমযুগের । সত্যযুগ ত্রেতায় এইরকম কথা তো হয়ই না । পরে রাবণরাজ্যে মানুষ অসুখী হয়ে যায় । রাবণ তোমাদের রজঃ তমঃ বানায় । এখন, এই সময়ে সৃষ্টি তমঃপ্রধান । সৃষ্টি যখন সতোপ্রধান ছিলো, তোমরা বাচ্চারা সেখানে রাজ্য শাসন করতে । তোমাদের বুদ্ধিতে স্বদর্শন চক্র আছে । তোমরা ব্রাহ্মণরা স্বদর্শন চক্রধারী হও । একমাত্র জ্ঞানের সাগর তোমাদের জ্ঞান দেন; যার নিদর্শন এই দিলওয়াড়া মন্দির, অচলগড় আর গুরুশিখরও আছে । তোমরা জানো, পর্বতের শীর্ষদেশকে শিখর বলা হয় । পর্বতের ওপরে শিববাবার মন্দির আছে; যার সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে সৎগুরু জ্ঞান অঞ্জন ছড়িয়ে দিয়ে অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর করেছিলেন । তাহলে তো তিনি জ্ঞানের সাগরই হলেন, তাই না ! এটা তোমাদের যথার্থ স্মৃতিচিহ্ন । তোমরাও এখানে বসে আছ যাতে শিখরে চড়ে পরমপিতা পরমাত্মার গলার রুদ্রমালা হতে পারো । এখানে তোমাদের জ্ঞানের প্রাপ্তি হয় । পরে যখন তোমরা অচল হও, তখন রুদ্রমালা হয়ে যাও । তোমরা সতোপ্রধান হয়ে গেলে বাবার সাথে তোমরা নিবাস করো । এটা ঠিক যেন ডাবল বাবার ঘরের মতোন । এই ঘর প্রজাপিতা ব্রহ্মার, এবং শিববাবাও এখানে এসেছেন, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের জ্ঞান শৃঙ্গার করাতে । সেটা বেহদের বাবার ঘর আর সেটাই স্বশুর ঘর । আর সব ঘর হদের । যখন একজন মেয়ে তার স্বশুর বাড়ী যায়, সে অলঙ্কারাদি পরে এবং ভাবে তাতেই তার সুখ । তোমরা এখন বুঝেছ যে তোমরা বেহদের বাবার ঘরে বসে আছ । স্বশুরঘরে যাওয়ার জন্য তোমরা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করছ । ২১ জন্মের জন্যে তোমাদের ঝুলি পূর্ণ হচ্ছে । যাই হোক গতি যথেষ্ট তীব্র নয় । যারা সতোপ্রধান তাদেরই

তীব্রগতি বলা হবে। কেউ কেউ সতোগুণী তো কেউ এখনও রজোগুণী। তিন ধরনের পুরুষার্থী হয়। উঁচু থেকেও উঁচু পুরুষার্থী তাদের বুদ্ধি এক বাবাকে স্মরণ রাখে। উঁচু থেকেও উঁচু হলেন বাবা। তোমরা বাচ্চারা জানো যে তোমরা এখন বেহদ সুখে যাচ্ছ। তাহলে তো তার জন্যও তোমাদের খুব ভালো পুরুষার্থ করতে হবে। আত্মা বলে, আমি এখন আয়রণ এজে এসেছি। আমি পরমপিতা পরমাত্মাকে খুঁজে পেয়েছি, তিনি বলেন, বাচ্চারা তোমাদের এখানে পুরুষার্থ করে গোল্ডেন এজে যেতে হবে। যখন তোমাদের স্থিতি সেইরকম হয়ে যাবে, তোমরা গোল্ডেন এজে যাবে। তোমাদের তমঃপ্রধান থেকে সতো প্রধান হতে হবে। সবাইকে হতে হবে সতোপ্রধান। তোমাদের পার্ট সত্যযুগে। এই কারণে তোমরা সতোপ্রধান হও। যাই হোক সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। নম্বরক্রমে সবাইকে রুদ্রমালা হতে হবে। মালা আট রত্নের আবার ১০৮-এর মালাও আছে। তোমাদের স্মৃতিচিহ্ন দিলওয়াড়া মন্দির কত নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে। নীচে তোমরা তপস্যারত আর সর্বোচ্চে রাজস্ব দেখানো হয়েছে। অন্য মন্দিরে মুখ্য জগদম্ভারও নাম আছে। সেই পার্ট তোমাদের অর্থাৎ মাতাদের। বাবা এসে গুরু পদ তোমাদেরই দেন। এখানেও মেজরিটি তোমরা অর্থাৎ মাতাদের। এই কারণে ভারতমাতা শক্তির অবতার গাওয়া হয়ে থাকে। সেনাও বলা হয় কারণ তোমরা অনেক। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তোমাদের বুদ্ধি সংখ্যায় বাড়ছে। সন্ন্যাসীরা পবিত্র হতে ঘর, পরিবার ছেড়ে দেয়। রাবণরাজ্য শুরু হলে পবিত্রতার প্রয়োজন হয়। সেই সময় দুঃখ চরম সীমায় পৌঁছে যায়, চারিদিকে শুধু হাহাকার! আর্থকোয়েক ইত্যাদিও নিশ্চয়ই হয়েছে। কোথায় গেল এতসব মহল! সেইসবই বিনাশ হয়েছে অথবা সমুদ্রের নীচে চলে গেছে। সৃষ্টির চক্র কিভাবে ঘোরে, এটা বোঝার বিষয়। আয়রণ এজ থেকে আবার গোল্ডেন এজে যেতে হবে। স্বর্গ হলো তোমাদের বেহদের স্বশুর ঘর যার জন্যে তোমরা পুরুষার্থ করছ। একমাত্র যখন তোমাদের পূর্ণ জ্ঞান আছে এবং তোমরা পূর্ণ পুরুষার্থ করেছ তখনই তোমাদের খুশির পারা চড়বে। অস্তিমের অতীন্দ্রিয় সুখ গাওয়া হয়েছে। শেষের দিকে তোমরা বুঝতে পারবে কে কতখানি পুরুষার্থ করেছ! তারা কে কি পদ লাভ করবে! তোমরা শেষের দিকে জানতে পারবে যতক্ষণে পুরুষার্থ করে গোল্ডেন এজ পর্যন্ত পৌঁছাবে। যারা সেই স্থিতিতে পৌঁছায় না তারা সাজা অনুভব করে। এখন অস্তিম সময়, সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা জ্ঞান এবং যোগবলের দ্বারা সব হিসেব চুকাতে থাকো। গাওয়া হয়, চড়ে যে, চাখে সে-ই বৈকুণ্ঠ রস। সেক্ষেত্রে যারা পড়ে যায় তারা সম্পূর্ণভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কারণ তারা বিকারে পড়ে। দেহ-অভিমাণে আসার পরেই তারা বিকারে পড়ে তারপর তারা আর চড়তে পারেনা। তারা চড়ে আবার পড়ে, টাইম লাগে, তাই না! এটা হতে পারেনা যে তারা সর্বদা সোজা এগিয়েই চলবে! যখন স্থিতি সামান্য ভালো হয়, তখনই দেহ-অভিমান আসে। পরে উপলব্ধি হয়, কোনও গ্রহের অশুভ শক্তি আছে। মন্মাতে অনেক তুফান আসে। উত্তরণে সময় লাগে। বাবা প্রতিদিন বোঝান, বাচ্চারা তোমরা রোজ পড়ো। তোমরা রোজ অনেক পয়েন্টস পেয়ে যাচ্ছ। বাবা এবং উত্তরাধিকার স্মরণ করো। এই নাটক এখন শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের আবার একবার উত্তরাধিকার নিতে হবে। সত্যযুগে রাজা রাণী প্রজা সবাই থাকবে। আমরা যেমন কর্ম করব অর্থাৎ যেমন আমরা পুরুষার্থ করবো, সেইমতো ফল পাবো। লক্ষ্মী-নারায়ণকে দিয়েই রাজ্য শুরু হয়। সেটা হলো বিকর্মাজিত অন্দ। তোমরা বিকর্ম জয় করে রাজ্যভাগ্য লাভ করো। নম্বরক্রমে তোমরা পদ লাভ করবে। তোমরা প্রত্যেকেই নিজেদের পুরুষার্থের রেজাল্ট দেখতে পারো, তোমরা কতখানি পুরুষার্থ করেছ। তোমাদের তমঃপ্রধান থেকে সতোপ্রধানে যেতে হবে। আত্মা বলে, পুরুষার্থ করে আমাকে সূর্যবংশী রাজস্ব নিতে হবে। আমি পুরোপুরি পড়া করে, বাবাকে পুরোপুরি স্মরণ করবো। তোমরা এখন সারা জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছ এবং জানো ভবিষ্যতে তোমরা কি হবে! অমনোযোগী হওয়ার কারণে অনেক

বাচ্চারা ভুলে যায়। তারা অবজ্ঞাও করতে থাকে। বেহদ বাবার বদনামের তারা নিমিত্ত হয়ে যায়। তারা ক্রোধের বশেও কত ক্ষতি করে। এটা বোঝা যায় অমুক অমুকের ক্রোধের ভূত আছে। সেই কারণে যারা কাম অভিলাষী এবং ক্রোধী তাদের থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে। অবশ্যই তাদের সঙ্গ কোরোনা। তাদেরই সঙ্গ করা উচিত যারা অবিরত জ্ঞান গুণগুণ করে। যারা বাজে গুজব রটায়, অন্যের নিন্দা করে তাদের সঙ্গ করা উচিত নয়। জ্ঞান ছাড়া তোমাদের অন্য কথা শোনা উচিত নয়। এইসব কথাও খুব প্রসিদ্ধ। তারা দেখায়ও অন্যের অনিষ্ট সাধনার্থে মিথ্যা গল্প-বলিয়েদের কারণে রাম সীতাকে নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিলো। গোয়েন্দাগিরির কারণে সমূহ ক্ষতি হয়ে যায়। হিয়ার নো ঈভিল। যারা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মিথ্যা বলে তাদের সঙ্গজালে জড়িও না। অনেক ক্ষতি করে দেয়। বেহদ বাবার থেকে তারা তোমার বুদ্ধিযোগ ভেঙে দেয়। পুরো যোগ না হলে ফেল হয়ে চন্দ্রবংশীতে চলে যায়। এটা সেইরকম নয়, রাবণ রামরাজ্য থেকে সীতাকে চুরি করে নিয়ে গেছে। না, সেইসব গল্প নীচে পড়ে যাওয়ার। দ্বাপর যুগ থেকে মানুষ ডেকে আসছে, কারণ তারা নীচে নেমে যাচ্ছে অর্থাৎ তারা অধোগতি হয়েছে। এই কারণেই ভগবানকে আসতে হয়। যদি তাদের সদগতি হতো তবে তাঁকে আসার প্রয়োজন হতনা। সত্য এবং ত্রেতা যুগে সদগতি থাকায় কেউ ভগবানকে স্মরণ করেনা, কেউ ডাকেও না। ড্রামা রহস্য কেউ জানেনা অথবা উত্তরণের অর্থাৎ চড়তি কলা এবং অবরোহণ অর্থাৎ উত্তরতি কলা সম্বন্ধেও জানেনা। বাবা সামনে বসে তোমাদের বোঝান। সারা দুনিয়া পড়তে যাচ্ছেনা! একমাত্র যারা আগের কল্পে পড়েছিলো তারাই পড়বে। বাবা তোমাদের সাবধান করতে থাকেন। এই পড়া থেকেই জানতে পেরেছ, তোমরা কত শ্রেষ্ঠ ছিলে এবং এখন কিভাবে নীচে পড়েছ। বাবা বলেন, পতিত থেকে পবিত্র হয়ে গোল্ডেন এজে যেতে হবে। স্মরণের বল দ্বারা এভারহেলদি এবং জ্ঞানের বল দ্বারা এভারহেলদি হতে হবে। পবিত্রতার অর্ডিন্যান্স জারি হয়েছে। একমাত্র পবিত্র হলেই তোমরা অমরপদ লাভ করতে পারো। তোমাদের বিনাশ হয়না। বাকি সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে আর তোমরা হিসেবনিকেশ চুকিয়ে ঘরে ফিরে যাবে। শিববাবা বলেন, পবিত্র হলে তবে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। তানাহলে, তোমাদের সাজা পেয়ে তারপর ঘরে ফিরবে। এই অর্ডিন্যান্স কত গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা বোঝো যে বিনাশ প্রকৃতিই সামনে দাঁড়িয়ে। এইজন্য তোমাদের খুব শক্তিশালী হতে হবে। বাবা তোমাদের নানাধরনের পয়েন্টস শোনান, তোমাদের সেইসব শোনা উচিত। যদি না শোনো তবে মালায় আসতে পারবেনা। নম্বরক্রমে মালায় আসতে হবে। বাবার থেকে তোমাদের পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। ভালো স্টুডেন্টরা ভালোভাবে নিজেদের পড়ায় যুক্ত হয়ে যায়। বাবা সেন্টারের রেজিস্টারও তাঁকে পাঠিয়ে দিতে বলেন। বাবা সবাইকে সাবধানও করে দেন। তোমাদের অবশ্যই পড়তে হবে, এতে কোনো কারণ দিতে পারোনা। বাচ্চারা তোমাদের তো অনেক সময়; আট ঘন্টা সরকারী চাকরি করলেও, বাকি সময় মেহনত করতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, সারাদিন তোমরা বাবার সেবায় কতক্ষণ ছিলে এবং বাবার স্মরণেই বা কতক্ষণ ছিলে! কোনো কোনো বাচ্চা তাদের চার্ট বাবার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু সেই চার্ট যেন সবসময়ের জন্যে থাকে। এইরকম নয় যে বাবা বসে বসে প্রত্যেকের চার্ট দেখবেন। সেই কাজ সেন্টারের ব্রাহ্মণীদের। ব্রাহ্মণীদের মধ্যেও নম্বরক্রম আছে। তারা কেউই এখনও গোল্ডেন এজে পৌঁছায়নি। তাতে কিছু সময় বাকি আছে। কেউ কেউ শ্রীমং অনুসরণ না করে এড়িয়ে যায় আর তখন তাদের কেউ মানও দেয়না, কেউ পছন্দও করেনা। বাচ্চারা তোমরা অবশ্যই জাগতিক ব্যাপারে কথা বোলোনা। যখন কেউ নিন্দা করার জন্যে মিথ্যা গুজব রটায়, মনে করো তারা তোমার শত্রু; তারা তোমাকে অধোগতির দিকে ঠেলে দেবে। অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে কথা বলা উচিত নয়। নিজেকে চেক করো কতদূর পৌছেছ। সংগুরু এক বাবা এবং তিনি এই জ্ঞানে সম্পন্ন। তোমাদের গুরুশিখরে

(পরমধাম) যেতে হবে। এইসবই জ্ঞানের কথা। পাহাড় ইত্যাদির কোন প্রশ্ন নেই। সবকিছুর উর্ধ্বে যেতে হবে তোমাদের। এইসব জিনিস কেউ জানেনা। বাবা বলেন, তোমরা প্রথমে তমঃপ্রধান ছিলে, এখন তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। অনেকে আছে যাদের এই নিশ্চয় নেই; তাদের পুরো যোগ নেই। তারা অন্যদের বোঝায়, তাদের কল্যাণ হয়ে যায়। এইরকম নয়, তারা কল্যাণ করে। না, সেইসব মানুষ নিজের ভাগ্য অনুসারে রহস্য বুঝতে পারে। অনেকে আছে যারা তাদের টিচারদের থেকেও তীব্রগতি। কোনো কোনো বাচ্চার এখনও অনেক দেহ-অভিমান। অন্তিমে তোমার দেহই যেন স্মরণে না আসে। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বিরল একেকজন এমনও হয় যে, বসে থাকতে থাকতেই দেহ ছেড়ে দেয়, সেই সময় সম্পূর্ণ নিস্তরুতা ছেয়ে যায়। তারপরেও তারা গিয়ে গৃহস্থ ঘরে জন্ম নেয়। তারপর শ্রেষ্ঠাচারী হওয়ার জন্যে জঙ্গলে চলে যায়। মায়ারাজ্য, তাই না! এই চক্র কিভাবে ঘোরে তাদেরও জানতে হবে। অনেক বাচ্চারা আছে যারা বাবাকে কখনও দেখেনি তবুও তারা তাঁকে স্মরণ করতে থাকে। অতএব, নিশ্চিতরূপে তারা উঁচু পদ লাভ করবে। তোমরা যা পুরুষার্থ করেছ এটা তারই একটা খেলা। কেউ কেউ তো রাতদিন মেহনত করে। তোমরা তো জানো, এই শরীরেই তোমাদের সতোপ্রধান হতে হবে। পবিত্র হতে সময় লাগে। যতক্ষণ এই দুনিয়া আছে ততক্ষণ তোমাদের এই পড়া পড়তে হবে। যতক্ষণ জীবন ততক্ষণ অমৃত পান, যাতে তোমরা তোমাদের কর্মভীত অবস্থায় পৌঁছাতে পারো। এই দেহ এবং এই দুনিয়া থেকে মমত্ব একেবারে মুছে ফেলতে হবে। রাজারানী হওয়ার জন্যে মেহনতের দরকার। যারা ভালোভাবে পড়ে তারা হৃদয় সিংহাসনে বসবে। তোমরা অন্তরের গভীরে বুঝতে পারছ, কতদূর পর্যন্ত তোমরা সাহায্যকারী হয়েছ। তোমাদের স্থিতি দেখেই তো বেহদ বাবা ভালোবাসবেন, তাই না! বাবা বলেন, নিজের কল্যাণ করতে চাইলে শ্রীমতে চলো। এমন কাজ কোরোনা যাতে অন্যেরা তোমাকে অপছন্দ করে। এতো হলো বক্রিং, তাই না! এই যুদ্ধে তোমার কত সময় লেগে যায়। আচ্ছা।

মিষ্টি -মিষ্টি জ্ঞানস্ববক, জ্ঞান, যোগের পুরুষার্থী বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) অবিনাশী জ্ঞান রঞ্জে ঝুলি ভরে নিজের শৃঙ্গার করতে হবে। অতীন্দ্রিয় সুখের জন্যে বুদ্ধিকে জ্ঞানে ভরপুর করতে হবে।

২) অযথা গুজব রটনায় অনেক ক্ষতি হয়ে যায়। অতএব, জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছু শুনোনা বা বোলোনা। যারা অযথা মিথ্যা রটায় তাদের সঙ্গে থেকে দূরত্ব বজায় রাখো।

বরদানঃ- হৃদের উর্ধ্বে স্থিত হয়ে পরমাত্ম স্নেহের অনুভব করে অলৌকিকতার সুরভীতে সম্পন্ন ভব

যেমন গোলাপ ফুল কাঁটার মধ্যে থেকেও পৃথক হয়েও প্রিয় এবং সুরভিত থাকে, তারা কাঁটার অস্তিত্বে খারাপ হয়ে যায়না, ঠিক একইভাবে রুহানী গোলাপ হৃদের সবকিছু থেকে বা দেহ থেকে পৃথক অথচ প্রিয় হয়ে, কোনও কিছুর প্রভাবে আসেনা, তারা অলৌকিকতার সুরভীতে সম্পন্ন থাকে। এইরকম সুগন্ধি আত্মারা বাবার বা ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রিয় হয়ে যায়। পরমাত্ম ভালোবাসা অসীম, অতি

গভীর, এতই বেশী যে সবার প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু তাকে প্রাপ্ত করার বিধি হলো - পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়া ।

স্লোগান:- অব্যক্ত স্থিতির অনুভব করার জন্যে ব্যক্ত ভাব এবং ভাবনার উদ্ঘর্ষ থাকো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের সঙ্গমযুগী বাচ্চাদের ধর্ম আর কর্ম হলো জ্ঞান অমৃত পান করা আর অন্যকে তা পান করানো, তোমরা নরকবাসীদের স্বর্গবাসীতে পরিণত করার সেবা করো।"

প্রশ্ন :- তোমরা ব্রাহ্মণরা কর্মের কোন্ গুহ্য গতির জ্ঞান পেয়েছো ?

উত্তর :- যদি বাবার হয়ে কখনো কোনো কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো পাপ কর্ম করেছো তাহলে একের শতগুণ দণ্ড ভোগ করতে হবে - এই জ্ঞান তোমাদের ব্রাহ্মণদেরই আছে, তাই তোমরা কোনো পাপ কর্ম করতে পারো না। এখন তোমাদের ব্রাহ্মণদের লক্ষ্য হলো -- সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়া, তাই তোমাদের অপগুণ দূর করার পুরুষার্থ করো।

গীত :- ভোলানাথের থেকে নিরলা আর কেউই হয় না

ওম শান্তি। বেহদের বাবার নাম হলো ভোলানাথ, তাহলে অবশ্যই তিনি মানুষ থেকে দেবতা বানান। সমস্ত মানুষই তো আসুরী সম্প্রদায়। তারা মানুষকে দেবতা বানাতে পারে না। তাঁর জন্যই এই গায়ন রয়েছে যে, মানুষ থেকে দেবতা করেছেন - দেবতারা অমরলোকে থাকে। এ হলো মৃত্যুলোক। অবশ্যই বাবা এসে এই মৃত্যুলোকেই অমরকথা শোনাবেন, অমর বানানোর জন্য। এখন মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করতে অনেক সময় লাগে না এই কথা কার সম্বন্ধে বলা হয়েছে? অবশ্যই শূদ্রদেরই দণ্ডক নেওয়া হয়, তাই না? তখন বলবে শূদ্র বর্ণের মানুষদের ব্রাহ্মণ বর্ণে নিয়ে আসে। এতো সব বাচ্চারা বলে, আমরা ব্রহ্মাকুমার - কুমারী, ব্রহ্মার সন্তান। প্রজাপিতা থাকলে অবশ্যই তাঁর ধর্মের বাচ্চারা থাকবে। মুখ বংশাবলী হলেও অবশ্যই মাতা - পিতা চাই। তোমাদের মাঙ্গার মুখ বংশাবলীও বলবে। তোমরা বাবারও মুখ বংশাবলী তাই দাদুরও মুখ বংশাবলী হলে। এখানে গর্ভজাত বংশাবলীর কোনো নামই নেই। এই কলিযুগের ব্রাহ্মণরা হল গর্ভজাত বংশাবলী আর তোমরা ব্রাহ্মণরা হলে মুখ বংশাবলী। দুনিয়ার ব্রাহ্মণ তো একে অপরের সাথে বন্ধনে আবদ্ধ হয় বিষ পানের উদ্দেশ্যে। আর তোমরা ব্রাহ্মণরা অমৃত পান করানোর জন্য পরমাত্মার সঙ্গে বন্ধনে আবদ্ধ হও। এ কতো তফাত। ওরা নরকবাসী বানায় আর তোমরা স্বর্গবাসী বানাও। এই জ্ঞান অমৃতের দ্বারাই মানুষ থেকে দেবতায় পরিণত হয়। আমরা ঈশ্বরের সন্তান হলে তাঁর সাহায্যও পাই। বাবার প্রকৃত সন্তান আর সৎ সন্তান দুইই তো আছে, তাই না? সৎ সন্তানরা এতো সাহায্য পায় না, যা বাবার প্রকৃত সন্তানরা পেয়ে থাকে। বাবার ভালোবাসাও তাঁর প্রকৃত সন্তানদের প্রতিই বেশী থাকে। বাবার প্রকৃত সন্তান না হতে পারলে ভাইয়ের বাচ্চাদেরই ভালোবাসতে হবে বা অন্য ধর্মের সন্তান হতে হবে।

এখন তোমরা বর্ণকেও জানো। যদিও বিরাট স্বরূপ বানানো হয় তবুও তার হিস্ট্রি - জিওগ্রাফি কেউই বলতে পারে না যে এতে কি হয়। এখন বাবা বুদ্ধিয়ে বলেন এই চক্র ঘুরতে থাকে, এতো জন্ম দেবতাদের, আর এতো জন্ম ক্ষত্রিয় বর্ণের। এ কোনো গল্পকথা নয়। তিনি ৮৪ জন্ম প্রমাণ করে বলেন। সতোপ্রধান তারপর সতো, রজো, তমো সকলকে অবশ্যই হতে হয়। দেবতারা যারা একসময় সতোপ্রধান ছিলো তারাই পরে তমোপ্রধান হয়ে গেছে। এখন এই মনুষ্য সৃষ্টির ঝাড় জর্জরিভূত হয়ে গেছে, অর্থাৎ প্রায় কবরে চলে গেছে। এ হলো একেবারে শেষ সময়। সকলেরই পুরনো হিসেব -

নিকেশ শোধ হয়ে যাবে তারপর নতুন জন্ম নিতে হবে। ধন সম্পত্তির হিসেবের খাতা হয়। এখানে হিসেবের খাতা হলো কর্মের। এ হলো অর্ধেক কল্পের খাতা। মানুষ যে পাপ কর্ম করে এসেছে সেই খাতাই চলে এসেছে। এমন নয় যে একবার সাজা ভোগ করলেই সব শোধ হয়ে যায়। তা নয়। পাপ আত্মা কিভাবে হয়? প্রতিদিন কর্মের বোঝা চাপতে চাপতে সম্পূর্ণ তমোপ্রধান হয়ে যায়। আবার অনেকে বলে সন্ন্যাসীরা যখন সন্ন্যাস নেয় তখন তাদের কেন তমোপ্রধান হওয়ার দরকার? কিন্তু বাবা বলেন সে হলো রজোপ্রধান সন্ন্যাস। এখন তোমরা শ্রীমত পাচ্ছো। ও হলো মনুষ্য মত। যেমন মানুষ বলে আমরা মোক্ষ পাই, কিন্তু তা কিভাবে? সমস্ত অভিনেতাকে তো অবশ্যই এখানে হাজির হতে হবে। কেউই এমনি ঘরে ফিরে যেতে পারবে না। গীতাতেও এমন অনেক কথা লেখা আছে। প্রথম কথাই হলো সর্বব্যাপী। এখন তোমাদের বাচ্চাদের ভিতরে বাবার স্মরণই আছে। রচয়িতা বাবা আর সাথে বাবার রচনা। কেবল বাবাই নয়, সঙ্গে তাঁর রচনাকেও স্মরণ করতে হবে। তোমরা নিজের কাজ কারবারও করো আর সঙ্গে মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, শিব বাবার জীবনী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকরকেও জানো। এরপর সঙ্গম যুগের জগদম্বা এবং জগত পিতাকেও জেনেছো। জগদম্বা সরস্বতীকে বলা হয়। তাঁর অনেক চিত্র আছে। বাস্তবে এক মুখ্য হলো জগদম্বা সরস্বতী। এখানে প্রথমে ব্রহ্মা ব্যক্ত থাকেন পরে তিনি অব্যক্ত হন। এই অব্যক্ত রূপের পরে সেই ব্রহ্মাই আবার সাকার মহারাজা শ্রী নারায়ণ হন, তারপর তাঁর ৮৪ জন্ম শুরু হয়। এখন তোমরা কাজ কারবারও করো, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে এমন কোনো পাপ কর্ম করো না যা বিকর্ম হয়ে যায়, নাহলে সর্বগুণ সম্পন্ন হতে পারবে না। এমন গানও মানুষ গায় যে আমি এই নির্গুণের মধ্যে কোনো গুণ নেই। এখন হলো মিথ্যা খণ্ড। সত্য খণ্ড এক বাবাই স্থাপন করেন। এই সময় সমস্ত মানুষই অনাথ।

এখন বাচ্চারা তোমাদের কোনো অপগুণ থাকা উচিত নয়। সবথেকে প্রথম অপগুণ হলো দেহ - অভিমান। দেহী - অভিমানী হতেই অনেক পরিশ্রম। এই দেহ - অভিমানের কারণেই অন্য সব বিকার আসে। অহংকার হলো এক নম্বর শত্রু। বাবা সরাসরি বলেন, বাচ্চারা এবার দেহ অভিমান ছাড়া। আমার তো দেহ নেই। আমি এনার শরীরের মাধ্যমে এসেই বলি। তোমরাও এই শরীরের দ্বারাই শোনো এবং বুঝতে পারো। এখন বেহদের বাবা মত দিচ্ছেন, আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হয়ে যাবে। এমন কোনো পাপ কর্ম করো না যে বদনাম হয় আর পদভ্রষ্ট হয়ে যায়। বাবা বলেন বাচ্চারা, তোমাদের কেউই রাজযোগ শিখিয়ে স্বর্গের মালিক করতে পারবে না। এখন বাবা তোমাদের সত্যিকথা বুঝিয়ে বলেন। তোমরা সেই সত্য বাবার সঙ্গে বসে আছো, সত্যকথা শোনা আর সত্যখন্ডের মালিক হওয়ার জন্য। তাঁর নামই হলো সত্য। সত্য জ্ঞান সাগর। এ তো বাবাই বলেন যে আমি জ্ঞানের সাগর। জ্ঞান সাগরের থেকেই তোমাদের এই জ্ঞান নদীদের উৎপত্তি। তাহলে গঙ্গাকে কিভাবে পতিত পাবনী বলা হবে। পতিত - পাবন তো পরমাত্মাই হবেন, যিনি জ্ঞানের সাগর। ওই গঙ্গা সম্পূর্ণ দুনিয়ায় ছোড়াই যেতে পারবে। এ তো একমাত্র বেহদের বাবার কাজ। তোমরা শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হও। ব্রাহ্মণ হলো শিখা অর্থাৎ সবার উপরে। কিন্তু এখনো সতোপ্রধান বলা হবে না কেননা এখনো সবাই পুরুষার্থী। সকলেই সেবা করছে।

ঈশ্বরীয় সন্তান হওয়ার কারণে ব্রাহ্মণদের খুব মান, কেননা ভারতকে স্বর্গ তোমরাই বানাও। এমন নয় যে লক্ষ্মী - নারায়ণ ভারতকে স্বর্গ বানায়। এ তো বাবাই বানায় ব্রাহ্মণদের দ্বারা নাকি দেবতাদের দ্বারা? পুরনো দুনিয়াতে এসেই বাবাকে নতুন সৃষ্টির রচনা করতে হয়। বেহদের বাবা নতুন বাড়ি অর্থাৎ স্বর্গ বানিয়েছেন। নতুন জিনিসকে পুরনো তো হতেই হবে। লৌকিক বাবাও যখন

নতুন বাড়ি বানায়, সেও একদিন অবশ্যই পুরনো হয়। এমন নয় যে বাবাই পুরনো করে দিয়েছেন। প্রতিটা জিনিস সতাপ্রধান থেকে তমোপ্রধান অবশ্যই হয়। এখন তোমরা দেহের সর্ব ধর্ম ছেড়ে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাবা সমস্ত বাচ্চাদের বলেন যে এখন খেলা সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে। তোমরা ভুলে তো যাও নি। আমি তোমাদের সহজ রাজযোগ শেখাতে এসেছি। আমি আর তোমরা ৫ হাজার বছর আগেও মিলেছিলাম। আমি তোমাদের রাজযোগ শিখিয়েছিলাম। তোমাদের মনে আছে তো। ভুলে তো যাও নি? আমি কল্পে কল্পে এসে তোমাদের বাদশাহী দিই। তোমাদের কড়ি থেকে হীরে তুল্য করে তুলি। বাচ্চারা বলে বাবা, আমরা কি এই চক্র থেকে মুক্তি পাবো না? বাবা বলেন, না। এই সৃষ্টি চক্র হলো অনাদি। যদি এই চক্র থেকেই মুক্তি পেয়ে যাও, তাহলে তো এই দুনিয়াই শেষ হয়ে যাবে। এই চক্র তো অবশ্যই ঘুরতে থাকে। আমি আবার এসেছি। প্রতি কল্পের সঙ্গম যুগে আমি এসে থাকি। দুনিয়ার মানুষ যুগে যুগে কথা লিখে দিয়েছে। তারা বলেও থাকে যে, পতিত পাবন এসো, আমাদের পবিত্র বানাও। সুখধামে নিয়ে চলো। এই পতিত দুনিয়ায় তো দুঃখই দুঃখ। আচ্ছা, আমার কাছে তো দুই ধাম আছে। তোমরা কোথায় যাবে? বাবা বলেন যে সুখধামে তো অনেক সুখ। আর যদি মুক্তিধামে যাও তাহলে এই অভিনয়ে তো অবশ্যই আসতে হবে। কিন্তু যখন স্বর্গের সময় শেষ হয়ে যাবে, তখন আসবে। স্বর্গে কি তোমরা আসতে চাও না? তোমাদের কি স্বর্গে আসার ইচ্ছা নেই? তোমরা কি এই নরকের মায়া রাজ্যেই আসতে চাও? অবশ্য তখনও প্রথমে সত্য হতে হবে, তারপর রজো এবং তমো হবে। যে পবিত্র আত্মা আসে তারা প্রথমেই দুঃখ পায় না। আসা থেকেই অল্প অল্প করে পাপ করতে থাকে। আত্মাদের সত্য, রজো এবং তমো অবস্থার মধ্য দিয়ে পার হতে হয়। তাই এই চক্রকেও বুঝতে হবে। এখনই তোমরা ফাইনাল অবস্থায় যেতে পারবে না। স্কুলেও দেখো ১২ মাস পরে ফাইনাল পরীক্ষা হয়। অন্তিম সময়ে তোমাদের অবস্থা পরিপক্ব হবে। তখন অনেক বৃদ্ধি পেতে থাকবে। কত সেন্টার খোলা হয়েছে। সেন্টারের জন্য তো অনেক বলা হয়। কিন্তু এতো টিচার এখনো তৈরী হয় নি। একনম্বর সময় হলো - অমৃতবেলা। কেউ যদি সকালে আসতে না পারে তাহলে অসুবিধা করেও যেন সন্ধ্যাবেলা আসে। স্কুলেও দুটো শিফট হয়। আচ্ছা বাচ্চারা, বুঝেছো তো?

বাবা সমস্ত সেন্টারের বাচ্চাদের বুঝিয়ে বলছেন। বাচ্চারা তোমরা রাতে ৩পোতামেল লেখো। আজ তোমাদের রেজিস্টার খারাপ তো করো নি? কোনো ভুল তো করো নি? তাহলে বাবার থেকে মার্ফ চাইতে হবে। শিব বাবা আমাকে মার্ফ করো। তুমি কত মিষ্টি। বাবা বলেন, আমি তোমাদের স্বর্গের মাস্টার ভগবান - ভগবতী বানাই। তাই আমার কথা তোমরা শোনো। এক নম্বর নির্দেশই হলো দেহী - অভিমানী হও। বিকারে যেও না। এ হলো মহাশত্রু। এই বিকারকে জয় করতে না পাড়লে পদ ভ্রষ্ট হয়ে যাবে আর কুলকে কলঙ্কিত করবে। মায়া হলো বড়ই প্রবল। এই লড়াই হলো প্রদীপ আর ঝড়ের লড়াই। এখানে তো বাহাদুরী দেখাতেই হবে। আমরা বাবার হয়েছি তাহলে আবার এই মায়া কিভাবে বিঘ্ন করতে পারে। হ্যাঁ, তুফান তো আসবেই, কিন্তু কর্মেন্দ্রিয় দিয়ে কোনো বিকর্ম করো না। অনেক উঁচু পদ প্রাপ্ত করো তোমরা, তাই না? তাই কিছু খেয়াল তো করো। তোমরা যদি কাউকে বলো যে আমরা নর থেকে নারায়ণ হওয়ার জন্য পড়ছি তখন তারা উপহাস করবে। এখানে তো ধারণার প্রয়োজন। এখানে তোমাদের এই কথা পাকা করতে হবে যে আমি হলাম আত্মা, আর যেহেতু আমি আত্মা, তাই সতাপ্রধান হয়ে বাবার কাছেই যাই তারপর বাবাই আমাকে স্বর্গে পাঠান। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি পুরুষার্থের নম্বর অনুযায়ী বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ - ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) নিজের রেজিস্টার যাতে খারাপ না হয় তার দিকে নজর রাখতে হবে । বাবার আঙ্গা অর্থাৎ দেহী - অভিমানী হতে হবে । কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা কোনো ভুল করো না ।

২) সর্বগুণ সম্পন্ন হওয়ার জন্য কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা এমন কোনো পাপ কর্ম যেন না হয় যাতে বিকর্ম হয়ে যায় । পুরানো হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে ।

বরদান : - "কিছুই নতুন নয়" এই যুক্তির দ্বারা সকল পরিস্থিতিতে আনন্দের স্থিতির অনুভব করে সদা অচল - অটল হও ।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদা আনন্দের (মস্তি) স্থিতিতে থাকা আত্মা । মনে যেন সর্বদা এই গীত বাজতে থাকে - "বাহ বাবা আর বাহ আমার ভাগ্য" । দুনিয়ার যে কোনো দোলাচলের পরিস্থিতিতে আশ্চর্য হয়ো না, ফুলস্টপ লাগাও । যা কিছুই হোক না কেন -- কিন্তু কিছুই তোমার জন্য নতুন নয় । কোনো নতুন কথা নয় । ভেতর থেকে যখন অচল স্থিতি হবে, কি বা কেন , এই কথায় মন দ্বিধায় পড়বে না, তখনই বলা হবে অচল - অটল আত্মা ।

স্লোগান :- বৃত্তিতে যখন শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা থাকবে, তখনই শুভ ভাইব্রেশন ছড়াতে পারবে ।

'এক'-এর মন্ত্র স্মরণে থাকলে সবার মধ্যে 'এক' দৃশ্যমান হবেন টিচারদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার

আজ বাপদাদা বাচ্চাদের সংগঠনে এসেছেন তাদের স্নেহের, সহযোগের এবং পরিবর্তনে দৃঢ় সংকল্পের সৌরভ নিতে। বাচ্চাদের খুশিতেই বাপদাদা খুশি। বাচ্চারা, সদা তোমাদের এই অবিনাশী খুশি এবং অবিনাশী এই সৌরভ সঙ্গে রাখার সংকল্প করেছে, তাই না ! স্থাপনার শুরুর দিকে একে অপরকে কি লিখতে আর কি বলতে মনে আছে ? কোন শব্দ লিখতে ? "প্রিয় আদিক্রপ আত্মা"। নিজেকে এবং অন্যকে আত্ম-অভিমानी করার এবং করানোর এটাই সহজ পন্থা। তোমরা নাম- রূপ এইসব দেখতে না। মনে আছে তোমাদের অভ্যাসের সেই দিনগুলো ! কত ন্যাচারাল ছিলো সেই রূপ ! তোমাদের কোনো মেহনত করতে হয়েছে ? প্রারম্ভিক সময়ের এই শব্দের গভীর মর্মার্থ অভ্যাসে রাখলে নিজে থেকেই স্মৃতিস্বরূপ হয়ে যাবে। 'এক'-এর মন্ত্র হলো - এক বাবা, এক ঘর, একমত, একরস, এক রাজ্য, এক ধর্ম, এক নাম- আত্মা, এক রূপ। একের মন্ত্র নিরন্তর স্মরণে থাকলে কি হবে ? সবার মধ্যে 'এক' দৃশ্যমান হবেন। এটা সহজ, তাই না ! যখন তোমাদের মধ্যে 'এক' সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হবেন, তখন যে গান তোমরা গাও "আমার তো আছেন এক বাবা" ...সেটা নিজে থেকেই হবে। এইরকমই সংকল্প করেছে, তাই তো !

বাপদাদা শুধু নয়ন মিলন করতে এসেছেন। বাচ্চারা ডেকেছে তিনি এসেছেন। বাচ্চারা, বাবা তোমাদের স্নেহের রেসপন্স দিয়েছেন। তোমরা যা চেয়েছ তাই হয়েছে, তাই না ! তোমরা সন্দেশে বাবাকে কয়েক মুহূর্তের জন্যে হলেও আসতে বলেছ। সবার সন্দেশ বাবার কাছে পৌঁছে গেছে ! তোমরা সংকল্প করতাই বাপদাদা সেটা শুনেছেন। শব্দে আসার আগেই এটা বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে।

(জয়ন্তী বোনের দিকে তাকিয়ে বাবা বললেন) : বিদেশ থেকে আসা কি সংকেত দেয় ? যখন হৃদয় দূরে নয় তো দেশও দূরে নয় ! হৃদয় অনেক কাছে, এই কারণে একে অন্যের কাছে থাকার এটাও একটা প্রমাণ। তোমরা একে অন্যের সাথে হওয়ার প্র্যাকটিক্যাল রূপ দেখাচ্ছ। এটা অতি প্রিয় বাচ্চাদের অমূল্য হওয়ার লক্ষণ। যারা অনবরত গভীর অনুভূতি এবং প্রবল আগ্রহ প্রত্যক্ষ প্রমাণের সাথে বাড়িয়ে যাচ্ছে তাদের অর্থাৎ নিমিত্ত হওয়া বিশেষ আত্মাদের বাপদাদা অভিনন্দন জানাচ্ছেন। বাবা শুধু তোমাদেরই দেখছেন তা'নয়, যাদের মন এখানে দেহ ওখানে তাদেরও দেখছেন। বাপদাদা এই সংগঠনে সব বাচ্চাদের দেখছেন। যদিও তারা বাবার স্মরণ তাদের কাছে পৌঁছেই যায়, তবুও সব বাচ্চাদের দেখে, যারা স্নেহ-সূত্রের বন্ধনে বেঁধে সদা নিকটে থাকে সেইসব বাচ্চাদের বাপদাদা বিশেষ স্মরণ-স্নেহ বর্ষণ করছেন। এমনিতে বাচ্চারা সাকাররূপে দেশে না থাকলেও কিন্তু তাদের হৃদয় এখানে আছে। বাপদাদা তাদেরও বিশেষ স্নেহ এবং স্মৃতিশক্তির বর্ষণ করছেন। আত্মা।

নির্বৈর ভাইয়ের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:

এই বাচ্চাও বিদেশ যাচ্ছে। তুমি এভার রেডি হয়েছ, তাই না ! একেই বলা হয়ে থাকে মিষ্টি ড্রামা। তোমরা তিন বিন্দুর তিলক উপহার পেয়েছ, ড্রামা অনুসারে যে মুহূর্তে তোমরা সংকল্প করেছে, তিন বিন্দুর তিলক আবার সংযোজিত হয়েছে। তিলক সংযুক্ত আছে আবারও সংযুক্ত হচ্ছে। এই অবিনাশী

তিলক অবিরামভাবে তোমাদের ললাটে লেগে আছে, তাই না ! তিন বিন্দুই একসাথে । সূক্ষ্মবতনে বাপদাদা আগেই এই তিলক দিয়ে তোমাদের স্বাগত জানিয়েছেন । ঠিক আছে ? বিশেষ কোন স্বরূপের দ্বারা সন্দেশ দিতে যাচ্ছ ? কোন্ পাঠ তুমি বিশেষভাবে সবাইকে স্মরণ করিয়ে দেবে ?

"সদা প্রবল আগ্রহে এবং গভীর অনুভূতিতে উড়তে থাকো" -এই বিশেষ পাঠ তোমার অনুভব দ্বারা পড়াও । অনুভব দ্বারা পাঠ পড়লে এটা অবিনাশী পাঠ হয়ে যায় । বিশেষ নতুনত্ব এটাই হোক, অনুভবে থেকে অন্যকে একই অনুভব করানো । শব্দে বা ভাষায় পড়া অনেকদিন ধরে চলেছে । এখন সবার এই পড়া আবশ্যিক । এই বিধির দ্বারা সবাইকে উড়তি কলায় নিয়ে যাও, কারণ সব অথরিটি থেকে অনুভবই সবচেয়ে বড় অথরিটি । যাদের অনুভবের অথরিটি আছে তাদের অন্য কোনো অথরিটি আক্রমণ করতে পারেনা । মায়ার অথরিটি তাদের উপর কাজ করেনা । সুতরাং, চতুর্দিকে চক্কর লাগাতে এই বিধি তোমাদের স্মৃতিতে বিশেষভাবে রেখো । তাহলে এটাই নতুনত্ব হয়ে যাবে, তাই না ! কারণ, যখনই কেউ কোথাও যায় তখন সবাইই কিছু নতুনত্ব আশা করে । বলা এবং নিজে স্বরূপ হয়ে অন্যকে স্বরূপ বানানো, দুটোই একইসঙ্গে সাথে সাথে হতে হবে । এইরকমই তো তোমাদের বেশী পছন্দ, তাই না ? ড্রামা অনুসারে এই সময় যা কিছু নির্ধারিত হয়ে আছে সেটাই সেবার উপযুক্ত সময় মনে করো । তোমাদের অন্যান্য সংকল্প সমাপ্ত হয়ে গেছে, তাই তো ! তোমাদের এভার রেডি হয়ে এক সেকেন্ডের সব প্রস্তুতি হয়ে গেছে, তাই না ! সেখানে সব স্কুল সাধন আছে । সেইসব সাধন তৈরি করা । কিছু থেকে গেলেও সেটা কোন বড় কথা নয় । এমনকি দুটো ডেসেও এখান থেকে চলে যাও তো কোন ব্যাপার নয়; সেখানে রেডিমেন্ট পেতে পারো । তোমাদের সূক্ষ্ম প্রস্তুতি তো হয়ে গেছে, তাই না ? স্কুল প্রস্তুতি কোন বড় ব্যাপার নয় ।

তাদের আনন্দ-সংবাদ দাও । তারা চায় না বিনাশ হোক । তারা মনে করে এই দুনিয়ার স্থাপনাই থাক । বিনাশের ভয় কেন ? কারণ তারা ভাবে তাদের দুনিয়া শেষ হয়ে যাবে, তাই তারা ভীত । কিন্তু নতুন দুনিয়া তো আবারও আসছে । তোমাদের সংকল্পের শুভ সংবাদ যেন তারা পেয়ে যায়, তোমাদের সংকল্পে দুনিয়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ভালোর থেকেও আরও ভালো হচ্ছে; তোমাদের এই সংকল্প আগেই বিশ্ব রচয়িতা বাবার কাছে পৌঁছে গেছে । বিশ্বের মালিক বিশ্বে শান্তি স্থাপনার কাজ করাচ্ছেন । তোমাদের সকলের ইচ্ছে এক বিশ্ব হোক, যেখানে স্নেহ ভালোবাসা থাকবে, কোনো লড়াই ঝগড়া থাকবেনা । এখন সময় এসেছে, তোমরা অর্থাৎ সব আত্মাদের ইচ্ছে পূরণ হওয়ার । যাই হোক, কিভাবে হবে, শুধুমাত্র সেটাই তোমাদের এখন বুঝতে হবে । যখন বিধি যথার্থ তখন সিদ্ধিও হবে । তোমরা সফল হবে, কিন্তু কিভাবে তোমরা অভীষ্ট সাধন করবে, তা তোমরা জানোনা । কনফারেন্সের রেজাল্ট তোমরা আগেই দেখেছ, কিন্তু মন থেকে সেই সংকল্প যায়না । যদি লড়াই-ঝগড়ার বীজ নির্মূল হয়ে যেত তবে আর অস্ত্রশস্ত্র সহজপ্রাপ্য হলেও তাদের কখনও ব্যবহার করতে হতনা, কারণ অস্ত্রের কারণে ক্ষতি হয়না, ক্ষতি হয় ক্রোধের কারণে, ক্রোধই বীজ । সুতরাং, বিধিপূর্বক বীজকেই যদি শেষ করে দেওয়া যায় তবে সাফল্য অনিবার্য, লড়াই-ঝগড়ার বীজ শেষ হয়ে যাবে । সব আত্মাদের ইচ্ছা পূরণের সময় এসেছে এখন । সময় সবার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করছে । গুপ্ত কার্য যা চলছে তা সবাইকে তার নিজের দিকে টানছে, কিন্তু তারা জানেনা কেন তাদের সেই সংকল্প আসছে ! নিজেরা সংকল্প তৈরি করেও সেইসব ইউজ না করার সংকল্প কেন চলছে ? স্থাপনার কার্য তাদের প্রেরণা দিচ্ছে, কিন্তু তারা সেটা জানেনা । এটা তোমরা নিজেরা জানো যে পরিবর্তনের কার্যে বিনাশ ছাড়া স্থাপনা হতে পারবেনা । এটা তাদেরও ভাবনা, তাই না ! তাদের ভাবনাগুলো সহানুভূতির চোখে

দেখে তাদের আনন্দ সংবাদ দাও । যে বিধি তোমরা তাদের শোনাতে তা' হলো শান্তির সাগর দ্বারাই একমাত্র শান্তি স্থাপনা হতে পারে । আমরা সবাই এক । কিসের ভিত্তিতে ব্রাদারহুডের ভাবনা তৈরি হবে ? যাতে তাদের মনে এইরকম ভাবনা না আসে, আর না মেহনত করতে হয় । তারা হাতিয়ার ইউজ করবে কিনা এই ভাবনা সমাপ্ত হলে ব্রাদারহুড হবে । যখন ব্রাদারহুড হয়ে যায়, যাই ঘটুক না কেন বাবা থাকবেনই । খুশির খবরের রূপে তাদের সবকিছু শোনাও । তাদের শান্তির পাঠ পড়তে হবে । (শান্তির বিধিতে অশান্তি শেষ হবে) । কিন্তু শান্তি কিভাবে আসতে পারে ? তার জন্য মন্ত্র দিতে হবে । তোমরা শান্তির পাঠ পড়াও, তাই না ! আমি শান্ত, ঘর শান্ত, বাবা শান্তির সাগর এবং তোমাদের ধর্মও শান্ত । তাহলে তাদের এই পাঠ পড়াও । শান্তির পাঠ, একমাত্র শান্তি ! কয়েক মূহূর্তের জন্য অনুভব তো করবে, তাই না ! দু'এক মূহূর্তের জন্যও যদি তাদের ডেড সাইলেন্সের অনুভূতি হয়ে যায় তবে তারা তোমাকে বারবার থ্যাংকস দেবে । কারণ তারা চরম দুর্দশাগ্রস্ত, তোমাকেই ভগবান মনে করতে শুরু করবে । যার বুদ্ধি যত বেশী হয়রানিও ততবেশী । এইরকম দুর্দশাগ্রস্ত আত্মাদের যদি একমুঠোও প্রাপ্তি হয় তবে সেটাই তাদের জীবনের বরদান হয়ে যায় । কেউ সুযোগ পেলে, কথা বলতে বলতে তাদের শান্তিতে নিয়ে যায় । যদি এক সেকেন্ডের অনুভূতিতেও তাদের নিয়ে যাও তবে তারা অনেক অনেক থ্যাংকস দেবে । এমন বাতাবরণ বানাও যাতে সবাই এমন অনুভব করে যেন শান্তির কিরণ এসে লাগল । যখন তারা এটা এক সেকেন্ড বা আধা সেকেন্ডের জন্যও অনুভব করে, তারা সেটা বায়ুমণ্ডলে অনুভব করে ! বেশি সময়ের জন্য তাতে তারা স্থির হতে পারেনা । এক-আধ সেকেন্ডের জন্য হলেও বায়ুমণ্ডল এইরকম হালকা হয়ে গেলে, তারা অন্তর্মন থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাবে কারণ তারা চরম অস্থিরতার মধ্যে আছে । তাদের দেখে বাপদাদার করুণার উদ্বেক হয় । না তারা রাতে ঘুমাতে পারে না দিনে, আহারও ঠিকভাবে খেতে পারেনা । যেন তাদের ওপর ভারী বোঝা চেপে আছে । "কি হবে, কিভাবে হবে ?" এইরকম আত্মা যদি এক ঝলকও দেখতে পায় তবে তারা এটাকে কি করতে করবে ? তাদের কাছে তো এটা মনে হবে যেন সূর্য নীচে নেমে এসেছে । তারা শুধু ক্ষণিকদৃষ্টি চায় । তারা তো সেই শক্তিকে বেশী সময় ধারণও করতে পারবেনা । এটা তো মাত্র কয়েক সেকেন্ডের ব্যপার, তরঙ্গের আসা যাওয়ার মতো । এইটুকুই যদি অনুভব হয়, তাদের জন্য তাই বেশী । কারণ বৃথা পরিশ্রমে তারা ক্লান্ত । এমনকি সামান্য খড়কুটোর সহায়তাও তাদের কাছে অনেক । আচ্ছা ।

তোমাদের সংকল্প পূর্ণ হয়েছে ? বাচ্চাদের খুশিতেই বাবার খুশি । তোমরা সফলতা মূর্ত, তাই তো ! সাফল্য সবসময় তোমাদের সাথে আছে । বাবা যখন তোমাদের সাথে তখন সফলতা কোথায় যাবে ? যেখানে বাবা সেখানে সর্বসিদ্ধি ।

বিন্দু লাগাতে জানো নাকি বিন্দুর পরেও কোশ্চেন থেকে যায় ? দুনিয়ায় আজকাল এমন বিস্ফোরক ব্যবহার হয় যার সামান্য স্ফুলিঙ্গ বড় সাপের আকার নিয়ে নেয় । এখানেই বিন্দু লাগানো উচিত । সবকিছু বিন্দুতে অন্তর্লীন হয়ে যায় । যদি তাদের সংকল্পে দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে দেওয়া হয় তবে সেটা সাপ হয়ে যায় । দেশলাইও জ্বালিও না, তাহলে সাপও তৈরি হবে না ! বাপদাদা সর্বদা বাচ্চাদের খেলা লক্ষ্য রাখছেন । যা কিছু হয় তার মধ্যেই মঙ্গল নিহিত আছে । 'কেন' 'কি' - এইসবের কোনো প্রশ্ন থাকেনা । যা কিছু তোমার অনুভব করার ছিলো অনুভব করেছে । নিজেকে পরিবর্তন করেছে, সুতরাং, এখন সামনে এগিয়ে চলো । এর অর্থ হলো বিন্দু দেওয়া । সব বিদেশীদেরও এই খেলা সম্পর্কে জানিও । তাদেরও এইরকম কথা ভালো লাগে ।

(দাদীজী এবংদাদীচন্দ্রমণি বাবার পাশে বসে আছেন) : এটাই হলো বরমাত্রীর শোভা, বাবার বিশেষ শৃঙ্গার । তোমাদের সবার সামনে পরিবারের শৃঙ্গার কে ? এই দাদীজীরাই, তাই না ? তোমাদের সবার মনে বিশেষ এই আত্মাদের প্রতি বিশেষ কি সংকল্প থাকে ? তাঁরা চিরজীবী হোন । তাঁরা সদাসর্বদা তোমাদের সবাইকে অমর হওয়ার সহযোগ দিতে থাকেন । একজন দাদীর কিছু হলো তো সবার মনে সংকল্প চলতে থাকে সেই সম্পর্কে, তাই না ! স্কুলভাবে এই নিমিত্ত, ছত্রচ্ছায়ার মতো । বাস্তবে, তোমরা বাবার সুরক্ষিত ছত্রচ্ছায়ায় আছ, কিন্তু নিমিত্ত এই অনুভাবী আত্মারা মাস্টার সুরক্ষিত ছত্রচ্ছায়া । কখনও রোদে বা কখনও বৃষ্টিতে তোমরা ছত্রচ্ছায়াতেই তো যাও, তাই না ? তোমাদের যখন কোনো প্রবলেম হয় তখন তোমরা কি করো ? সাকারে তোমাদের তাঁদের কাছে যেতে হবে । বাবার সাথে মনখুলে অন্তরঙ্গ আলাপ তো করবেই, কিন্তু এখনও তোমরা মধুবনে পত্র লেখ, তাই না ! তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ মানুষ যখন এক্সকারশনে যায়, কিভাবে মাঝখানে মাঝখানে ছাতা লাগিয়ে তার মধ্যে চিত্ত বিনোদনের প্রোগ্রাম করে ! এখানেও এইরকমই । সব জায়গায় ছাতা লাগানো আছে । যখন কোনো প্রোগ্রাম হয় তখন মনোরঞ্জন অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হয় । মধুবনে তোমরা হাসতে, নাচতে, গাইতে থাকো । তাইতো বাপদাদাও আনন্দিত এই দেখে যে বাচ্চারা নিজেদের মধ্যে আনন্দ করছে । এই স্নেহ সবাইকে বাবার প্রতি আকৃষ্ট করে । ঠিক যেমন ইনি নিমিত্ত হয়েছেন তেমনই তোমরাও নিজেদের সর্বস্থানের ছাতা মনে করো । যার জন্য নিমিত্ত হবে, তারা যেন সেফটির সাধন পেয়ে যায় । তারা যেন নির্ভরশীল না হয়, কিন্তু তোমাকে তাদের সহায় হতে হবে । নিমিত্ত হয়ে সহায় হওয়া এবং সহায়তা করা এক জিনিস কিন্তু সহায়ক হয়ে দাতারূপে তাদের সহায়তা করোনা । নিমিত্ত হয়ে সহায় হওয়া আর দাতা হয়ে সহায়তা দেওয়ার মধ্যে প্রভেদ আছে । তুমি নিজেকে সহায় ভাবছ না, কিন্তু অন্যে যদি তোমাকে তার সহায় ভাবে তবুও তো উভয়েরই নাম উল্লিখিত হবে, তাই না ! যথার্থভাবে সেবা মনে করে নিমিত্ত হয়ে যদি সহায়তা দাও তবে সেই সহায়তাই তাদের উত্সাহ –উদ্দীপনা বাড়িয়ে দেবে এবং কোনো রিপোর্ট হবেনা । যাই হোক, অন্যেরা যখন তোমাকে তাদের সবকিছু মনে করে বা তোমাকেই তাদের একমাত্র সহায় মনে করে, তাকেই বলা হয়ে থাকে সহায় দাতা হয়ে সহায়তা করা । সেবা মনে করে সহায়কের সহায়তা দেওয়া আলাদা ব্যাপার । সুতরাং, তোমরা সবাই কোন্ জন ?

অন্তিমে সব পার্টধারী একসাথে স্টেজে আসবে, হয় তারা এই শরীর দ্বারা সেবাধারী অথবা অন্য শরীর দ্বারা সেবাধারী । সব পার্টধারীদের একসাথে স্টেজে আসা অর্থাৎ সমাপ্তির জয়জয়কার, কারণ তাদের পার্ট হলো গুপ্ত রূপে স্থাপনার কাজে সহযোগী হওয়ার পার্ট । তোমরা হলে প্রত্যক্ষ রূপে । তারা গুপ্তরূপে নিজের স্থাপনার পার্ট প্লে করছে, এখন প্রত্যক্ষ হওয়া যাবেনা, কারণ পর্দা ওঠার সময় হলে যখন সবাই এভার রেডি এবং সম্পূর্ণ হয়ে যাবে, তখনই প্রত্যক্ষতা হবে । পর্দা সরলেই তো সমাপ্তি হবে, তাই না ! তোমরা সবাই এইভাবে প্রস্তুত হয়েছ তো ! পর্দা খোলার জন্য সবকিছু প্রস্তুত ? উত্তরাধিকারী-কোয়ালিটির মালা তৈরি হয়েছে এখন ? ১০৮-ও সম্পন্নতার খুব কাছে । তোমরা জানো, পুরোপুরি সম্পন্ন হতে হবে । এমনকি সময়ের হিসেবেও তোমরা সম্পন্নতার কাছে । এইরকম মনে করো ? তার লক্ষণ কি হবে ? মালার বিশেষত্ব কি হবে ? মালা যখন তৈরি হয়ে যায় তখন কি লক্ষণ দেখা যাবে ? তোমাদের মালার বিশেষত্ব হলো একে অপরের সংস্কারের কাছে হওয়া । মালার দানা পরস্পর পাশাপাশি জুড়ে যাওয়া । এইরকম প্রস্তুতি হয়েছে ? যে দানাই তুমি দেখ, যদি তা' ১০৮ তমও হয় তবুও বাকিদের সাথে একসঙ্গে মিলে আছে, তাই না ! তোমরা একসাথে

এইভাবেই জুড়ে আছ। সবাইকে এইরকম উপলব্ধি করাও, তোমরা সবাই মালায় গাঁথা সমান দানা। প্রশ্ন কোরোনা, সবার সংস্কার ভ্যারাইটি হওয়া সত্ত্বেও পরস্পরের কাছাকাছি কিভাবে হবে? না! ভ্যারাইটি সংস্কার হলেও তোমাদের নিকটস্থ হওয়া যেন দেখা যায়। ভ্যারাইটির আধারে নম্বর তো তৈরি হয়ে গেছে কিন্তু দানারা পরস্পরের কাছাকাছি তো! মালা ততক্ষণ তৈরি হতে পারেনা যতক্ষণ দানারা পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকেনা। এমনকি যদি একটা দানাও বেরিয়ে যায় তবে মালা খণ্ডিত হয়ে যাবে, বলা হবে এটা পূজার যোগ্য মালা নয়। দানা যদি একে অপরের থেকে দূরে থাকে তবেও বলা হবে এটা পূজ্য মালা নয়। ১০৮ তম দানাও যদি একটু দূরে থাকে তবে মালা রেডি হতে পারবেনা। আচ্ছা।

বরদান:- সর্বশক্তিকে নিজের অধিকারে রেখে সহজ সফলতা প্রাপ্ত করে মাস্টার সর্বশক্তিমান ভব

মাস্টার সর্বশক্তিমানের সীটে যত সেট হবে ততো এই সর্বশক্তি তোমার অর্ডারে থাকবে। যেমন, স্থূল কর্মেন্দ্রিয়কে যখন তুমি যে সময় যেভাবে অর্ডার দাও সেভাবেই তোমার অর্ডার অনুযায়ী কাজ করে। যদি এই সর্ব শক্তি এখন থেকে তোমার অর্ডারে থাকে তবে অন্তিমে সাফল্য প্রাপ্ত করতে পারবে, কারণ যেখানে সর্বশক্তি আছে, সেখানে জন্মসিদ্ধ অধিকার রূপে সফলতাও আছে।

স্লোগান:- আকারী এবং নিরাকারী স্থিতিতে সহজস্থিত হতে হ'লে নিরহংকারী হও।

মিষ্টি বাচ্চারা -- এখন তোমরা এই বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত করেছ, তোমরা এই জ্ঞানকে বুদ্ধিতে রেখে সদা হর্ষিত থাকো ।

প্রশ্ন : -এখন বাচ্চারা তোমাদের খুব জবরদস্ত ভাগ্য তৈরী হচ্ছে - কিসের ভাগ্য এবং কীভাবে ?

উত্তর : - এখন তোমরা শ্রীমতে চলে ২১ জন্মের জন্য বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্ষা নিচ্ছ । বাবার শ্রীমতে চলে তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হচ্ছে, এ হলো তোমাদের জবরদস্ত ভাগ্য। তোমরা ৮৪ জন্মগ্রহণকারী বাচ্চারা এই চক্র সম্পূর্ণ করে এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ এরপর দেবতা হবে । তোমরা তখনই উচ্চ ভাগ্যের অধিকারী হবে, যখন তোমরা বুদ্ধিযোগ আর জ্ঞান বলের দ্বারা মায়া রাবণকে জয় করতে পারো । তোমাদের বুদ্ধিতে এই বিষয়টি আছে যে আমরা বাবার কাছে এসেছি নিজেদের ভাগ্য বানাতে অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের পদ লাভ করতে ।

গীত :- ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি

ওম শান্তি । এ হলো ভগবানের পাঠশালা । এখানে ভগবানুবাচঃ হয় বাচ্চাদের প্রতি । গানের প্রথম লাইন ভাগ্য জাগিয়ে এসেছি -- এই ঈশ্বরীয় পাঠশালা বা বেহদের পাঠশালায় । ভগবান তো একজনকেই বলা হয় । ভগবান অনেক হয় না । সমস্ত আত্মাদের বাবা একজনই । এখন এক বাবা আর অনেক বাচ্চাদের এ হলো সংগঠনের মেলা । জ্ঞান সাগর আর জ্ঞান নদী । জলের সাগরকে কিন্তু জ্ঞান সাগর বলা হবে না । জ্ঞান সাগর থেকে জ্ঞান নদীদের উৎপত্তি, তাদেরই এই মেলা । সে হলো ভক্তি আর এ হলো জ্ঞান । জ্ঞান বলা হয় ব্রহ্মার দিন অর্থাৎ সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগকে আর ভক্তি বলা হয় ব্রহ্মার রাত দ্বাপর আর কলিযুগকে । সত্যযুগ আর ত্রেতা যুগের অর্থ হলো সঙ্গতি । সুখধামে যেতে হয় । আর এই সঙ্গতি তো একমাত্র বাবাই করবেন । তিনিই হলেন সঙ্গতি দাতা । তোমাদের এখন সঙ্গতি হচ্ছে, অর্থাৎ পতিত থেকে পবিত্র হচ্ছে । তোমরা রাজযোগ শিখে তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হচ্ছে । সতোপ্রধান হলেই তো স্বর্গে যেতে পারবে । এরপর তোমরা কিভাবে সতোপ্রধান থেকে তমোপ্রধান অবস্থায় আসো - এ তো হলো চক্র । ভারত একসময় স্বর্গ ছিল, সেখানে লক্ষ্মী - নারায়ণের রাজ্য ছিল । এখনো এমন অনেক মন্দির বানানো হয় । সত্যযুগে এনারা অবশ্যই ছিলেন । এখন তো হলো কলিযুগ । সত্যযুগে মহারাজা - মহারানী আর প্রজা সকলেই পবিত্র ছিলেন । লক্ষ্মী - নারায়ণকে মহারাজা - মহারানী বলা হয় । এনারাই ছোটবেলায় মহারাজকুমার শ্রীকৃষ্ণ আর মহারাজকুমারী রাধা ছিলেন ।

বর্তমানে লোকে বলে কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী । অষ্টমী কেন বলা হয়েছে ? শাস্ত্রের যে সার তা তোমাদের বোঝানো হয় । চিত্রতেও দেখানো হয় যে বিষ্ণুর নাভি থেকে ব্রহ্মা নির্গত হয়েছে । এমন নয় যে বিষ্ণু বসে ব্রহ্মার দ্বারা শাস্ত্রের সার বোঝান । না, তা নয় । পরমপিতা পরমাত্মা শিব পরমধাম থেকে এসে ব্রহ্মা তনের আধার নিয়ে তোমাদের এই রহস্য বুদ্ধিয়ে বলেন । মানুষ এতো পরিশ্রম করে, ভক্তি করে, কিন্তু কিছুই পায় না, তাই ভগবান বলেন - যখন ভক্তি সম্পূর্ণ হয় তখনই আমি আসি, কেননা তখন তোমাদের সম্পূর্ণ দুর্গতি হয় । সত্যযুগ এবং ত্রেতায় তোমরা তোমাদের রাজ্য - ভাগ্য পাও । সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী ...তারপর তোমরা নামতে থাকো । এইসব কথা বুদ্ধিতে স্মরণ রাখতে হবে ।

বাচ্চারা, তোমাদের এখন এই সম্পূর্ণ বিশ্বের আদি - মধ্য এবং অন্তের জ্ঞানের আলো প্রাপ্ত হয়েছে, আর কারোর বুদ্ধিতেই এই প্রকাশ নেই। তোমরা জানো যে সবার ওপরে হলেন শিব বাবা। তারপরে সূক্ষ্মবতনে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শংকর আর এই স্থূলবতনে হল এই মনুষ্য সৃষ্টি। মনুষ্য সৃষ্টিতেও প্রথমে জগৎ - অশ্বা, জগৎ - পিতার নামের গায়ন আছে। সূক্ষ্মবতনে কেবল ব্রহ্মাকে দেখানো হয়। তাঁদেরকে বলা হয় ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ, বিষ্ণু দেবতায় নমঃ। এখানে যে ব্রহ্মা আর সরস্বতী আছেন, তাঁরা কারা? ব্রহ্মার অনেক মহিমা। ব্রহ্মার কন্যা তো হল তোমরাই। প্রজাপিতা তো অবশ্যই এখানেই হবে। সূক্ষ্মবতনে তো আর হবে না। বাবাকে প্রজাপিতার দ্বারাই জ্ঞান দিতে হবে। বিষ্ণু বা শংকরকে জ্ঞানের সাগর বলা হয় না। বাবাকে তো শ্রী শ্রী বলা হয়। তিনি হলেন শ্রেষ্ঠর থেকেও শ্রেষ্ঠ, উঁচুর থেকে উঁচু ভগবান। তিনিই রচনা করেন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণের, তাঁরাই স্বয়ম্বরের পরে মহারাজা শ্রী নারায়ণ আর মহারানী শ্রী লক্ষ্মী হন। সত্যযুগে তাঁদেরই রাজ্য চলতে থাকে। ত্রেতায় হলো রাম - সীতার রাজ্য। সত্যযুগকে স্বর্গ বলা হয় তারপর দুই কলা কম হয়ে যায়। ১৬ থেকে ১৪ কলায় এসে যায়, তারপর দ্বাপর থেকে ভক্তি মার্গ শুরু হয়। এখন বাবা বলেন - বাচ্চারা আমি তোমাদের সঙ্গতিতে নিয়ে যাই। ভারত পবিত্র ছিলো তারপর তাকে পতিত কে বানালো? রাবণ বানিয়েছে। তাই আমাকেই কল্পে কল্পে আসতে হয়। পতিতদের পবিত্র বানাতে হয়। তোমরা এখানে এসেছ ভাগ্য বানাতে অর্থাৎ বিশ্বের মালিক হতে। বাবা বোঝান যে এই কথা বুদ্ধিতে রাখো যে তোমরাই দেবী - দেবতা ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ আবারও দেবতা হবে। এ হলো ডিগবাজির খেলা। প্রথমে হলো টিকি বা শিখা, তার ওপরে আছেন শিব বাবা, তারপর এই ব্রাহ্মণ রচনা হয়েছে, দওক নিয়েছেন। যেমন বাবা হলেন বাচ্চাদের পিতা, সে হল হদের পিতা, আর ইনি হলেন বেহদের। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে গ্রেট গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার বলা হয়। এই সঙ্গম যুগেই তাঁর মহিমা, যখন শিব বাবা এসে দওক নেন - - ব্রহ্মা - সরস্বতী আর বাচ্চারা তোমাদের। এখন তিনি আবার তোমাদের পবিত্র করছেন। তোমরা জানো যে আমরা আবার বাবার থেকে নতুন করে আশীর্বাদী বর্ষা নিতে এসেছি। কল্প কল্প আমরা এই বর্ষা নিয়ে এসেছি। এরপর যখন রাবণ রাজ্য শুরু হয় তখনই পতন হতে শুরু হয়, অর্থাৎ মানুষ পবিত্র থেকে পতিত হতে শুরু করে। এখন সমস্ত সৃষ্টিতেই রাবণ রাজ্য, সকলেই দুঃখী, সকলেই শোক বাটিকাতে আছে। সত্যযুগে দুঃখের কোনো কথাই থাকে না।

আজ হলো কৃষ্ণের জন্মাষ্টমী। কথিত আছে, দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান হলেন শ্রীকৃষ্ণ। এখন গর্ভে কৃষ্ণ কি জন্ম নেবে? কৃষ্ণের তো জন্ম হয় সত্যযুগে। মানুষ তাঁকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। তাহলে এ তো গল্পকথা হল। এখন তোমরা বাচ্চারা জানো যে কৃষ্ণ কি করে ৮৪ জন্ম নেন। এখন এই অন্তিম জন্মে তিনিও এই ঈশ্বরীয় পড়াই পড়েন। সত্যযুগে কৃষ্ণের মা বাবার তো আটটি সন্তান হয় না। এই শাস্ত্রও নাটকের নিয়ম অনুসারে সব আগে থেকেই বানানো আছে। এখন বাবা সমস্ত শাস্ত্রের সার বুদ্ধিয়ে বলেন। ভগবান উবাচঃ - তোমাদের এই জ্ঞান শোনান। এখানে গান বা শ্লোকের কোনো বিষয় নেই। এ হল পড়া। বাকি সমস্ত শাস্ত্র ইত্যাদি সবই ভক্তিমার্গের সামগ্রী। ভক্তি শুরু হওয়ার প্রথমেই সোমনাথের মন্দির বানানো হয়। প্রথমে দিকে শিবের অব্যভিচারী ভক্তি হয়, আর এ হল শিব বাবার অব্যভিচারী জ্ঞান, যার সাহায্যে তোমরা পবিত্র হও। ভক্তির পরে বৈরাগ্যের গায়ন আছে। তোমাদের এই সম্পূর্ণ পুরানো সৃষ্টির প্রতি বৈরাগ্য আছে। পুরানো সৃষ্টির অবশ্যই বিনাশ হবে তখনই নতুন সৃষ্টির স্থাপনা হবে। এ হলো সেই মহাভারতের লড়াই যা আগের কল্পেও হয়েছিলো। মুসল ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা হয়েছিল তা আবারও হবে। দেবতারা কখনোই পতিত দুনিয়ায় তাঁদের চরণ রাখেন না। মানুষ মহালক্ষ্মীর আবাহন করে থাকে। প্রতি বছর তাঁর থেকে

ধনের কামনা করে। লক্ষ্মী - নারায়ণ দুজনে হল একসঙ্গে। মহালক্ষ্মীর চার হাত দেখানো হয়। দীপমালা দিয়ে তাঁর পূজা করা হয়। প্রতি বছর ভারতবাসীরা ভিক্ষাই করে। এ হলো বিষ্ণুর দুই রূপ। মানুষ এইকথা কেউই জানে না। এই সময় আছেন প্রজাপিতা আদি দেব আর জগদম্বা আদি দেবী। এখন শ্রীমতে চলে তোমাদের সমস্ত মনোকামনা পূরণ হয়। তোমরা ২১ জন্মের জন্য রাজ্য - ভাগ্যের অধিকার নাও। এই ব্রহ্মা হলেন সাকারী পিতা আর শিববাবা হলেন নিরাকারী পিতা। আশীর্বাদী বর্ষা তোমরা শিববাবার থেকেই পাবে। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তোমরা ২১ জন্মের জন্য আশীর্বাদী বর্ষা পাচ্ছে। কতো বড় ভাগ্য তোমাদের। তোমরা এও জানো যে এখানে তারাই আসবে যারা ৮৪ জন্মের চক্র আবর্তন করেছে, তারাই এসে ব্রাহ্মণ হবে, সেই ব্রাহ্মণই আবার দেবতা হবে।

এখন বাচ্চারা তোমরা কার জন্মদিন পালন করবে? তোমাদের জ্ঞানের সঙ্গে লক্ষ্মী - নারায়ণের জন্মদিন পালন করা উচিত। তাঁরাই ছোটবেলায় রাধা - কৃষ্ণ ছিলেন। তাই দুজনেরই পালন করা উচিত। কেবলমাত্র কৃষ্ণের কেন? মানুষ তো কৃষ্ণকে দ্বাপর যুগে নিয়ে গেছে। রাধা এবং কৃষ্ণ দুজনেই আলাদা পরিবারের। এনারা যখন একই, তখন তো একসঙ্গেই জন্মদিন পালন করা উচিত। নাহলে মানুষ তো বুঝতেই পারে না, কৃষ্ণের জন্ম কবে হয়েছিল? তোমরা এখন জানো যে কৃষ্ণের জন্ম সত্যযুগের শুরুতে হয়েছিলো। রাধার জন্মও সত্যযুগের শুরুতেই হয়েছিলো। তাঁদের ২ - ৪ বছরের তফাত ছিল। তোমাদের জন্য সবথেকে সর্বোত্তম হলো শিব জয়ন্তী। আমার তো এক শিব বাবা, দ্বিতীয় আর কেউ নয়। তোমরা এখন দেবতা হতে চলেছ। লক্ষ্মী - নারায়ণ, রাম - সীতা হতে চলেছ। এও বোঝানো হয় - রাম - সীতাকে ক্ষত্রিয়, চন্দ্রবংশী কেন বলা হয়। যারা পাস করতে পারে না, তারা চন্দ্রবংশী ঘরানাতে আসে। এ হলো মায়ার সাথে যুদ্ধ। এই যুদ্ধের ময়দানে তোমরা রাবণের ওপর বিজয় প্রাপ্ত করো। বাকি পাণ্ডব আর কৌরবদের লড়াই নয়। তোমাদের মায়াকে জয় করতে হবে। বাবা আত্মাদের বলেন - আমাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের বিকর্ম বিনাশ হবে আর মায়াকেও জয় করতো পারবে। বুদ্ধিমোগ বল আর জ্ঞানের শক্তির দ্বারা এই মায়ার ওপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হবে। ভারতের প্রাচীন যোগবল বিখ্যাত, যার দ্বারা তোমরা রাবণের ওপর জয়লাভ করে রাজ্য পাও। এ হলো অনেক বড় ভাগ্য। মুখ্য কথা হলো বেহদের বাবা আর ২১ জন্মের সদা সুখের আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করতে হবে। এক সেকেন্ডেই স্বর্গের বাদশাহী। যতক্ষণ বাবার পরিচয় বুদ্ধিতে না আসে ততক্ষণ কিছুই বুঝতে পারবে না। এখানে কোনো সাধু - সন্ত ইত্যাদি নেই। না কেউ গীতা ইত্যাদি শাস্ত্রও শোনায়। যেমনভাবে সাধুরা শুনিয়ে থাকে। গান্ধীজীও গীতা শোনাতে তারপর গাইতেনও পতিত - পাবন সীতারাম। এই গীতা তো ভগবান গেয়েছেন। যদি গীতার ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হন তাহলে মানুষ রাম সীতাকে কেন স্মরণ করে? বাস্তবে সীতা হলে তোমরাই, রাম হলেন নিরাকার ভগবান। সকলেই ভক্ত তাই তারা ডাকতে থাকে হে রাম, হে ভগবান তুমি এসে আমাদের এই সীতাদের পবিত্র করো, তারপর তারা রঘুপতি রাঘব রাজা রাম বলে দেয়। মানুষ এইসব শোনা কথাই ধরে রেখেছে। আবার গঙ্গাকেও পতিত - পাবনী কেন বলা হয়! ভক্তিমার্গে অনেকেই গঙ্গা স্নানে যায়। বছর বছর মেলার অনুষ্ঠানও করে। সেই মেলায় গিয়ে তারা বসেও যায়। তোমরা বসে আছো জ্ঞানের সাগরের কাছে। দুনিয়ার মানুষ তো গঙ্গার জলে স্নান করে আসে। এতে কেউ পবিত্র তো হয়ই না, পতিতই হতে থাকে। তোমরা এখন জ্ঞানমার্গে আছ। তোমরা এখন ওখানে যাবে না। প্রকৃত সঙ্গম হলো এটাই, যেহেতু আত্মা - পরমাত্মা বহুকাল আলাদা রয়েছে। পরমপিতা পরমাত্মার থেকে কারা অনেক সময় ধরে আলাদা হয়ে যায়? যারা প্রথমের দিকে

সত্যযুগে থাকে, অবশ্যই তারা প্রথমে ভগবানের সাথে মিলিত হবেন, তারাই তো প্রথমে আসবেন । এখানে অবশ্যই পড়তে হবে । যারা এই স্কুলেই আসবে না তারা আর কি শুনবে ? ওহ্য পয়েন্টস তারা কি করে বুঝবে । কেউ আবার বলে - সময় নেই । বাবা বলেন - এই হলো সত্যিকারের কামাই আর ও সব হলো মিথ্যা । তোমরা তো পদে পদে ভাগ্যবান হও । বাকি এই সময় এখানে তো মিথ্যা সাহকারী । যতই লাখপতি বা কোটিপতি থাকুক না কেন । গভর্নমেন্টও তাদের থেকে ধার নিয়ে থাকে । এ সবই তো মিথ্যা মায়া মিথ্যা সব সংসার । বাবা বসে বোঝান বাস্তারা আমি তোমাদের কতবড় সাহকার (বিত্তশালী) বানাই । এখন রাবণ তোমাদের কত দুঃখী করে দিয়েছে । এখন এই রাবণকেই জয় করতে হবে । লড়াইয়ের কোনো কথা নয় । লড়াই করে এই বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । তোমরা যোগবলের দ্বারা এই বিশ্বের মালিক হয় । বাবাই যোগ শেখান, তাই এনার আত্মাও সেই যোগ শেখেন । বাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে তোমাদের জ্ঞানের কথা শোনান । তিনি বলেন, আমি তো জন্ম - মরণ রহিত । বাবা হলেন বেহদের বাবা । তিনি এই বেহদের রহস্য বোঝান যে তোমাদের এই মায়া কি কি করিয়েছে । তোমরা এই পাঁচ বিকাররূপী ভূতের অধীন হয়ে গেছ, তোমাদের কি অবস্থা হয়েছে ! তোমরা কত ধনবান ছিলে । ভক্তিমাগে অকারণে খরচ করে করে তোমাদের কি অবস্থা হয়ে গেছে । এখন এই ভক্তির পরে ভগবান এসে তোমাদের স্বর্গের বাদশাহী দেন, তাই এই সন্নতি করানোর জন্য বাবাকেই আসতে হয় । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত ।
রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার : -

১) প্রতি পদে ভাগ্যশালী হওয়ার জন্য প্রকৃত কামাই করতে হবে । পড়াতে কোনো রকম সময়ের বাহানা করা চলবে না । এমন নয় যে পড়ার জন্য কোনো সময় নেই । রোজ অবশ্যই এই ঈশ্বরীয় পড়া পড়তে হবে ।

২) এক বাবার অব্যভিচারী স্মরণে থেকে আত্মাকে সতোপ্রধান বানাতে হবে । "আমার তো এক শিব বাবা ...দ্বিতীয় আর কেউ নেই" এই পাঠ পাকা করতে হবে ।

বরদান : - শুদ্ধ সংকল্পের আবরণের দ্বারা সদা ছত্রছায়ায় অনুভূতি করে এবং অন্যকে করানোর জন্য দৃঢ় সংকল্পধারী হও ।

তোমার একটি শুদ্ধ বা শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী সংকল্প অনেক কামাল করতে পারে । শুদ্ধ সংকল্পের বন্ধন বা আবরণ দুর্বল আত্মাদের জন্য ছত্রছায়া হয়ে সেক্ষিত্র উপকরণ বা দূর্গে পরিণত হতে পারে । কেবল এর অভ্যাস কালে প্রথমে মনযুদ্ধ চলতে পারে, ব্যর্থ সংকল্প শুদ্ধ সংকল্পকে খন্ডন করতে থাকে কিন্তু যদি দৃঢ় সংকল্প করো তাহলে তোমার সাথী হলেন স্বয়ং বাবা, বিজয়ের তিলক সর্বদাই আছে, কেবল একে ইমার্জ করো তাহলেই ব্যর্থ স্বতঃ মার্জ হয়ে যাবে ।

স্লোগান :- ফরিস্তা স্বরূপের সাক্ষাৎকার করানোর জন্য শরীর থেকে পৃথক থাকার অভ্যাস করো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমাদের নিজের দিব্য মিষ্টি চলন দ্বারা বাবাকে শো করতে হবে, সবাইকে বাবার পরিচয় দিয়ে বর্ষা প্রাপ্তির অধিকারী করতে হবে "

প্রশ্ন:- যে বাচ্চারা দেহী-অভিমানী হয়, তাদের লক্ষণগুলি কিরূপ হবে ?

উত্তর:- তারা অনেক মিষ্টি ও লাভলী হবে। তারা শ্রীমৎ অনুসারে এক্যুরেট চলবে। তারা কোনো কাজে অজুহাত দেখাবে না। সর্বদা 'হ্যাঁ জি' বলবে। কখনো 'না' বলবে না। যেখানে দেহ অভিমানীরা ভাবে এই কাজ করলে আমার সম্মান যাবে। দেহী অভিমানী সর্বদা বাবার আদেশ অনুসারে চলবে। বাবার পূর্ণ রূপে রিগার্ড রাখবে। কখনো ক্রোধের বশে বাবার অবজ্ঞা করবে না। তাদের নিজের দেহের প্রতি কোনো মমত্ব থাকবে না। শিববাবার স্মরণে থেকে নিজের ভাগ্যকে সমৃদ্ধ করবে, ভাগ্য খারাপ করবে না।

গান :- ভোলানাথের চেয়ে অনুপম নহে যে কেহই.... ।

ওমশান্তি। এই বিশাল দুনিয়ায় ভারত হল বিশেষ এবং ইউরোপ হলো সাধারণ, কারণ ভারত তো প্রাচীন কিনা। এইসব তো বুঝতে পারো যে আসলে ভারতই ছিল। সর্ব ধর্মের লোকেরা জানে যে আমরা একে অপরের পর পর এসেছি, আমাদের পূর্বে ভারত-ই ছিল। এ তো বোঝার কথা কিনা। তোমরা জানো যে ভারত হলো প্রাচীন। সেসময় ভারত ধনসম্পদ বহুল ছিল, নাম ছিল স্বর্গ। এইসময় কোনো মানুষ বাবাকে জানেনা শুধুমাত্র তোমরা ছাড়া। তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। তো প্রত্যেকে নিজেই বুঝতে পার যে বেহদের বাবার পরিচয় কারোর জানা নেই। ভক্তি করে, আহবান করে। কিন্তু বাবার বায়োগ্রাফি কেউ জানেনা। গায়ন আছে ফাদার শো'জ সান, সান শো'জ ফাদার। এখন তোমাদেরই বাবাকে শো' করতে হবে। ফাদার নিজের শো' করতে পারেন না। ফাদার তো বাইরে যাবেন না। তোমাদেরই বাবার পরিচয় দিতে হবে। এটিও বোঝো যে বেহদের বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। ওঁনাকে জানলে আশ্চর্য হবে যে ভগবানের সন্তান হয়ে দুঃখে, আয়রন এইজে কেন আছে ? এই প্রশ্নটিও তোমরা জিজ্ঞাসা করবে। প্রথম প্রশ্নটিই করবে যে তোমাদের পরম পিতা পরমাত্মার সঙ্গে কি সম্বন্ধ ? যে এই প্রশ্ন করবে উত্তরও নিশ্চয়ই তার জানা আছে! উত্তর জানা না থাকলে তো জিজ্ঞাসা করবে না ! তোমরা একথা জিজ্ঞাসা করতে পারো। সাধারণ ভাবে তো সবাই বলে যে ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী। কিন্তু সর্বব্যাপীর তো কোনো অর্থই নেই। দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা বলা হয়ে থাকে। দুঃখ নিবারণকারী, সুখ প্রদাতা তো একজন কেউ চাই তাইনা। তোমরা সামান্য টাচ করলেই (বোঝা এই) বুঝবে যে সত্যযুগে সুখই সুখ ছিল। এখন তো দুঃখই দুঃখ। সুতরাং সকলের দুঃখ বাবা মিটিয়েছেন নিশ্চয়ই। এই কথাটি খুবই সহজ। তোমরা বুঝতে পারো আমরা পারলৌকিক মাতা পিতার সন্তান হয়েছি। এই জ্ঞানের কথা এখানেই চলে, সত্যযুগে চলেনা। সেখানে না জ্ঞান আছে, না অজ্ঞানতা আছে। জ্ঞানদাতা সেখানে কেউ নেই। জ্ঞান দ্বারা তো প্রালব্ধ প্রাপ্ত হয়। তোমরা এখন জ্ঞান দ্বারা প্রালব্ধ প্রাপ্ত করো নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। দেহী-অভিমানী হওয়া পরিশ্রমের কাজ। শিববাবার সেবায় যে তৎপর থাকবে সেই দেহী অভিমানী হতে পারবে। দেহ অভিমান এলে রূহানী সৌরভ নষ্ট হয়ে যায়। তাদের চলন দ্বারাই বোঝা যায় তারা হল দেহ অভিমানী। দেহী অভিমানীরা খুব মিষ্টি লাভলী হয়। আমরা হলাম এক পিতার সন্তান

ভাই ভাই । নিজেদের মধ্যে ভাই বোনের সম্পর্ক রয়েছে। দুজনেই শ্রীমৎ অনুসারে এক্যুয়েট চলে। এমন নয় একজন চলে আর অন্য জন অজুহাত দেখিয়ে বসে থাকবে। শ্রীমৎ অনুসারে না চললে বাবা কখনোই নিজের সন্তান বলে সম্বোধন করবেন না। বাইরে যতই বাচ্চা বলবেন কিন্তু অন্তরে জানবেন যে এই বাচ্চাটি আঙুকারী নয় , তারা কি পদ পাবে ! বাপদাদা দুটোই বোঝেন। শ্রীমৎ অনুসারে চলেন। দেহ অভিমানের দরুন শ্রীমৎ অনুসারে চলেন। দেহী অভিমানী মিষ্টি হবে। এই অসুরি দুনিয়া কত কটু। মাতা পিতা ভাই বোন সবাই কটু। এখানেও যারা দেহ অভিমানী হয় তারা কটু হয়। এখন তোমরা তো দেহী অভিমানী হচ্ছে। কেউ তো তমোপ্রধান থেকে তম-তে পরিণত হয়েছে কেবল প্রধানতা দূর হয়েছে। কেউ রজ-তে পৌঁছেছে। সতো-তে কেউ কেউ প্রবেশ করেছে । এমন নয় ধীরে ধীরে আসবে। কত দিন ধীরে ধীরে চলবে ! দেহী অভিমানীর কখনো দেহের অভিমান থাকবেনা যে এই কাজটি আমি কেন করবো, এইসব করলে সম্মান যাবে। তোমরা পাকিস্তানে ছিলে তো বাবা বাচ্চাদের শেখানোর জন্য সব কাজ করতেন - যাতে দেহ অভিমান না থাকে। দেহ অভিমানী হলেই সর্বনাশ হয়। বাইরে যারা প্রজা পদ পাবে, তাদের চেয়েও নীচে পতন হয়। প্রজাতে যারা ধনী হবে তারাও চাকর বাকর পাবে। এরা তো আরোই সেখানে গিয়ে চাকর বাকর হয়ে যায়। এর চেয়ে ঐ সাহকার অর্থাৎ ধনী হওয়াও ভালো । বুদ্ধি দ্বারা কাজ করতে হয় । সুতরাং বোঝা যায় যারা বাবার সন্তান হয় না, বাবার সাহায্যকারী হয়, তারাও সমৃদ্ধ ধনী হয়। তাদের চাকরি ইত্যাদি করার দরকার হয়না। এখানে তো চাকরি করতে হয়। ভবিষ্যতে গিয়ে রাজ্য ভাগ্য (মুকুটের) প্রাপ্তি হবে। দণ্ড ভোগ দুই পক্ষই করে ! এই সব কথা জ্ঞানী আত্মারাই বুঝতে পারে। অজ্ঞানীরা দেহ অভিমানী হয়। তাদের চলন ঐরকম হয়। বুঝতে পারা যায় তারা কোনো কাজের নয়। এখানে বাচ্চাদের শ্রীমৎ অনুসারে চলতে হয়। নাহলে মায়া বশ করে নেয়। অবিলম্বে দেহ অভিমান জাগ্রত হয়ে যায়। দেহ অভিমান শেষ করে দেহী অভিমানী হওয়াতেই সব পরিশ্রম । এখানে যারা থাকে তাদের তো তবুও ব্রাহ্মণদের সঙ্গ রয়েছে। বাইরের দুনিয়া তো খুবই খারাপ। জ্ঞানে থাকতে হলে সঙ্গ এমন হওয়া উচিত যেন ফাস্ট ক্লাস ; যাতে রহানী রং পুরো লেগে যায়। দেহ অভিমানীদের সঙ্গ লাগলে সবকিছু একেবারে মাটি হয়ে যায়। তখন আঙুা অনুযায়ী চলেন। বাবা বলেন যদি আমাকে এসে জিজ্ঞাসা করো, আমি বলবো তোমরা তো হলে আঙুকারী সন্তান । নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে অনেকেই ভালো রয়েছে যারা অন্যদের মনে আনন্দ দেয়। দুনিয়াতে তো বড়োই দুঃখ কষ্ট রয়েছে। খুন মারামারি অনেক আছে, তবেই তো কাঁটার জঙ্গল বলা হয়। তোমরা এর থেকে দূরে সরে এসেছ। এখন তোমরা রয়েছ সঙ্গমে। বুদ্ধিতে আছে আমরা গৃহস্থে থেকে সঙ্গমে আছি। এখন আমরা কাঁটা থেকে ফুলে পরিণত হই । কাঁটা থেকে পল্লবিত হচ্ছি। আমরা ঐ জঙ্গলের মানুষদের চেয়ে আলাদা, আমরা হলাম রিলিজিয়াস (ধার্মিক) । দুনিয়াতে রিলিজিয়াস শুধু তোমরাই, তাও নম্বর অনুযায়ী পুরুষার্থ অনুসারে। যারা বাবার পরিচয় জানেনা তারা ইরিলিজিয়াস। এই সময় সবাই ইরিলিজিয়াস। বিশেষ করে ভারত। বলে আমরা ধর্ম জানিনা তবে তো অধর্মী হল তাইনা ! ধর্মী ও অধর্মী। পাণ্ডব ও কৌরব । পাণ্ডবদের কোনো স্কুল যুদ্ধ নেই। আমাদের তো মায়ার সঙ্গে গুপ্ত যুদ্ধ হয়, যা কেউ জানেনা। আমরা যদি বাবাকে স্মরণ না করি মায়ার থাপ্পর লেগে যাবে, তুফান আসবে। বাবা বলেন এখন তোমাদের মুখটি রয়েছে ঐ দিকে অর্থাৎ স্বর্গের দিকে আর পা দুটি রয়েছে এই দিকে। সর্বদা নতুন দুনিয়াকে স্মরণ করা উচিত। গৃহস্থে তো থাকতে হবে। বাবা বলেন নির্বন্ধন থাকার চেয়ে গৃহস্থীদের অবস্থা বেশী ভালো। সবাই তো একরকম হতে পারবেনা। নম্বর অনুসারে আছে। স্কুলে কেউ একরকম নম্বর নেয় কি! এও তো

হল বেহদের স্কুল । বাবা সব সেন্টারের বাচ্চাদের খেয়াল রাখেন, একেই বলে বিশালবুদ্ধি। বিশালবুদ্ধি তখনই হওয়া যাবে যখন বাবাকে স্মরণ করবে।

তোমরা এখন বিশালবুদ্ধি হয়েছে। তোমরা মূলবতন, সূক্ষ্মবতন, স্থূলবতন এবং এই চক্রের পরিক্রমা-- ইত্যাদি সবই জানো, এই বুদ্ধিকেই বলা হয় বিশালবুদ্ধি বা বেহদের বুদ্ধি। মানুষের বুদ্ধি হল হদের বুদ্ধি অর্থাৎ সীমিত বুদ্ধি। সুতরাং বাচ্চাদের খুব মিষ্টি হতে হবে। যত মিষ্টি হবে, সম্পূর্ণ হবে সেসব ভবিষ্যতে অবিনাশী হয়ে যাবে। দেখা উচিত আমাদের ভিতরে দেহ অভিমান নেই তো ? যদি কোনো কাজে না বলা হয় তবে ধরা হয় দেহ অভিমান আছে। সত্যযুগে সবাই দেহী অভিমানী হয়। জ্ঞান থাকে যে এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করতে হবে। এখন তো কত কান্নাকাটি হয়। দেহ অভিমান রয়েছে কিনা। দেহের প্রতি প্রেম অনেক বেশি।

এই দুনিয়া তোমাদের জন্যে নয়। অশরীরী এসেছিলে, অশরীরী হয়ে যেতে হবে। বেহদের পিতা বাচ্চাদের পড়ান, ওঁনার কত রিগার্ড রাখা উচিত। বানর কারো রিগার্ড রাখেনা। হাতি দেখেও চিংকার করে। সুতরাং যারা অন্তরে কটু হয় বাবা তাদের কি সুপুত্র বলবেন ? বলবেন এর চেয়ে যারা বাইরে থাকে তারাও ভালো। রিগার্ড তো রাখে। এইসবই হল ড্রামা। আজ ভালো চলছে, কাল মায়ার তুফান লেগে যায়। বুঝতে পারে না যে আমরা কোনো তুফানে আছি। বড় বড়দের তুফান লেগে যায় তাইনা। তবুও ড্রামা বলা হয়। শিববাবার কাছে বর্সা প্রাপ্তি হয়, এই কথাটি ভুলে গেলে সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে যাবে। সমৃদ্ধ হবে শিববাবার ভান্ডার থেকে। ওঁনাকে ভুললে সব খালি হয়ে যাবে। প্রজাতেও সাধারণ পদ প্রাপ্ত হবে। সাজা তো অনেক ভোগ করতে হবে। নিজে ছাড়ে অন্যদেরও সংশয় বুদ্ধি করে দেয়। বাবার দয়া হয়। কিন্তু মায়ার আঘাত সহ্য করতে পারেনা। ওস্তাদ শিক্ষা তো ভালোই দেন। অচল অটল থাকতে হবে। না থাকতে পারলে বাবা বোঝেন এখনো সিলভার যুগ পর্যন্ত পৌঁছায়নি। অবাক লাগে । জ্ঞান পুরো না থাকার দরুন, শিববাবার সঙ্গে যোগ না থাকার দরুন পতন হয়। তুফান তো কত রকমের আসে। আরোহন অবরোহন তো হয়েই থাকে। পতন হলে পুনরায় উঠে দাঁড়ানো উচিত তাইনা। আমাদের কাজ হল শিববাবার সঙ্গে। যা কিছুই হোক না কেন আমাদের শিববাবার কাছে বর্সা নিতে হবে। মাম্মা বাবাও ওঁনার কাছেই বর্সা প্রাপ্ত করেন, শিববাবাকেই স্মরণ করতে হবে। ওঁনার মুরলী শুনতে হবে। নাহলে যাবে কোথায়। হাট তো এই একটাই কিনা। এখানে না আসলে জীবন মুক্তির প্রাপ্তি অসম্ভব। বাবার সামনে তো আসতেই হবে তাইনা। হ্যাঁ, যদি কেউ বন্ধনযুক্ত বা বাঁধেলি আত্মা হয়, বাবার স্মরণে মরে যায় তাহলেও শ্রেষ্ঠ পদ লাভ হবে। এখানে যারা দেহ অভিমানে এসে অবজ্ঞা করে , তাদের চেয়ে ভালো পদ পাবে কারণ বাবার স্মরণে দেহ ত্যাগ করেছে কিনা। সৌভাগ্যবান সে তাইনা। এই জ্ঞান মার্গে আর কোনো কষ্ট নেই । বড়ই সহজ। এখানে দেহী অভিমানী হতে হয়। দেহ অভিমানের মাত্রা প্রবল হয়। বাবা কিছু বলেন না শুধু দয়া হয় তাঁর । শিববাবার ভান্ডার দ্বারা শরীর নির্বাহ হয়। যজ্ঞের পালনা না করলে কিরূপ পদলাভ হবে ? এই যজ্ঞের পালনা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে করতে হয়। যেখানে সেন্টার স্থাপন হয় , সেটাই হলো শিববাবার যজ্ঞ। এই যজ্ঞের রচনা করতে কেবল ৩ পদ পৃথিবী (তিন বর্গফুট ভূমি) চাই । ব্যসা। অনেক ক্ষেত্রে বয়স্করা নিজে বোঝাতে পারে না । ঠিক আছে কোনো বোন বা ভাইকে ডেকে নাও। একটি ছোট ঘরে বোর্ড লাগাও। বড়ই পুণ্যের কাজ । এখন হল কলিযুগ, বিনাশ সামনে প্রতীক্ষারত। বাবার থেকে স্বর্গের বর্সা নিশ্চয়ই নিতে হবে। স্বর্গের বর্সা প্রাপ্তিই হয় সঙ্গমে , যখন পুরানো দুনিয়া শেষ হয় , নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হয়। সঙ্গমে বর্সা প্রাপ্ত হয় যেসব

ভবিষ্যতের জন্যে অবিনাশী হয়ে যায়। তোমরা অনেক কিছু বোঝাতে পারো। শুধু ৩ বর্গফুট জায়গা প্রয়োজন। ব্যস। একজন দুজনকে জ্ঞান দিয়ে বাবার আপন করলেও অসীম সৌভাগ্য। তোমরা একটাই মন্ত্র দাও - মন্মনাভব। শুধু বোলো বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই অস্তিম সময়ে সদগতি লাভ হবে। বাবা স্বর্গের খাজানা প্রদান করেন। শোনা মাত্র বুদ্ধিতে ঢুকে যাবে। স্বর্গে প্রবেশ করার যোগ্য হয়ে যাবে। স্থান পাইয়ে দেওয়ার অধিকার প্রাপ্ত হবে। বাবা এতটাই সহজ করে বলেন। কাউকে সুখের রাস্তা বলে দাও। প্রজা তৈরি হলেও মন্দ নয়। নম্বর অনুযায়ী তৈরি হবে। ৩ পা রাখার মতো স্থান - কথাটি প্রসিদ্ধ, এর দ্বারা তোমরা বিশ্বের মালিক হয়ে যাও। প্রজাও বলবে আমরা বিশ্বের মালিক। এটিও (ঘর) হলো ৩ পায়ের পৃথিবী তাইনা ! শুরু হয়েছিল ৩ পায়ের পৃথিবী দিয়ে। একটি কুঠী ছিল ধীরে ধীরে বড় হয়েছে। এমন অনেকে আসবে যাদের বাবা বলেন তোমরা এমন টাকা পয়সার কি করবে ? তোমাদের ভালো পরামর্শ দেওয়া হয় যে ৩ পায়ের পৃথিবী গ্রহণ করো। ১০-১৫ টি হাসপাতাল, কলেজ খোলো। নিজের গ্রামে ভাড়ায় ঘর নাও। এইসব নষ্ট হয়েই যাবে। তার চেয়ে এই খরচায় ১০-১৫ টি সেন্টার খোলো তো অনেকের কল্যাণ হবে। তোমরা অনেক ধনবান হয়ে যাবে। ছোট স্থানে এই কলেজ খুলতে পারো। তোমাদের শুধু পথ বলে দিতে হবে , অন্ধের লাঠি হাতে হবে। জাগাতে হবে। বাবা ও বর্সাকে স্মরণ করো তাহলেই তোমাদের সদগতি নিশ্চিত। আর কোনো খরচা ইত্যাদির কথা নেই। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদের বর্সা নিতে হবে। বোঝানো খুবই সহজ। আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) ফার্স্ট ক্লাস জ্ঞানী আত্মাদের সঙ্গ করতে হবে। দেহী-অভিমানী হতে হবে। দেহ অভিমানীদের সঙ্গ থেকে দূরে থাকতে হবে।

২) যজ্ঞের পালন খুব স্নেহের সাথে সত্য হৃদয় দিয়ে করতে হবে। খুব লাভলী ও মিষ্টি হতে হবে। সুপুত্র হয়ে দেখাতে হবে। কোনো রকম অবজ্ঞা করা চলবে না।

বরদান :- পরমাত্ম প্রেমের আধারে দুঃখের দুনিয়াকে ভুলে যায় এমন সুখ শান্তি সম্পন্ন হও।

ব্যাখ্যা: পরমাত্ম প্রেম এমনই সুখদায়ক যে সেই প্রেমে যদি ডুব দাও তবে এই দুঃখের দুনিয়া ভুলে যাবে। এই জীবনে যা কিছু প্রয়োজন সে সব কামনা পূরণ হওয়া -- এই হল পরমাত্ম প্রেমের চিহ্ন। বাবা সুখ-শান্তি কি দেন বরং তার ভান্ডার করে দেন। যেমন বাবা হলেন সুখের সাগর , নদী বা পুকুর নন তেমনি বাচ্চাদেরও সুখের ভান্ডারের মালিক করে দেন, তাই চাইবার দরকার নেই, শুধু প্রাপ্ত খাজানাটিকে বিধি অনুযায়ী সময় অসময়ে কাজে লাগাও।

শ্লোগান :- নিজের সমস্ত দায়িত্বের ভার বাবাকে দিয়ে ডবল লাইট হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের রুহানী সার্জন এবং প্রফেসর হয়ে হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খুলে অনেকের উপকার করতে হবে"

প্রশ্নঃ - বাবা ধর্ম স্থাপনা করেন, কিন্তু অন্য ধর্মস্থাপকেরা এসেও ধর্ম স্থাপনা করেছিলো, এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ কি ?

উত্তরঃ - বাবা শুধু ধর্ম স্থাপন করেই চলে যান, সে ক্ষেত্রে অন্য ধর্মস্থাপকেরা তাদের নিজেদের প্রারব্ধ বানানোর পরে যায়। বাবা নিজের প্রারব্ধ বানান না। বাবাও যদি প্রারব্ধ বানাতেন তবে বাবারও পুরুষার্থ করার জন্য অন্য কাউকে প্রয়োজন হতো। বাবাও বলেন, আমাকে রাজ্য শাসন করতে হয়না। আমি তো বাচ্চাদের জন্য ফার্স্টক্লাস প্রারব্ধ বানাই।

গীতঃ- হে রাতের পথিক, ক্লান্ত হয়োনা ! উষার আলো ওই দেখা যায়...

ওম্ শান্তি। এই গান যেন তোমরা বাচ্চারা তৈরি করেছ। গানের অর্থ আর কেউ বুঝতে পারেনা। বাচ্চারা জানে ঘোর অন্ধকার শেষ হয়ে আসছে। এই অন্ধকার ধীরে ধীরে হয়েছে। এখন তোমরা বলবে এই সময় ঘোর অন্ধকার। তোমরা এখন আলোর পথের যাত্রী হয়েছ অর্থাৎ শান্তিধামের, বাবা-মায়ের ঘরের। বাবা-মায়ের সেই ঘর পবিত্র, আর এখানে বাবা-মায়ের ঘর পতিত। প্রজাপিতা ব্রহ্মার মধ্যে স্নেহশীল যিনি বসে আছেন, তাঁকে তোমরা বাবা বলো। তিনি তোমাদের পবিত্র বানিয়ে তাঁর ঘরে নিয়ে যান। তিনিও বাবা ইনিও বাবা। তিনি নিরাকার আর ইনি সাকার। বেহদ বাবা ছাড়া আর কেউ বাচ্চা বলতে পারেনা। একমাত্র বাবাই এইরকম বলেন কারণ বাচ্চাদের তাঁকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাঁর সাথে। তিনি তোমাদের নলেজ দিয়ে পবিত্র বানিয়েছেন। বাচ্চারা তোমরা বুঝতে পারছ যে তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। বাবাকে এবং সৃষ্টি চক্রকে স্মরণ করতে হবে। এই জ্ঞান থেকে তোমরা এভার হেলদি হও। কেউ কেউ বলে, আমার করার মতো কোনও সেবা থাকলে বলো। তিন ফুট জমি দিয়ে সেখানে রুহানী কলেজ কাম হাসপিটাল বানাও, এটাই সেবা। তাহলে তার ওপরে কোনো বোঝাও হবেনা। কোনকিছু বলার প্রশ্নই নেই। তোমাদের রায় দেওয়া হয়, যদি তোমাদের অর্থ থাকে তবে রুহানী হাসপিটাল বানাও। এমন অনেক অনেক আছে যাদের কাছে কোনো পয়সা নেই। তারাও রুহানী হাসপিটাল কাম ইউনিভার্সিটি খোলে। পরে গিয়ে তোমরা দেখবে অনেক হাসপিটাল খুলে যাবে। রুহানী সার্জন হিসেবে তোমাদের নাম লেখা থাকবে - রুহানী সার্জন এবং প্রফেসর। রুহানী হাসপিটাল এবং ইউনিভার্সিটি খুলতে খরচ নেই। মেল-ফিমেল উভয়েই রুহানী সার্জন এবং প্রফেসর হতে পারে। আগে, ফিমেলরা সেইরকম হতনা, তখন সবরকম ব্যবসায়িক কাজকর্ম পুরুষের হাতে থাকতো। এখন মাতারাও সেই কাজ করতে বেরিয়ে আসছে। অতএব, তোমরাও রুহানী সার্ভিস করো। যখন এই জ্ঞানে তোমরা আকৃষ্ট হবে তখন অন্যদেরও বোঝানো সহজ হয়ে যায়। তোমাদের ঘরে বোর্ড লাগাও। কিছু হাসপিটাল বড় আর কিছু ছোট হয়। যদি কোনো পেশেন্টের বড় হাসপিটালে যাওয়ার প্রয়োজন হয়, তোমাদের তাকে বলা উচিত, এসো, আমি তোমাকে বড় হাসপিটালে নিয়ে যাবো; সেখানে বড় বড় সার্জন আছে। বড় সার্জন ছোট সার্জনকে উপদেশ দেয়। তারা তাদের ফী নিয়ে নেয়, তারপর পেশেন্টের অবস্থা বুঝে রায় দেয়, যে তার বড় সার্জনের কাছে যাওয়া উচিত। সুতরাং এইরকম সেন্টার খুলে বোর্ড লাগিয়ে দাও,

তাহলে মানুষ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যাবে। এইসব তো সাধারণ ভাবে বোঝার ব্যাপার। কলিযুগের পরে অবশ্যই সত্যযুগ আসে। ভগবান বাবাই নতুন দুনিয়ার স্থাপনা করেন। তোমরা যখন এমন বাবাকে খুঁজেই পেয়েছ তাহলে কেন না তোমরা তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নেবে! তোমাদের মন - বচন - কর্ম দ্বারা ভারতকে সুখ দাও। তোমাদের মন, বচন, কর্ম রহনী হতে হবে। মম্মা অর্থাৎ স্মরণ এবং বচন, মাত্র দুটো শব্দই তোমরা শোনাও - 'মনমনাভব' আর 'মধ্যাজীভব', বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো। এই দুটোই তো বচন, তাই না! উত্তরাধিকার কিভাবে লাভ করেছে আর কিভাবে তাকে হারিয়েছ - এটাই চক্রের রহস্য! বৃদ্ধমাতাদেরও আগ্রহ থাকা উচিত। বলা উচিত আমাদেরও শেখাও। বৃদ্ধারাও এমন শেখায় যে বিদ্বান-পন্ডিতেরাও পারেনা। এইভাবে তোমাদের নাম গৌরবান্বিত করবে। ছবিগুলোও বোঝাতে খুব সোজা। কারও ভাগ্যে যদি না থাকে, তবে তারা পুরুষার্থ করবেনা। শুধু এটা ভেবে বোসো না যে, আমি তো বাবার হয়ে গেছি! সে তো সব আত্মারাই হল বাবার। সব আত্মাদের বাবা পরমাত্মা। এ হল এক সেকেণ্ডের বিষয়। কিন্তু এটাই বোঝানোর যে, তোমরা কিভাবে তাঁর থেকে উত্তরাধিকার লাভ করো এবং তিনি কখন আসেন। তিনি সঙ্গমযুগে আসবেন। তিনি বোঝান, সত্যযুগে তোমরা এত জন্ম নিয়েছ এবং ত্রেতায় এত জন্ম। তোমরা ৮৪ জন্মের চক্র সম্পূর্ণ করেছে। স্বর্গের এখন আবার স্থাপনা হতে হবে। সত্যযুগে আর অন্য কোনো ধর্ম নেই। কত সহজ কথা! অন্যকে বোঝানোতে অনেক খুশি হয়। তোমরা সুস্থাস্থ লাভ করবে কারণ তাদের আশীর্বাদ তোমাদের সাথে থাকবে। বৃদ্ধা মাতাদের জন্য এটা খুব সহজ। তারা দুনিয়াকে উপলব্ধি করেছে। যদি তারা কাউকে বোঝায় তো তারা আশ্চর্য করে দেখাবে। শুধু বাবাকে স্মরণ করো আর তাঁর থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো। জন্ম নেওয়ার সাথে সাথেই তোমরা মাম্মা বাবা বলতে শুরু করো। তোমাদের অর্গ্যান্স অনেক বড়। তোমরা এটা বুঝে বোঝাতে পারো। তোমরা অর্থাৎ বৃদ্ধা মাতাদের বাবার নাম মহিমান্বিত করার প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত এবং খুব মিষ্টি হওয়া উচিত। মোহ মমত্ব নিঃশেষ হয়ে যাওয়া উচিত। সবাইকেই মরতে হবে। জীবনের অল্প কদিন যা বাকি আছে কেন না আমরা একের সাথেই বুদ্ধিযোগ লাগাই? তোমার যতটুকু সময় আর আছে বাবার স্মরণে থাকো এবং সবার থেকে মমত্ববোধ সরে যাবে। যখন কারও ৬০ বছর বয়স হয় সে বাণপ্রস্থে চলে যায়। তারা খুব ভালো বোঝাতে পারে। নলেজ ধারণ করে অন্যেরও কল্যাণ করা উচিত। ভালো ঘরের কন্যারা এমন পুরুষার্থ করে যে, ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝালে নাম কত না যশোদায়ক হবে। পুরুষার্থ করে শেখা উচিত, আগ্রহ থাকা উচিত। এই নলেজ অতি ওয়ান্ডারফুল। বলা - দেখ কলিযুগ এখন সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। মৃত্যু সবার সামনে দাঁড়িয়ে। কলিযুগের শেষে এসে বাবা স্বর্গের উত্তরাধিকার দেন। কৃষ্ণকে বাবা বলা হবেনা, তিনি ছোট বাচ্চা। সত্যযুগের রাজ্য লাভ তাঁর কিভাবে প্রাপ্তি হয়েছে! নিশ্চয়ই পূর্ব জন্মে তেমন কিছু কর্ম করেছিলেন। তুমি বোঝাতে পারো যে, ইনি (ব্রহ্মা) প্রকৃত পুরুষার্থ করে প্রারব্ধ তৈরি করেছিলেন। তিনি কলিযুগে পুরুষার্থ করেছিলেন এবং সত্যযুগে প্রারব্ধ লাভ করেছেন। সেখানে একজনও কেউ নেই যে অন্যকে পুরুষার্থ করানোর প্রেরণা দিতে পারে। তাদের সত্য এবং ত্রেতায়ুগে কত প্রারব্ধের প্রাপ্তি হয়েছে! নিশ্চয়ই উঁচু থেকেও উঁচু বাবাকে খুঁজে পেয়েছে যিনি গোল্ডেন, সিলভার এজের মালিক বানান, অন্য কেউ তোমাদের এমন বানাতে পারেনা। তোমরা নিশ্চয়ই বাবাকে খুঁজে পেয়েছ। লক্ষ্মী-নারায়ণকে তোমরা খুঁজে বার করতে পারবে না। এমনও নয় যে তোমরা ব্রহ্মা বা শংকরকে খুঁজে পেয়েছ। না! তোমরা ভগবানকে পেয়েছ। তিনি নিরাকার। ভগবান ছাড়া কেউ নেই যে পুরুষার্থ করাবে। ভগবান বলেন, আমি তোমাদের জন্য ফাস্টক্লাস প্রারব্ধ বানাই। আদি সনাতন দেবীদেবতা ধর্মের স্থাপনা হয়। স্থাপনা এখানেই করতে হবে একমাত্র বাবাই, যিনি তোমাদের এই পুরুষার্থ করতে

প্রেরণা দেন। অন্য সবাই যারা ধর্ম স্থাপনা করে তারা একজনের পিছনে একজন নীচে আসতে থাকে। যারা ধর্ম স্থাপনা করে তারা নিজেদের প্রারম্ভ তৈরি করে চলে যায়। বাবা কখনও তাঁর নিজের জন্য প্রারম্ভ বানান না। যদি তিনি প্রারম্ভ তৈরি করতেন, তবে তাঁকেও পুরুষার্থ করানোর প্রেরণা দিতে কাউকে প্রয়োজন হতো। শিববাবা বলেন, আমাকে কে পুরুষার্থ করাবে! আমার পাট এইরকমই, আমি রাজ্য শাসন করিনা। এই ড্রামা পূর্ব নির্ধারিত।

বাবা বসে বোঝান, আমি তোমাদের সব বেদ শাস্ত্রের সার বোঝাই। সেইসবই ভক্তিমার্গের। ভক্তিমার্গ সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে। এই পথ অবরোহণের অর্থাৎ উত্তরতি কলা, তোমাদের হলো আরোহণ অর্থাৎ চড়তি কলা। বলা হয়, চড়তি কলা – কেবল একার সবার জন্য ভালো। সবাই মুক্তি এবং জীবনমুক্তি লাভ করে। পরে, ১৬ কলা থেকে নামতে নামতে নো (No) কলায় তোমাদের আসতেই হবে। গ্রহণ লাগে। গ্রহণ ধীরে ধীরে সবকিছুতে ছড়িয়ে পড়ে। এটা বেহদের কথা। এখন তোমরা সম্পূর্ণ হচ্ছ। তারপরে ত্রেতাযুগে দু'কলা কমে যায়; তোমরা সমান্য অধোগতি প্রাপ্ত হও। এই কারণে তোমাদের সত্যযুগের রাজত্বের জন্য পুরুষার্থ করা উচিত। কম কিছু কেন নেবে? যাই হোক পরীক্ষায় কেউই পাস করতে পারেনা এবং ১৬ কলা সম্পূর্ণ হয়না। তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের পুরুষার্থ করতে এবং করাতে হবে। এই ছবিগুলোর মাধ্যমে খুব ভালো সেবা হতে পারে। খুব ক্লিয়ারলি লেখা হয়েছে। তাদের বলা, বাবা যখন স্বর্গের রচনা তৈরি করেন তবে আমরা নরকে কেন পড়ে থাকব? এই দুনিয়া নরক হয়ে গেছে, দুঃখ ছাড়া কিছু নেই। তারপর অবশ্যই সত্যযুগের নতুন দুনিয়া আসা উচিত। বাচ্চাদের বুদ্ধিতে নিশ্চয় আছে। এখানে অন্ধবিশ্বাস বলে কিছু নেই। কোনো কলেজে অন্ধবিশ্বাসের কোনো জায়গা নেই। এম্ অবজেক্ট সামনে উপস্থিত। মানুষ সেইসব কলেজে এই জন্মে পড়ে এবং এই জন্মেই প্রারম্ভ লাভ করে। এখানে, তুমি এই পড়ার প্রারম্ভ লাভ করো বিনাশের পর, তোমার নতুন জন্মে। দেবী-দেবতারা কিভাবে কলিযুগে আসবে? তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য এটা বোঝানো খুব সহজ। খুব ভালো ছবি বানানো হয়েছে। ঝাড়ের ছবিও খুব ভালো। খৃষ্টানরাও ঝাড়ে বিশ্বাস করে; তারা খুশি উদযাপন করে তাদের রাজত্বের। সবার নিজের নিজের পাট আছে। তোমরা এটাও জানো যে, ভক্তি অর্ধ কল্পের। ভক্তিতে জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি সব হয়। বাবা বলেন, তারা আমায় খুঁজে পায়না। যখন তোমাদের ভক্তি সম্পূর্ণ হয়ে আসে, তখনই ভগবান আসেন। অর্ধকল্প জ্ঞান এবং অর্ধকল্প ভক্তি। ঝাড়ের ছবিতে ক্লিয়ারলি লেখা আছে। লেখা নেই এমন ছবিতেও তোমরা বোঝাতে পারো। ছবির দিকে তোমাদের অ্যাটেনশন দিতে হবে, এতে কত ওয়ান্ডারফুল নলেজ আছে। এটা এইরকম হয়না, যে শরীর তুমি লোন নিয়েছ, তাকেই নিজের সম্পত্তি ভাববে! না, ভাবতে হবে যে তুমি ভাড়াটে। এই ব্রহ্মা নিজেও এখানে বসে আছেন; তাঁকেও এখানে বসাতে হবে। ঠিক যেমন কোনো কোনো বাড়ীতে বাড়ির মালিকও থাকে ভাড়াটেও থাকে। বাবা সারা সময় তো এই শরীরের মধ্যে থাকবেনা, একে হসেনের রথ বলা হয়ে থাকে। যেমন যিশুখ্রিস্টের আত্মা প্রাপ্তবয়স্ক শরীরে প্রবেশ করে খৃষ্টান ধর্ম স্থাপন করেছে। শৈশবের শরীর ছিলো আলাদা আত্মার। সেই ব্যক্তি ছোট বয়সে অবতার ছিলনা। নানকের আত্মাও সেই শরীরে পরে প্রবেশ করে শিখ ধর্মের স্থাপন করে। এই কথা সেই সমস্ত লোকেরা বুঝতে পারেনা। এই বিষয়ে খুব ভালোভাবে বুঝতে হবে। পবিত্র আত্মাই এসে ধর্ম স্থাপন করে। এখন কৃষ্ণ তো হলেন সত্যযুগের প্রথম প্রিন্স, তারা কেন তাঁকে দ্বাপরে নিয়ে গেছে! তারা সত্যযুগে লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজ্য দেখায়। তোমরা জানো, রাধাকৃষ্ণই পরে লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়ে বিশ্বের মালিক হন। তাঁদের রাজধানীর স্থাপনা কিভাবে হয়েছিলো, তা' কারও বুদ্ধিতে নেই।

তোমরা জানো, বাবা একবারই অবতরিত হয়ে পতিতকে পবিত্র বানান। কৃষ্ণের জন্মও তোমাদের প্রমাণ করতে হবে। কৃষ্ণ জ্ঞান দেননি। যিনি তাঁকে বানিয়েছেন, সর্বাগ্রে তাঁর জয়ন্তী উদযাপন করা উচিত। শিব জয়ন্তীতে মানুষ ব্রত ইত্যাদি রাখে। তারা তাঁর ওপরে দুধও ঢালে, রাত্রি জাগরণ করে। যেকোনভাবে এখানে তো রাত্রিই। যতদিন তুমি বাঁচবে, তোমাকে পবিত্রতার ব্রত রাখতে হবে। একমাত্র এই ব্রত ধারণেই তুমি পবিত্র দুনিয়ার মালিক হতে পারবে। কৃষ্ণ জয়ন্তীতে তোমাদের বোঝানো উচিত যে কৃষ্ণ গৌরবর্ণ ছিলেন পরে শ্যামবর্ণ হয়েছেন, এইজন্য তাঁকে শ্যামসুন্দর বলা হয়ে থাকে। জ্ঞানের এই কথা কত সহজ! শ্যামসুন্দরের অর্থ বোঝাতে হবে এবং চক্র কিভাবে ঘোরে। বাচ্চারা, তোমাদের সতর্ক হতে হবে। শিবশক্তি ভারতকে স্বর্গ বানিয়েছে, এটা কারও জানা নেই। বাবাও গুপ্ত, জ্ঞানও গুপ্ত এবং শিবশক্তিও গুপ্ত। তোমরা ছবি নিয়ে যে কোনো কারও ঘরে যেতে পারো। বলা, তোমরা সেন্টারে আসোনা এইজন্য আমরা তোমাদের ঘরে এসেছি, তোমাদের সুখধামের রাস্তা বলতে। তখন তারা বুঝতে পারবে যে তোমরা তাদের শুভচিন্তক। এখানে শ্রুতিমাধুর্যের কোনো কথা নেই। শেষে মানুষ বুঝবে প্রকৃতই তারা তাদের লাইফ নষ্ট করেছে, যেখানে তোমরা তোমাদের লাইফ সার্থক বানিয়েছ। আচ্ছা!

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপ দাদার স্মরণ-স্নেহ আর গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) নষ্টমোহা হয়ে এক বাবার সাথেই বুদ্ধিযোগ রাখতে হবে। দেহ-অভিমানী হয়ে এই শিক্ষাই ধারণ করতে এবং করাতে হবে।

২) মন -বচন -কর্ম দিয়ে ভারতকে সুখ দিতে হবে। মুখ দ্বারা সবাইকে জ্ঞানের দুটো কথা শুনিয়ে তাদের কল্যাণ করতে হবে। শুভ চিন্তক হয়ে সবাইকে শান্তিধাম, সুখধামের রাস্তা দেখাতে হবে।

বরদানঃ- দৃঢ় নিশ্চয় দ্বারা ফার্স্ট ডিভিশনের ভাগ্য নিশ্চিত করে মাস্টার নলেজফুল ভব

দৃঢ় নিশ্চয় ভাগ্যকে নিশ্চিত করে। ব্রহ্মাবাবা যেমন ফার্স্ট নম্বরে নিশ্চিত হয়ে গেছেন, সেইরকম আমাদের ফার্স্ট ডিভিশনে আসতেই হবে -এই দৃঢ় নিশ্চয় রাখতে হবে। ড্রামাতে প্রত্যেক বাচ্চারই গোল্ডেন চান্স আছে। শুধু অভ্যাসে অ্যাটেনশন দিলে সামনের নম্বর লাভ করতে পারো, এইজন্য মাস্টার নলেজফুল হয়ে প্রতিটা কর্ম করতে থাকো। তাঁর সাথে অনুভব বাড়ো, তবে সব সহজ হয়ে যাবে। যার সাথে স্বয়ং সর্বশক্তিমান বাবা আছেন তার সামনে মায়া পেপার টাইগার (কাগজের বাঘ)।

স্লোগানঃ- নিজেকে হিরো পার্টধারী মনে করে বেহদ নাটকে হিরো পার্টে অভিনয় করতে থাকো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - প্রত্যুষে ঘুম থেকে উঠে ভালোবেসে বাবাকে স্মরণ করলে, নির্বোধ পাথরবুদ্ধি থেকে পরসপাথর-এর মতন বুদ্ধিদীপ্ত হয়ে যাবে।

প্রশ্ন ১) :- আগামী ২১-জন্মের জন্য বিত্তশালী হওয়ার সাধন কি ?

উত্তর :- অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দান (প্রচার) করলেই বিত্তশালী হওয়া যায়। যেহেতু প্রতিটি জ্ঞান-রত্নই লাখ-লাখ টাকা মূল্যের, তাই যে যত বেশী দান করবে, সে তত বেশী বাবার হৃদয়ে স্থান পাবে, ফলে তার খুশীর পারদও ততোধিক চড়তে থাকবে।

প্রশ্ন ২) :- নিজের দ্বারা যেন কোনও পাপ-কর্ম না হয়, সেজন্য কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে ?

উত্তর :- খাবারদাবারের প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। কোনও পাপাত্মার তৈরী অল্প শরীরের প্রবেশ করলে, তার প্রভাব পড়ে। তাই বাবার উপদেশ: প্রতিটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ-পরিস্থিতি দেখে বুঝতে হবে।

ওঁ শান্তি ! বাচ্চারা, তোমাদের সামনে কে বসে আছেন ? কে এসেছেন তোমাদের কাছে ? জীব আত্মারা নিজেরাই জানে যে বর্তমানে সব আত্মাই পতিত। পতিত সমগ্র দুনিয়াই, বিশেষ করে ভারত। তাই সবাই পতিত-পাবনকেই ডাকতে থাকে, বলে : হে পতিত-পাবন, যেহেতু এটা পতিত দুনিয়া, তাই আমরা পতিত আত্মারা খুবই দুঃখী। সব আত্মারাই এখন কুৎসিত ও বীভৎস কালো হয়ে গেছে। একমাত্র ওঁনাকেই (বাবাকে) পতিত-পাবন বলা হয়, যেহেতু উনি বেহদের বাবা, জ্ঞানের সাগর, সবার সদগতি দাতা। বাচ্চারা, তোমরা সেই বাবার সন্মুখেই এখন বসে আছো। কিন্তু বাচ্চাদের পরিচয় কিভাবে পাওয়া যাবে ? -তা পাওয়া যায় পতিত-পাবন বাবার থেকে। যখন সত্যযুগ ছিল, সেখানে তখন রাজা-রাণী তথা প্রজা ও প্রকৃতি সবকিছুই পবিত্র ছিল। এসব ছিল স্বর্ণ-যুগ। এখন তোমাদের এ বোধ জন্মেছে যে, প্রকৃত অর্থে তোমরা আত্মা, আর এই আত্মাই জীবাত্মা অর্থাৎ আত্মা শরীরের ভিতরে অবস্থান করে। আত্মা যখন শরীরের সাথে যুক্ত থাকে, তখনই তার সুখ বা দুঃখ ভোগের অনুভূতি হয়। কিন্তু আত্মা শরীরে না থাকলে, তখন শরীরের কোনও অনুভূতিই থাকে না। আত্মা এক শরীর ত্যাগ করে আবার অন্য শরীরে প্রবেশ করলে, তখন শরীর ও আত্মা সংযুক্ত হলে চৈতন্য আসে। আত্মা ছাড়া শরীর তো জড় পদার্থ। সংযুক্ত থাকলেই সেই জড় পদার্থের অর্থাৎ শরীরের বুদ্ধি হতে থাকে। সর্বপ্রথম গর্ভে ৫ ত্বকের বিমূর্ত-পুণ্ডলিকা তৈরী হয়, এরপর হয় ইন্দ্রিয়গুলির গঠন, তারপর আত্মার প্রবেশ ঘটে, তখন তাতে আসে চৈতন্য বা জীবন। যেমন তোমরা চৈতন্য জীবাত্মারা এখন এখানে বসে আছো তোমাদের এই বাবার সন্মুখে। বাবাও তেমনি তোমাদের সন্মুখেই বসে আছেন। যেহেতু তিনি পরমাত্মা - তাই চিরতরের পবিত্র। তাই বাবা নিজের বাচ্চাদের (বি.কে.-দের) নির্দেশ দিচ্ছেন- "বাচ্চারা, তোমাদেরও বাবার মতন পবিত্র হতে হবে। তোমরা আত্মারা অমর অবিনাশী। তোমরাই পূর্বে শান্তিধামে ছিলে। আত্মারা, তোমরা তো জানো, তোমরা এখন এসেছো শিববাবার কাছে, যদিও তিনি এখন এক সাধারণ শরীরকে আধার করে আছেন।" পরমপিতা-পরমাত্মা ছাড়া আর কেউ এমন হতে পারে না, যিনি এইভাবে বসে বসে বাচ্চাদেরকে নির্দেশ দিতে থাকেন। জগতের অন্যান্যরা তো মনে করে যে, ভগবান এভাবে আসতেই পারেন না,

যেহেতু ওঁনার তো কোনও নাম-রূপই নেই। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো জানো, প্রতি ৫-হাজার বছর পরে আবার বাবা এসেছেন বাচ্চাদের সাথে মিলিত হওয়ার জন্য। এখন তোমাদেরকেই তা ভাবতে হবে, কিভাবে বাবা আত্মাদের (তোমাদের) পবিত্র বানাবেন। এই আত্মা পতিত হওয়ার কারণেই তো শরীরও পতিত হয়ে পড়েছে। অতএব এখন আবার পবিত্র হতেই হবে। নিজের মনে মনে, নিজের সাথেই এই ভাবে কথা বলতে হবে, আমরা পবিত্র আত্মারা মূলবতনবাসী। এভাবেই বিচার সাগর মন্ডন করতে হবে। যেখানে তোমাদের আত্মার এখন এ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান হয়েছে। আমরা আত্মারা একদা নির্বাণধামে ছিলাম, তারপর সেখান থেকে সত্যযুগে (স্বর্গে) সুখধামে আসতে হয়, যে যার নিজের নিজের কর্ম-কর্তব্যের সুখের পাট করতে। যেহেতু তোমরা পারদর্শী অল-রাউন্ডার অভিনেতা, তাই তোমরাই সর্বপ্রথম এই জ্ঞান পেয়ে থাকো। তোমরা এও জানো, শিববাবাই প্রজাদের পিতা প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা করেন। ফলে তোমরা জীবাত্মারা শূদ্র-বর্ণ থেকে ব্রাহ্মণ-বর্ণে আসতে পারো। শূদ্র থেকে এখন তোমরা ব্রহ্মার মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হয়েছে। কিন্তু কেন? - বাবার আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়ার লক্ষ্যে! কেবলমাত্র এই সঙ্গমযুগেই তোমরা এমন ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী ব্রাহ্মণ হতে পারো। সঙ্গমযুগের এই মাহাত্ম্য কেবল তোমাদের (বি.কে.-দের) জন্য। তোমরা আত্মারা নিজেরাও তা বলো- তোমরাই পূর্বে পবিত্র ছিলে, এখন পতিতে পরিণত হয়েছে এবং এখন আবার পবিত্র হচ্ছে। তাই তো তোমরা পতিত-পাবন বাবাকে এভাবে ডাকো আর বলো, আবার যেন উনি এসে তোমাদেরকে পতিত থেকে পবিত্র বানায়। এই ভাবেই নিজের সাথে নিজে বাক্যালাপ করবে। যেহেতু আত্মা তার মনের মতো (জ্ঞানের) খোরাক পেয়েছে এখন। আমরা আত্মারাই একদা পবিত্র হয়ে মুক্তিধামে ছিলাম, এরপর সেখান থেকে স্বর্গ-রাজ্যে আসি, তারপর অধঃ-পতন হতে হতে অনেক জন্ম নিয়ে এভাবে একদম নীচে পৌঁছে গেছি। কিন্তু আবার যে আমাদের সত্যযুগে যেতে হবে।

বাবা জানাচ্ছেন, ৫-হাজার বছর পূর্বেও উনি ঠিক এভাবেই বলেছিলেন- "মামেকম্ স্মরণ করো।" (একমাত্র আমাকে স্মরণ করো)। পরিবারে থেকে গৃহস্থালী কাজ-কর্মের মধ্যেও ব্যবসা-বানিজ্য সামলাবার সাথে সাথে, নিজেকে আত্মা-স্বরূপ ভাবতে থাকো। আর মনে রাখতে হবে তোমাকে পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। যেহেতু নিজের ঘরে ফিরে যেতে হবে যে। পবিত্র হলে তবেই তো পবিত্র দুনিয়ার অধিকারী হওয়া যাবে। সর্বদাই মনে এই চিন্তা যেন সজাগ থাকে। কলির এই কালো-যুগ থেকে স্বর্গ-যুগের স্বর্গে কিভাবে পৌঁছানো যাবে। এর খুব সহজ-সরল যুক্তি জানান বাবা- লাগাতার যদি ওঁনাকে স্মরণ করা যায়, তাতেই পবিত্র হওয়া যাবে। মহাবাক্য মনমনা ভবঃ শব্দটি গীতাতেও দু'বার উচ্চারিত হয়েছে। অতএব, ওহে বাচ্চারা, দেহ-অভিমানকে ছাড়ো। কেবলমাত্র বাবাকে স্মরণ করতে থাকো। কারণ উনি একমাত্র সর্বময় কর্তা। সকল শাস্ত্রের সার, সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান- এসব কেবল উনি শোনাতে পারেন। তাই বাবা জানাচ্ছেন, তুমি যেমন যতটা ওঁনাকে স্মরণ করতে পারবে, তেমনি ততটাই তোমাদের আত্মাও পবিত্র হতে থাকবে। এছাড়া আর অন্য কোনও পন্থা নেই। নির্বোধ-পাথরবুদ্ধি থেকে পরশ-পাথরের মতন বুদ্ধিমান হতে হবে যে। গঙ্গা-স্নানে কেউ পবিত্র হতে পারে না। যদি তা হতো, তবে তো তোমরা এখানে আর আসতেই না। কিন্তু, কলিযুগে সবাইকে এখানে আসতেই হবে। তাই, সর্বপ্রথমে সকাল-সকাল এই কথা মাথায় রেখে বসতে হবে। যেমন প্রবাদ আছে যে, "রাম সিমর প্রভাত মোরে মন" (অর্থাৎ ওহে আমার মন, প্রভাত বেলায় রামকে স্মরণ করো)। আমাদের আত্মাও তেমনি বলে, ওহে বুদ্ধিমান মন এখন বাবাকে স্মরণ করো। বুদ্ধিকে যোগের দ্বারা বাবার সাথে জোড়ো। যে যত বেশী বুদ্ধির যোগে থাকতে পারবে, সে ততই নির্বোধ পাথর বুদ্ধি থেকে পরশ পাথরের মতন বুদ্ধিমান হতে থাকবে। পারশবুদ্ধি (দৈবী-

বুদ্ধি) বানাবার কারিগর একমাত্র এই বাবা। উনি স্বয়ং তা বলছেন, প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে উনি এসে আমাদের তা বানিয়ে থাকেন- যা ওনার জন্য কেবল এক সেকেন্ডের ব্যাপার। যেমন ডাক্তার ঔষধ দিলে লোকেদের ফোঁড়া ভিতরেই শুকিয়ে কমে যায়। বাবা জানাচ্ছেন, তেমনি সুখের জন্য বাবাকেও কিছু বলতে হয় না আমাদের। এমন কি হাত-পায়ের দ্বারাও কিছু করতে হয় না আমাদের। কেবল বুদ্ধি সহযোগে বাবার সাথে যোগযুক্ত হতে হয়। কল্প-পূর্বেও এভাবেই আমরা বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়েছিলাম, যার দ্বারা আমরা আমাদের বিকর্মগুলিকে ভঙ্গ করতে পেরেছিলাম। বাবাও আমাদের সেভাবেই বুঝিয়েছিলেন, ঠিক এখন যেভাবে বোঝাচ্ছেন। অতএব এখন আবার বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে তোমাদেরকে তেমনি পারশ-বুদ্ধিধারী হতে হবে।

বাবা বলছেন, আমিই তোমাদের সেই পতিত-পাবন বাবা, যে প্রতি কল্পের সঙ্গমযুগে শ্রীমত দিতে আসে। ওহে আমার মিষ্টি মিষ্টি স্নেহের বাচ্চারা, এই আত্মারাই তা শুনছে তার ইন্দ্রিয়ের দ্বারা। আর এটা হলো ব্রহ্মার মুখ - যাকে গো-মুখও (গরুর মুখ) বলা হয়। এই গো অর্থে গরু বা কোনও পশুর সঙ্কেত নয়। এর দ্বারা মা'কেই বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তিনি সেই গোমুখ দ্বারাই তোমাদের শোনাচ্ছেন। কিন্তু মন্দিরগুলিতে সেই গোমুখকে গরুর মুখ দেখানো হয়। আর মুখ নিঃসৃত বাণীকে দেখানো হয়েছে, জলের ঝর্ণাকে। ফলে লোকেরা তাকেই গোমুখ ভাবে। আর এও ভাবে যে, সেই জলও গঙ্গার মতন পবিত্র। কিন্তু তোমরা এখন তা বুঝতে পারছো, আসলে যার প্রকৃত অর্থ জ্ঞান- যা শিবাবা থেকে ব্রহ্মা মুখ দ্বারা তোমরা পেয়ে থাকো। অতএব সে অর্থে তা গোমুখই হলো। এর মধ্যে একজন বড়-মা। যার কোনও মাতা নেই। যিনি আবার সাকার মাম্মারও মাতা। বিশেষ অর্থে তোমরা সব সেই মাতারাই গরু। যেহেতু তোমাদের মুখ দিয়েই তো এই জ্ঞানের বর্ষা বর্ষিত হয়। এছাড়া জলের নদী তো সর্বত্রই রয়েছে। ঐ সব নদী বা গঙ্গা নদীকেও পতিত-পাবন বলা যায় না। গঙ্গার উপরে ও তটে অনেক মন্দিরও আছে, যেখানে দেব-দেবীদের মূর্তিও থাকে। সেইসব জড় মূর্তিতে কি আর জ্ঞান থাকে! জ্ঞান গ্রহণ করছো তো তোমরা (বি.কে.) ব্রাহ্মণেরা। যার ফলে তোমরাই দেবতায় পরিণত হতে পারো। কিন্তু (সত্যযুগের) দেবতাদের জ্ঞানী বলা যায় না। লোকেরা বিষ্ণুর মূর্তিতে কত অলংকারে সাজায়, যা বাস্তবে তোমরা (বি.ক.) ব্রাহ্মণদেরই অলংকার। বাচ্চারা, তোমাদেরকে সেই স্ব-দর্শন চক্রই লাগাতার ঘোরাতে হবে। এই স্ব-দর্শন চক্র কোনও হিংসার অন্ত্র-শস্ত্র নয়। এ হলো বিশেষ জ্ঞানের চিহ্ন। তোমাদের সেই জ্ঞানের শঙ্খই বাঁজাতে হবে এবং স্ব-দর্শন চক্রকে স্মরণে রেখে তা ঘোরাতে হবে। যা প্রকৃত স্ব-দর্শন চক্র। লোকেরা এই স্ব-দর্শন চক্রের স্মৃতিকেই চরকা রূপ বানিয়েছে। আবার পদ্মফুলের মতন পবিত্রও হতে হবে তোমাদের। গদাও বিশেষ জ্ঞানের সঙ্কেত, যার দ্বারা মায়ার উপর বিজয় প্রাপ্ত করতে হয়। এগুলি সবই তোমাদের বি.কে. ব্রাহ্মণদের অলংকার।

বাবা আরও বলছেন- বাচ্চারা তোমরা তো জানো, বর্তমানের এই দুনিয়াটা নরক-দুনিয়া - যা স্বর্গের ঠিক বিপরীত। এই দুই যুগের মধ্যবর্তী সীমানায় সঙ্গমযুগে অবস্থান করছি আমরা। যার একধারে ময়লা জল-অপরধারে স্বচ্ছ জল। এই দুয়েরই সঙ্গম-মিলন হয়। যা দেখতে লোকেরা যায়। এখানেও তেমনি স্বচ্ছ জ্ঞান-সাগর পরমপিতা পরমাত্মা আর তোমরা ময়লা নদী- যার মিলন ক্ষেত্র এটা। তাই বাবা স্বয়ং বসে তোমাদেরকে বাবার মতন পবিত্র বানাচ্ছেন। অতএব কেবল মাত্র বাবাকেই স্মরণ করতে থাকো আর নিজেদের স্ব-দর্শন ঘোরাতে থাকো। এক্ষেত্রে কোনও দয়া-দাফিন্যের ব্যাপার নেই। যেমন, তোমরা কি তোমাদের স্কুলের শিক্ষককে এমন বলো যে, মাস্টার

মশায়, দয়া করে আমাকে উঁচু শ্রেণীতে উঠিয়ে দিন। এমন বললে শিক্ষক বলবেন, তুমি তোমার পাঠে মনোযোগ দাও। বাবা তো তেমনি সবাইকে একই প্রকারে একই পড়া পড়ান। বাবা বলছেন, তোমরাই তো আমাকে ডাকতে থাকো, হে পতিত-পাবন বাবা এসো। এসে আমাদের পবিত্র-পাবন বানাও। তোমরা এই বিশ্ব-নাটকের অভিনেতা-অভিনেত্রী। কিন্তু এই নাটকের আদি-মধ্য-অন্তকে বা রচনাকার, নির্দেশককে তোমরা জানো না। যেহেতু তোমরা এখনও নির্বোধ পাথর বুদ্ধির হয়ে আছো। কিন্তু বাচ্চারা, বাবাকে সঠিক ভাবে জানতে পারলেই তোমরা বুদ্ধিদীপ্ত পরশ-পাথর হয়ে যাও। বাবা বলছেন, খুব ভোরে আধা ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা বসে বাবাকে স্মরণ করো আর এই জ্ঞানের বিচার-সাগর মন্থন করো। তোমাদের তো কত অনেক পয়েন্টস জানানো হয়েছে। জগতের লোকেরা তো বসে বসে এই জ্ঞানকেই ১৮-অধ্যায় বানিয়েছে। অবিনাশী নাটকের চিত্রপট অনুসারে ভক্তি-মার্গে এইসব পুঁথি-পত্র শাস্ত্রাদি আবারও আসবে। বাচ্চারা, তোমাদের এখন অনেক পুরুষার্থ করতে হবে। অমৃত-বেলায় উঠে দূততার লক্ষ্যে মনে মনে নিজের সাথে এই বার্তালাপ করতে হবে, বাবাকে স্মরণ করে আমাকে অবশ্যই পবিত্র-পাবন হতে হবে। বাবার গলার মালার পুঁতি হতে হবে যে। যেখানে বাবা স্বয়ং জানাচ্ছেন, ওনাকে স্মরণ করলেই পবিত্র হওয়া যাবে। যে যত পবিত্র হতে পারবে এবং অন্যদেরও পবিত্র বানাতে পারবে, তার খুশীর পারদ ততই বাড়তে থাকবে। এই অবিনাশী জ্ঞান-রত্নকে অন্যদেরও দান করতে হবে। ব্যবসায়ীরা লোকেরাও অনেক কিছু দান পুণ্য করে। কিন্তু বাচ্চারা, তোমরা তো অবিনাশী জ্ঞান-রত্নের দানী। এক একটি জ্ঞান-রত্নের মূল্য লাখ-লাখ টাকা। তোমরা যত পবিত্র হতে থাকবে, আগামী ২১ জন্মের জন্য ততই ধনবান হতে থাকবে।

পূর্বে তোমরা যখন পারশবুদ্ধির বুদ্ধিদীপ্ত ছিলে, তখন তোমাদের ধন-সম্পদ, সুখ-শান্তি সব কিছুই অগাধ ছিল। কিন্তু, নির্বোধ পাথরবুদ্ধি হবার কারণে সে সবই খুইয়েছো এখন। তাই বাবা বলছেন, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে, খুব ভোরে ওঠার অভ্যাসে অভ্যাসী হও। এই সময়টাই সবচাইতে উপযোগী। নিশুভী রাতেই মানুষ ঘোর পাপ করে। কিন্তু তোমাদের এখন পবিত্র-পাবন হতে হবে। এই তোমরাই পূর্বে ১০০% নির্বিকারী ছিলে। কিন্তু ধীরে ধীরে আত্মাতে ময়লা-খাদ জমতে জমতে তা আজ ঢাকা পড়ে গেছে। সেই ময়লা খাদ বেরোয় যোগের ভাঙীতে, যোগ-অগ্নির দ্বারা। এই অবিনাশী জ্ঞান আর যোগের বিনাশ হয় না। সামান্য জ্ঞানের পাঠ নিলেও নিদেনপক্ষে স্বর্গ-রাজ্যের প্রজা হওয়া যায়। কিন্তু বাবা চান, তোমরা সম্পূর্ণ আশীর্বাদী-বর্সার অধিকারী হও। ঠিক যেমন গত কল্পে নিয়েছিলে। যেমন রাজা, তেমন প্রজা ইত্যাদি সব একই প্রকার হবে। অজ্ঞান কালের দান-পুণ্যেই তো কারও কারও রাজার ঘরেও জন্ম হয়। আবার কেউ বা তার কর্ম-অনুসারে গরীব ঘরে জন্ম নেয়। বাবা বসে বসে সেইসব কর্ম-অকর্ম-বিকর্মের গতিগুলিকে বোঝাতে থাকেন। সত্যযুগে এই কর্মই আবার অকর্ম হয়ে যায়। যেহেতু সত্যযুগে মায়ার উপস্থিতি থাকে না। সত্যযুগ অর্থাৎ রাম-রাজ্য। আর বর্তমান সময়কাল হলো রাবণ-রাজ্য। যে রাবণ-রাজ্য এখন বিনাশের দোরগোড়ায়। সত্যযুগের স্থাপনা কার্যও শুরু হয়ে গেছে। বাবা এমনই সুন্দর রীতিতে বুদ্ধিয়ে থাকেন। কন্যাদের খুব সুন্দর ভাবে এসব বোঝাতে হবে, যারা বন্ধনমুক্ত। কন্যার রোজগারের অল্প মাতা-পিতা খান না। মাতা-পিতা তাদের কন্যাকে পূজাও করে। কিন্তু যখন সেই কন্যারাই বিকারী হয়ে যায়, তখন তারাই আবার সবার পায়ে মাথা ঠোকে। যদিও কুমারী কন্যারা কেবল দেবতাদের সামনেই নতজানু হয়। সেটুকু করে, কারণ তার জন্ম হয়েছে বিকারী মাতা-পিতার দ্বারা। এছাড়াও দেবতারা তো পবিত্র। এখন তোমরা বৃদ্ধিতে পারছো, তোমরাই সেই পবিত্র দেবতা ছিলে। কিন্তু ৮৪-জন্ম নিতে নিতে, তোমাদের আত্মার অধঃপতন হতে হতে এখন এমন অপবিত্র-পতিত হয়ে পড়েছ। অতএব এখন

আবার বাবার শ্রীমত অনুসারে চলতে হবে। তাই কোনও প্রকার পাপ-কর্ম যেন না হয়, সেদিকে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। পাপাত্মার অল্প খাওয়াও চলবে না। এ বিষয়ে সতর্কতা তো করাই হয়েছে। যে মানবে না তার প্রভাবের ফল সে ভোগ করবে। অবশ্য কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ও পরিপ্রেক্ষিতকেও দেখতে হবে। কর্মেরও হিসেব-নিকেশ হয়। কোনও কোনও পরিবারে আবার পৃথক রান্না করতেই দেয় না। আচ্ছা সেক্ষেত্রে তবে কেবল বাবাকে স্মরণ করো। কি আর করবে, অগত্যা অবস্থার বিপাকে পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে বাবাকে স্মরণ করতে করতে ভোজন খাও। আর ভোজনের সময় বাবাকে ভুলে গেলে সেই অল্পের প্রভাব তোমার উপর পরবেই। এছাড়া বাবাকে নিরন্তর স্মরণ করতে থাকলে, তুমি বাবার নিকটের প্রিয় বাচ্চাও হতে পারবে। যদিও এখন বাবার সম্মুখেই তো বসে আছো। বাবা স্বয়ং তোমাদের বোঝাচ্ছেন, ওহে বাচ্চা, ওহে বাচ্চা করে কথা বলেন বাবা। সুতরাং তোমাদেরও উচিত বাবাকে সেভাবেই স্মরণ করা। এরপর তোমরা তা করো বা নাই করো, তা তোমাদের ইচ্ছা। যে যেমন করবে, সে তেমনই পাবে অবশ্যই। এ তো অতি সহজ-সরল কথা।

তোমরা তো তা বুঝে গেছো এই পাঠশালা একটা হাসপাতাল। যা স্বাস্থ্য ও সম্পদের ইউনিভার্সিটিও (বিশ্ববিদ্যালয়) বটে। যার জন্য দরকার কেবল তিন বর্গফুট জমি। ব্যাস এটুকুই যথেষ্ট। একবার ভাবো, বেহদের বাবা স্বয়ং এসে কি ভাবে পড়াচ্ছেন আমাদের ! সত্যি, কত নিরহংকারী এই বাবা। পতিত দুনিয়ায়, পতিত শরীরের আধারে কতই না কষ্ট করছেন তোমাদের জন্য। তাই এই সময়কালে আবার তোমরা ওনার আশীর্বাদী-বর্সা নিয়ে নাও। বাবা সাক্ষী হয়ে তা দেখতে থাকেন। কে কে কেমন পুরুষার্থ করছে। এই পাঠশালার জন্য তো পৃথিবীর কেবল তিন বর্গ-ফুট জমির দরকার। কলকাতাতেও সেন্টার আছে, যার মাধ্যমে কত লোকের কল্যাণ হচ্ছে। যারা নিজেরা মিলে সেন্টার চালায়, তারাও বেশ ভাল পদ পায়। ক্লাসরুমের আয়তন এমন বড় যেন হয়, ক্লাসের সবাই যেন বেশ ভালভাবেই কথা শুনতে পারে। আমাদের তো কেবল একটাই লক্ষ্য-স্বর্ণযুগে যেতেই হবে। তাই স্মরণে যোগযুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। বাবা বলছেন, বাচ্চারা যেমনি নিজেদের কল্যাণ করতে হবে, তেমনি অন্যদের কল্যাণও করতে হবে। অতএব তোমরাও তেমন হাসপাতাল খোলো। তাতে অনেকের আশীর্বাদ পাবে তোমরা। যেমন মানুষেরা কলেজ খোলে অন্যদের জন্য। যদিও তারা নিজেরা সেখানে পড়ে না। কিন্তু পরবর্তী জন্মে তারা খুব বিদ্বান হবার সুযোগ পান। বাবা আরও বলছেন, যদিও তোমাদের কেউ গরীব হও, কিম্বা বড় ব্যবসায়ী হও, কিন্তু তিন বর্গফুট জমির ব্যবস্থা অবশ্যই করবে- যেখানে বসে জ্ঞান আর যোগ শেখানো যায়। পাথরকে পরস-পাথরে পরিণত করবে। লোকেরা বলে, এরা সবাইকে ভাই-বোন বানায়। কিন্তু আমরা তো তাদেরকে বিষরূপী বর্সা থেকে সরিয়ে আনি। তারা ভাবে, এভাবে তবে দুনিয়া চলবে কিরূপে। কিন্তু বাচ্চারা তোমরা তো জানো, সেখানকার দুনিয়ায় কোনও ভোগবল অর্থাৎ অসৎ বা বিকারী কাজ চলে না। যোগবলের শক্তি দ্বারাই সেখানে শিশুর জন্ম হয়। তোমরা সেই নতুন দুনিয়ায় বিশ্বের মালিক হতে যাচ্ছো। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা, বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণের ভালবাসা এবং সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় পিতা তার ঈশ্বরীয় সন্তানদের জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) খুব ভোরে ওঠার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। ভোরে উঠে অবশ্যই জ্ঞানের বিচার সাগর মন্থন করতে হবে। আধা-ঘন্টা বা পৌনে এক ঘন্টা বসে বসেই নিজের মনে মনে নিজের সাথেই বার্তালাপ করতে হবে। বুদ্ধিতে যেন জ্ঞান পরিপূর্ণ থাকে।

২) অনেকের আশীর্বাদ পাওয়ার লক্ষ্যে নিদেনপক্ষে তিন বর্গফুটের কলেজ বা হাসপাতাল খুলতে হবে। বাবার মতন নিরহংকারী ভাবে সেবা করতে হবে।

বরদান :- শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থের দ্বারা প্রতিটা শক্তি আর গুণের অনুভব করতে পারা অনুভবী মূর্ত হও

বিস্তার :- সব চাইতে বড় অথরিটি (যোগ্যতা) হল অনুভবের অথরিটি। যেমন ভাবো আর বলো যে, আল্লা শান্ত-স্বরূপ, সুখ-স্বরূপ - এভাবেই এক একটি গুণ আর শক্তির অনুভব করো আর সেই অনুভবেই নিজে হারিয়ে যাও। যখন বলো শান্ত-স্বরূপ, তখন সেই শান্ত-স্বরূপে নিজেকে, এবং অন্যরাও যেন সেই শক্তির অনুভূতি পায়। শক্তিগুলির বর্ণন যখন করবে, তখন সেই শক্তিগুলির গুণ আর অনুভব যেন সঠিক সময়ে আসে। এমন অনুভবী মূর্ত হতে পারাই শ্রেষ্ঠ পুরুষার্থীর লক্ষণ। অতএব অনুভবগুলিকে বাড়াতে থাকো।

স্লোগান :- সম্পন্নতার অনুভূতি দ্বারা সন্তুষ্ট আল্লা হতে পারলে অপ্রাপ্তির কোনও নাম-গন্ধও থাকবে না।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা যে সমস্ত মিষ্টি মিষ্টি জ্ঞানের কথা শোনান সেইগুলো ধারণ করতে হবে। খুব মিষ্টি হয়ে ক্ষীরখন্ড (মিলেমিশে) হয়ে থাকতে হবে। কখনো নুনজল (খিটমিট) করোনা।"

প্রশ্ন:- কোন মহামন্ত্রের দ্বারা তোমরা বাচ্চারা নতুন রাজধানীর তিলক পেয়ে যাও?

উত্তর:- বাবা বর্তমান সময়ে তোমাদেরকে যে মহামন্ত্র দিচ্ছেন তা হল - প্রিয় মিষ্টি বাচ্চারা, বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ কর। ঘর গৃহস্থে থেকেও কমল পুষ্পের মতো পবিত্র থাকলে তোমরা রাজধানীর তিলক পেয়ে যাবে।

প্রশ্ন:- প্রবাদ আছে 'যেমন দৃষ্টি সেইরকম সৃষ্টি' - এইরকম কথা কেন প্রচলিত আছে?

উত্তর:- বর্তমানে মানুষ যেমন পতিত এবং কালো হয়ে গেছে, সেইরকম তাদের পূজ্য দেবতাদেরকেও, লক্ষ্মী-নারায়ণ, রাম-সীতা এবং শিববাবাকেও কালো রঙের বানিয়ে তাদের পূজা করে। বোঝেই না যে এর আসল অর্থ কি। তাই এই রকমের কথা প্রচলিত আছে।

গীত:- দর্পণে আপন মুখ দেখ হে প্রাণী...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চারা গানের লাইনে শুনল যে হৃদয়রূপী দর্পণে দেখ কতটা পাপ এবং কতটা পুণ্য করেছে। পাপ-পুণ্যের বিচার তো হৃদয়রূপী দর্পণেই করা হয়ে থাকে। এটা হল পাপ আত্মাদের দুনিয়া। সত্যযুগকে পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়াতে পুণ্যাত্মা কোথা থেকে আসবে? এখানে সবাই কেবল পাপ কর্মই করে, কারণ এটা হল রাবণ রাজ্য। নিজেরাও প্রার্থনা করে বলে - হে পতিত-পাবন তুমি এসো। আমরা জানি যে এই ভারতই পুণ্যাত্মাদের ভূমি ছিল। কেউ কোনো পাপ করত না। বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খেত, মিলেমিশে থাকত। বাবাও মিলেমিশে থাকতে বলছেন। পুণ্যাত্মাদের দুনিয়াতে তমোপ্রধান আত্মা কোথা থেকে আসবে? বাবা এখন জ্ঞানের আলোক দিয়েছেন। তোমরা জানো যে আমরাই সতোপ্রধান দেবী-দেবতা ছিলাম। তাদের মহিমা হল সর্বগুণ সম্পন্ন, ১৬ কলা সম্পূর্ণ... আমরাও ওই দেবতাদের মহিমা করতাম। মানুষ বলে যে আমার মধ্যে কোনো গুণ নেই। হে প্রভু, তুমি যখন এসে আমাদের ওপর দয়া করবে তখন আমরাও এইরকম হয়ে যাব। আত্মারাই এইরকম বলে থাকে। আত্মা বুঝতে পারে যে এখন আমরা পাপ আত্মা হয়ে গেছি। দেবী-দেবতারাই হল পুণ্য আত্মা, যাদের পূজা করা হয়। সকলেই দেবতাদের চরণে নত হয়ে প্রণাম করে। সাধু-সন্তরাও তীর্থ করতে যায়। অমরনাথ, শ্রীনাথ ইত্যাদি স্থানে যায়। এটা হল পাপ আত্মাদেরই দুনিয়া। যখন লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজত্ব ছিল তখন এটাই পুণ্যাত্মাদের দুনিয়া ছিল। তাকেই স্বর্গ বলা হয়। মানুষ মারা গেলে বলে যে স্বর্গত হয়েছেন। কিন্তু স্বর্গ দুনিয়া কোথায় আছে? যখন স্বর্গ ছিল তখন তো সত্যযুগ ছিল। মানুষের যা ইচ্ছে তাই বলে দেয়। কিছুই বোঝে না। মৃত্যুর পর যদি স্বর্গে গিয়ে থাকে তাহলে আগে নিশ্চয়ই নরকে ছিল। আবার সন্ন্যাসীরা মারা গেলে বলে যে জ্যোতিতে জ্যোতি মিশে গেছে। তাহলে তো কত পার্থক্য হয়ে গেল। জ্যোতিতে মিশে যাওয়ার অর্থ হল এখানে আর আসতেই হবে না। তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা যেখানে থাকি

সেই দুনিয়াকে নির্বাণধাম বলা হয়। বৈকুণ্ঠকে নির্বাণধাম বলা যাবে না। বাচ্চাদেরকে খুব মিষ্টি মিষ্টি গুজনের কথা শোনানো হয় যেগুলো ভালোভাবে ধারণ করতে হবে।

তোমরা জানো যে বাবা এসেছেন আমাদেরকে বৈকুণ্ঠে যাওয়ার রাস্তা দেখাতে। তিনি আমাদেরকে রাজযোগ শেখাতে এসেছেন। তিনি স্বয়ং গাইড হয়ে পবিত্র দুনিয়ার রাস্তা দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। সামনেই বিনাশ। পুরাতন দুনিয়ারই বিনাশ হয়। যত রকম উপদ্রব সব পুরাতন দুনিয়াতেই হয়। বাবা তো কত মিষ্টি। তিনি এসে অন্ধের লাঠি হন। মানুষ তো ঘোর অন্ধকারে কেবল ধাক্কা খাচ্ছে। ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাতের গায়নও আছে। ব্রহ্মা তো এখানেই আছে। বাবা রাত্রিকে দিন করার জন্যই আসেন। অর্ধেক কল্প দিন এবং অর্ধেক কল্প রাত্রি থাকে। তোমরা এখন এইসব জেনে গেছ। ওরা তো ভাবে যে কলিযুগ এখনও শৈশবকালে। আবার কখনও কখনও বলে যে এই দুনিয়ার বিনাশ হয়ে যাবে। কিছুই বোঝে না। আজকাল তো খুব কমজনই ঘরবাড়ি ত্যাগ করে। কোনো ঘটনা ঘটে গেল তবেই ঘর ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়। সরকার থেকে একবার নির্দেশিকাও জারি করা হয়েছিল যে সন্ন্যাসীদের কাছেও লাইসেন্স থাকতে হবে। এইরকম করা তো উচিত নয় যে ঘরে ঝগড়া হয়ে গেলে বাড়ি থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলাম। সেক্ষেত্রে কিছু না করেই অনেক কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু ওইসব হল হদের (সসীমের) সন্ন্যাস, তোমাদের তো বেহদের (অসীমের) সন্ন্যাস। বর্তমানে সমগ্র দুনিয়াটাই পতিত। এই দুনিয়াকে পবিত্র বানানো কেবল পতিত-পাবন শিববারারই কর্তব্য। সত্যযুগে পবিত্র গৃহস্থ ধর্ম ছিল। লক্ষ্মী-নারায়ণের চিত্রও আছে। সর্বগুণ সম্পন্ন, সম্পূর্ণ নির্বিকারী... ইত্যাদি বলে দেবী-দেবতাদের মহিমার কত গায়ন করা হয়। ওরা হঠযোগ অর্থাৎ কর্ম সন্ন্যাস করে। কিন্তু কর্ম সন্ন্যাস করা তো সম্ভব নয়। কর্ম না করে মানুষ এক সেকেন্ডও থাকতে পারে না। তাই 'কর্ম সন্ন্যাস' - এই কথাটাই ভুল। এইটা হল কর্মযোগ এবং রাজযোগ। তোমরাই সূর্যবংশী দেবী-দেবতা ছিলে। তোমরা জেনেছ যে আমাদেরকে ৮৪ জন্ম নিতে হয়। বিভিন্ন বর্ণের গায়ন আছে। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ বর্ণের কথা কেউ জানে না।

বাবা তোমাদেরকে এক মহামন্ত্র দিচ্ছেন - বাবা এবং উত্তরাধিকারকে স্মরণ করতে থাকলে তোমরা রাজধানীর তিলক পেয়ে যাবে। প্রিয় মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, তোমরা ঘর গৃহস্থ থেকেও কমল ফুলের মত পবিত্র থাক। ভালোবাসার দ্বারা যতটা কাজ আদায় করা সম্ভব, ক্রোধ করে ততটা আদায় করা সম্ভব নয়। খুব মিষ্টি হও। বাবার স্মরণে থেকে সর্বদা হাসিখুশি থাক। দেবতাদের চিত্র কত হাসিখুশি দেখানো হয়। তোমরা জেনেছ যে আমরাই ঐরকম ছিলাম। আমরাই দেবতা থেকে ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হয়েছি। বর্তমানে সঙ্গমযুগে আমরা ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী হয়েছি। ব্রহ্মা-মুখবংশাবলী অর্থাৎ ঈশ্বরীয় বংশী। মুক্তি এবং জীবনমুক্তির জন্য বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। তোমরা এটাও জানো যে যখন দেবী-দেবতাদের রাজত্ব ছিল তখন অন্য কোনও ধর্ম ছিল না। চন্দ্রবংশীরাও ছিল না। এইসব বোঝার বিষয়। দুনিয়ার মানুষ তো 'হম সো' - কথার অর্থ বলেছে যে আত্মা এবং পরমাত্মা এক। এখন তোমরা এই কথার প্রকৃত অর্থ জান যে আমরাই দেবী-দেবতা ছিলাম, তারপর আমরাই ক্ষত্রিয় হয়েছি... আত্মাই এইসব কথা বলে। আমরা আত্মারা যখন পবিত্র ছিলাম তখন আমাদের শরীরও পবিত্র ছিল। ওটা ছিল নির্বিকারী দুনিয়া। এটা বিকারী দুনিয়া। দুঃখধাম, সুখধাম আর আছে শান্তিধাম যেখানে আমরা আত্মারা থাকি। মুখে বলে যে আমরা হিন্দী-টীনী সবাই ভাই-ভাই। কিন্তু এর অর্থ কেউই বোঝে না। আজ ভাই ভাই বলে আর কালকে বন্দুক নিয়ে লড়াই করে। সকল আত্মাই ভাই-ভাই। কিন্তু পরমাত্মাকে সর্বব্যাপী বলে দিলে তো সকলেই

পিতা হয়ে যাবে। বাবা উত্তরাধিকার দেন। ভাইরা সবাই উত্তরাধিকার নেয়। দিন রাতের পার্থক্য। তিনি হলেন পতিত-পাবন। তাঁর দ্বারাই পবিত্র হতে হবে। আমরা মানুষ থেকে দেবতা হতে চাই। অনেক বইতেও মানুষ থেকে দেবতা হওয়ার কথা আছে। সেকেন্ডে জীবনমুক্তি পাওয়ার গায়নও আছে। আমরা দেবতারা জীবনমুক্ত ছিলাম, এখন জীবন বন্ধনে আছি। দ্বাপর থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয় এবং দেবতারা বামমার্গে যায়। এর নিশানিও দেখানো হয়েছে। জগন্নাথের মন্দিরে দেবতাদের অনেক খারাপ খারাপ ছবি রয়েছে। আগে তো তোমরা এইসব কিছুই বুঝতে না। এখন ভালোভাবে বুঝতে পেরেছ। তোমরা দেখে অবাক হতে যে দেবতাদের এইরকম খারাপ খারাপ চিত্র এখানে কেন লাগিয়েছে। ভেতরে কালো জগন্নাথ বসে আছে। শ্রীনাথ দ্বারেও কালো চিত্র দেখানো হয়েছে। এটা কেউই জানে না যে জগন্নাথের মূর্তি কালো রঙের কেন দেখান হয়েছে। কৃষ্ণের ক্ষেত্রে তো বলে যে তাকে সাপ কামড়িয়েছিল। কিন্তু রামের ক্ষেত্রে কি হয়েছিল? নারায়ণকেও তো কালো রঙের দেখিয়েছে। শিবলিঙ্গকেও কালো দেখায়। সবকিছুকেই কালো দেখায়। কারণ যেমন দৃষ্টি সেইরকম সৃষ্টি। এইসময়ে সকলেই পতিত এবং কালো তাই ভগবানকেও কালো রঙের বানিয়েছে। আগে যখন শিবের পূজা করত তখন হীরার শিবলিঙ্গ বানাত। এখন সেই সমস্ত জিনিস উধাও হয়ে গেছে। এইসব সবথেকে মূল্যবান জিনিস। পুরাতন জিনিসের কতই না মূল্য হয়। ২ হাজার বছর হয়েছে পূজা শুরু হয়েছে। তাহলে অতদিনের পুরাতন হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু মানুষ লক্ষ বছরের পুরাতন বলে দেয়। তোমরা এখন জেনেছ যে ৫ হাজার বছর আগে ভারত স্বর্গ ছিল। এখন কলিযুগ, বিনাশ অতি নিকটে। সবাইকে যেতে হবে। বাবাই সবাইকে নিয়ে যান। ব্রহ্মা দ্বারা তোমরা ব্রাহ্মণ হয়েছ, এরপর তোমরা দেবতারা পালন করবে। এইসব কথা কোনো ভাগবত গীতাতে নেই। বাবা বলছেন, এইসব জ্ঞান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। লক্ষ্মী-নারায়ণ তো ত্রিকালদর্শী ছিল না, তাহলে এই জ্ঞান কিভাবে পরম্পরায় চলে আসবে। তোমরাই এখন ত্রিকালদর্শী হয়েছ। তোমরাই এখন সবথেকে শ্রেষ্ঠ সেবা করছ। তাই তোমরা হলে সত্যিকারের আধ্যাত্মিক সমাজ সেবক। তোমরা এখন আত্ম-অভিমানী হচ্ছ। আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে সেটা বেরোবে কিভাবে? বাবা তো একজন জহরীও, তাই না? সোনার মধ্যে লোহার খাদ পড়তে পড়তে আত্মা পতিত হয়ে গেছে। এখন পবিত্র হবে কিভাবে? বাবা বলছেন - হে আত্মারা, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। পতিত-পাবন বাবা এই শ্রীমৎ দিচ্ছেন। ভগবানুবাচ হল - হে আত্মারা, তোমাদের মধ্যে খাদ জমা হয়ে তোমরা পতিত হয়ে গেছ। কোনো পতিত তো কখনো মহাত্মা হতে পারে না। উপায় একটাই - একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর। এই যোগ অগ্নির দ্বারাই তোমাদের বিকর্ম দহন হবে। অনেক আশ্রম আছে। বিভিন্ন রকমের হঠযোগের চিত্রও লাগানো আছে। আর এটা হল যোগ অথবা স্মরণের ভাঙি। ঘর গৃহস্থেই থাক, ভোজনও বানাও এবং বাচ্চাদেরকেও সামলাও। কিন্তু ভোরবেলা তো সময় হবে, তাই না? যেখানেই যাও না কেন প্রত্যুষে রামনাম (শিববাবাকে) স্মরণ কর। আত্মার মধ্যেই বুদ্ধি আছে। ভক্তিও ভোরবেলাতেই করা হয়। তোমরাও ভোরবেলায় উঠে বাবাকে স্মরণ করে বিকর্ম বিনাশ কর। সমস্ত খাদ বেরিয়ে আত্মা বিশুদ্ধ সোনা হয়ে গেলে শরীরও স্বর্ণতুল্য পাবে। এখন তোমরা আত্মারা ২ ক্যারেটও নও। ভারতের দেবী-দেবতাদের ৮৪ জন্মের হিসাব রাখতে হবে। বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু কল্পের আয়ু কত সেটাই জানে না। বাবা বলছেন, আমি এসেছি শ্রীমৎ দেওয়ার জন্য এবং শ্রেষ্ঠ বানানোর জন্য। স্মরণের অগ্নির দ্বারাই খাদ বেরিয়ে যাবে। এছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ভয় পেও না, বাচ্চাদেরকে অনেক সাহসী হতে হবে। পিতারূপে স্বয়ং ভগবান যার রক্ষক তার ভয় কিসের? তোমাদেরকে কেউ কিভাবে অভিশাপ দেবে? ঐসবে কিছুই হবে না। আত্মা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) যে কোনো কাজ ভালোবাসার দ্বারা আদায় করতে হবে, ক্রোধ করে নয়। বাবার স্মরণের দ্বারা সর্বদা হর্ষিত থাকতে হবে। সব সময় দেবতাদের মত হাসিখুশি থাকতে হবে।

২) আত্মার মধ্যে যে খাদ পড়েছে তা স্মরণের অগ্নির দ্বারা বের করতে হবে। বিকর্ম বিনাশ করতে হবে। ভয় না পেয়ে সাহসী হয়ে সেবা করতে হবে।

বরদান:- ব্যর্থ সংকল্পের তীব্র স্রোতকে এক সেকেন্ডে বন্ধ করে নির্বিকল্প স্থিতি বানাতে সক্ষম শ্রেষ্ঠ ভাগ্যবান হও।

যদি কোনো ভুল হয়ে যায় তাহলে ভুল হওয়ার পর কেন, কিভাবে, ওইভাবে নয় এইভাবে... এইসব চিন্তা করে সময় নষ্ট করো না। যত এইসব চিন্তা কর, তত দাগের ওপর দাগ লাগাতে থাকো। পেপারের সময় অনেক কম হয় কিন্তু ব্যর্থ চিন্তা করার সংস্কার পেপারের সময়কে বাড়িয়ে দেয় তাই ব্যর্থ সংকল্পের তীব্র স্রোতকে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা বন্ধ করে দিলে নির্বিকল্প স্থিতি তৈরি হয়ে যাবে। যখন এই সংস্কার প্রকাশ পাবে তখনই ভাগ্যবান আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:- খুশির খাজনাতে সম্পন্ন হলে অন্য সমস্ত খাজনা স্বাভাবিক ভাবেই এসে যাবে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই ঈশ্বরীয় পড়ার মন্বন করতে থাকো, তাহলে কখনোই কোনো বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হবে না, সবসময় যেন এই নেশাই থাকে যে আমাদের স্বয়ং নিরাকার ভগবানই পড়াচ্ছেন।"

প্রশ্ন :- এই জ্ঞান রঞ্জের অবিনাশী নেশা কোন্ বাচ্চাদের থাকতে পারে ?

উত্তর :- যে বাচ্চারা গরীব। গরীব বাচ্চারাই বাবার দ্বারা পদে পদে সৌভাগ্যবান হয়। বাবার এই সময় কোটিপতি বাচ্চাদের কোনো দরকার নেই। গরীব বাচ্চাদেরই পাই - পয়সাতে এই স্বর্গের স্থাপনা হয়, কেননা গরীবদেরই সাহকার হতে হবে।

গীত :- এই পাপের দুনিয়া থেকে আমাদের নিয়ে চলো.....

ওম শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাপদাদার বাচ্চারা জানে যে, আমরা এখন এমন জায়গায় চলেছি, যেখানে দুঃখের নামগন্ধ থাকে না, যার নামই হলো সুখধাম। আমরা সেই সুখধাম বা স্বর্গের মালিক ছিলাম। সত্যযুগেই তো সুখধাম ছিলো, দেবী দেবতাদের রাজ্য ছিলো। এখন তোমরা যখন ব্রাহ্মণ হয়েছো, তোমরাই হলে ব্রহ্মার মুখ বংশাবলী। তোমরা এও লেখো - শিববাবা কেয়ার অফ ব্রহ্মাকুমারীজ। এও তোমরা জানো যে বরাবর তোমাদের চড়তি কলা বা উত্তরণের কলা হয়। চড়তি কলা আর অবতরণের কলা তোমরা বাচ্চারা খুব ভালোভাবে বুঝতে পারো। তোমরা এও জানো যে ভারত যখন চড়তি কলা বা উত্তরণের কলায় ছিলো তখন সেই মানুষদের দেবী - দেবতা বলা হতো। এখন অবতরণের কলায় আছে, তাই তাদের দেবী - দেবতা বলা যাবে না। এখন তারা নিজেদের মানুষ ভাবে। মন্দিরে গিয়ে দেবী - দেবতাদের সামনে মাথা ঠুকতে থাকে। তারা ভাবে এনারা একসময় ছিলেন। কিন্তু কবে ? এইকথা কেউ জানে না। তোমরা যে কোনো মানুষকেই বোঝাতে পারো - ক্রাইস্টের জন্মের তিন হাজার বছর আগে ভারতে স্বর্গ ছিলো। তোমরা বাচ্চারা বুঝে গেছো যে এই চক্র আবার আবর্তিত হবে। পতিত দুনিয়াকে পবিত্র হতেই হবে। এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে আছে, আমরা বাবার সাহায্যে মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছি। বাবা আমাদের পড়ান, এই নেশা তো চড়তে হবে, তাই না ? এই ভগবান উবাচঃ গাওয়াও হয়েছে যে - আমি তোমাদের রাজযোগ শেখাই। কেবল এই ভুল করা হয়েছে যে বাবার পরিবর্তে বাচ্চাদের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে। এই ভুলকেও তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, অন্য কেউ তা বোঝে না।

এখন বাচ্চারা তোমাদের বুদ্ধিতে এই

কথা এসেছে যে, আমরা আবার আমাদের শান্তিধাম থেকে সুখধামে যাওয়ার জন্য পবিত্র হচ্ছি। পতিত পাবন তো গড ফাদারকেই বলা হয়। কৃষ্ণকে তো তা বলা হবে না। এইকথা বুদ্ধিতে মন্বন করতে হবে। স্কুলে বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই মন্বন চলতে থাকে তাই না ? তোমরাও যদি এই মন্বন করতে থাকো তাহলে দ্বিধায় পড়বে না। তোমরা জানো যে এখন আমাদের চড়তি বা উত্তরণের কলা। সেকেন্ডে জীবন মুক্তিরও গায়ন আছে। বাচ্চা জন্ম হলেই উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। কিন্তু সে কোনো জীবনমুক্তির আশীর্বাদী বর্সা নয়। এখানে তোমরা জীবনমুক্তির রাজ্য ভাগ্য পেয়ে থাকো। বাবার সাথেও অবশ্যই মিলিত হতে হবে। এও জানো যে বেহদের বাবার থেকে ভারত বেহদের আশীর্বাদী বর্সা প্রাপ্ত করেছিলো, এখন আবার তা মিলবে। এখন তোমরা বাবার শ্রীমতে চলে আশীর্বাদী বর্সা পাচ্ছো। ভক্তি মার্গে কাউকে না কাউকে মানুষ স্মরণ করে। সকলের চিত্রও আছে, পূজা করা হয়,

তাই না ? এই রহস্যও বাবা বুঝিয়ে বলেছেন । এই বিষয় কোটিতে কয়েকজনই খুব ভালোভাবে বুঝবে আর নিশ্চিত হবে, কেউ কেউ আবার সংশয়ও করবে । কারোর যাতে এই সংশয় না আসে তাই সম্বন্ধের কথা প্রথমে বুঝিয়ে বলতে হবে । গীতাতেও তো এই কথা আছে যে অর্জুনকেও ভগবান বুঝিয়েছিলেন। এখন ঘোড়ার গাড়িতে বসে তিনি রাজযোগ শেখাবেন, এ তো হতে পারে না । এমনভাবে বসে থোড়াই রাজযোগ শেখাবেন । এখন এই কথা তো মিথ্যা হয়ে গেলো । শাস্ত্রে দেখানো হয়....বিশ্বুর নাভি থেকে ব্রহ্মা বের হয়েছেন আর ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্রও দেখানো হয়েছে । সূক্ষ্ম বতনে তো এ হতে পারে না । এখানেই তো জ্ঞানের সার বুঝিয়ে বলবেন । এমন সমস্ত চিত্র দেখিয়ে তোমরা বোঝাতে পারো । প্রদর্শনীতেও এই ছবি অবশ্যই কাজে আসবে । সূক্ষ্ম বতনের তো কথাই নেই । ব্রহ্মা মুখের দ্বারা কাকে বোঝাবে ? সেখানে তো থাকেন ব্রহ্মা, বিশ্ব আর শংকর । তাহলে শাস্ত্রের সার কাদের বোঝাবেন ? তোমরা জানো যে এ সব হলো ভক্তিমার্গের কর্মকাণ্ড । সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগে ভক্তিমার্গ থাকে না । সেখানে হলো দেবতাদের রাজধানী । ভক্তি কোথা থেকে আসবে ? এই ভক্তি তো পরে আসে । তোমরা বাচ্চারা জানো যে নিশ্চয় বুদ্ধিদেরই বিজয় হয় । বাবার প্রতি নিশ্চয়তা থাকলেই অবশ্যই বাদশাহী প্রাপ্ত করবে । বাবা বসে বোঝান, আমিই স্বর্গের স্থাপন করি এবং পতিতকে পবিত্র করি । শিবকে গোরা আর কালো বলা হবে না । কৃষ্ণকেই শ্যাম সুন্দর বলা হয় । এও বাচ্চারা জানে যে শিব এই সৃষ্টিচক্রে আসেন না । তাই তাঁকে গোরা বা কালো দেখানো যাবে না । বাবা বোঝান যে বাচ্চারা তোমাদের এখন চড়তি কলা । তোমাদের কালোর থেকে গোরা হতে হবে । ভারত একসময় গোরা ছিলো - এখন কালো কেন হয়ে গেছে ! কাম চিতায় বসার কারণে । এমন গায়নও আছে যে সাগরের সন্তানদের কাম জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিয়েছিলো । এখন বাবা তোমাদের জ্ঞান চিতায় বসাস্থেন । তোমাদের ওপর জ্ঞানের বর্ষণ হয় । তোমরা এও জানো যে, এই হলো এক সংসঙ্গ । পরমপিতা পরমাত্মা যিনি স্বর্গের স্থাপনা করেন, মানুষ তাঁকে অমরনাথও বলে থাকে, তাহলে অবশ্যই তিনি এখানেই বসে বাচ্চাদের বোঝাবেন, তাই না ? পাহাড়ের ওপর কেবল এক পার্বতীকে কি শোনাবেন ? তাঁর তো সমস্ত পতিত দুনিয়াকে পবিত্র করতে হবে । একের তো কথা নয় । তোমরা জানো যে আমরাই পবিত্র দুনিয়ার মালিক ছিলাম আবারও আমরাই হবো । ঝাড়ের ওপরও বোঝানো হয়েছে যে পরের দিকে ছোটো ছোটো ধর্মের শাখা - প্রশাখা বের হবে । এ সব হলো ছোটো ছোটো মঠ পথ । প্রথম দিকে খুব সুন্দর পাতা বের হয় । যখন ঝাড়ের জর্জরিভূত অবস্থা হয় তখন তখন নতুন পাতাও বের হবে না আর ফলও আসবে না । প্রতিটা কথা বাবা বাচ্চাদের খুব ভালোভাবে বোঝাতে থাকেন । তোমাদের লড়াই এই মায়ার সাথেই । এতো উঁচু পদের প্রাপ্তি, কিছু পরিশ্রম তো করতেই হবে । পড়তেও হবে আবার পবিত্রও থাকতে হবে । অর্ধেক কল্প রাবণ রাজ্য চলেছিলো, এখন আবার রাম রাজ্য আসতে হবে । মানুষ বলেও যে রামরাজ্য আসতে হবে । কিন্তু এ কথা কেউ জানে না যে কবে হবে আর কিভাবে হবে ? শাস্ত্রে তো এইসব কথা নেই । দেখানো হয় যে পাণ্ডবরা পাহাড়ে মারা গিয়েছিলো । আচ্ছা, তারপর কি হয়েছিলো ? প্রলয় তো হয় না । একদিকে দেখানো হয়, বাবা রাজযোগ শেখান । বলা হয় যে তোমরা ভবিষ্যতে রাজার রাজা হবে আবার দেখানো হয় পাণ্ডবরা গলে গিয়েছিল । এ কিভাবে হতে পারে ! নতুন দুনিয়ার স্থাপনা কিভাবে হবে ? কৃষ্ণই বা কোথা থেকে আসবে ? অবশ্যই ব্রাহ্মণ তো চাই ।

তোমরা জানো যে আমরা নতুন দুনিয়ায় যাওয়ার পুরুষার্থ করছি । এখানে সবাই জ্ঞান সাগরের কাছে আসে রিফ্রেশ হতে । এখানে তোমরা জ্ঞান গঙ্গাদের দ্বারাই শুনছ । অমরনাথে এক সরোবর আছে যার নাম মানস সরোবর । জ্ঞান সাগর বাবা বসে তোমাদের জ্ঞান স্নান করান, যাতে তোমরা

বেহস্থের পরী হয়ে যাও । পরী নাম শুনেই পাখাওয়ালা মানুষ বানিয়ে দিয়েছে । বাস্তবে এই পাখা ইত্যাদির কোনো কথা নেই । আত্মার ওড়ার পাখা এখন ভেঙ্গে গেছে । শাস্ত্রে তো কত কথা লিখে দিয়েছে । ইনি (ব্রহ্মা বাবা) অনেক শাস্ত্র পড়েছেন । এনাকেও বাবা বলেন, তুমি নিজের জন্মকে জানো না । আমি তোমার অনেক জন্মের অস্তিম জন্মে প্রবেশ করি । কৃষ্ণ হলো সত্যযুগের প্রথম জন্ম । স্বয়ংবরের পর তাঁরা লক্ষ্মী - নারায়ণ হয়ে যায় । তাই যিনি নারায়ণ, তিনি অনেক জন্মের অন্তে এখন সাধারণ হয়ে যান । তখন অবশ্যই তাঁর শরীরেই আসতে হবে । কেউ কেউ আবার বলে, ভগবান এই পতিত দুনিয়াতে কিভাবে আসবে ? না বোঝার কারণে গ্রীকৃষ্ণের নাম দিয়ে দিয়েছে, যে সবথেকে পবিত্র । কিন্তু গ্রীকৃষ্ণকে সবাই ভগবান মানবে না । ভগবান হলেন নিরাকার । ওনার নাম শিব , বিখ্যাত । প্রজাপিতা ব্রহ্মা তো এখানে । সূক্ষ্মবতনে তো ব্রহ্মা , বিষ্ণু, শংকর । এও খুব ভালোভাবে বোঝানো দরকার । ধারণাও খুব ভালো থাকা দরকার । নিজেদের মধ্যে একে অপরকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে । বাবাকে স্মরণ করো কি ? ৮৪ র চক্রকে স্মরণ করো কি ? এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পুরানো দুনিয়া, পুরানো বস্ত্র সব ত্যাগ করতে হবে । এখন আমরা নতুন দুনিয়ার জন্য তৈরী হচ্ছি । পুরানো দুনিয়ার নেশা আর থাকে না । এ হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের নেশা, এই নেশা কাটা খুবই মুশকিল । গরীবদের নেশা কেটে যায় । বাবা বলেন, আমি গরীবের ভগবান, এখানে গরীবরাই আসে । আজকাল তো কোটিপতিদেরই পয়সাওয়ালা বলা হয় । লাখপতিকে পয়সাওয়ালা বলা হবে না । তারা তো এই জ্ঞান নিতে পারবে না । বাবা বলেন আমার তো কোটিপতি চাই না । কি করবো ? আমার গরীবদের এক এক পয়সা দিয়ে স্বরাজ্য স্থাপন করতে হবে । আমি পাক্ষা ব্যবসায়ী । এমন ফালতু কেন নেব, যা দিতে হবে ? তোমরা পরিবর্তে অনেক কিছু পাও, তাই বাবাকে ভোলানাথ বলা হয় । গরীবের সাথে গরীবকেই মালায় গাঁথা হয় । তোমাদের সমস্তকিছুই এই পুরুষার্থের ওপর নির্ভর করে, এখানে পয়সার কোনো কথা নেই । পড়ার বিষয়ে গরীব খুব মন দিয়ে পড়বে । এই পড়া তো একই । গরীব খুব ভালো করে পড়বে, কারণ সাহকারদের পয়সার নেশা থাকে ।

তোমরা বাচ্চারা জানো, তোমরা একসময় স্বর্গের মালিক ছিলে, এখন কাঙ্গাল হয়েছো । এখন বাবা যখন এসেছেন, তখন ৮৪ জন্মের এই চক্র তো অবশ্যই লাগতে হবে । পুনর্জন্মও তোমরাই সিদ্ধ করবে । তোমরা আমার অতি প্রিয় হারানিধি বাচ্চারা এই ৮৪ র চক্রে আসো । এ কথাও তোমরাই জানো, আর কেউই জানে না । তোমরা জানো যে চক্র সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, এখন ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পড়াকে খুব ভালো করে পড়তে হবে । চিত্র রাখা থাকলে, দেখে চক্রের কথা মনে হবে । কোনো কোনো গান খুবই ভালো, শুনলে নেশা বাড়তে থাকে । তোমরা এখন শিব বাবার হয়েছো, তোমরা আশীর্বাদী বর্ষা নিরাকারের থেকেই পাও, সাকারের মাধ্যমে । সাকারে না আসতে পারলে নিরাকার কিভাবে দেবেন তোমাদের ? তাই তিনি বলেন, আমি এনার অনেক জন্মের শেষে প্রবেশ করি । প্রজাপিতাও তো এখানেই চাই । ব্রহ্মার নাম বিখ্যাত, কারণ ব্রহ্মা মুখ বংশাবলী তোমরা । বাচ্চাদের বাজোলী বা ডিগবাজির খেলাও বোঝানো হয়েছে । আমরা এখন ব্রাহ্মণ, এরপর দেবতা হবো । টিকিও তো দেখা যায় । ওপরে শিব বাবা তারার মতো আছেন, কত সূক্ষ্ম । এতো বড় লিঙ্গ হয় না, এ তো পূজার জন্য বানানো হয় । রুদ্র যন্তু যখন রচনা করা হয়, তখন একটি বড় শিব লিঙ্গ আর ছোটো ছোটো শালিগ্রাম বানানো হয় । সাহকাররা অনেক বানায় । এইসব ভক্তিমার্গে দ্বাপর যুগ থেকে শুরু হয় । প্রথমে ১৬ কলা থাকে, তারপরে ১৪ কলা, এরপর কলা কম হতে হতে এখন কোনো কলাই নেই । এইকথা বাবা বসেই বুঝিয়ে বলেন । বাবা আর কোনো কষ্ট দেন না । নোট করতে

থাকো, পতিদেরও পতিকে কত সময় ধরে স্মরণ করেছে ? অব্যভিচারী সম্বন্ধ চাই না ? মিত্র - সম্বন্ধীদেরও ভুলে যেতে হবে । একজনের সঙ্গেই প্রীতির সম্পর্ক রাখতে হবে । এই বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে যেতে হবে । আত্মাদের বৈঠক তো ব্রহ্ম - তত্ত্বে । ক্ষীর সাগরে বিষ্ণুকে দেখানো হয় । বিষ্ণু আর ব্রহ্মা । ব্রহ্মার দ্বারা তোমাদের বোঝানো হয়, তারপর তোমরা বিষ্ণুপুরী ক্ষীর সাগরে চলে যাও । এখন বাবা বলেন, কেবল আমাকে স্মরণ করো, তিনি আর কোনো কষ্ট দেন না । কেবল একটি কথাই বলেন - হে আত্মারা আমাকে স্মরণ করো । আমিই তোমাদের এই অভিনয় করতে পাঠিয়েছিলাম । তোমাদের আমি স্মরণ করিয়ে দিই যে তোমরা অশরীরী এসেছিলে । প্রথম দিকে তোমরা দেবতা হয়ে স্বর্গে এসেছিলে । ভগবান যখন সকলেরই বাবা তখন সকলকেই তো স্বর্গে আসতে হবে । কিন্তু সব ধর্মের মানুষ তো আর আসতে পারবে না । ৮৪ জন্ম দেবতারাই নিয়েছে । তাদেরই আসতে হবে । এইসব কথা তোমরা ছাড়া আর কেউই জানতে পারে না । ভালো বুদ্ধির মানুষরাই এই ধারণা করবে । খুব অল্প সময় বাকি আছে তাই নিজেকে আত্মা মনে করো । আমরা এক শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর গ্রহণ করি, আমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে । এখন এ হলো অন্তিম জন্ম । আত্মা সত্যিকারের সোনা পরিণত হবে । সত্যযুগে সবাই প্রকৃত গহনা ছিলো, এখন সবাই মিথ্যা । এখন তোমরা আবার জ্ঞান চিতায় বসেছো, তোমরাই আবার গোরা হয়ে যাও । শ্বাসে প্রশ্বাসে যদি স্মরণ করো, তাহলে সেই অবস্থা অন্তিমে আসবে । আত্মা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা আর সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) ক্ষীর সাগরে যাওয়ার জন্য এক বাবার সাথেই সত্যিকারের প্রীতি রাখতে হবে । অব্যভিচারী স্মরণে থাকতে হবে আর সবাইকে এক বাবার কথা মনে করিয়ে দিতে হবে ।

২) বিনাশী ধনের নেশা রাখবে না । জ্ঞান ধনের নেশায় স্থায়ী থাকতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়া করে উঁচু পদ পেতে হবে ।

বরদান :- পরিবর্তন শক্তির দ্বারা অতীতকে বিন্দু দিয়ে নির্মল আর নির্মাণ হও ।

পরিবর্তন শক্তির দ্বারা আগে নিজের স্বরূপকে পরিবর্তন করো, আমি শরীর নই, আমি হলাম আত্মা । এরপর স্বভাবের পরিবর্তন করো, পুরানো স্বভাবই পুরুষার্থী জীবনে ধোকা দিয়ে থাকে । তাই পুরানো স্বভাব বা চরিত্রের পরিবর্তন করো । তারপর হলো সংকল্পের পরিবর্তন । ব্যর্থ সংকল্পকে সমর্থ পরিবর্তন করে দাও । এইপ্রকারে পরিবর্তন শক্তির দ্বারা সমস্ত অতীতের ঘটনাকে যদি বিন্দু লাগাতে পারো তাহলে স্বতঃ নির্মল আর নির্মাণ হতে পারবে ।

স্নোগান :- ললাটে স্মৃতির তিলক যেন সর্বদা ঝলমল করে --- এই হলো বধূর প্রকৃত সোহাগের চিহ্ন ।

বিধি, বিধান এবং বরদান

আজ, সব বাচ্চাদের স্নেহের রেসপন্স দিতে বাপদাদাকে মিলনের জন্য আসতে হয়েছে। সারা বিশ্বের বাচ্চাদের স্নেহ এবং স্মরণের শব্দ সূক্ষ্মবতনে বাপদাদার কাছে মিষ্টি এক সুরেলা ধ্বনি রূপে পৌঁছে গেছে। বাচ্চারা যেমন স্নেহের গীত গায়, বাপদাদাও বাচ্চাদের গুণগীত গান। তোমরা বাচ্চারা যেমন বলো, "সারা কল্পে আমরা এমন বাপদাদা কখনও খুঁজে পাবোনা", তেমনই বাপদাদাও বাচ্চাদের দেখে বলেন, সারা কল্পে আবার কখনও এমন বাচ্চাদের খুঁজে পাওয়া যাবে না। এইরকম বাবা আর বাচ্চাদের খোলাখুলিভাবে অন্তর্মনের আলাপচারিতা সদা শুনতে পাও ? বাবা আর তোমরা কন্সাইন্ড রূপে, তাই না ! এই স্বরূপকেই সহজযোগী বলা হয়ে থাকে। তোমাদের যোগ লাগাতে বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু সদাসর্বদা কন্সাইন্ড অর্থাৎ যারা অনুষ্ণুগ সাথে থাকে। এইরকম স্টেজ অনুভব করো নাকি অনেক মেহনত করতে হয় ? শৈশবে তুমি কি প্রতিজ্ঞা করেছিলে ? সাথে থাকবে, একসাথে বাঁচবে, একসাথে যাবে। এই পণই তো করেছিলে, তাই না ! নিশ্চিত তো ? তোমরা আত্মারা সাকার রূপের পালনার অধিকারী বাচ্চা। নিজের ভাগ্য স্পষ্টভাবে ভাবো এবং বোঝো।

(বাপদাদার সামনে দাদারাম এবং সাবিত্রী বোনের পরিবার বসে আছে) কোটির মধ্যে কয়েকজনই ভাগ্যবিধাতার ব্যক্তিগত সম্পর্কে আসতে পারে। এখন, সময় এসেছে, তোমাদের এই ভাগ্য, স্মৃতিতে আসবে। আদি পিতাকে খুঁজে পাওয়া হলো ভাগ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। তোমরা কি সদা বাবার সাথে থেকে নিরন্তর যোগী, সহজ যোগী হয়েছ ? উত্তরণের অর্থাৎ উড়তি কলায় স্থিত হয়ে ফরিস্তা স্বরূপ হয়েছ ?

আজ, বাবাকে তোমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছ বড়দিনের উত্সব উদযাপন করতে। তোমরা উঁচু থেকেও উঁচু বাবার সাথে সবচেয়ে বড়দিন আর মিলনোৎসব উদযাপন করছ। বড়দিন অর্থাৎ উত্সবের দিন। যখন তোমরা বড়দিনের উত্সব পালন করো তখন খারাপ দিন সমাপ্ত হয়ে যায়। শুধু আজকের একটা দিনই পালন করা নয়, তোমরা সদা উত্সব করো অর্থাৎ তোমরা নিরন্তর উত্সাহ-উদ্যমে থাকো, অবিনাশী বাবা, অবিনাশী দিন, অবিনাশী উত্সব পালন। বড়দিনের উত্সব অর্থাৎ সদা নিজেকে বড় থেকেও বড় বানানো। তোমরা শুধু উত্সব পালন করোনা বরং তোমাদের নিজেদের সেইরকম হতে হবে এবং অন্যকেও একইরকম বানাতে হবে। বড়দিনে সব আত্মাদের কি গিস্ট দেবে ? যে আত্মাই তোমার সম্পর্কে আসুক, তাদের ঈশ্বরীয় অলৌকিক স্নেহ, শক্তিগুণ এবং তোমার সমস্ত সহযোগ দেওয়ার লিফটের গিস্ট দাও। যাতে তাঁরা এমন সম্পন্ন আত্মা হয়ে যায়, যে কোনোপ্রকার অপ্রাপ্তি অনুভব না করে। এইরকম গিস্ট তোমরা দিতে পারো ? তুমি নিজে স্বয়ং সম্পন্ন ? অন্যকে দেওয়ার জন্য আগে নিজের কাছে জমা হবে, তবে তো দিতে পারবে, তাই না ! আত্মা, আজ তো তোমরা গিস্ট দিতে আর গিস্ট নিতে এসেছ, তাই তো ! শুধু নেবে নাকি দেবেও ? শক্তি সেনা কি করবে ? নেওয়ায় আর দেওয়ায় মজা হয় নাকি শুধু নেওয়ায় ? দাতার দেওয়া হলো নাকি নেওয়া হলো ? বাবা তোমাদের থেকে কেন নেন ? নেন কারণ এর রূপান্তর ঘটিয়ে শতগুণে তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য। বাবার কি এর প্রয়োজন আছে ? বাচ্চাদের দেওয়ার জন্য বাবার কাছে সবকিছু আছে, এইজন্য তিনি দাতাও, বিধাতাও এবং বরদাতাও। বাবা যত ভালোভাবে বাচ্চাদের ভাগ্যকে জানেন, বাচ্চারা নিজের ভাগ্য ততটা জানে না। সদা স্মরণে রেখো,

ভাগ্যের এই দিনগুলো অবিরত তোমাদের সমর্থ বানায়। এই সমগ্র পরিবার লাকি ফ্যামিলি, কেননা এই পরিবারের নিমিত্ত বীজের কারণে বৃক্ষের বৃদ্ধি হচ্ছে এবং বৃদ্ধি হতেই থাকবে। সেই আত্মার শ্রেষ্ঠ কামনা পুরো পরিবারকে লিফটের গিফট লাভ করতে সমর্থ বানায়, কারণ তিনি পবিত্র শুদ্ধ আত্মা ছিলেন এইজন্য পবিত্রতার জল প্রত্যক্ষ ফল দিচ্ছে, বুঝেছ তোমরা ? সাকার রূপে নিমিত্ত মাতা গুরুও (দাদী সাবিত্রী) বসে আছেন। মাতা গুরু হয়েছেন আর পিতা লিফটের গিফট দিয়েছেন। তাহলে, এই পরিবারকে কি করতে হবে ? ফলো ফাদার করতে হবে, তাই না ! তোমাদের কোনকিছু ছাড়তে হবে না। ভীত হয়োনা। আচ্ছা।

ডাবল্ বিদেশী আত্মারাও পৌঁছে গেছে। এখন বাপদাদাও বিদেশী, ব্রহ্মাবাবাও তো বিদেশী হয়ে গেছেন, তাই না ! এক বিদেশীর (বাপদাদা) সাথে, অন্য বিদেশীদের (ডাবল্ ফরেনার) সাক্ষাত হওয়া কত ভালো কথা, তাই না ! সব বাচ্চাদের, তার মধ্যেও বিশেষ নিমিত্ত ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের এক বিশেষত্ব দেখে বাপদাদা পুলকিত। কোন বিশেষত্ব ? ডাবল্ বিদেশী বাচ্চাদের বিশেষ মিলনের আকুল আকাঙ্ক্ষা বিশেষ রূপে বাপদাদার কাছে পৌঁছেছে। সাকারী দুনিয়ার হিসেবে, ডাবল্ বিদেশীদের কাছে আজ একটা বিশেষ দিন। তোমরা টোলি -মিষ্টি খেয়েছ নাকি এখন খেতে চাইছ ? বাপদাদা মিষ্টি খাওয়াতে খাওয়াতে তোমাদের মিষ্টি বানিয়ে দেন। তোমরা তো সবাই মিষ্টি হয়ে গেছ তাই না ! চতুর্দিক থেকে আসা বাচ্চাদের এবং মধুবন নিবাসী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন দিচ্ছেন, সদা কস্মাইন্ড অর্থাৎ সদা বাবার সাথে কস্মাইন্ড হওয়ার বরদান এবং উত্তরাধিকার দিচ্ছেন। তোমরা ডাবল্ অধিকারী। তোমরা উত্তরাধিকারও লাভ করো আর বরদানও। যদি দুঃসাধ্য কিছু অনুভব হয়, তবে বরদাতা বাবার রূপ স্মৃতিতে আনো। তাহলে, বরদাতা দ্বারা বরদান রূপে প্রাপ্তি হলে সব কাঠিন্য সহজ হয়ে যাবে আর প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির অনুভূতি হবে।

আজকের দিনের বিশেষ স্লোগান সদা স্মৃতিতে রাখো। তিন শব্দ স্মরণে রেখো, বিধি, বিধান এবং বরদান। সঠিক বিধি দ্বারা সহজভাবে সিদ্ধি স্বরূপ হয়ে যাবে। বিধান দ্বারা বিশ্ব নির্মাতা এবং বরদান দ্বারা বরদানী মূর্ত হয়ে যাবে। এই তিন শব্দই সদা তোমাকে সমর্থ বানাতে থাকবে। আচ্ছা।

চতুর্দিকের সব হারানিধি (সিকিলধে), উঁচু থেকেও উঁচু বাবার মহা উত্তম বাচ্চারা, যারা সবাইকে সম্পন্ন বানায়, এইরকম মাস্টার বিধাতা, বরদানী বাচ্চাদের, মাঝাকে বিদায় দেওয়ার অভিনন্দন ; এই বিশেষ অভিনন্দনের সাথে সাথে আজ বাচ্চাদের প্রবল উত্সাহ এবং উদ্যমের জন্য তাদের বিশেষ অভিনন্দন সবাইকে, যারা বাবার সামনে সাকার বা আকার রূপে আছে এইরকম সমুখে থাকা সব বাচ্চাদের অনেক অনেক স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

দিদিজী এবং দাদীজীর সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

আপনাদের দুজনকে দেখে বাপদাদার স্মরণে কি আসছে ? বিশ্ব-নয়ন মণি তো বটেই, প্রথমে বাপদাদার নয়নের মণি। বলা হয়ে থাকে নভো-মণি (সূর্য) নেই তো পৃথিবীও নেই। তাই বাপদাদাও নয়নমণিদের স্থাপনার কার্যে এইরকমই বিশেষ আত্মারূপে দেখেন। করাবনহার তো করছেনই, কিন্তু তিনি বাচ্চাদের করণহার বানান। করণকরাবনহার এই শব্দেও বাবা আর বাচ্চা উভয়েই কস্মাইন্ড, তাই না ! হাত বাচ্চাদের আর কাজ বাবার। সহযোগের হাত বাড়ানোর গোন্ডেন চান্স একমাত্র তোমরা বাচ্চারাই লাভ করো। অনেক বড় কাজও করতে কেমন লাগে ? তোমাদের

অনুভব হয়, যে করণকরাবনহার করাচ্ছেন, তাই না ! তিনি তোমাদের নিমিত্ত বানিয়ে চালাচ্ছেন । এই ধ্বনিই মন থেকে সদা বেরিয়ে আসছে । বাপদাদাও বাচ্চাদের সব কর্মে করাবনহার রূপে সদা সাথে আছেন । তিনি তোমাদের সাথে আছেন নাকি তিনি চলে গেছেন ! তিনি লুকোচুরির খেলা খেলছেন মাত্র । খেলায় কি হয় ? করতালি দিয়ে খেলার শুরু হয় । এটাও সেরকমই, ডামার তালি বেজেছিল আর খেলা শুরু হয়েছিলো ।

এখন, সুইট হোমের গেট কখন খুলবে ! কনফারেন্সের ডেট যেমন ফিক্স করা হয়েছে এবং হল তৈরির ডেট ফিক্স হয়েছে, গেট খোলার জন্য তোমরা প্রোগ্রাম তৈরি করনি ? গেট খোলার আগে সবকিছু তো তোমরা তৈরি করবে নাকি বাবাকেই সব করতে হবে ? সেইসব প্রস্তুত আছে ? ব্রহ্মাবাবা তো এভার রেডি হয়েই আছেন । তাহলে তাঁর সাথীদেরও তো এভার রেডি হওয়া চাই, তাই না ! ৮-এর মালা বানাতে পারো ? তা' কি এখনই হতে পারবে ? প্রথম ৮-এর মালা তৈরি হয়ে গেলে তারপরে যারা তাদের অনুসরণ করবে তারা আপনা থেকেই তৈরি হয়েই যাবে । আট এভার রেডি হয়েছে ? তাদের নাম লিস্ট করে বাবাকে সেটা পাঠিয়ে দাও । সবারই ভেরিফাই করা উচিত, যে হ্যাঁ, তারা এভাররেডি । তারা বাবার পছন্দ, ব্রাহ্মণ পরিবারের পছন্দ এবং তাদের বিশ্ব সেবার পছন্দ । যখন তোমাদের এই তিন বিশেষত্ব থাকবে তখনই তুমি বলতে পারবে এভার রেডি । প্রথমে বালা তৈরি হবে তারপরে বড় মালাও তৈরি হয়ে যাবে । আচ্ছা ।

সাবিত্রী বোনের প্রতি -

নিজের গুপ্ত বরদান প্রত্যক্ষরূপে দেখতে পাচ্ছ ? এখন বুঝতে পারছ তুমি কে ? সার্ভিসেবল্ -এর লিস্টে তোমার নাম অনেক সামনে আছে, বুঝতে পারো, তাই না ! সেবার প্রত্যক্ষ ফলের তুমি নিমিত্ত হয়েছিলে । বীজকে নিমিত্ত বলা হয়ে থাকে । সার্ভিসেবল্-এর লিস্টে তুমি অনেক আগে আছ, শুধু মাঝে মাঝে এটা ভুলে যাও । যখন বাপদাদা এটা স্বীকার করছেন, তাহলে তোমার অন্য কিছুই কি প্রয়োজন আছে ? সবার সার্ভিস একরকম হয়না । ভ্যারাইটি আত্মারা আছে এবং সার্ভিসের বিধিও ভ্যারাইটি । ভাবলে এটা হবেনা, এটা নিজে থেকেই হবে । সবসময় নিজেকে বাবার কাছে রত্ন মনে করো, জন্ম থেকে তোমার অধিকার । জন্ম মুহূর্ত থেকে তুমি ফাস্ট গিয়েছিলে, তাই না ! তুমি জন্ম নিতেই কাছে থাকার বরদান লাভ করেছিলে । সাকারে কাছে থাকার বরদান কতজন লাভ করেছে ? তাদের গুণতি করতে হলে তো যারা এই বরদান লাভ করেছে সেইসব বরদানী আত্মাদের খুঁজে পাওয়া মহা মুশকিল হয়ে যাবে । সুতরাং, বাবার খুব কাছে থাকার অনুভব ক'রে সামনে এগোতে থাকো । যাই হোক, যতটা করতে পারো, যেভাবে করতে পারো সেটাই কল্যাণকারী । ভেবোনা । শুধু ব্যর্থ চিন্তা থেকে মুক্ত থাকো । বাবা প্রতিজ্ঞা করেছেন, তিনি সদা সাথে থাকার দায়িত্ব পূরণ করবেন । নিজের সংকল্পও বাবার ওপর ছেড়ে দাও । সার্ভিস বাড়বে অথবা বাড়বে না, বাবা জানে । না বাড়লে বাবার দায়িত্ব, তুমি নও । এতটাই নিশ্চিত থাকো । তুমি তো বাবার সামনে তোমার নিজের সংকল্প রেখে দিয়েছ, তাই না ! তবে কার দায়িত্ব ? তুমি বাবার হারানিধি (সিকিলধে), বিশেষ বাচ্চা - কত স্নেহে বাবা তোমাকে খুঁজছেন । সারা বিশ্ব থেকে সেবার জন্য বাবা প্রথম রত্নরূপে তোমাকে মনোনীত করেছেন অর্থাৎ পছন্দ করেছেন, সুতরাং, এটা ভুলোনা । আচ্ছা ।

সাবিত্রী বোনের পরিবারের প্রতি :-

তোমরা সবাই ডাবল উত্তরাধিকারের অধিকারী, তাই না ! তোমরা লৌকিক বাবার শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ধনভাগ্য লাভ করেছ এবং পারলৌকিক বাবার থেকেও তোমরা উত্তরাধিকার লাভ করো, অলৌকিক বাবার থেকেও উত্তরাধিকার লাভ করো । একসাথে তিন বাবার বরসা লাভ করো । তিন বাবার আশার দীপক তোমরা । যেমনই হোক, বাচ্চাদের কুল দীপক বলা হয়ে থাকে । তোমরা কুলদীপক তো হয়েছ কিন্তু সাথে সাথে বিশ্ব দীপকও । ললাটে সদা ভাগ্য-নক্ষত্রের চমক । যেসব বাচ্চাদের এমন বীরত্ব আছে বাপদাদাও তাদের সাহায্য করেন । যখনই তোমরা সংকল্প করছ তখনই বাবা হাজির ! যখন সব কাজ বাবার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছ, তো তাঁর কাজ তিনি জানেন । নিজে সদা ডাবল লাইট ফরিস্তা, ট্রাস্টি হয়ে থাকলে নিরন্তর হালকা থাকবে । মন স্বচ্ছ তো ইচ্ছার পূর্তি । শ্রেষ্ঠ সংকল্পের সফলতা অবশ্যই হয় । একটা শ্রেষ্ঠ সংকল্পের পরিবর্তে বাচ্চারা বাবার থেকে হাজার শ্রেষ্ঠ সংকল্পের ফল প্রাপ্ত করে নেয় । একের বদলে হাজার গুণের প্রাপ্তি । যে সম্পদের ভাগ্য এখন তোমরা বাবার থেকে পেয়েছ, তা' সবার মধ্যে বিলিয়ে দাও । মহাদানী হও । তোমার ধনভাগ্যে কেউ এলে তাঁকে খালি হাতে ছেড়োনা । জ্ঞানের ফাউন্ডেশন আগেই দেখানো হয়েছে, সেই বীজ এখন ফল ধারণ করবে । আচ্ছা ।

বিদায়ের সময় সব বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা স্মরণ-স্নেহের মেসেজ রেকর্ডে পাঠিয়েছেন -

চারিদিকের সব স্নেহী বাচ্চাদের থেকে বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ আর অভিনন্দন গ্রহণ করেছেন । সব বাচ্চারা বাপদাদার হৃদয়-সিংহাসনে আসীন । যারা তাঁর হৃদয়-সিংহাসনে বসে আছে তাদের তিনি ভুলে যাবেন কিভাবে ! সুতরাং, বাচ্চারা নিরন্তর তাঁর সাথে আছে আর সাথেই থাকবে এবং সাথেই চলবে । সেবার জন্য তাদের প্রবল উত্সাহ এবং গভীর অনুভূতি, মায়াজিৎ হওয়ার এবং সেবার বৃদ্ধির সমাচার বাপদাদা শুনতে থাকেন । সব বাচ্চা মহাবীর, আর মহাবীর হয়ে বিজয় পতাকা ওড়াচ্ছে । এইজন্য বাপদাদা তোমাদের সবাইকে বিজয়-অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তিনি আনন্দের সাথে তোমাদের বিজয়-গৌরবে সাধুবাদ দিচ্ছেন । অভিনন্দন জানাচ্ছেন । তোমরা অবিরত সবচেয়ে বড়দিন উঁচু থেকেও উঁচু বাবার সাথে প্রবল আগ্রহ আর গভীর অনুভূতিতে কাটাচ্ছ এবং তোমরা সদা বড়দিনের উত্সব পালন করবে । তোমাদের প্রত্যেকের বোঝা উচিত যে বাবা বিশেষ স্নেহ-স্মরণ আমার নামে পাঠিয়েছেন । মিলনোৎসব উদযাপন করতে করতে, বাচ্চাদের নামসহ তাঁর সামনে দেখে তিনি সবাইকে স্মরণ-স্নেহ দিচ্ছেন । আচ্ছা ।

প্রশ্ন: - এয়ারকন্ডিশন সীট বুক করার উপায় কি ?

উত্তর: - এয়ার কন্ডিশন সীট বুক করানোর জন্য বাবা যে কন্ডিশন দিয়েছেন তা' নিয়মিতভাবে লক্ষ্য রাখো । কন্ডিশনের মাত্র একটা যদি নজরে না রাখো, তুমি এয়ার কন্ডিশন সীট লাভ করতে পারবেনা । এমনকি যারা বলে আমরা চেষ্টা করবো তাদেরও এই সীট লাভ হয়না ।

প্রশ্ন: - পরমার্থ আর ব্যবহার এই দুইয়ের কোন গুণ তোমাকে সবার কাছে প্রিয় বানায় ?

উত্তর: - পরস্পরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার গুণ অর্থাৎ "প্রথমে তুমি" -এই মনোভাবের গুণ পরমার্থে এবং ব্যবহারে এই দুইয়েই তোমাকে সবার প্রিয় বানিয়ে দেয় । বাবারও এটা মুখ্য গুণ । বাবা বলেন, "বাচ্চা, আগে তুমি ।" সুতরাং, এই গুণে ফলো ফাদার করো ।

বরদানঃ- বেহদের বৈরাগ্য বৃত্তি দ্বারা আমিত্বের রয়্যাল রূপ সমাপ্ত করে পৃথক হয়েও সবার প্রিয় হও

সময়ের নিকটবর্তিতার প্রমাণ বর্তমান সময়ের বায়ুমণ্ডলে বেহদের বৈরাগ্য প্রত্যক্ষরূপে হওয়া আবশ্যিক। যথার্থ বৈরাগ্য বৃত্তির অর্থ - সব সম্বন্ধ-সম্পর্ক থেকে যতটা পৃথক ততটাই প্রিয়। যে পৃথক থেকেও প্রিয় হয়েছে সে নিমিত্ত এবং নির্মাণ হয়েছে, তার মধ্যে আমিত্ব ভাব আসতে পারেনা। বর্তমান সময়ে আমিত্বভাব রয়্যাল রূপে বেড়ে গেছে। কেউ কেউ বলে, "এটা আমার কাজ", "এটা আমার জায়গা" "আমার ভাগ্য অনুযায়ী এই সাধন আমি লাভ করেছি।" সুতরাং, এই ধরনের আমিত্ব ভাবের রয়্যাল রূপ এখন সমাপ্ত করো।

স্লোগানঃ- পরিবর্তনের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হলে শুভ চিন্তন করো এবং শুভ চিন্তক হও।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- বাবার স্মরণ তখনই দীর্ঘস্থায়ী হবে যখন বুদ্ধিতে জ্ঞান থাকবে, জ্ঞানযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা রুহানি যাত্রা করতে এবং করাতে হবে "

প্রশ্ন:- ঈশ্বর হলেন দাতা তবুও ঈশ্বর অর্থে দান করার প্রচলন রয়েছে কেন ?

উত্তর:- কারণ ঈশ্বরকে নিজের উত্তরাধিকারী করা হয়। এই ভাবনা থাকে যে এর প্রতিফল পর জন্মে প্রাপ্ত হবে। ঈশ্বরের অর্থে দেওয়া মানে নিজের সন্তান ভেবে নেওয়া । ভক্তি মার্গে সন্তান রূপে স্বীকার করা হয় অর্থাৎ সব কিছু অর্পণ করা হয় ফলত একটি বড় অর্পণ করলে রিটার্নে ঈশ্বর ২১ জন্ম সমর্পিত হয়ে থাকেন। তোমরা কড়ি নিয়ে আসো, পিতার কাছ থেকে হীরা প্রাপ্ত করো। এই পয়েন্টেই সুদামার উদাহরণ রয়েছে।

গান :- রাতের পথিক ক্লান্ত হয়োনা ।

ওমশান্তি। বাচ্চারা এই গানের এক লাইনে সব বুঝে গিয়েছে হয়তো। বাবা যখন বাচ্চা বলেন তখন বোঝা উচিত আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের বাবা বসে বোঝাচ্ছেন। আত্মা অভিমানী হতে হবে। এই কথা তো সবাই জানে যে আত্মা ও শরীর দুটি আলাদা বস্তু। কিন্তু এই কথাটি জানা নেই যে আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের পিতা আছেন। আমরা আত্মার নির্বাণ ধামের নিবাসী। এইসব কথা বুদ্ধিতে আসেনা। বাবা বলেন এই জ্ঞান একেবারেই লুপ্ত প্রায়। তোমরা জানো এবারে এই নাটক পূর্ণ হচ্ছে। এখন ঘরে ফিরতে হবে। অপবিত্র পতিত আত্মারা ফিরতে পারবেনা। একজন ও যেতে পারবেন, এটাই তো হল ড্রামা। যখন সব আত্মারা এখানে এসে যায় তখন ফেরার সময় হয়। এইসব তো তোমরা এখন জানো যে বাবা আমাদের রুহানী যাত্রা শেখাচ্ছেন। বলেন যে হে আত্মারা এবারে বাবাকে স্মরণ করার যাত্রা করতে হবে। জন্ম জন্মান্তর তোমরা দৈহিক যাত্রা করেছ। এখন তোমার হল রুহানী যাত্রা। ফিরে গিয়ে এই মৃত্যুলোকে আসতে হবেনা। মানুষ দৈহিক যাত্রায় যায় আর ফিরে আসে। সেসব হল দৈহিক দেহ অভিমানী যাত্রা। এই হল রুহানী যাত্রা। বেহদের বাবা ছাড়া এই যাত্রা কেউ শেখাতে পারেনা। তোমাদের শ্রীমৎ অনুযায়ী চলতে হবে। সমস্ত কিছু নির্ভর করছে স্মরণের যাত্রাতে, যে বাচ্চারা যত স্মরণ ক'রে, স্মরণ দীর্ঘস্থায়ী তখনই হবে যখন কিছু জ্ঞান থাকবে। ৮৪জন্মের চক্রের জ্ঞানও আছে তাইনা। এখন আমাদের ৮৪ জন্ম পূরণ হয়েছে। এই হল ৮৪ জন্মের যাত্রা , একেই বলে আবাগমনের যাত্রা। এখন তোমরা দুঃখধামের আবাগমন প্রক্রিয়া থেকে মুক্তি পেয়েছ। এটা হল দুঃখধাম, এখন তোমাদের জন্ম মরণ সব অমরলোকে হবে, যার জন্য তোমরা পুরুষার্থ করতে এসেছ অমরনাথের কাছে। তোমরা সবাই হলে পার্বতী, অমরকথা শোনো অমর নাথের কাছে , যিনি হলেন সদাই অমর। তোমরা সদাই অমর নও। তোমরা তো জন্ম মরণের চক্রে আসো । এখন তোমাদের চক্র নরকে, এর থেকে মুক্ত করে তোমাদের আবাগমন স্বর্গে করা হয়। সেখানে তোমাদের কোনো দুঃখ থাকবেনা। এইটি হল তোমাদের অন্তিম জন্ম। তোমরা দেখে যাবে যে বিনাশ কিভাবে হয়। এরা যে বুদ্ধি লাগায় যাতে যুদ্ধ না হোক বা বোমা ইত্যাদি সমুদ্রে ফেলে আসে। এরা সব বেচারী চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু এই সময় পূর্ণ হয়েছে কথাটি জানেনা।

তোমরা এখন সঙ্গমে রয়েছ এবং দুনিয়ার লোকেরা ভাবে এখন কলিযুগের আরম্ভ , ৪০ হাজার বছর পরে সঙ্গম আসবে। এইসব কথা বেরিয়েছে শাস্ত্র থেকে। বাবা বলেন তোমরা যে বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পাঠ করেছে, জন্ম জন্মান্তর দান পুন্য করেছে-- এইসব হল ভক্তি মার্গ। তোমরা জানো আমরা প্রথমে ব্রাহ্মণ তারপর দেবতায় পরিণত হই। ব্রাহ্মণ বর্ণ হল সবচেয়ে উঁচু। এটি তো প্রাকটিক্যাল কথা। ব্রাহ্মণ বর্ণে না এসে কেউ দেবতা বর্ণে আসতে পারবেনা। তোমরা নিশ্চয় করো আমরা হলম ব্রাহ্মণ সন্তান , শিববাবার কাছে দৈবী রাজস্ব প্রাপ্ত করি। এখন তোমাদের পুরুষার্থ চলছে। রেসও করতে হয়। ভালো করে পড়ে অন্যদের পড়িয়ে যোগ্য করা যাতে ওরাও স্বর্গের সুখ নিতে পারে। কৃষ্ণপুরীকে সকলেই স্মরণ করে। শ্রীরামকে শৈশবে ঝুলন করানো হয়না। শ্রীকৃষ্ণকে খুব ভালোবাসে, কিন্তু অন্ধ শ্রদ্ধায়। বুঝতে কিছুই পারেনা। বাবা বলেন এই সময় সম্পূর্ণ সৃষ্টি হল কালিমাময় তমপ্রধান । ভারত খুব সুন্দর , স্বর্ণ যুগ ছিল। এখন তো হল লৌহ যুগ । তোমরাও লৌহযুগে রয়েছ , এবারে স্বর্ণ যুগে যেতে হবে। বাবা স্বর্ণকারের কাজ করছেন। তোমাদের আত্মাতে যে লোহা ও তামার খাদ পড়েছে সেসব বের করা হয়। এখন তোমাদের আত্মা এবং শরীর দুইই মিথ্যে হয়েছে। এখন তোমাদের পুনরায় প্রকৃত স্বর্ণে পরিণত হতে হবে। খাঁটি সোণায় অনেক খাদ পড়লে একেবারে মিশ্রনে পরিণত হয় যার দ্বারা অলংকার তৈরি হয়। তোমাদের আত্মাতেও খুব অল্প সোনা রয়েছে। অলংকার ও পুরানো হয়েছে , দুই ক্যারেট সোনা বলা যাবে। তাই বাবা শ্রীমং দিচ্ছেন। ভারত নিশ্চিত স্বর্গ ছিল আর অন্য ধর্মের রাজস্ব ছিলনা পুনরায় সেই স্বর্ণে যাওয়ার পুরুষার্থ করতে হবে। কিন্তু মায়া করতে দেয় না। মায়া তোমার সম্মুখে এসে দাঁড়ায়। যুদ্ধ স্থলে তোমাকে পরাজিত করে। এই পথে চলাকালীন ঝড় ঝঞ্ঝা এসে যায়, বিকার গ্রস্ত হয়ে মুখে কালি লেগে যায়। বাবা বলেন আমি এখন তোমাদের গৌর বর্ণে পরিণত করি। তোমরা বিকারে গিয়ে নিজেদের মুখ কালো করেনা। যোগের দ্বারা নিজের অবস্থা শুদ্ধ করো। শুদ্ধ হতে হতে সমস্ত খাদ আত্মা থেকে বেরিয়ে যাবে তাই যোগ ভাঙিতে থাকতে হয়। স্বর্ণকার জনেরা এই কথাটি বুঝবে ভালো করে। আগুনে দিলেই সোনার খাদ বেরিয়ে যায়। তবে গিয়ে খাঁটি সোনার দলা প্রাপ্ত হয়। বাবা বলেন তোমরা যত আমায় স্মরণ করবে তত তোমরা শুদ্ধ হতে থাকবে। বাবা তো শ্রীমং দেবেন আর কিছু করবেন না। বলা হয় বাবা দয়া করুন। এবারে বাবা দয়া বা কৃপা কি করবেন ! বাবা তো বলেন স্মরণে থাকো তাহলেই খাদ বেরিয়ে যাবে। তো স্মরণে থাকবে নাকি কৃপা বা আশীর্বাদ চাইবে ? এই বিষয়ে প্রত্যেককে নিজস্ব পরিশ্রম করতে হবে।

বাবা বলেন রুহানী বাচ্চারা , এই যাত্রায় ক্লান্ত হবেনা। ঋণে ঋণে বাবা কে ভুলে যেওনা। যত স্মরণে থাকো তত সময় যেন তোমরা ভাঙিতে রয়েছ। স্মরণে না থাকা মানেই ভাঙিতে নেই । ফলে তোমরা আরো বিকর্ম করো, বিকর্ম যুক্ত হতে থাকে , যার জন্য তোমার শ্যাম বর্ণে পরিণত হও। পরিশ্রম করে গৌর বর্ণে পরিণত হয়ে আবার শ্যাম বর্ণ হয়ে যাও এর মানে এই হল যে এমনিতে তোমরা ৫০% শ্যামবর্ণ থেকে এখন ১০০% শ্যামবর্ণে পরিণত হও। কাম বিকার-ই তোমাদের মুখে কালি দিয়েছে। ওই হল কাম চিতা আর এই হল জ্ঞান চিতা। মুখ্য কথা হলই কাম বিকারের। ঘরে ঝগড়া এই বিষয়েই হয়। কুমারীদের বোঝানো হয় এখন তোমরা পবিত্র তাই তোমরা ভালো আছো । কুমারীদের চরণ স্পর্শ করা হয় কারণ তারা পবিত্র কিনা। তোমরা সবাই কুমারী তাইনা। তোমরা ব্রহ্মাকুমারীরা ভারতকে স্বর্ণে পরিণত কর। তাই তোমাদের স্মৃতি চিহ্ন ভক্তি মার্গে রয়েছে। কুমারীদের অনেক মান দেওয়া হয়। ব্রহ্মাকুমাররাও আছে কিন্তু মায়েদের মেজরিটি বেশি। বাবা নিজে এসে বলেন বন্দে মাতরম। তোমরা বাবাকে উত্তরাধিকারী কর। ভক্তি মার্গে

তোমরা ঈশ্বরকে দান করো কেন? পিতা তো সন্তানদের দিয়ে থাকেন। তাহলে ঈশ্বরকে দান করো কেন ? ঈশ্বর কে দান করো। কৃষ্ণকে দান করো। কৃষ্ণ তোমাদের কে যে তোমরা দান করো ? কোনো অর্থ আছে তো ? কৃষ্ণ তো আর গরিব নয়। তবুও বলা হয় ঈশ্বর অর্থ , কৃষ্ণ অর্থ তো হয়না। কৃষ্ণ সত্যযুগের রাজকুমার। বাবা বলেন আমি তোমাদের সকল মানবাঙ্খা পূরণ করি । কৃষ্ণ তো মানবাঙ্খা পূরণ করতে পারেনা। তারা কৃষ্ণকে ঈশ্বর ভেবে কৃষ্ণ অর্পণম বলে দেয়। বাস্তবে আমি ফল দিয়ে থাকি। ভক্তি মর্গের সব কথা বোঝানো হয়। শিববাবাকে তোমরা দান করো তাহলে তিনি সন্তান স্বরূপে আছেন তাইনা। ভক্তিমার্গেও সন্তান , এখানেও সন্তান। ভক্তিমার্গে অল্প কালের ফল প্রাপ্ত হয়ে যায়। এখন সবকিছু হল ডাইরেক্ট সরাসরি , তাই তোমাদের ২১ জন্মের স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হয়। এখানে সম্পূর্ণ রূপে সমর্পিত হতে হয়। তোমরা একবার সমর্পিত হও তো বাবা ২১ বারের জন্য সমর্পিত হয়ে যান। তোমরা কড়ি নিয়ে আসো বাবার কাছে হীরা নিতে। অন্তরে বুঝতে পার যে আমরা এক মুঠো চাল শিববাবার ভাণ্ডারে ঢেলেছি। সুদামার কাহিনী এখনকার কথা। শিববাবা তোমাদের কে যে তোমরা ওনাকে দান করো ? উনি বাচ্চা হলে তোমরা বয়স্ক তাইনা। তোমরা বুঝতে পার একের পরিবর্তে লক্ষ প্রাপ্তি হবে। দাতা তো উনি একজনই আছেন। সাধু গণ তোমাদের কিছু দান করেনা। ভক্তিমার্গেও আমি দিয়ে থাকি , তাই বাবা জিজ্ঞাসা করেন তোমাদের কয়টি সন্তান আছে ! কেউ বুঝতে পারে , কেউ পারেনা। এখন তোমরা জানো আমরা শিববাবার কাছে নিজেদের উৎসর্গ করি। আমাদের দেহ মন সম্পত্তি সবই ওনার। তিনি আমাদের ২১জন্মের অধিকার দেন। ধনীদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়। বাবার নাম হল দীনের নাথ। বাবা বলেন তোমাদের নিজেদের গৃহস্থ ব্যবহার পালন করতে হবে। এমন নয় এখানে বসে শ্রীমৎ অনুযায়ী চলবে। মামেকম স্মরণ কর। ভক্তিমার্গেও গায়ন রয়েছে আমার তো কেবল একজনা অন্য কেউ নয়। তোমাদের কত কথা বোঝানো হয়। সবাই তো একরকম সমঝদার হয়না। পরের দিকে সব আসবে। তখন তোমাদের শক্তি থাকবে। শোনা মাত্র তোমাদের ধরবে। যদি নিশ্চয় হয় যে বাবা ২১জন্মের স্বর্গের অধিকার দিচ্ছেন তাহলে এক মিনিটের জন্যেও ছাড়বেনা। এই ব্রহ্মবাবা নিজের অনুভব ও তো শোনান তাইনা। ইনি তো জহরী ছিলেন । বসে বসে কি হয়ে গেলেন ! ব্যাস, দেখলেন বাবা বাদশাহী দিচ্ছেন । বিনাশ দেখলেন তারপর রাজস্ব দেখলেন তো বললেন ব্যাস, এই গোলামিকে ত্যাগ কর। সাক্ষাৎকার হয়েছে কিন্তু স্তান ছিলনা। ব্যাস আমার বাদশাহী প্রাপ্ত হল। বাবা স্বর্গের বাদশাহী দিতে এসেছেন দেখা মাত্রই ধরা উচিত তাইনা। বাবা এই সবকিছু আপনার। আপনার কাজে লেগে যাবে। বাবাও সবকিছু মায়েদের হাতে তুলে দিয়েছেন। মায়েদের কমিটি বানিয়ে , ওনাদের দিয়েছেন। বাবা -ই সবকিছু করাতেন। বুঝেছ যে বাবার কাছে ২১ জন্মের রাজস্ব প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এবার তোমরা নাও। বাবা ঝট করে দাসত্ব থেকে নিজেকে মুক্ত করেন । যবে মুক্তি পেয়েছেন তবে থেকে খুব খুশীতে চলেছেন। অনেক বার আমরা দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা করেছি। বাবা ব্রহ্মাকুমার কুমারীদের দ্বারা স্থাপনা করিয়েছেন। যখন এই ব্যাপার তখন আর দেরি কেন? বাবার কাছে আমরা ২১ জন্মের অধিকার নিশ্চয়ই নেব। বাবা ঘর দুয়ার ত্যাগ করতে বলেননা। ভালাই ঘর দুয়ার ভালো করে সামলাও, শুধু বাবাকে বাবাকে স্মরণ কর। নেশা থাকা উচিত যে আমরা বাবার আপন হয়েছি। বাবাকে কেউ চিঠিতে লেখে বাবা অমুক খুবই নিশ্চয়বুদ্ধি , খুব বিচক্ষণ। অনেককে বোঝাতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়বুদ্ধি আস্তা আমাদের কাছে তো আসেনা। বাবার সঙ্গে সাক্ষাৎ না করেই দেহ ত্যাগ করলে বাবার কাছে অধিকার প্রাপ্ত হবে কিভাবে। এখানেতো বাবার কোলে আসতে হবে। নিশ্চয় হয়ে দেহ ত্যাগ করলে , পরিশ্রম কিছু করলেনা। লৌহ কাল ঘেকে স্বর্ণ কালে পরিবর্তন না হলে সাধারণ প্রজাতে জন্ম নেবে। যদি সন্তান স্বরূপে ভাল ভাবে

পাকা হয়ে দেহ ত্যাগ করবে তাহলে উত্তরাধিকারী হয়ে যাবে। উত্তরাধিকারী হতে কোনো পরিশ্রম নেই। কেউ সূর্যবংশী রাজত্ব প্রাপ্ত করে, কেউ সার্ভিস করতে করতে পরের জন্ম গুলিতে রাজ পদ মর্যাদা প্রাপ্ত করবে। এইটা কোনো সুখ খোড়াই হলো। রাজশাহীর সুখ তো প্রথমেই পরের দিকে তো কোয়ালিটি কম হতে থাকবে। বাচ্চাদের পরিশ্রম করে মা বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। মাম্মা বাবার রাজ্যাসনে বসার যোগ্যতা তো থাকা উচিত। হার্ট ফেল কেন হবে ! পুরুষার্থ করে ফলো করো। সূর্যবংশী রাজ্যাসনের মালিক হও। স্বর্গে তো এসো তাইনা। ফেল হলে চন্দ্রবংশীতে চলে যাবে, দুই প্রতিশত কোয়ালিটি কমে যাবে। আচ্ছা!

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদেরকে মাতা পিতা বাপদাদার স্নেহ পূর্ণ স্মরণ ও গুড মর্নিং। রুহানি বাবার রুহানি বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) বাবার কাছে আশীর্বাদ প্রাপ্তির আশায় না থেকে স্মরণের যাত্রায় তৎপর হও। রুহানি যাত্রায় কখনও ক্লান্ত হয়োনা।

২) শিববাবাকে নিজের সন্তান রূপে উত্তরাধিকারী করে সম্পূর্ণ ভাবে সমর্পিত হতে হবে। মাতা পিতাকে অনুসরণ করতে হবে। ২১ জন্মের রাজত্বের সুখ প্রাপ্ত করতে হবে।

বরদান :- অন্যদের বিষয়ে রিমার্ক বা মন্তব্য করার বদলে নিজেকে অর্থাৎ স্ব-পরিবর্তনকারী স্বচিন্তক ভব।

ব্যাখ্যা: অনেকে এই পথে চলাকালীন বড় ভুল করে ফেলে - যে অন্যদের জন্যে বিচারক হয়ে নিজের জন্যে উকিল হয়ে যায়। বলবে এইটি করা উচিত নয়, এইটি বদল হওয়া চাই এবং নিজের জন্য বলবে যে এই কথাটি ঠিক আমি যা বলি রাইট। এখন অন্যদের জন্যে এমন মন্তব্য করার চেয়ে নিজের বিচারক হও। স্ব চিন্তক হয়ে নিজেকে দেখো আর স্বয়ং কে পরিবর্তন কর তবেই বিশ্ব পরিবর্তন হবে।

স্লোগান - সর্বদা খুশীতে থাকতে হলে প্রতিটি দৃশ্য সাক্ষী হয়ে দেখো ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - তোমাদের বাবার মতো রূপ বসন্ত হতে হবে, জ্ঞান যোগ ধারণ করে তারপর অন্যের যোগ্যতা দেখে তাকে দান করতে হবে।

প্রশ্ন :- কোন্ প্রথা দ্বাপর যুগ থেকে চলে আসছে কিন্তু এই সপ্তমে বাবা সেই প্রথা বন্ধ করে দেন?

উত্তর :- দ্বাপর যুগ থেকে পায়ে পড়ার প্রথা চলে আসছে। বাবা বলেন, এখানে তোমাদের কারোর পায়ে পড়ার দরকার নেই। আমি তো অভোক্তা, অকর্তা আর অসোচতা (চিন্তন মুক্ত)। তোমরা বাচ্চারা হলে বাবার থেকেও বড়, কেননা বাচ্চারা বাবার সমস্ত সম্পত্তির মালিক হয়। তাই সেই মালিকদের আমি বাবা নমস্কার জানাচ্ছি। তোমাদের কারোর পায়ে পড়ার প্রয়োজন নেই। তবে হ্যাঁ, ছোটোদের বড়দের সম্মান তো রক্ষা করতেই হবে।

গীত :- যারা প্রিয়তমের সাথে আছে.....

ওম শান্তি। বর্ষা তো প্রতি বছরই হয়। সে হল জলের বর্ষণ - যা কল্প - কল্প হয়ে আসছে। এ হলো পতিত দুনিয়া, নরক। এই দুনিয়াকে বিষয় সাগরও বলা হয়, যেই বিষ বা কাম অগ্নির দ্বারা এই ভারত কালো হয়ে গেছে। বাবা বলেন আমি হলাম জ্ঞানের সাগর, জ্ঞানের বর্ষার দ্বারা আবারও গোরা বানাই। এই রাবণ রাজ্যে সবাই কালো হয়ে গেছে, আমি আবার সবাইকে পবিত্র বানিয়ে দিই। মূলবতনে কোনো পতিত আত্মা থাকে না। সত্যযুগেও কোনো পতিতই থাকে না। তখন সমস্ত দুনিয়াই পবিত্র। সেখানে পতিত মানুষের নামগন্ধ থাকে না, এই কারণেই বিষ্ণুকে ক্ষীর সাগরে দেখানো হয়। এর অর্থও মানুষ জানে না। তোমরা জানো যে বিষ্ণুর দুই রূপ হলো লক্ষ্মী - নারায়ণ। বলা হয় সেখানে ঘিয়ের নদী বইবে, তাহলে অবশ্যই ক্ষীর সাগর চাই। মানুষ তো বিষ্ণু ভগবান বলে দেয়। তোমরা বিষ্ণুকে ভগবান বলতে পারো না। তোমরা বিষ্ণু দেবতায় নমঃ, ব্রহ্মা দেবতায় নমঃ বলে থাকো। বিষ্ণুকে ভগবান নমঃ বলবেই না। শিব পরমাত্মায় নমঃ শোভা পায়। এখন তোমরা জ্ঞানের আলো পেয়েছো। উঁচুর থেকে উঁচু গ্রী গ্রী ১০৮ রুদ্র মালা বলা হয়। ওপরে থাকে ফুল, তারপর মেরু দানা যুগল বলা হয় লক্ষ্মী - নারায়ণকে। ব্রহ্মা - সরস্বতীকে যুগল বলা হয় না, এই মালা তো শুদ্ধ, তাই না। মেরু লক্ষ্মী - নারায়ণকে বলা হয়। প্রবৃত্তি মার্গ তাই। বিষ্ণু অর্থাৎ লক্ষ্মী - নারায়ণের সাম্রাজ্য। কেবল লক্ষ্মী - নারায়ণ বলা হয়, কিন্তু তাঁদেরও তো সন্তান থাকবে, তাই না, এ খবর কেউই জানে না। এখন তোমরা বাচ্চারা বিষয় সাগর থেকে বেরিয়ে এসেছো, এই বিষয় সাগরকে কালীদহ বলা হয়। সত্যযুগে তো এইসব কিছুই থাকে না। সাপের ওপর কৃষ্ণের নাচ, এ সবই চর্চিত কথা। অন্ধবিশ্বাসে পুতুল পূজো করে এসেছে। অনেক দেব - দেবীর মূর্তি তৈরী করে। লাথ - কোটি টাকা খরচ করে এই দেবীদের সাজায়। কেউ কেউ তো সত্যিকারের সোনার গয়নাও পরায় কেননা ব্রাহ্মণীদের দান করতে হয়। ব্রাহ্মণ যারা পূজো করায়, অনেক খরচা করায়, ধুমধামের সঙ্গে দেবীদের ঝাঁকি বের করে। দেব দেবীর মূর্তি তৈরী করে তাকে পালনা করে, তাঁর সাজসজ্জা করিয়ে তারপর তাঁকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় পুতুল পূজো। তোমরা ভাষণ দিয়ে বোঝাতে পারো এ কেমন অন্ধশ্রদ্ধার পূজো। খুব সুন্দর গণেশের মূর্তি তৈরী করা হয়। এখন কোনো মানুষের তো অমন শুঁড় থাকে না। কত ছবি বানায়, পয়সাও কত খরচ করে।

বাবা বাচ্চাদের বোঝান - তোমাদের আমি কত বড় সাহকার(বিতশালী), এই বিশ্বের মালিক বানাই। এইকথা আত্মাদের পরমাত্মা বসে বোঝান। তিনি এও জানেন - যারা আগের কল্পে এই পড়া পড়েছিলো আর বাবার শ্রীমতে চলেছিলো, তারাই চলবে। যদি না পড় আর ঘুরে বেড়াও তাহলেই খারাপ হয়ে যাবে। দাস - দাসীর মতো খারাপ পদ পাবে। এখন তোমাদের বাচ্চাদের অবিনাশী জ্ঞান রত্নের দ্বারা আমি কত বড় সাহকার বানাচ্ছি। দুনিয়ার এই মানুষরা তো শিব আর শঙ্করের অর্থই জানে না। শঙ্করের সামনে গিয়ে বলে আমার ঝুলি পূরণ করে দাও কিন্তু শঙ্কর তো ঝুলি পূরণ করেন না। এখন বাচ্চাদের বাবা অবিনাশী জ্ঞান রত্ন দেন। তাই তোমাদের ধারণ করতে হবে। বাবাও বোঝান যে দানও যোগ্যতা দেখেই করো। যার শোনার মনই নেই তার পিছনে অযথা সময় নষ্ট করো না। শিবের পূজারীই হোক বা দেবতাদের এমন মানুষদের চেষ্টা করে দান দিতে হবে। যাতে তোমাদের সময় নষ্ট না হয়। তোমাদের প্রত্যেককে রূপ বসন্ত হতে হবে। বাবা যেমন রূপ বসন্ত। তাঁর রূপ জ্যোতির্লিঙ্গম নয়, তারার মতো। পরমপিতা পরমাত্মা পরমধামে থাকেন। পরমধাম দূর থেকে অনেক দূর। আত্মাদের তো পরমাত্মা বলা হবে না। তিনি হলেন পরম আত্মা। এখানে যে দুঃখী আত্মারা থাকে, তারাই পরমপিতাকে ডাকে। তাঁকে সুপ্রীম আত্মা বলা হয়। তিনি বিন্দুর মতো। এমন নয় যে তাঁর কোনো নাম বা রূপ নেই। তিনি জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবন। দুনিয়া তো তা জানে না। তাদের জিজ্ঞাসা করো, পরমপিতা পরমাত্মা কোথায় থাকেন? মানুষ বলবে তিনি সর্বব্যাপী। আরে, তোমরা তাঁকে যদি পতিত - পাবন বলা, তাহলে পবিত্র কিভাবে বানাবেন? মানুষ কিছুই বোঝে না তাই একে অন্ধ রাজধানী বলা হয়। তোমাদের তো বাবা এই সমস্ত বিষয় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। বাবা হলেন অভোক্তা, অকর্তা এবং অসোচতা। কখনোই তিনি পায়ে পড়তে দেন না। কিন্তু দ্বাপর যুগ থেকে এই প্রথা চলে আসছে। ছোটোরা বড়দের সম্মান রক্ষা করে। বাস্তবে বাচ্চারাই বাবার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বাবা বলেন - এরা হলো আমার সম্পত্তির মালিক। তিনি সেই মালিকদের নমস্কার করেন। যদিও বাবাই মালিক তবুও প্রকৃত মালিক তো বাচ্চারাই এই সমস্ত সম্পত্তির। তাই তিনি তোমাদের খোড়াই বলবেন, পায়ে পড়, এই করো - ওই করো। না, তা বলবেন না। বাচ্চারা যদি তাঁর সাথে মিলিত হতে যায়, তাও বাবা বলেন, শিববাবাকেই স্মরণ করেই তোমরা মিলিত হতে যাও। আত্মা বলে আমি শিববাবার দওক সন্তান। মানুষ এই বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। শিববাবা এই ব্রহ্মার মাধ্যমে বাচ্চাদের দওক নেন। তাহলে ইনি মা হলেন। তোমরা জানো যে আমরা মা - বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। স্মরণ কিন্তু শিববাবাকেই করতে হবে। তাহলে ইনি হলেন সর্বপ্রথম মা। আশীর্বাদী বর্ষা তোমরা শিববাবার থেকে পেয়ে থাকো। এই ব্রহ্মাবাবাও তাঁরই স্মরণে থাকেন। বাবা যা বোঝান তাই ধারণ করতে হবে। তোমাদের রূপ বসন্ত হতে হবে। তোমরা যোগে থাকবে, জ্ঞান ধারণ করবে আর করাবে, তাহলেই আমার মতো রূপ বসন্ত হতে পারবে। তারপর আমার সাথেই চলে যাবে। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে জ্ঞান আছে, যখন তোমরা স্বর্গে আসবে তখন তোমাদের এই জ্ঞান সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। তখন তোমাদের প্রালব্ধ শুরু হয়ে যাবে। তখন এই জ্ঞানের পার্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে। এ হলো খুবই গুপ্ত কথা, কেউ খুব মুশকিলের সঙ্গেই বুঝতে পারে। বৃদ্ধা মানুষদেরও বাবা বুঝিয়ে বলেন, তোমরা একজনকেই স্মরণ করো। দ্বিতীয় আর কেউই নয়। তাহলেই বাবার কাছে গিয়ে তোমরা কৃষ্ণপুরীতে চলে যাবে। এ হলো কংসপুরী।

এমন নয় যে কৃষ্ণপুরীতে কংসও ছিল, এ সবই গল্পকথা। কৃষ্ণের মায়ের আট সন্তান দেখানো হয়। এ তো গ্লানি হয়ে গেলো। কৃষ্ণকে ঝুড়ি করে যমুনা পার করা হয়েছিলো। তারপর যমুনা নীচে চলে গিয়েছিলো। ওখানে তো এসব কিছুই হয়ই না। এখন তোমরা বাচ্চারা জ্ঞানের আলো পেয়েছো। বাবা বলেন, আগে যা কিছু শুনেছো, সব ভুলে যাও। বাবা আরো বলেন এই যজ্ঞ, তপস্যা ইত্যাদি করলেই কেউ আমাকে পেতে পারে না। আত্মা তমোপ্রধান হলে তার ডানা ভেঙ্গে যায়। এখন এই সম্পূর্ণ দুনিয়ায় আগুন লাগবে। হোলির আগুনে মিষ্টি চাপাটি তৈরী করা হয়। এ হলো আত্মা আর শরীরের কথা। সকলেরই শরীর পুড়ে যায়, আত্মা অমর হয়ে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝতে পারো, সত্যযুগে এতো মানুষ এতো ধর্ম থাকবে না। সেখানে এক আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্ম থাকবে। ভারতই সবথেকে বড় তীর্থস্থান। শেষবয়সে অনেকেই গিয়ে কাশীতে থাকে ভাবে এখন আমরা কাশীবাস করবো। যেখানে শিব আছে, সেখানেই আমরা শরীর ত্যাগ করবো। অনেক সাধু সন্ন্যাসী সেখানে গিয়ে বাস করে। সারাদিন তারা এই গান গায় - জয় বিশ্বনাথ গঙ্গা। এখন শিবের মাথা থেকে তো আর গঙ্গা বের হবে না। তারা শিবের দ্বারে মৃত্যু পছন্দ করে। এখন তোমরা প্রত্যক্ষভাবে দ্বারে দাঁড়িয়ে আছে। যেখানেই থাকো, কিন্তু শিববাবাকে স্মরণ করতে থাকো। তোমরা জানো, শিববাবা আমাদের বাবা, আমরা তাঁকে স্মরণ করতে করতে তাঁর কাছে চলে যাবো। তাই শিববাবার জন্য এই ভালোবাসা তো থাকা চাই, তাই না? তাঁর কোনো বাবাও নেই, শিক্ষকও নেই, আর সকলেরই তা আছে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শঙ্করের রচয়িতাও তো এই বাবা, তাই না। রচনার থেকে রচনা আশীর্বাদী বর্ষা পেতে পারে না তা যে কেউই হোক না কেন। এই আশীর্বাদী বর্ষা বাচ্চারা বাবার থেকেই পেয়ে থাকে। তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা জ্ঞানের সাগর বাবার কাছে এসেছি। বাবা এখন জ্ঞানের বর্ষণ করছেন। তোমরা এখন পবিত্র হতে চলেছো। বাকি সবাই নিজের নিজের হিসেব নিকেশ শোধ করে নিজের ধামে চলে যাবে। মূলবতনে আত্মাদের ঝাড় আছে। এখানেও সাকারী ঝাড় আছে। ওখানে আছে রুদ্রের মালা আর এখানে আছে বিষ্ণুর মালা। এরপর ছোটো ছোটো গোষ্ঠী বেরিয়ে আসে। এই ছোটো ছোটো গোষ্ঠী বাড়তে বাড়তে ঝাড় বড় হয়ে যায়। এখন আবার সবাইকে ঘরে ফিরে যেতে হবে। তারপর তোমাদের দেবী দেবতা রাজত্ব রাজ্য করতে হবে। এখন তোমরা মানুষ থেকে দেবতা, বিশ্বের মালিক হতে চলেছো, তাই তোমাদের খুব খুশী থাকা চাই যে ভগবান আমাদের পড়াচ্ছেন। রাজযোগ আর জ্ঞানের দ্বারা তিনি রাজার রাজা করে দেন। তিনি নর থেকে নারায়ণ আর নারী থেকে লক্ষ্মীতে পরিণত করেন। সূর্যবংশী তারপর চন্দ্রবংশীতেও আসবে। বাবা রোজ বোঝান আর জ্ঞানের কিরণ দিতে থাকেন।

তোমরা মেঘেরা সাগরের কাছে আসো পূরণ হওয়ার জন্য। ভরপুর হয়ে আবার তোমাদেরই গিয়ে বর্ষণ করতে হবে। ভরপুর না হলে রাজপদ পাবে না, প্রজাতে চলে যাবে। চেষ্টা করে যতটা সম্ভব বাবাকে স্মরণ করতে হবে। এখানে তো একে তাকে সকলেই স্মরণ করতে থাকে, অনেক নাম আছে। বাবা এসে বলেন বন্দে মাতরম্। শাস্ত্রে দেখানো হয়েছে দ্রৌপদীর পদসেবা করা হচ্ছে। বাবার কাছে বৃদ্ধারা এলে বাবা তাদের বলতেন, বাচ্চারা, তোমরা কি পরিশ্রান্ত হয়েছো? এখন অল্প কিছুদিন বাকি আছে। তোমরা ঘরে বসেই শিববাবা আর তাঁর আশীর্বাদী বর্ষাকে স্মরণ করো। যত স্মরণ করতে পারবে তত বিকর্মজিত হতে পারবে। অন্যদের নিজের মতো তৈরী করতে না পারলে কি করে প্রজা তৈরী করবে। অনেক পরিশ্রম করতে হবে। এই জ্ঞান ধারণ করে অন্যদেরও নিজের মতো বানাতে হবে। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপ - দাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) , প্রতি বিষয়ে নিজের সময়কে সফল করতে হবে । দানও পাত্র দেখেই করতে হবে । যারা শুনতে চায় না তাদের পিছনে সময় নষ্ট করো না । বাবার আর দেবতাদের ভক্তদের জ্ঞানের দান দিতে হবে ।

২) অবিনাশী জ্ঞান রত্ন ধারণ করে সাহকার হতে হবে । এই ঈশ্বরীয় পড়া অবশ্যই পড়তে হবে । এক একটি রত্ন লাখ টাকার তাই একে নিজে ধারণ করা আর অন্যকে ধারণ করাতে হবে ।

বরদান :- প্রতিটা কথার দ্বারা জমার খাতা বাড়িয়ে আত্মিক ভাব আর শুভ ভাবনা সম্পন্ন হও ।

এই বাণীর দ্বারাই ভাব আর ভাবনা দুইয়েরই অনুভব হয় । যদি প্রতিটা কথায় শুভ বা শ্রেষ্ঠ ভাবনা, আত্মিক ভাব থাকে, তাহলে সেই কথায় জমার খাতা বাড়তে থাকে । যদি তোমাদের কথায় ঈর্ষা, অপছন্দ বা ঘৃণার ভাবনা যে কোনো পার্সেন্টে থাকে, তাহলে তোমাদের সেই কথার দ্বারা তোমাদের খরচের খাতা বেশী হতে থাকবে । সমর্থ বচনের অর্থ - যেই বাণীতে প্রাপ্তির ভাব বা সার থাকবে । যদি বাণীতে কোনো সার না থাকে তাহলে বাণী ব্যর্থের খাতায় চলে যায় ।

স্লোগান :- সমস্ত কারণের নিবারণ করে সদা সন্তুষ্ট থেকে সন্তুষ্টমণি হতে হবে ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - সময় খুব অল্পই বাকি আছে, সুতরাং, রুহানী বাণিজ্য করো, অতি উত্তম জীবিকা - বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করা, বাকি সব কারবার হল মেকি"

প্রশ্নঃ - বাচ্চারা তোমাদের মধ্যে কিরকম ব্যাকুলতা থাকা উচিত ?

উত্তরঃ - কিভাবে আমরা ব্রষ্ট আত্মাদের উন্নততর জীবনযাত্রার ব্যবস্থা করতে পারি, সবাইকে দুঃখ থেকে মুক্ত করে ২১ জন্মের সুখের রাস্তা দেখাতে পারি এবং সবাইকে বাবার প্রকৃত পরিচয় দিতে পারি - এই ব্যাকুলতা তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের থাকা উচিত ।

গীতঃ- ভোলানাথের থেকে কেহ নয় যে অনুপম

ওম্ শান্তি । ভোলানাথ বাচ্চাদের ওম্ শান্তির অর্থও বুঝিয়ে দেন । তিনি নিজেও বলেন, "ওম্ শান্তি" তো তোমরা বাচ্চারাও বলো - ওম্ শান্তি । এতে নিজের পরিচয় দেওয়া হয়, যাতে বলা হয়, আমি আত্মা শান্তস্বরূপ, শান্তিধাম নিবাসী । আমাদের বাবাও সেখানে থাকেন । ভক্তিমার্গের তারাও বাবা বাবা বলে ! তারা এইভাবে গাইলেও রাবণের মতে চলে । রাবণ মত মানুষকে অধোগতির দিকে ঠেলে দেয় । বাবা এসে তাদের উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করেন । রাবণও এক, রামও এক । পাঁচ বিকার মিলিয়ে বলা হয় রাবণ । রাবণ নিজের রাজ্য স্থাপন করে, শোকবাটিকায় আমাদের বসার জন্য । সে সবার দুর্ভাগ্য বানায়, তিনি সবার সৌভাগ্য বানিয়ে দেন । রাবণকে মানুষ বলা যায়না । তাকে পুরুষের পাঁচ বিকার আর স্ত্রীর পাঁচ বিকাররূপে দেখানো হয় । রাবণ রাজ্যে উভয়ের মধ্যেই বিকার আছে । তোমরা জানো, তোমাদের মধ্যেও পাঁচ বিকার ছিলো । আমরা এখন শ্রীমৎ অনুসরণ করে নির্বিকারী হচ্ছি । ভাগ্যকে দোষত্রুটি থেকে মুক্ত করে সৌভাগ্যে পরিণত করছি । বাবা যেমন সবার সৌভাগ্য তৈরি করেন তেমনই বাচ্চাদেরও দুর্ভাগ্যের সংস্কারসাধন কিভাবে করবে তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থাকা উচিত । মানুষ মাত্র একে অপরের ভাগ্যের ক্ষতিসাধন করে । বাবাই উন্নততর জীবনের ব্যবস্থা করেন । ঠিক যেভাবে তোমরা দুর্ভাগ্যের সংস্কারসাধন করছ তেমনই দুঃখী আত্মাদের সহায় হয়ে, ভাগ্যকে দোষত্রুটি মুক্ত করার ব্যাকুলতা থাকা উচিত । একমাত্র সুযোগ্য বাচ্চারাই বাবার উতকর্শা পূরণ করতে পারে । যারা ভাগ্যব্রষ্ট হয়েছে তাদের ভাগ্য সংস্কারের ব্যাকুলতা তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত । বন্ধুবান্ধব এবং আত্মীয়স্বজনকেও বোঝাতে হবে । তাদেরও পথ দেখাতে হবে । দুঃখী জীবাত্মাদের ২১ জন্মের জন্য সুখী বানাও, কারণ যতই হোক, তারা তোমার ভাই-বোন, তারা খুব দুঃখী এবং অশান্ত । আমরা বাবার থেকে আমাদের বরসা নিচ্ছি, সুতরাং, তোমাদের খেয়াল থাকা উচিত কিভাবে তাদের কাছে গিয়ে বোঝাবে, ভাষণ দেবে । ঘরে ঘরে, মন্দিরে মন্দিরে যাও । বাবা তোমাদের মত দেন, মন্দিরে তোমরা অনেক সার্ভিস দিতে পারো । অনেক ভক্ত আছে, যারা তাদের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস নিয়ে মন্দিরে যায় । মনে কোনও না কোনও আশা নিয়েই যায় । তারা বোঝেনা যে শিব তাদের বাবা । তাঁর এত মহিমা যে, নিশ্চিতভাবে তিনি ফিরে যাওয়ার আগে কিছু করে গেছেন । তারা কেন শিবমন্দিরে যায় ? তীর্থযাত্রায় তারা কেন অমরনাথে যায় ? ব্রাহ্মণ পুরোহিত এবং সন্ন্যাসীরা অনেক তীর্থযাত্রী নিয়েই সেখানে যায় । এটা ভক্তিমার্গের কারবার, এতে কেউ দোষত্রুটি মুক্ত হতে পারেনা । একমাত্র ভোলানাথ বাবা এসে যা কিছু ভুল হয়ে আছে তার সবকিছু ঠিক করে দেন । তিনি রচয়িতা, বিশ্বের মালিক, কিন্তু তিনি নিজে তা' হননা । তোমরা

অর্থাৎ বাচ্চাদের তিনি মালিক বানান । যাই হোক, তিনি উচ্চতম এবং তাঁর থেকে তোমরা উত্তরাধিকার লাভ করছ । এটা তোমাদের হৃদয়ে থাকা উচিত কিভাবে তোমাদের ভাই-বোনের কাছে গিয়ে এই পথ দেখাতে পারো । কাউকে রোগী, দুঃখী দেখলে তোমরা দয়া অনুভব করো । বাবা বলেন, আমি তোমাদের এখন এত সুখী বানাই, অর্ধকল্পের জন্য রোগী হবেনা । সুতরাং, বাচ্চারা, তোমাদেরও অন্যকে সুখধামের রাস্তা বলতে হবে । যারা সার্ভিস করতে ব্যাকুল তারা এক জায়গায় থেমে থাকতে পারেনা, তাদের মনে হয়, তারাও গিয়ে অন্য কাউকে সুখধামের রাস্তা দেখাক । বাবাও তোমাদের এই কার্যে আহ্বান জানান । অবিনাশী জ্ঞান রত্ন পুরোপুরি ধারণ করলে অনেকের কল্যাণ করতে পারো । এই রাজত্ব স্থাপনে অর্থের প্রয়োজন হয়না । ওইসব লোকেরা রাবণ মতে চ'লে তারা নিজেদের মধ্যেই লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । আমরা রাবণের থেকে আমাদের রাজ্য ছিনিয়ে নিই । রামরাজ্য একমাত্র রামের দ্বারাই লাভ হতে পারে । রামরাজ্যের শুরু সত্যযুগে । কলিযুগে কিভাবে রাম রাজ্য হতে পারে ? এখানে রাবণরাজ্য, সবাই দুঃখী । তোমরা এটা সবাইকে বোঝাতে পারো । যারা দরিদ্র এবং ব্যাপারী, তাদের সবার আগে বোঝাতে হবে । অন্য সব বড় বড় মানুষ বলে যে, তারা খুব বিজি অথবা তাদের সময় নেই । তারা মনে করে তারা ভারতকে স্বর্গ বানাচ্ছে, নানারকম প্ল্যান বানাতে থাকে । কিন্তু তোমরা জানো শিববাবা ছাড়া কেউ স্বর্গ বানাতে পারেনা । এখন সময় আর অল্পই বাকি আছে । রামরাজ্য স্থাপন করতে তোমরা অবশ্যই অবহেলা কোরোনা । রাতদিন তোমাদের উদ্বিগ্ন থাকা উচিত, কাউকে কিভাবে দুঃখ থেকে মুক্ত করবে । বাচ্চাদের মনে থাকা উচিত কিভাবে তোমাদের ভাই-বোনকে পথ দেখাবে । এখন সবাই রাবণের মত অনুসারে চলে । বাবা তো বাবাই , যিনি এসে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের তাদের উত্তরাধিকার দেন । মানুষ কোটে গিয়ে বলে, ঈশ্বরকে সর্বত্র বিরাজমান জেনে সত্য বলছি । কিন্তু যদি তিনি সর্বব্যাপী হন তবে তারা কার কাছে প্রার্থনা করে ? তাদের কিছুই জানা নেই । বাবা বারবার তোমাদের বোঝান, বন্ধুবান্ধব -আত্মীয়স্বজনকে জাগাও । বাচ্চারা তোমাদের অতি মধুর হতে হবে । ক্রোধের লেশমাত্রও যেন না থাকে, কিন্তু সব বাচ্চা তো সেইরকম হতে পারবেনা । অনেক বাচ্চাকেই মায়া একদম তাদের নাক দিয়ে ধরে নেয় । যতই তাদের বোঝাও তারা শোনেই না । বাবাও বোঝেন, বাবার সার্ভিসে সবাই ভালোভাবে জুড়ে যাওয়ার আগে এতে সময় লাগবে । আগ্রহ তো থাকতে হবে, তাই না ! যে এসে বলে, বাবা আমাকে সার্ভিসে পাঠাও, আমি গিয়ে অন্যদের কল্যাণ করবো । যেমনই হোক, তারা কিছু বলেনা । বাচ্চাদের জীবিকা হলো প্রকৃত গীতা শোনানো । মাত্র দুটো শব্দ - 'অল্ফ' আর 'বে' । বাবা ভালোভাবে এই যুক্তি বুঝিয়েছেন । প্রথম কথাই হলো এটা-পরমপিতা পরমাত্মার সাথে তোমাদের সম্বন্ধ কি ? নীচে প্রজাপিতা ব্রহ্মাকুমারী নাম লেখা আছে । বাবা তোমাদের একেবারে একটা নতুন উপায় খুব সহজে শিখিয়েছেন । বাবার উত্কর্ষা থাকে- এইরকম এইরকম বোর্ড লাগানো উচিত । বাবা তোমাদের ডাইরেকশন দেন । বাবাকে বলা হয় করুণাময় এবং ব্লিসফুল । সুতরাং, বাচ্চারা তোমাদেরও বাবার মতোন ফ্রমাসুলভ হতে হবে । এই ছবিগুলোতে অনেক বড় ধনভাণ্ডার আছে । কিভাবে স্বর্গের মালিক হওয়া যায় সেই কলা এর মধ্যে দেখানো হয়েছে । বাবা তোমাদের অনেক যুক্তি দেখাতে থাকেন । কল্প পূর্বেও তিনি এই যুক্তি বার করেছিলেন, এখনও তাদের বার করেছেন । মানুষের টাচ হবে যে, এই কথা তো খুব ভালো । বাবার থেকে আমরা অবশ্যই আমাদের উত্তরাধিকার লাভ করবো । এও লিখে দাও, তোমরা স্বর্গের উত্তরাধিকারের অধিকারী । এসে বোঝো, খুব সহজ কথা । শুধু বোর্ড বানিয়ে লক্ষণীয় জায়গায় লাগাও । ১০-২০ জায়গায় বোর্ড লাগাও, এটা তোমরা অ্যাডভার্টাইস করতে পারো । আমাদের থেকে যে বাচ্চারা বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদের এই কথাগুলো টাচ করবে । তারা বলবে, আমি অন্ততঃ গিয়ে খুঁজে তো দেখি এরা কি বোঝাচ্ছে ! এটাও লেখা উচিত, এই ধাঁধা বুঝে তুমি এক সেকেণ্ডে মুক্তি

এবং জীবনমুক্তি পেয়ে যাবে। বাবা বলেন, যদি নিজের জীবন বানাতে চাও, সার্ভিস করো ! সাগরের কাছে এসে রিক্রেশন হয়ে তারপর সার্ভিস করতে হবে। ভক্তিমার্গে আধাকল্প ঠোঁড়র খেয়েছ। এক সেকেণ্ডে বাবাকে জেনে তোমার উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন সবার বাণপ্রস্থ অবস্থা, মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। এটা সবচেয়ে ভালো জীবিকা। বাকি মানুষ যে সওদা করে সেইসব মেকি। একটাই বাণিজ্য করতে হবে, বাবা আর উত্তরাধিকার স্মরণ করো। কলেজে গিয়ে প্রিন্সিপালকে বোঝাও তো সেখানকার পড়ুয়ারাও বুঝবে। তোমরা কত সহজে বরসা নিচ্ছ। যত সম্ভব বাবাকে স্মরণ করো। আচ্ছা !

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার:-

১) অনেক অনেক মিষ্টি হতে হবে। ক্রোধের অংশমাত্রও বার করে দিতে হবে। বাবা সমান ক্ষমালীল হয়ে সার্ভিসে তত্পর হতে হবে।

২) মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে। এখন তোমাদের বাণপ্রস্থ অবস্থা। সুতরাং, বাবাকে এবং বর্সা স্মরণ করো। ভারতকে রামরাজ্য বানাতে নিজের সবকিছু সেবায় সফল করতে হবে।

বরদান:- বেহদের অধিকার স্মৃতিতে রেখে সম্পূর্ণতা উদযাপনে মাস্টার রচয়িতা ভব

সঙ্গমযুগে তোমরা অর্থাৎ বাচ্চাদের উত্তরাধিকারেরও প্রাপ্তি, পড়ার আধারে সোর্স অফ ইনকামেরও এবং বরদানও লাভ হয়েছে। প্রতি পদে অধিকারের এই তিন রূপ তোমাদের স্মৃতিতে ইমার্জ করে চলো। এখন সময়, প্রকৃতি এবং মায়া বিদায়ের জন্য অপেক্ষা করছে শুধু তোমরা মাস্টার রচয়িতা বাচ্চারা, তোমরা সম্পূর্ণতার উত্সব পালন করলে তারা বিদায় নেবে। জ্ঞান দর্পণে দেখ যে এই মুহূর্তে বিনাশ হয়ে গেলে তবে আমরা কি হবো ?

স্লোগান:- প্রতি সময়, প্রতি কর্মে ব্যালাপ্স রাখো, তবে সবার ব্যালেপ্সিং নিজে থেকেই প্রাপ্ত হবে।

মাতেশ্বরীজীর অমূল্য মহাবাক্য - ১৯৫৬

১) পরমাত্ম জ্ঞানের অর্থ হলো জীবনে থেকে মরে যাওয়া এই অবিনাশী জ্ঞানকে পরমাত্ম জ্ঞান বলা হয়, এই জ্ঞানের অর্থ হলো জীবনে থেকে মরে যাওয়া, সেইজন্যে কোটি কোটির মধ্যে থেকে মুষ্টিমেয় কারও এই জ্ঞান নেওয়ার বীরত্ব থাকে। এটা আমরা জানি যে, এই জ্ঞান প্র্যাকটিক্যাল জীবন তৈরি করে, আমরা যা শুনি, প্র্যাকটিক্যালি আমরা সেটাই হই। এই জ্ঞান কোনও সাধু সন্ত বা মহাত্মা দিতে পারেনা। তারা বলবেনা, মনমনাভব। এই নির্দেশ একমাত্র পরমাত্মাই দিতে পারেন, "মনমনাভব" অর্থাৎ আমার সাথে যোগযুক্ত হও। যদি আমার সাথে যোগযুক্ত হও, আমি তোমাদের পাপমুক্ত করে বৈকুণ্ঠের বাদশাহী দেব। সেখানে গিয়ে তোমরা রাজত্ব করবে এইজন্য এই জ্ঞানকে রাজারও রাজা বলা হয়ে থাকে। এই জ্ঞান নেওয়া অনেক মহত্বপূর্ণ জীবিকা। এই জ্ঞান লাভ করা অর্থাৎ একটানে

জীবনে থেকেও মরে যাওয়া । শাস্ত্র ইত্যাদির জ্ঞান নেওয়া তো একদম সস্তা সওদা । এতে তো তোমাদের বারেকারে মরতে হবে, কারণ তারা পরমাত্মা- জ্ঞান লাভ করেনি এবং এই কারণে বাবা বলেন, তোমাদের যা করার প্রয়োজন তা এখনই করো । পরে আর এই সওদা থাকবেনা ।

২) পরমাত্মা সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ

পরমপিতা পরমাত্মাকে সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপও বলা হয়, কেন পরমাত্মাকে সৎ বলা হয় ? তিনি অবিনাশী, ইমর্টাল । তিনি কখনও অসৎ হতে পারেননা । তিনি চিরস্থায়ী, অনাদি ও অনন্ত । পরমাত্মাকে চৈতন্য স্বরূপও বলা হয় । চৈতন্য অর্থাৎ পরমাত্মারও মন, বুদ্ধি আছে, তাঁকে নলেজফুল এবং পীসফুল বলা হয় । তিনি আমাদের জ্ঞান এবং যোগ শেখাচ্ছেন, এইজন্য পরমাত্মাকে চৈতন্যও বলা হয় । তিনি জন্মের উর্ধ্বে, আমরা অর্থাৎ আত্মাদের মতো তিনি শরীর নিয়ে জন্ম নেননা, তবুও এই নলেজ আর শান্তি দেওয়ার জন্য পরমাত্মাকে ব্রহ্মাতনের লোন নিতে হয় । সুতরাং , তিনি যখন চৈতন্য হন তখনই এই ব্রহ্মামুখ দ্বারা আমাদের জ্ঞান যোগ শেখান । আবার, পরমাত্মাকে আনন্দ স্বরূপ এবং সুখ স্বরূপও বলা হয় । পরমাত্মা এই সকল গুণের পরিপূর্ণ ভাণ্ডার এবং এইজন্য পরমাত্মাকে সুখ-দুঃখের উর্ধ্বে বলা হয় । আমাদের এইরকম বলা উচিত নয় যে পরমাত্মা দুঃখদাতা, না ! তিনি সদা সুখ-আনন্দের ভাণ্ডার; তাঁর গুণই সুখ আনন্দ দেয় সুতরাং, তিনি আমরা অর্থাৎ আত্মাদের কিভাবে দুঃখ দিতে পারেন !

৩) পরমাত্মা করণকরাবনহার

অনেক মানুষ এইরকম মনে করে যে, অনাদি সৃষ্টির পূর্ব নির্ধারিত ড্রামা পরমাত্মা চালাচ্ছেন । এই কারণে তারা বলে, মানুষের হাতে কিছু নেই, করণকরাবনহার প্রভু সবকিছু করাচ্ছেন । সুখ-দুঃখ দুইয়ের ভাগও পরমাত্মাই তৈরি করেছেন । এই ধরণের বুদ্ধি রাখে যে মানুষ তাকে কি ধরণের বুদ্ধি বলবে ? প্রথমে তাদের এটা বোঝা আবশ্যিক যে, অনাদি সৃষ্টির এই খেলা পরমাত্মা যা এখন বানাচ্ছেন সেটাই ক্রমশঃ চলতে থাকে । যাকে আমরা বলি, পূর্ব নির্ধারিত এই খেলা অটোমেটিক্যালি চলতেই থাকে । পরমাত্মার জন্যও এটা. বলা হয়ে থাকে যে পরমাত্মাই সবকিছু করেন । কোন অধিকারে আমরা বলি যে পরমাত্মা এই সবকিছু করেন ! পরমাত্মাকে যে করণকরাবনহার বলা হবে, এই নামই বা কে দিয়েছে ! এই সবকথা বুঝতে হবে । প্রথমে এটা বুঝতে হবে সৃষ্টির যে এই অনাদি নিয়ম তা পূর্ব নির্ধারিত, যেমন পরমাত্মা অনাদি তেমন মায়াও অনাদি আর এই চক্রও আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনাদিরূপে অবিনাশী তৈরি হয়ে আছে । এটা যেমন আন্ডারস্টুড যে বৃক্ষের বীজে জ্ঞান আছে তেমন এটাও আন্ডারস্টুড যে, বৃক্ষের মধ্যেই বীজ বিদ্যমান । বৃক্ষ এবং বীজ উভয়েই কস্মাইন্ড এবং অবিনাশী । বীজের কাজ কি ? বীজকে বপন হতে হবে আর তারপরে তার থেকে বৃক্ষ বেরোবে । যদি বীজ বোনা না হয় তবে বৃক্ষ উত্পন্ন হবেনা । পরমাত্মাই এই সারা সৃষ্টির বীজরূপ এবং পরমাত্মার পাট হলো বীজ বোনা । পরমাত্মা নিজে বলেন, আমি তখনই পরমাত্মা যখন আমি বীজ বুনি, নয়তো বীজ আর বৃক্ষ তো অবিনাশী, যদি বীজ বোনা নাই হয় তবে বৃক্ষ কিভাবে বেরোবে ! আমি যখন আমার পরম কাজ করি তখনই আমার নাম হয় পরমাত্মা । আমার সৃষ্টি সেটাই যার বীজ আমি নিজে পাটধারী হয়ে বপন করি । সৃষ্টির আদিও নিয়ে আসি আর অন্তও, আমি করণধারী হয়ে বীজ বুনি । বীজ বোনার সময় আদির সূচনা করি আবার অন্তেরও বীজ থাকে । তারপর সমগ্র ঝাড় বীজের শক্তি নিয়ে নেয় । বীজ অর্থাৎ রচনা করা আর তারপর তার অন্ত করা

। পুরানো সৃষ্টির অন্ত করা আর নতুন সৃষ্টির আদি নিয়ে আসাকেই বলা হয় পরমাত্মা সবকিছু করেন
। অম্মা । ওম্ শান্তি ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - জ্ঞানসাগর বাবা আর ব্রহ্ম-পুত্র নদের এই মিলনের সঙ্গম হীরে তুল্য। তোমরা বাচ্চারা এখানে আসো, নগণ্য কানাকড়ি থেকে হীরের তুল্য মূল্যবান হতে"

প্রশ্ন :- সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনা কবে আর কিভাবে হবে ?

উত্তর :- বর্তমানের এই পুরানো দুনিয়ার পতিত সৃষ্টির বিনাশ হয়ে যখন পুরোপুরি ভাবে পরিষ্কার হয়ে যাবে তারপরেই সত্যযুগের রাজধানী স্থাপনা হবে। তাই, এর পূর্বেই তোমাদের তৈরী হতে হবে, অর্থাৎ পবিত্র হতে হবে। নতুন রাজধানীর অন্দ বা যুগ শুরু হয়, যখন সেই দুনিয়ায় একজনও কেউ পতিত থাকে না। কিন্তু, এই পতিত দুনিয়া থাকাকালীন নতুন অন্দের শুরু হবে না। যদিও তখন রাধা-কৃষ্ণের জন্ম হয়ে যাবে, কিন্তু সেই সময়কে সত্যযুগ বলা যাবে না। সত্যযুগ বলা যাবে সেই সময়কে - যখন ওনারা লক্ষ্মী-নারায়ণ রূপে রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হবেন। তখন থেকেই অন্দ বা যুগ শুরু হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আত্মাদের আসা-যাওয়া চলতেই থাকবে। এসব বিষয়গুলিই বিচার সাগর মন্বন করার ব্যাপার।

গীত :- এটাই তো বসন্ত-বাহারের উত্তম সময়, এই পুরানো দুনিয়াকে ভোলার

ওম্ শান্তি ! বাচ্চারা, তোমরা কোথায় এসেছো ? -জ্ঞান-সাগরের তীরে। তোমরা জ্ঞান-গঙ্গার কিনারা থেকে এখন এসেছো জ্ঞান-সাগরের তীরে। তোমরা কারা এসেছো ? -জ্ঞান গঙ্গারা। কি হবার উদ্দেশ্যে এসেছো ? -নগণ্য কানাকড়ি থেকে মহা মূল্যবান হীরে হতে অথবা ভিখারী-কাঙ্গাল থেকে হীরের মুকুটধারী রাজা হবার জন্য। ইনি ব্রহ্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম-পুত্র নদ আর শিববাবা হলেন জ্ঞানের সাগর। এই ব্রহ্মা নদই শিববাবার পুত্র আর যেহেতু তোমরা ব্রহ্মাবাবার সন্তান, তাই তোমরা সবাই শিববাবার নাতি-পুতি। কলকাতার কাছে (গঙ্গাসাগরে) সাগর আর নদীর সঙ্গম স্থলে বিশাল মেলা বসে। সেখানে একত্রে গঙ্গা নদী, ব্রহ্ম-পুত্র নদ ও সাগরের মিলন হয়। যদিও ব্রহ্ম-পুত্র নদের সাথে আরও অনেক নদীর মিলন হয়। কিন্তু, প্রধান মিলন হলো ব্রহ্মপুত্র আর সাগরের মিলন। তাই সেখানকার নাম রাখা হয়েছে ডায়মন্ড হারবার (হীরা তুল্য আশ্রয়স্থল)। যদিও এই নাম রেখেছে ইংরেজরা। তারা এর প্রকৃত অর্থটাই জানে না, অথচ নামটা কিন্তু ঠিকই রেখেছে। বাবা তোমাদেরকে সেই নামেরই অর্থ বিশ্লেষণ করে বোঝাচ্ছেন। তোমরা এখন এসে বসে আছো, ব্রহ্মপুত্র আর জ্ঞান-সাগরের সম্মুখে। তোমরা নিজেরাও সেই প্রাকৃতিক সাগরের কাছে যাও, হীরে তুল্য হওয়ার লক্ষ্যে - কিন্তু বাস্তবে হীরে তুল্য হওয়ার বদলে কেবল পাথর তুল্যই হয়ে যাও। যেহেতু সেখানে কেবল ভক্তি-মার্গের রীতি-নীতি। প্রকৃত অর্থে এই সঙ্গম আত্মাদের সাথে পরমাত্মার। একে অপরের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু ঐ মিলন হলো জড়ের-মিলন আর এই মিলন চৈতন্যের। চৈতন্যের এই মিলন তো যে কোনও স্থানেই হতে পারে। অতএব বাচ্চারা, সর্বদাই তোমাদের বুঝতে হবে, এখানে ব্রহ্ম-পুত্র আর সাগর চৈতন্য রূপে দুজনেই একত্রিত। সত্যি, এই সঙ্গমেই এমন হীরে তুল্য হওয়ার সুবর্ণ সুযোগ। অতএব বাচ্চারা তোমরাও হীরের মতন হও। এখানকার এই মেলা ব্রহ্মপুত্র আর তার পালিত জ্ঞান-গঙ্গাদের মিলন মেলা। আর তা আবার অসংখ্য নদীর। যা তোমাদের সবারই জানা আছে। ভারতে কত অগুণিত নদীর প্রবাহ। যা অসংখ্য সংখ্যায়। কিন্তু তোমরা সেইসব জ্ঞান নদীর কুল-কিনারাও খুঁজে পাবে না। এখন হচ্ছে সেই সময়, যখন এই জ্ঞান নদীরা

সাগর থেকে সৃষ্টি হয়ে প্রবাহিত হতে শুরু করে। যার শুরুতেই ব্রহ্মপুত্রের সৃষ্টি হয়, তারপর তার থেকেই এইসব ছোট-ছোট নদী বেরোতে থাকে। তোমরা এও জানো যে, এসবকিছুই ঘটে তোমাদের পুরুষার্থের আধারের ক্রম-অনুসারে। যেমন হীরের টুকরা কোনওটা বড় হয় তো কোনওটা আবার ছোট আকারের, কিন্তু সবগুলিই তো হীরে। ঠিক তেমনি তোমরাও সব বাচ্চারাই এখানে হীরে তুল্যই হও। তবে এমনও বলা যায় না যে, সবাই সূর্য-বংশীয় মহারাজা-মহারানী হবে। না তেমনটা সবাই হয় না। কিন্তু তবুও যেমন রাজা-রানী, প্রজারাও তেমনি। তোমাদের প্রত্যেকেরই জীবন-যাত্রার মান হীরে-তুল্যই হয়। সত্যযুগের সেই স্বর্গ প্রাপ্তির লক্ষ্যে, যে আত্মা সামান্যতমও পুরুষার্থ করে, সে অবশ্যই হীরে-তুল্যই হয়। এই ব্রহ্মপুত্র নদ আর সাগর দুজনেই কিন্তু একত্রিত। যেমন তোমরা বাচ্চার যখন এখানে আসো, তখন তোমাদের মনের ভিতরে এই ভাব থাকে যে, তোমরা বাপদাদার কাছেই যাচ্ছে। জ্ঞান-সাগর বাবা স্বয়ং প্রবেশ করেন ব্রহ্মপুত্রের ভিতরে - অর্থাৎ ব্রহ্মার শরীরে। বাবা এই ব্রহ্মার দ্বারাই আমাদেরকে হীরে-তুল্য বানায়। এখন এটা নির্ভর করে তোমাদের উপর। তোমরা কে কতটা বাবার শ্রীমত অনুসারে চলে, কতটা পুরুষার্থ করবে, তা তো তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে।

তোমাদের এও জানা আছে যে, যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন পুরুষার্থ করে যেতে হবে। সে অনুসারে রোজই তোমরা পাঠও পেতে থাকো। আর এই পাঠের রেজাল্ট বা ফল বুঝতে পারবে বিনাশের সময়েই। একদিকে পরীক্ষার ফল অপরদিকে ভয়ঙ্কর বিনাশের লীলাখেলা শুরু। চারিদিকে হা-হা কার রব। যা সেভাবে প্রকাশই করা যায় না। তাই সেই বিনাশ পর্বের পূর্বেই অর্থাৎ মহা-যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই নিজেদেরকে তৈরী করতে হবে। এখনই তোমাদের এটাও আন্দাজ করতে হবে, আর কতটুকু সময়ই বা অবশিষ্ট আছে। তোমরা তো এও জেনেছো যে, নতুন রাজধানী স্থাপনার কার্য শুরু হবার পূর্বেই বর্তমানের এই দুনিয়ায় যা কিছু, সবই তা জঞ্জাল। অতএব সেসবের পরিস্কার তো হতেই হবে। আর তোমরা তা জানো বলেই পবিত্রতার এই রত্নে ব্রতী হয়েছো। বাকীরা যারা তারা তো পতিত-ই থেকে যাবে। অবশ্য সব পতিতরাই ধ্বংস হবে। তারা তাদের কর্মফল ভোগের হিসেব-নিকেশ চুকিয়ে তবেই ঘরে ফিরতে পারবে। এই দুনিয়াতে যখন একজনও পতিত থাকবে না, তখনই তাকে পবিত্র দুনিয়া বলা যাবে। যেমন তোমরা এই সময়ে পবিত্র, কিন্তু সমগ্র দুনিয়াটা তো আর পবিত্র নয়। অবশ্য পবিত্র তো তাদেরকেও হতে হবে। যখন বিনাশ হবে, তারপর তো সমগ্র দুনিয়াই পবিত্র হবে। তবেই তো তাকে নতুন দুনিয়া বলা যাবে। নতুন দুনিয়ার অন্দের বিষয়ে কেউ জানতে চাইলে, তাদেরকে বোঝাতে হবে যে, যখন অভিষেকের মাধ্যমে মহারাজা-মহারানী তাদের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠান করেন তখন থেকেই নতুন অন্দের সূচনা হয়। যতক্ষণ না নতুন অন্দের শুরু হয়, ততদিন পর্যন্ত বর্তমানের এই পুরোনো অন্দই বজায় থাকে। এখন থেকেই কিন্তু নতুন অন্দ শুরু হবে না। যদিও তোমরা ব্রাহ্মণেরা তো নতুন অন্দের। কিন্তু দুনিয়াটা অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর সব কিছুই তো আর নতুন নয় !

বর্তমান সময়কালটা নতুন ও পুরানো এই দুয়েরই সঙ্গম। কলিযুগের শেষে সত্যযুগ তো অবশ্যই আসবে। আমরা তো বলেই থাকি, (কল্পের) প্রথম রাজকুমার-রাজকুমারী অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণ, তবুও সেই সময় কালকে সত্যযুগ বলা যাবে না। যতক্ষণ না লক্ষ্মী-নারায়ণ তাদের রাজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত না হন, ততদিন পর্যন্ত কিছু না কিছু সংঘাত-দ্বন্দ্ব চলতেই থাকবে। যদিও তখন রাধা-কৃষ্ণের উপস্থিতি থাকে এই একই দুনিয়ায়। দেখো বাচ্চার, এসবেরই বিচার-সাগর মন্বন করতে

হবে তোমাদেরকে। যখন সত্যযুগ শুরু হবে তখন থেকেই অন্দের শুরু। যেমন সূর্য-বংশীদের রাজত্বকাল এই সময়কাল থেকে অতটা সময়কাল পর্যন্ত। সেক্ষেত্রে কিন্তু রাজা-রাণীর নাম অনুসারে অব্দ কখনই হয় না। এর মধ্যবর্তী সময়ে অনেকেরই আসা-যাওয়া চলতে থাকে। নোংরা ছিঃ ছিঃ মানুষদের চলে যেতেই হবে সেই দুনিয়া থেকে। খুব অল্প সংখ্যক মানুষ অবশ্য বেঁচে থাকবে। এরকম যারা বেঁচে থাকবে, তাদেরকেও একসময় ফিরে যেতে হয়, অবশ্য এতে সময় কিছুটা লাগে। কিন্তু কে তোমাদেরকে এসব ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন ? -জ্ঞানের সাগর বাবা স্বয়ং এবং ব্রহ্মপুত্র জ্ঞান নদ দুজনেই একসাথে তোমাদের তা বোঝাচ্ছেন। যেহেতু দুজনেই এখন একত্রিত।

প্রতি বছরেই তো জাগতিক কুস্ত-মেলা উৎসব পালিত হয়। কিন্তু এই জ্ঞানের কুস্ত-মেলা অর্থাৎ সাগর আর জ্ঞান নদীদের মেলা কেবল এই সঙ্গম যুগেই হয়ে থাকে। আবার তোমরা বাচ্চারা বলে থাকো, "আমরা যাচ্ছি মাতা-পিতা বা জ্ঞান সাগর আর বিশাল নদের কাছে। (শিব) বাবা আমাদেরকে এই বিশাল নদ ও অন্যান্য বড় নদীর মাধ্যমে, আমাদের অর্থাৎ নদীদের আশীর্বাদী-বর্সা দেন। যার দ্বারা আমরা হীরে তুল্য হতে পারি। কত আনন্দে আর কত শুদ্ধতার সাথে কুস্ত মেলায় যায় লোকেরা। তখন তাদের মানসিক ভাবনা-চিন্তা, বাক্য-প্রয়োগ ও ক্রিয়া-কর্ম কত সুন্দর ও পবিত্র থাকে। যদিও তা জাগতিক তীর্থ-যাত্রা। তীর্থের যাত্রীরা প্রত্যেকেই যে যার নিজের কল্যাণ করতেই চায়। পাণ্ডাদেরও কিন্তু তত কল্যাণ হয় না, যতটা হয় তীর্থ-যাত্রীদের। পাণ্ডারা তো যাত্রীদের থেকে পাওয়া টাকা-পয়সা জড়ো করে তা সামলাতেই ব্যস্ত থাকে। তাদের তেমন ভক্তি থাকে না, যতটা থাকে তীর্থ-যাত্রীদের। তীর্থ-যাত্রীরা তো কেবল তাদের শুদ্ধ ভাবনাতেই থাকে। তাই তাদের মধ্যে কারও কারও আবার ইষ্ট দর্শনও হয়ে থাকে। অমরনাথে যে বরফের লিঙ্গ বানানো হয়, সামনে গেলেই তা শুধুই বরফের এমনটাই মনে হয়। কিন্তু ভক্তির ভাবনায় যে যেমন ভাবে সে তেমনই দেখে। তাতেই সে যথেষ্ট খুশীও হয়ে যায়। তাদের ভাবে, বাঃ প্রকৃতির কি আশ্চর্য লীলা! মানুষের মনে এই বিশ্বাস হয়ে যায় যে, বরফের এই লিঙ্গরূপ নিজের থেকেই গঠিত হয়। আসলে তা কিন্তু তেমন কিছু নয়। তোমাদের প্রকৃত তীর্থ-যাত্রা তো এখন শুরু হয়েছে। মানুষেরা ভাবে, ভগবানের সাথে মিলিত হবার জন্য বা দর্শন করতে গেলে কতই না ধাক্কা-ধাক্কি আর ঠোকর ইত্যাদি সহ্য করতেই হবে। এতদিন ধরে তো পরম্পরায় এভাবেই চলে আসছে। তবুও কিন্তু তারা কোথাও প্রকৃত ভগবানের সাক্ষ্যাৎ পেল না। বাবা তাই ব্যাখ্যা করে বোঝাচ্ছেন, ভগবানের কোনও চিত্রই হয় না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আলোক বিন্দুর ফটোই বা হবে কি প্রকারে ? উদাহরণ রূপে বোঝাবার জন্য যা বলা হয়ে থাকে, ভগবান এক উজ্জ্বল নক্ষত্র-জ্যোতিষ্কের মতন। দুই ব্রুকুটির মধ্যখানে সেখানেই দীপ্তিমান স্কুলিপ্সের অবস্থান। সেই চিহ্নের স্মৃতিতে কন্যারা নিজেদের ব্রুকুটিতে তিলক ধারণ করে। যেহেতু তারা শুনেছে আত্মার অধিষ্ঠানের স্থান ব্রুকুটি, তাই সেখানে তারা জাতীয় কোনও অতি ক্ষুদ্র চিহ্ন লাগায়। প্রকৃত তিলক যদি বলতেই হয় তো তাই। আর রাজ-তিলক কিন্তু অনেকটাই বড়। যেহেতু রাজ-তিলক হচ্ছে স্থূল তিলক। বাচ্চারা, তোমাদের তো এখন সে জ্ঞান হয়েছে, আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এভাবেই সেই রাজতিলকের প্রাপ্তি হবে। আত্মারা তা অনুভবও করে, পরমপিতা পরমাত্মা থেকে এভাবেই তারা তাদের সেই তিলক পেয়েই চলেছে। ব্রুকুটির মধ্যখানেও সেই অপূর্ব তারার অনুভূতিও পায় আত্মারা। তাই সেখানে তারা সোনার তিলকও লাগায়। তোমরা তো এখন এই জ্ঞানে যথেষ্টই সমৃদ্ধ হয়েছে। আমাদের অর্থাৎ আত্মাদের এবার হীরে-তুল্য হতে হবে। আমরা আত্মারাও তারারই মতন। পরমপিতা পরমাত্মাও অতি ক্ষুদ্র এক

তারার মতনই। কিন্তু তিনি জ্ঞানের সাগর, তাই ওনার মধ্যে জগতের সব জ্ঞানই পরিপূর্ণ। যা অতি গুহ্য-রহস্যময় বিষয়।

তোমরা জ্ঞান অর্থাৎ আলোর দিশা পেয়েছো। পরমপিতা পরমাত্মার প্রকৃত রূপকেও দেখেছো, জেনেছো, আলোর দিশাও পেয়েছো। যেভাবে আত্মার অনুভব হয়, ঠিক সেভাবেই পরমপিতা পরমাত্মারও অনুভূতি হয়। বাবাও তাই বলেন, যেমন তুমি আমিও তেমনি। এরপর বাবার কাছ থেকে বাচ্চাদের আর কি বা সাক্ষ্যাংকারের দরকার। আত্মার মধ্যে ছোট-বড় কিছু হয় না। যেমন তুমি তেমনি তোমার বাবা। সেক্ষেত্রে কেবল মহিমা আর কর্ম-কর্তব্যের তফাৎ ও ভিন্ন গুণ ও প্রকৃতির থাকে। আর বাবার পার্ট থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। আত্মাদেরও তাদের কর্ম-কর্তব্যের পার্ট ভিন্ন-ভিন্ন প্রকৃতির হয়। যেমন সব অভিনয়কারীর পার্ট একই প্রকার হয় না। একের সাথে অপরের পার্টে কোনও মিল থাকে না। আবার দুজনেই একই অভিনয় করতেও পারে না। একেই ঈশ্বরের চমৎকার বলা হয়। বাস্তবে এই অবিনাশী নাটকেই আশ্চর্যের বলা চলে। বাবা নিজেও তা প্রকাশ করেন না যে, এই নাটকের রচয়িতা উনিই। তখনই প্রশ্ন ওঠে, তবে এই অবিনাশী নাটক কবে, কখন বানানো হয়েছিল ? যাকে প্রকৃতির আশ্চর্য বলা হয়। এই নাটকের পটচিত্রই বা কিভাবে ঘুরতে থাকে, -সেসব তো তোমরা সবই জানো। এত ক্ষুদ্র তারার মতন আত্মাতে কত লম্বা পার্ট ভরা থাকে।

সর্বশক্তিমান পরমপিতা পরমাত্মা উনিই বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ-কর্তা। উনিই আবার জ্ঞানেরও সাগর। জগতে আর কারওকেই জ্ঞানের সাগর বলা চলে না। যেমন বেদ-শাস্ত্র যারা শোনায়, তারা তো কেবল শাস্ত্রের জ্ঞানই শোনায়। কিন্তু বাবার ভাঙারে যে অফুরন্ত জ্ঞান আছে, তা আর কারও কাছেই নেই। একমাত্র ভগবান যিনি স্বয়ং এসে এই সহজ রাজযোগ আর জ্ঞানের শিক্ষা দেন। তাই তো একমাত্র ওঁনাকেই জ্ঞানের সাগর বলা হয়। আর সেই কারণেই এখানকার সঙ্গমে নদীদের মেলা বসে।

তোমরা তো জানোই, সাগর থেকেই নদীর উৎপত্তি। কোনও কোনও বাচ্চা অবশ্য এটাও জানে না। ঠিক একই প্রকারে তোমাদের কথাও জগতের লোকেরা সেভাবে বুঝতে পারে না। জ্ঞান-সাগর কিভাবেই বা আসেন, জ্ঞান গঙ্গারা ওনার থেকে কিভাবেই বা জ্ঞান পায়- এসবই বিশেষ জ্ঞানের বিষয়। মানুষেরা মানুষের দ্বারা প্রাপ্ত কথায়, যা একবার বুদ্ধিতে বসে গেছে, তাকেই সত্যি ভেবে নেয়। প্রকৃত সত্য সম্বন্ধে তারা আদৌ অবগতও নয়। কিন্তু তোমরা এখন সেই সাগর আর এই জ্ঞান সাগরকে বুঝতে পেরেছো। প্রাকৃতিক সাগর আর নদীগুলি তো কেবল দুঃখই দিতে থাকে। সাগর উথলে উঠলে, বন্যায় কত লোকসানও হয়ে থাকে। তখন কিন্তু সবাই এই জ্ঞান-সাগর পতিত পাবনকেই ডাকতে থাকে। প্রাকৃতিক সাগর বা নদীকে কেউ ডাকে না। কেবলমাত্র পতিত পাবন জ্ঞান সাগরকেই ডাকতে থাকে। তোমরা নদীরাও সেই জ্ঞান-সাগর থেকেই বেরিয়েছো। এই জ্ঞান-সাগরের নাম-রূপ-দেশ-কালকে কেউ জানেই না। যদিও তাকেই তারা 'শিব'-নামে ডাকে। তার সাথে তারা আবার লিঙ্গ নামেরও যোগ করেছে। কিন্তু বাবার তো অবিনাশী। এই শিববাবাই একমাত্র রচয়িতা। ওনার রচনাও কেবল একটাই, যা অনাদি। বাবা স্বয়ং বসে তা বোঝান, কিভাবে তা অনাদি। সত্যযুগে এইসব উৎসব ইত্যাদি কিছুই হয় না সেখানে। এসব তখন গুপ্ত হয়ে যায়। আবার ভক্তি-মার্গ শুরু হলে ধীরে ধীরে সেগুলির প্রচলন হয়। মানুষেরা ভাবে, স্বর্গ-রাজ্য অবশ্যই কখনও ছিল, আবার কোনওদিন তা ফিরেও আসবে। কিন্তু বর্তমানের এই দুনিয়ার এখন যা নরক অবস্থা।

এর প্রকৃত আয়ুও তাদের কারও জানা নেই। যেহেতু তারা এখন ঘোর অন্ধকারে আছে। এমন কি কল্পের প্রকৃত আয়ুও কারও জানা নেই। তাই তারা এমনও বলে যে, এই অবিদ্যার নাটকের চিত্রপট তার নির্দিষ্ট নিয়মেই ঘুরতে থাকে। কিন্তু, যেহেতু তারা তার সঠিক সময়কালকেই জানে না, তাই সঠিক কিছুই তারা বুঝে উঠতে পারে না। এমন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বাবা স্বয়ং অধিষ্ঠান হয়ে ব্রহ্মার মুখ-কমল দ্বারা সকল বেদ-শাস্ত্রের সার বসে বসে বোঝাতে থাকেন। আর সেই কারণেই লোকেরা ব্রহ্মার হাতে শাস্ত্র দেখায়। প্রকৃতপক্ষে এত ভিন্ন-ভিন্ন প্রকারের সব শাস্ত্র কেউ একা তার হাতে ধরে রাখতে পারে ? কিম্বা ব্রহ্মার দ্বারও কি সর্ব প্রকারের শাস্ত্র শেনানো সম্ভব ? তোমরা নিজেরাই তা বুঝতে পারছো! এমন অবাস্তব সব কিছুই ভক্তি মার্গের ধারণা মাত্র। তোমরা তো সেসবই পড়াশোনা করে এসেছো এতদিন। লোকেরা এটাও তো জানে না তারা কবে থেকে এসব পাঠ পড়ে আসছে। যদিও কোনও কিছুই সঠিক জানে না তারা, তবুও বলে, এসব তো অনাদি কাল ধরেই চলে আসছে। বেদ-শাস্ত্রের রচনাকার ব্যাসদেব। এই বেদ গ্রন্থকেই তারা সর্বোচ্চ গ্রন্থ বলে থাকে। কিন্তু একথা স্পষ্ট রূপে লিখিত আছে যে, বেদ শাস্ত্র সমেত সব ধর্ম-গ্রন্থই গীতা থেকেই রচিত হয়েছে। বাচ্চারা, তোমরা তো এখন জানতে পেরেছো, এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি আবার নতুন করে রচিত হবে। আবারও তার সেই একই নাম হবে।

তোমরা এও জানো যে, তোমরা আবারও পূজ্যে রূপে পরিণত হচ্ছ, এরপর পূজারী হয়ে মন্দির ইত্যাদির নির্মাণ করবে। রাজা-রানীরাই যদি মন্দির নির্মাণ করায়, সেখানে প্রজারাও তো তাই করবে। ভক্তিমার্গ শুরু হলেই সবাই মন্দির বানাতে শুরু করবে। এমন কি তারা ঘরে ঘরে প্রতি ঘরেই মন্দির বানাতে থাকবে। কিন্তু লক্ষ্মী-নারায়ণের রাজধানীতে তো আর রাধা-কৃষ্ণের মন্দির বানানো যেতে পারে না। মন্দির নির্মাণ শুরু তো হয় ভক্তি মার্গ থেকে। যেমন যেমন আত্মাদের কলা, গুণ ও শক্তি কমতে থাকে, সেই অনুযায়ী তত বেশী করে মন্দির নির্মাণ হতে থাকে। সূর্যবংশী আর চন্দ্রবংশীদের বিপুল ধন-সম্পত্তি ভোগের পর যা অবশিষ্ট থাকবে, তা বৈশ্যবংশী ও শূদ্রবংশীরা ভোগ করবে। তা না হলে তারা তা পাবেই বা কোথেকে। ধন-সম্পদের স্থান সর্বদাই পরিবর্তন হতেই থাকে। বড়-বড় সম্পত্তি যেমন ছোট হতে হতে অবশেষে একসময়ে কিছুই তার আর অবশিষ্ট থাকে না, তখন তারা নিজেদের মধ্যেই ভাগাভাগি শুরু করে। অতএব বাচ্চারা, এখন তো তোমরা বুঝতে পেরেছো, কিভাবে তোমরা পূজ্য ছিলে। কতদিন তোমরা পূজ্য থাকো, তারপর কিভাবেই বা পূজারীতে পরিণত হও। এখন তো বোধগম্য হয়েছে, পরমপিতা পরমাত্মার নাম-রূপ-দেশ-কাল আর ওনার কর্ম-কর্তব্যের পাঠ-ই বা কি। ভক্তি মার্গেও ভক্তদের শুদ্ধ ভাবনাকে এই বাবাই পূর্ণ করেন। আর অশুদ্ধ ভাবনা পূরণ করে রাবণ। জ্ঞান সাগর বাবা সমস্ত জ্ঞানই তোমাদের বুদ্ধিতে বসিয়ে দিয়েছেন। যদিও সবাই তা সেভাবে বুঝবে না। কল্প পূর্বে যে যেমন বুঝেছিল, এখনও তারা সেভাবেই তা বুঝবে। আচ্ছা !

মিষ্টি- মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্নেহ-সুমন স্মরণে ভালবাসা আর সুপ্রভাত। ঈশ্বরীয় সন্তানদের তাদের ঈশ্বরীয় পিতা জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) যতদিন জীবিত থাকবে, ততদিন পর্যন্ত পুরুষার্থ করে যেতে হবে। বাবার দেওয়া এই অমূল্য শিক্ষার অভ্যাসে অভ্যাসী হতে হবে। বাবার মতনই মাস্টার জ্ঞান-সাগর হতে হবে।

২) ঈশ্বরীয় পান্ডা হয়ে সবাইকে প্রকৃত তীর্থ-যাত্রার দিশা দেখাতে হবে। নিজেকে যেমন হীরে তুল্য তৈরী করবে, অন্যদেরও তেমনি ভাবেই তৈরী করতে হবে।

বরদান :- সাক্ষীভাবের অচল আসনে বিরাজমান থেকে অচল-অটল ও প্রকৃতিজীত হও

বিস্তার :- যদিও প্রকৃতিতে অস্থিরতা আসে, কিন্তু প্রকৃতি তার অপূর্ব খেলা দেখাতে থাকে - এই দুই অবস্থাতেই প্রকৃতিপতি আত্মারা সাক্ষীভাবে থেকে সেই খেলা দেখতে থাকে। তা সে যেমন খেলাই হোক - আর তা দেখতেও মজাই লাগে, কিন্তু ঘাবরায় না। যে নিজের তপস্যার দ্বারা সাক্ষীভাবের স্থিতিতে অচল আসনে বিরাজমান থাকার অভ্যাস করে, প্রকৃতি কিন্তু ব্যক্তি তাকে কোনও প্রকারেই নাড়াতে পারে না। প্রকৃতির ৫ আর মায়ার ৫ খেলোয়ারেরা নিজেদের খেলা নিজেরাই খেলতে থাকবে, তখন তা কেবলমাত্র সাক্ষী হয়ে দেখতে পারলে তখনই বলা যাবে অচল, অটল, প্রকৃতিজীত আত্মা।

স্লোগান :- মন-বুদ্ধিকে একমাত্র বাবার প্রতি একাগ্র করতে পারা আত্মাই পূজ্য-আত্মা হতে পারে।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবা এসেছেন জ্ঞান-যোগের দ্বারা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে প্রকৃতভাবে সাজাতে। দেহ-অভিমান এই সজ্জাকে খারাপ করে দেয়, তাই দেহের প্রতি মমতা ত্যাগ করতে হবে।"

প্রশ্ন:- জ্ঞানমার্গের উঁচু সিঁড়িতে কে চড়তে পারবে?

উত্তর:- যার নিজের দেহের প্রতি এবং অন্য কোনো দেহধারীর প্রতি নয়, একমাত্র বাবার প্রতিই সত্যিকারের আন্তরিক প্রীতি রয়েছে এবং যে কারোর নাম-রূপে আসক্ত হয় না, সে-ই জ্ঞানমার্গের উঁচু সিঁড়িতে চড়তে পারবে। যে সমস্ত বাচ্চার কেবল বাবার প্রতিই আন্তরিক ভালোবাসা থাকে তাদের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যায়। কারোর নাম-রূপে আসক্ত হওয়া খুবই কঠিন একটি অসুখ। তাই বাপদাদা সাবধান করছেন - বাচ্চারা, তোমরা একে অপরের নাম-রূপে আসক্ত হয়ে নিজের পদকে খারাপ করোনা।"

গীত:- তোমাকে পেয়ে আমরা সারা দুনিয়া পেয়েছি...

ওম্ শান্তি। মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা নিশ্চয়ই এই গানের অর্থ ভালোভাবে জেনে গেছে। তা সত্ত্বেও বাবা প্রত্যেক লাইনের অর্থ বলেন। এভাবেও বাচ্চাদের মুখ খোলানো সম্ভব। অর্থ তো খুবই সহজ। তোমরা বাচ্চারা এই এখন বাবাকে জেনেছ। তোমরা কারা? ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। শিববংশী তো গোটা দুনিয়াই। এখন নতুন সৃষ্টির রচনা হচ্ছে। তোমরা সম্মুখেই আছ। তোমরা জানো যে ব্রহ্মার দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরা সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী নিষিদ্ধ। কেবল আকাশই নয়, সমগ্র পৃথিবী এবং তার সাথে নদী এবং সাগর। বাবা, আমরা তোমার কাছ থেকে সমগ্র বিশ্বের বাদশাহী নিষিদ্ধ। পুরুষার্থ করছি। আমরা প্রতি কল্পেই বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিই। যখন আমরা রাজত্ব করি তখন গোটা বিশ্ব জুড়ে আমাদের অর্থাৎ ভারতবাসীদেরই রাজত্ব থাকে, সেখানে অন্য কেউ থাকে না। চন্দ্রবংশীরাও থাকে না। কেবল সূর্যবংশী লক্ষ্মী-নারায়ণেরই রাজত্ব চলে। অন্যরা সবাই পরে পরে আসে। এই সবকিছুই তোমরা এখন জেনেছ। ওখানে তো এই বিষয়ে কোনো জ্ঞানই থাকবে না। এইটাও জানবে না যে আমরা কার কাছ থেকে এই উত্তরাধিকার পেয়েছি। যদি কারো কাছ থেকে পেয়ে থাকি তাহলে কিভাবে পেয়েছি সেই প্রশ্নটাও উঠবে। কেবল এই সময়েই সমগ্র সৃষ্টি চক্রের জ্ঞান আছে। এরপর এই জ্ঞান লুপ্ত হয়ে যাবে। তোমরা এখন জানো যে বেহদের বাবা এসেছেন যাকে গীতার ভগবান বলা হয়। ভক্তিমার্গে প্রথমে সর্বশাস্ত্রের শিরোমণি গীতাপাঠ শোনে। গীতার সাথে ভগবৎ এবং মহাভারতও শোনে। অনেক সময় পরে এই ভক্তি শুরু হয়। ধীরে ধীরে মন্দির এবং শাস্ত্র বানানো হয়। এর জন্য প্রায় ৩-৪শত বছর সময় লেগে যায়। এখন তোমরা বাচ্চারা বাবার সম্মুখে বসে শুনছ। তোমরা জানো যে ব্রহ্মাবাবার শরীরে পরমপিতা পরমাত্মা শিববাবা এসেছেন। আমরা পুনরায় এখানে এসে তাঁর সন্তান অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হয়েছি। সত্যযুগে এই জ্ঞান থাকবে না যে আমরা এরপর চন্দ্রবংশী হয়ে যাব। বাবা এখন তোমাদেরকে পুরো সৃষ্টিচক্র বোঝাচ্ছেন। বাবা সৃষ্টির আদি-মধ্য-অন্তকে জানেন। তাঁকেই তো জানি-জাননহার এবং জ্ঞানী বলা হয়। কিন্তু তাঁর মধ্যে কিসের জ্ঞান আছে সেটা তো কেউই জানে না। কেবল বলে দিয়েছে যে গড ফাদার হলেন নলেজফুল। ওরা মনে করে যে ভগবান সকলের অন্তরের খবর জানেন। তোমরা এখন জানো যে আমরা শ্রীমৎ অনুসারে চলছি। বাবা বলছেন, একমাত্র আমাকেই স্মরণ কর, অর্ধেক কল্প ধরে তোমরা আমাকেই ডেকে

এসেছ। এখন তোমরা জ্ঞান পেয়ে যাওয়ার ফলে ভক্তিভাব চলে যাচ্ছে। সত্যযুগ হল দিন এবং কলিযুগ হল রাত্রি। তোমাদের পা নরকের দিকে এবং মুখ স্বর্গের দিকে রয়েছে। প্রথমে বাপের বাড়ি গিয়ে তারপর স্বশ্রবণ বাড়ি যাবে। এখানে পতিরূপে শিববাবা তোমাদেরকে সাজাতে এসেছেন কারণ তোমাদের সজ্জা এখন খারাপ হয়ে গেছে। পতিত হলেই সজ্জা খারাপ হয়ে যায়। এখন তোমরা পতিত, পাপী এবং অধম হয়ে গেছ। এখন বাবার দ্বারা তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হচ্ছ। গুণহীন থেকে গুণবান হচ্ছ।

তোমরা জানো যে বাবাকে জানলে এবং তাঁকে স্মরণ করলে আমরা আর কোনও পাপ কর্ম করব না, কোনও তমোপ্রধান জিনিস খাব না। মানুষ তীর্থ করতে গেলে অনেকে বেগুন কিংবা আমিষ বর্জন করে আসে। কিন্তু এখানে ৫ বিকার বর্জন করতে হবে। কারণ এই বিকারগুলোই হল সবথেকে ক্ষতিকারক। প্রতি মুহূর্তে এই দেহের প্রতি আমিষ ভাব চলে আসে। দেহের প্রতি মমতা থাকলে অন্যান্য দেহধারীদের প্রতিও মমতা চলে আসে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন - বাচ্চারা, কেবল একজনের (শিববাবা) প্রতি-ই ভালোবাসা রাখো, অন্য কারোর নাম-রূপে আকৃষ্ট হয়েও না। গীতের অর্থও বাবা বুঝিয়েছেন। বেহদের বাবার কাছ থেকে বেহদ স্বর্গের বাদশাহী নিচ্ছ। কেউ আমাদের কাছ থেকে এই বাদশাহী ছিনিয়ে নিতে পারবে না। ওখানে তো অন্য কেউ থাকবেই না। তাহলে ছিনিয়ে নেবে কিভাবে? এখন তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে শ্রীমং অনুসারে চলতে হবে। মনে রেখো, শ্রীমং অনুসারে না চললে কখনো উঁচু পদ পাবে না। শ্রীমং তো সাকার মাধ্যমের কাছ থেকেই নিতে হবে। প্রেরণার দ্বারা তো শ্রীমং পাওয়া সম্ভব নয়। কারো কারোর মধ্যে অহংকার এসে যায় যে আমি তো সরাসরি শিববাবার কাছ থেকে প্রেরণা নিই। কিন্তু তিনি যদি প্রেরণা দেন তাহলে ভক্তিমার্গেও তো 'মন্মথনা ভব' বলে প্রেরণা দিতে পারতেন। কিন্তু তাঁকে সাকার শরীরে এসে বোঝাতে হয়। সাকার মাধ্যম ছাড়া তিনি কিভাবে মত দেবেন? অনেক সন্তান বাবার ওপর রাগ করে বলে যে আমি তো শিববাবার সন্তান। তোমরা জানো যে শিববাবা ব্রহ্মার দ্বারাই আমাদেরকে ব্রাহ্মণ বানান। প্রথমে আমরা সন্তান হই, তারপর বুঝতে পারি যে ঐনার (ব্রহ্মাবাবার) দ্বারা আমরা ঠাকুরদাদার সম্পত্তি পাচ্ছি। ঠাকুরদাদাই এই ব্রহ্মার দ্বারা আমাদেরকে আপন করেন, শিক্ষা দেন। বাবার প্রতি ভালোবাসা রাখলে আমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যায়। অনেক ভালোবাসা থাকতে হবে। তোমরা সকল আত্মারা হলে বাবার প্রেমিকা। ছোট বয়সের বাচ্চারাও বাবার প্রেমিকা হয়ে যায়। বাবাকে স্মরণ করলেই উত্তরাধিকার পাওয়া যাবে। সন্তান যত বড় হবে তত সে বুঝতে পারবে। তোমরা আত্মারাও হলে বেহদের বাবার সন্তান। বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিচ্ছ। নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে পরমপিতা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে হবে। বাবার প্রেমিকা হয়ে গেলেই তোমাদের সকল আশা পূর্ণ হয়ে যাবে। অন্তরে কোনো আশা রেখেই প্রেমিকা তার প্রেমিককে স্মরণ করে। বাচ্চারাও বাবার প্রেমিকা হয় উত্তরাধিকার পাওয়ার জন্য। তাই বাবা এবং তাঁর সম্পত্তি স্মরণে থাকে। এইসব হল লৌকিকের কথা। এখানে তো আত্মাদেরকে পারলৌকিক প্রীতমের প্রেমিকা হতে হবে। তিনি সবার প্রীতম। তোমরা জানো যে বাবার কাছ থেকে আমরা বিশ্বের বাদশাহী নিচ্ছি, যার মধ্যে সকল প্রাপ্তি আছে। সেখানে কোনো ভেদাভেদ থাকবে না। সত্য এবং ত্রেতাযুগে কোনোরকম উপদ্রব হবে না। সেখানে দুঃখের নামই থাকবে না। এই দুনিয়াটাই তো দুঃখধাম। তাই মানুষ রাজা-রানী, রাষ্ট্রপতি কিংবা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার চেষ্টা করছে। ক্রমানুসারে বিভিন্ন পদ মর্যাদা রয়েছে। প্রত্যেকেই উঁচু পদ পাওয়ার প্রচেষ্টা করে। সেইরকম স্বর্গ দুনিয়াতে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য মাশ্বা-বাবাকে অনুসরণ করতে হবে। কেন না আমরা উত্তরাধিকারী হব। ভারতকেই মাতৃভূমি-পিতৃভূমি বলা হয়।

ভারতমাতাও বলা হয়। তাহলে নিশ্চয়ই পিতাও কেউ আছেন। আজকাল ভারতমাতাকে বন্দে মাতরম্ বলা হয় কারণ ভারতভূমি হল অবিনাশী। এখানেই পরমপিতা পরমাত্মা আসেন। তাই ভারত হল মহান তীর্থ। সমগ্র ভারতের বন্দনা করা উচিত। কিন্তু এই জ্ঞান তো কারো কাছেই নেই। পবিত্রতার বন্দনা করা হয়। বাবাও বলছেন বন্দে মাতরম্। তোমরাই হলে সেই শিবশক্তি যারা ভারতকে স্বর্গ বানায়। প্রত্যেকের কাছেই তার জন্মভূমি প্রিয়। ভারতই হল সবথেকে শ্রেষ্ঠ ভূমি যেখানে বাবা এসে সবাইকে পবিত্র বানান। কেবল বাবাই পারেন পতিতদেরকে পবিত্র বানাতে। এই ভূমি তো কিছুই করে না। বাবাই এখানে এসে সবাইকে পবিত্র বানান। তাই ভারতের অগাধ মহিমা। ভারত হল অবিনাশী ভূমি। এই ভূমির কখনও বিনাশ হয়না। ভারতেই ঈশ্বর এসে একটি শরীরে প্রবেশ করেন যে শরীরকে ভাগীরথ বা নন্দী বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ তো একটা পশুর নাম নন্দী রেখেছে। তোমরা জানো যে প্রতি কল্পেই বাবা ব্রহ্মার শরীরে আসেন।

বাস্তবে তোমাদেরই জটা আছে। তোমরাই হলে রাজাশ্বমি। রাজাশ্বমির সর্বদা পবিত্র থাকে। তোমরা হলে রাজাশ্বমি, তাই বাড়ি-ঘরও সামলাতে হবে। ধীরে ধীরে পবিত্র হতে থাকবে। ওরা হঠাৎ করে পবিত্র থাকতে শুরু করে কারণ ওরা বাড়ি-ঘর ত্যাগ করে চলে যায়। কিন্তু তোমাদেরকে ঘরে থেকেই পবিত্র থাকতে হবে। কত পার্থক্য, তাই না? তোমরা জানো যে আমরা এই পুরাতন দুনিয়াতে বসে নতুন দুনিয়ার উত্তরাধিকার নিচ্ছি।

বাবা বলছেন- মিষ্টি মিষ্টি বাচ্চারা, এই পড়া ভবিষ্যতের জন্য। তোমরা নতুন দুনিয়ার জন্য পুরুষার্থ করছ। তাই বাবাকে কতই না স্মরণ করতে হবে। অনেকেই আছে যারা একে অন্যের নাম-রূপে ফেঁসে যায়। শিববাবা কখনো ওদের স্মরণেই আসবে না। যার প্রতি ভালোবাসা থাকে সে-ই স্মরণে আসে। তাই ওরা এই সিঁড়িতে চড়তে পারবে না। নাম-রূপে ফেঁসে যাওয়ার রোগ হয়ে যায়। বাবা ওয়ার্নিং (সাবধানী) দিচ্ছেন, নাম-রূপে ফেঁসে গিয়ে নিজেরই পদ হারাচ্ছে। হয়তো অন্যদের কল্যাণ হয়ে যাবে কিন্তু তোমার কোনও কল্যাণ হবে না। নিজেই নিজের অকল্যাণ করছ। (পন্ডিতের মতো) এইরকম অনেকেই আছে যারা অন্যের নাম-রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে শেষ হয়ে যায়।

(গীত) বাচ্চারা তোমরা এখন জেনেছ যে অর্ধেক কল্প ধরে আমরা অনেক দুঃখ সহ্য করেছি। এখন সেই সময় চলে গেছে, এখন তো কেবল খুশির পারদ চড়ছে। দুঃখ দেখে দেখে তোমরা একেবারে তমোপ্রধান হয়ে গেছ। এখন তোমাদের খুশি হচ্ছে - এইবার আমাদের খুশির দিন এসেছে। আমরা সুখধামে যাচ্ছি। দুঃখের দিন সমাপ্ত হয়েছে। তাই সুখধামে উঁচু পদ পাওয়ার জন্য পুরুষার্থও করতে হবে। মানুষ সুখের আশাতেই পড়াশুনা করে। তোমরা জানো যে আমরা আগামী দুনিয়ার মালিক হচ্ছি। চিঠিতে লেখে - বাবা, আমি তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নেবই অর্থাৎ সূর্যবংশী রাজধানীতে উঁচু পদ পাব। সম্পূর্ণ পুরুষার্থ করার ইচ্ছা রাখতে হবে।

(গীত) সত্যযুগী সুখের আশার প্রদীপ এখন প্রজ্জ্বলিত হচ্ছে। দীপ নিভে গেলে চারিদিক দুঃখে ভরে যায়। ভগবানুবাচ - তোমাদের সকল দুঃখ এখন সমাপ্ত হয়ে যাবে। তোমাদের অতি সুখের দিন আসছে। পুরুষার্থ করে বাবার কাছ থেকে সম্পূর্ণ উত্তরাধিকার নিতে হবে। এখন যতটা নেবে, বুঝবে যে প্রত্যেক কল্পে বাবার কাছ থেকে এতটাই সম্পত্তি পাওয়ার অধিকারী হব। পুণ্যাত্মা হয়ে সূর্যবংশী হতে হবে। অন্ধের লাঠি হতে হবে। বোর্ডে কিংবা অন্য যেকোনো জায়গায় বিভিন্ন প্রশ্ন লিখে রাখতে হবে। কেবল বাবাকে প্রমাণ করতে হবে। তিনিই সকলের পিতা, তিনিই ব্রহ্মার দ্বারা ব্রাহ্মণদের রচনা

করেন। ব্রাহ্মণ থেকে তোমরা দেবতা হবে। আগে শূদ্র ছিলে, এখন ব্রাহ্মণ হয়েছ। ব্রাহ্মণরা হল সবথেকে উঁচু, তারপরে দেবতা। তোমাদের অর্থাৎ ব্রাহ্মণদেরই এখন উত্তরণ কলা। তোমরা ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীরাই ভারতকে স্বর্গ বানাও। বাজুলি (ডিগবাজি) খেলার সময়ে পা এবং টিকির মিলন হয়। কত ভালো করে বোঝানো হয়। বিনাশ হলে বুঝবে যে আমাদের রাজধানী স্থাপন হয়ে গেছে। তারপর তোমরা সবাই শরীর ছেড়ে অমরলোকে যাবে। এটা হল মৃত্যুলোক।

যখন থেকে ভালোবেসেছি (গীত)। এই গীতের অর্থ এটা নয় যে যারা আগে থেকে ভালোবেসেছে তারাই ভালো পদ পাবে আর যারা পরে ভালোবেসেছে তারা কম পদ পাবে। না, সবকিছু পুরুষার্থের ওপরেই নির্ভর করছে। দেখা যায় যে পুরাতন বাচ্চার থেকে নতুন বাচ্চা এগিয়ে যায়। কারণ সে যখন দেখে যে খুব কম সময় অবশিষ্ট আছে তখন পরিশ্রম করতে শুরু করে। সহজ সহজ পয়েন্টও পাওয়া যায়। বাবার পরিচয় দিয়ে বোঝাতে হবে যে গীতার ভগবান কে - শিববাবা নাকি কৃষ্ণ? শিববাবা হলেন রচয়িতা, কৃষ্ণ হল তাঁর রচনা। নিশ্চয় রচয়িতাকেই ভগবান বলা উচিত। তোমরা প্রমাণ করে বল যে যজ্ঞ-জপ-তপ করে, শাস্ত্র পড়ে কেবল অধঃপতন হয়েছে। 'ভগবানুবাচ' উদ্ধৃত করে বোঝালে কেউ রাগ করবে না। অর্ধেক কল্প ধরে ভক্তি চলতে থাকে। ভক্তি হল রাত্রি। অবরোহন কলা এবং উত্তরণ কলা। সবাইকে গতিতে (শান্তিধাম) গিয়ে সদগতিতে আসতে হবে। এইটাই বোঝাতে হবে। একদম সাধারণ ভাবে বোঝালে খুব খুশি হবে। বাবা আমাদেরকে এইরকম বানাচ্ছেন। এখন আত্মার ডানা গজিয়েছে। যে আত্মা আগে ভারী ছিল সে এখন হালকা হচ্ছে। দেহভান চলে গেলেই তোমরা হালকা হয়ে যাও। বাবার স্মরণে থেকে তোমরা যতই হাঁট, কখনো ক্লান্ত হবে না। এইধরনের বিভিন্ন যুক্তি বলা হয়। শরীরের ভান চলে গেলে হওয়ার মত উড়তে থাকবে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) দেহ-অভিমানের বশীভূত হয়ে কখনো ক্রোধান্বিত হয়ো না। সাকার মাধ্যমের দ্বারা বাবার মত নিতে হবে। কেবল পরমাত্মা প্রীতমের সত্যিকারের প্রেমিকা হতে হবে।

২) ঘর-বাড়ি সামলানোর সাথে সাথে রাজস্বষি হয়ে থাকতে হবে। সুখধামে যাওয়ার সম্পূর্ণ আশা রেখে পুরো পুরুষার্থ করার ভাবনা রাখতে হবে।

বরদান :- জ্ঞান জলে সাঁতার কাটতে এবং উঁচু স্থিতিতে চড়তে সক্ষম পবিত্র হংস হও।

হাঁস যেমন সর্বদা জলেও সাঁতার কাটে আবার উড়তেও পারে, তেমনি তোমরাও অর্থাৎ সত্যিকারের পবিত্র হংসের মতো বাচ্চারাও উড়তে এবং সাঁতার কাটতে সক্ষম। জ্ঞানের বিষয়ে মনন করা হল জ্ঞান অমৃত বা জ্ঞান জলে সাঁতার কাটা এবং ওড়ার অর্থ উঁচু স্থিতিতে থাকা। এইরকম জ্ঞানের মনন করতে থাকা এবং উঁচু স্থিতিতে স্থিত থাকা পবিত্র হংস কখনো নিরুৎসাহিত কিংবা আশাহত

হবে না। তারা অতীতে বিন্দু (fullstop) দিয়ে, 'কি' 'কেন' ইত্যাদির জাল থেকে মুক্ত হয়ে উড়তে থাকে এবং অন্যকে ওড়াতে থাকে।

স্লোগান:- মগি হয়ে যে বাবার মস্তকে (ললাটে) ঝলমল করতে থাকে, সে-ই হল মস্তকমগি।

"মিষ্টি বাচ্চারা - মিষ্টি বাবা এসেছেন তোমাদের এই তিক্ত দুনিয়া থেকে মুক্ত করে মিষ্টি বানাতে, এই কারণে খুবই মিষ্টি হও"

প্রশ্ন :- এখন বাচ্চারা তোমাদের এই পুরানো দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা কেন এসেছে ?

উত্তর : - কেননা এই দুনিয়া কুষ্ঠী পাক নরক অর্থাৎ নরকের অন্তিমে এসে পৌঁছেছে, এখানে সবই তিক্ত । তিক্ত অপবিত্রদেরই বলা হয় । সবাই এই বিষয় বৈতরণী নদীতে ধাক্কা খায়, তাই তোমাদের এখন এর প্রতি ঘৃণা এসেছে ।

প্রশ্ন :- মানুষের একটি প্রশ্নে দুটি ভুল থাকে, প্রশ্ন কোনটি আর ভুলইবা কোনটি ?

উত্তর :- মানুষ বলে থাকে আমার মনের শান্তি কিভাবে আসবে ? এতে প্রথম ভুল হলো, মন কিভাবে শান্ত হবে - যতক্ষণ না তা শরীর থেকে আলাদা না হয় আর দ্বিতীয় ভুল হলো যখন বলে সকলেই ঈশ্বরের রূপ, পরমাত্মা হলেন সর্বব্যাপী, তাহলে শান্তি কার চাই আর কেই বা তা দেবে ?

ওম শান্তি । তোমরা বাচ্চারা জানো যে শান্তিধাম থেকে বাবা এসেছেন এবং বাচ্চাদের জিজ্ঞেস করছেন - কোন্ বিচারধারায় বসেছো ? তোমরা জানো যে বাবা তাঁর মিষ্টি ঘর, শান্তিধাম থেকে এসেছেন - সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য । বাবা বলেন, এখন তোমরা তোমাদের মিষ্টি ঘরকেই স্মরণ করছো না কি আরো অন্য কিছু স্মরণে আসছে ? এই দুনিয়া আর মিষ্টি নয়, খুবই তিক্ত । তিক্ত জিনিসই দুঃখ দেয় । বাচ্চারা জানে এখন আমরা সেই মিষ্টি ঘরে যাবো । আমাদের বেহদের বাবা খুবই মিষ্টি । আর যে সমস্ত বাবা এখন আছে তারা তিক্ত, পতিত এবং ছিঃ - ছিঃ । ইনি হলেন সকলের বেহদের বাবা । এখন কার মতে চলতে হবে । বেহদের বাবা বলেন - বাচ্চারা এখন তোমাদের শান্তিধামকে স্মরণ করো আর সাথে সাথে সুখধামকেও স্মরণ করো । এই দুঃখধামকে ভুলে যাও । একে তো খুব কড়া নাম দেওয়া হয়েছে - কুষ্ঠী পাক নরক (ভয়াবহ), যেখানে বিষয় বৈতরণী নদী বয়ে যায় । বাবা বোঝান যে এই সম্পূর্ণ দুনিয়াই হলো বিষয় বৈতরণী নদী । সবাই এইসময় দুঃখ পাচ্ছে, এই কারণে এই দুনিয়ার প্রতি ঘৃণা হয় । এই দুনিয়া হলো খুবই নোংরা দুনিয়া, এই দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আসা প্রয়োজন । যেমন সন্ন্যাসীদের ঘর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে । তারা মনে করে স্ত্রী হলো সর্পতুল্য, ঘরে থাকার অর্থ হলো নরকে থাকা, এখানে ধাক্কা খেতে হবে । এই বলে তারা গৃহত্যাগ করে । এ দুইই নরকের দ্বার । তাদের ঘরে ভালো লাগে না তাই জঙ্গলে চলে যায় । তোমরা গৃহত্যাগ করো না, ঘরেই থাকো । জ্ঞানের দ্বারা তোমরা বুঝতে পারো । বাবা বাচ্চাদের বোঝান, এ হলো বিষয় বৈতরণী নদী । সকলেই এখানে ব্রষ্টাচারী হয় । এখন বাচ্চারা তোমাদের আমি শান্তিধামে নিয়ে যাবো । সেখান থেকে তোমাদের ক্ষীরসাগরে পাঠিয়ে দেবো । আমি তোমাদের সারা দুনিয়ার প্রতি বৈরাগ্য আনিয়ে দিই, কারণ এই দুনিয়ায় কোনো শান্তি নেই । সমস্ত মানুষ শান্তির জন্য মাথা খুঁড়তে থাকে । সন্ন্যাসী আদি যারাই আসুক না কেন, তারা মনের শান্তি চাইবে অর্থাৎ তারা মুক্তিধামে যেতে চায় । তারা এমন প্রশ্নও জিজ্ঞেস করে - মন তো শান্ত হতেই পারে না । যতক্ষণ না আত্মা শরীর থেকে পৃথক হয় । এক তো বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী, আমরা সকলেই ঈশ্বরের রূপ, তাহলে এই প্রশ্ন কেন ? ঈশ্বরের শান্তির কি কারণে প্রয়োজন ? বাবা বোঝান যে - শান্তি তো তোমার গলার হার । তোমরা বলো যে

আমাদের শান্তি চাই। প্রথমে তো বলো, আমরা কে? আত্মা নিজের স্বধর্ম আর নিবাস স্থানকে ভুলে গেছে। বাবা বলেন তোমরা আত্মারা হলে শান্ত স্বরূপ। তোমরা শান্তিদেশের নিবাসী। তোমরা তোমাদের মিষ্টি ঘর আর মিষ্টি বাবাকে ভুলে গেছো। ভগবান একজনই হন। ভক্ত হয় অনেক। ভক্ত হলো ভক্তই, তাকে ভগবান কি করে বলবে। ভক্ত তো সাধনা প্রার্থনা করে, হে ভগবান, কিন্তু ভগবানকে জানেও না, তাই তারা দুঃখী হয়ে গেছে। এখন তোমরা বুঝে গেছো, আসলে তোমরা শান্তিধামের অধিবাসী ছিলে, তারপর সুখধামে গিয়েছিলে তারপর আবার রাবণ রাজ্যে এসেছো।

তোমরা অলরাউন্ড পার্ট করো। প্রথমে তোমরা সত্যযুগে ছিলে। ভারত তখন সুখধাম ছিলো। এখন তো দুঃখধাম। তোমরা আত্মারা হলে শান্তিধামের বাসিন্দা, বাবাও সেখানেই থাকেন। বাবার মহিমা হলো তিনি পতিত পাবন এবং জ্ঞানের সাগর। জ্ঞানের দ্বারা তিনি পবিত্র বানান। তিনি হলেন জ্ঞানের সাগর তাই মানুষ তাঁকে ডাকে। এর থেকে সিদ্ধ হয় যে এখানে জ্ঞান নেই। যখন জ্ঞান সাগর আসবেন, তাঁর থেকে জ্ঞানের নদী বেরোলেই তোমরা জ্ঞানের স্নান করবে। জ্ঞানের সাগর তো এক পরমপিতা পরমাত্মাকে বলা হয়। তিনি যখন আসবেন, সন্তান তৈরী করবেন, তখনই জ্ঞান প্রাপ্ত করবে আর সঙ্গতি হবে। যখন থেকে রাবণ রাজ্য শুরু হয়েছে তখন থেকেই ভক্তি শুরু হয়েছে অর্থাৎ পূজারী হয়েছো। এখন আবার পূজ্য হচ্ছে। পবিত্রকে পূজ্য আর পতিতকে পূজারী বলা হয়। সন্ন্যাসীদের পায়ে মানুষ ফুল দেয়, মাথাও নোয়ায়। মানুষ ভাবে তাঁরা পবিত্র আর আমরা পতিত, বাবা বলেন যে এই দুনিয়ায় কেউই পবিত্র হতে পারে না। এ হলো বিষয় বৈতরণী নদী। ক্ষীরসাগর বিষ্ণুপুরীকে বলা হয়, যেখানে তোমরা রাজ্য করো। বাবা বলেন যে তোমরা নিজেদের আত্মা মনে করো আর তোমাদের মিষ্টি ঘরকে মনে করো। কর্মতো করতেই হয়। পুরুষদের কাজ কারবার আর মায়েদের ঘর সামলাতে হয়। তোমরা ভুলে যাও তাই অমৃতবেলার সময় খুব ভালো। সেই সময় স্মরণ করো, সবথেকে ভালো সময় হলো অমৃতবেলার। যখন দুজনেই ফ্রি। আবার সন্ধ্যাবেলাও সময় পেতে পারো। কিন্তু ভাবো, ওই সময় কেউ পরিশ্রান্ত থাকতে পারে, আত্মা তখন না হয় আরাম করো কিন্তু ভোরে উঠে স্মরণ করো। বাবা এসেছেন সমস্ত আত্মাদের নিয়ে যেতে। এখন ৮৪ জন্মের পার্ট শেষ হয়েছে। তোমাদের এই খেয়াল রাখা উচিত। তোমাদের সবথেকে ভালো কামানোর সময় হলো ভোরবেলা। এখনকার অর্জিত পুণ্যই সত্যযুগে কাজে আসবে। এখন তোমরা বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিয়ে থাকো। ওখানে অর্থের কোনো অসুবিধা নেই, কোনো চিন্তা নেই। বাবা তোমাদের এতটাই ঝুলি ভরে দেন যে, কামাইয়ের জন্য কোনো চিন্তা থাকে না। এখানে মানুষের রোজগারের কত চিন্তা থাকে। বাবা তোমাদের ২১ জন্মের জন্য দুশ্চিন্তা মুক্ত করেন। তাই ভোরবেলা উঠে নিজের সঙ্গে এমন কথা বলো। আমরা আত্মারা হলাম পরমধামের নিবাসী, বাবার সন্তান। প্রথমে দিকে আমরাই স্বর্গে আসি। আবার থেকে আশীর্বাদী বর্ষা নিই। বাবা বলেন, ৫ হাজার বছর আগে তোমরা কতো ধনবান ছিলে, তখন ভারত স্বর্গ ছিলো। এখন তো তা নরক, দুঃখধাম। এক বাবাই সবার সঙ্গতিদাতা হন। একজন আর একজনকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত। সত্যযুগে এক ভারতই ছিলো, তাকে স্বর্গ, জীবনমুক্ত বলা হতো। নরককে জীবনবন্ধ বলা হয়। প্রথমে সূর্যবংশী, চন্দ্রবংশী রাজ্য ছিলো, তারপর বৈশ্য এবং শূদ্রবংশী রাজ্য হয়েছে। আসুরী বুদ্ধি হওয়ার কারণে একজন আর একজনকে দুঃখ দিতে থাকে। প্রত্যেক লৌকিক বাবাও তার সন্তানের চাকরে পরিণত হয়। বিকারে গিয়ে তারা সন্তানের জন্ম দেয়, তাদের লালন পালন করে তারপর তাদের নরকের দিকে ঠেলে দেয়। যখন তারা বিষয় বৈতরণী নদীতে ধাক্কা খায় তখন লৌকিক বাবা খুশী হন। কতো ভোলাভালা তারা। এই পারলৌকিক বাবাও ভোলা, তিনিও বাচ্চাদের পরিচারক। লৌকিক বাবা বাচ্চাদের নরকে ঠেলে দেয় আর এই বাবা

শান্তিধাম, স্বর্গে নিয়ে যান । পরিশ্রম তো করেন । কত ভোলা তিনি । নিজের পরমধাম ছেড়ে তিনি এসেছেন । তিনি দেখেন, আত্মাদের কত দুর্গতি হয়েছে । আমাদের তারা গালি দিতে থাকে, অথচ আমাদের জানে না । আমার রথকেও গালি দিয়ে কত মিথ্যা কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । তোমাদের উপরও কলঙ্ক লাগিয়ে দিয়েছে । শ্রীকৃষ্ণের উপরও কলঙ্ক লাগায় । কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ যখন গোরা থাকে তখন কেউ কলঙ্ক লাগাতে পারে না । আত্মা পবিত্র থেকে যখন অপবিত্র হয় তখন গালি খেতে থাকে । এই নাটক বানানো হয়ে আছে । বেচারী মানুষ কিছুই বুঝতে পারে না । খুব দ্বিধায় পড়ে – জানি না, এ কোনপ্রকারের জ্ঞান । শাস্ত্রতে তো এইকথা নেই । এই কথা ভুলে গেছে যে , শিবশক্তি ভারত মাতাদের সেনারা কি করেছিলো । জদদম্বাকে শিবশক্তি বলা হয়, তাই না । তাঁর মন্দির বানানো আছে । দিলওয়াড়া মন্দিরও আছে । মন হরণ তো এক শিববাবাই করেন । ব্রহ্মাও আছেন, তারপর জগদম্বা আর তোমরা কুমারীরাও আছো । মহারথীও আছেন । তোমরা হুবহু প্রত্যক্ষভাবে আছো । এ হলো তোমাদের জড় মূর্তির স্মরণ । এই জড় মূর্তির স্মরণ শেষ হয়ে যাবে তারপর তোমরা সত্যযুগে যাবে । ওখানে এই স্মরণ থাকবে না । ৫ হাজার বছর আগেও তোমরা এইভাবে বসে ছিলে, তোমাদের স্মরণ হয়েছিলো । তারপর সত্য এবং ত্রেতাযুগে রাজস্ব করেছিলে । তারপর ভক্তিমার্গে পূজোর জন্য এই মূর্তি বানানো হয় । ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শঙ্করকেও তোমরা জেনে গেছো । বিষ্ণুই ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মা থেকে বিষ্ণু হতে ৮৪ জন্ম লাগে ।

এখন তোমরা আবার পুরুষার্থ করছো, অনুসরণ তোমাদের মাশ্বা – বাবাকেই করা উচিত । যত পুরুষার্থ করবে তত স্বচ্ছ হতে থাকবে । পতিত থেকে পবিত্র হওয়ার পুরুষার্থ কত সহজে বাবা শেখান । বাবাকে আর তোমাদের মিষ্টি ঘরকে স্মরণ করতে থাকবে, তাহলেই তোমরা স্বর্গের মালিক হতে পারবে । ভোরবেলা উঠে বাবাকে স্মরণের অভ্যাস করতে হবে । এরপর যখন পাকা হয়ে যাবে তখন চলতে ফিরতে স্মরণ হতে থাকবে । আমাদের তো মিষ্টি ঘর আর মিষ্টি রাজধানীর স্মরণ করতে হবে । প্রথমে আমরা সতাপ্রধান হবো, তারপর সত্য, রজো আর তমোতে আসবো, এতে কোনো সংশয় আসতে পারে না । দ্বিধার কোনো কথাই নেই । পবিত্র তোমাদের থাকতেই হবে । দেবতাদের ভোজন কত পবিত্র হয় । তাই তোমাদেরও অনেক সাবধানে থাকতে হবে । এতে জিজ্ঞেস করার কোনো কথাই থাকে না । বুদ্ধি বলে যে – এক তো বিকার হলো সবথেকে খারাপ । দ্বিতীয় – মদ বা কাবাব (মাংস) খাওয়া উচিত নয় । বাকি পতিত যারা তাদের পিঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি ছাড়া ভোজনে অসুবিধা হয় । বাবা বোঝান যে ব্রাহ্মণ ছাড়া পবিত্র ভোজন কোথাও পাওয়া যাবে না । তোমাদের বাবার স্মরণে থাকতে হবে । তোমরা যত স্মরণে থাকবে তত পবিত্র হবে । বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে হবে । আমরা কোন্ যুক্তির দ্বারা নিজেদের বাঁচাতে পারবো । বুদ্ধির দ্বারাই কাজ করতে হবে । গৃহস্থ জীবনেই থাকতে হবে, তাই লৌকিক সম্বন্ধের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখতে হবে । তাদেরও কল্যাণ করতে হবে । তাদেরও এই কথা শোনাতে হবে । বাবা বলেন, পবিত্র হও নাহলে অনেক শাস্তি পেতে হবে আর পদও কম পাবে । যারা পাস উইথ অনার হবে তাদেরই মালা বানানো আছে । এখন সকলেরই অল্পিম সময়, সবারই পাপের হিসাব শোধ হবে ।

বাবা বোঝান যে স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম ভস্ম হবে, এতেই যত পরিশ্রম । জ্ঞান তো অনেক সহজ । সমস্ত নাটক আর ঝাড় বুদ্ধিতে এসে যায় । বাকি মিষ্টি বাবা, মিষ্টি রাজধানী আর মিষ্টি ঘরকে স্মরণ করতে হবে । এখন নাটক সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তাই ঘরে ফিরে যেতে হবে । এই পুরানো শরীর ত্যাগ করে সকলকেই ফিরে যেতে হবে । এইকথা পাক্ষা মনে রাখতে হবে । এমন স্মরণ করতে

করতেই শরীর ত্যাগ করবে আর তোমরা আল্লাহ চলে যাবে। এ হলো খুবই সোজা। এখন তোমরা সামনে বসে শোনো আর অন্য বাচ্চারা টেপের মাধ্যমে শুনবে। একদিন টেলিভিশনেও মানুষ এই জ্ঞান অবশ্যই শুনতে আর দেখতে পাবে। সবকিছুই হবে। পিছনের দিকে যারা আসবে তাদের জন্য তো আরো সহজ হয়ে যাবে। বাচ্চারা হিম্মত দেখালে বাবা সাহায্যকারী হন। এরও ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এই সেবা যারা করবে তারাও খুব ভালো হবে। তাই বাচ্চাদের উল্লতির জন্য এইসবকিছুর ব্যবস্থা খুব ভালোভাবে হয়ে যাবে। তারাও যাকে চাইবে তাকেই নিতে পারবে। এক বাবাকেই স্মরণ করতে হবে। মুসলমানরাও একসাথে সবাইকে জাগিয়ে তোলে নামাজ পড়ার জন্য। তারাও বলে ভোরবেলা উঠে আল্লাকে স্মরণ করো। এই সময় শুয়ে থাকার জন্য নয়। বাস্তবে এ হলো এখনকার কথা। আল্লাকে স্মরণ করো - কেননা তোমরা বেহেশ্তের বা স্বর্গের বাদশাহী পাও। বেহেশ্তকে ফুলের বাগিচা বলা হয়। ও তো এমনই গেয়ে থাকে। তোমরা তো প্র্যাকটিকালি বাবাকে স্মরণ করে দেবতা হতে চলেছো। এই যে ভোরে ওঠার অভ্যাস, এ খুবই ভালো। ভোরবেলা বায়ুমণ্ডল খুব সুন্দর থাকে। রাত ১২ টার পরের সকাল শুরু হয়ে যায়। ২ - ৩ টের সময়কে প্রভাত বলা হয়। ভোরবেলা উঠে শান্তিধাম আর সুখধামকে স্মরণ করা উচিত। আচ্ছা।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) বাবার স্মরণে থেকে পবিত্র এবং শুদ্ধ ভোজন গ্রহণ করতে হবে। অশুদ্ধির থেকে অনেক সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। মাগ্না - বাবাকে অনুসরণ করে পবিত্র থাকার পুরুষার্থ করতে হবে।

২) ভোরবেলা উঠে মিষ্টি বাবাকে আর মিষ্টি রাজধানীকে স্মরণ করতে হবে। এই অন্তিম সময়ে বাবার স্মরণেই সব হিসেব - নিকেশ শোধ করতে হবে।

বরদান :- কস্মাইন্ড স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে কস্মাইন্ড সেবা করে সফলতা মূর্ত হও।

শরীর এবং আত্মা যেমন কস্মাইন্ড, ভবিষ্যৎ বিষ্ণু স্বরূপও কস্মাইন্ড, এমনই বাবা আর আমি আত্মাও কস্মাইন্ড, এই স্বরূপের স্মৃতিতে থেকে স্ব - সেবা এবং সর্ব আত্মার সেবা যদি সাথে সাথে করো, তাহলেই সফলতামূর্ত হতে পারবে। এমন কখনোই বলা না যে সেবাতে ব্যস্ত থাকার কারণে স্ব - স্থিতির চার্ট ডিলে হয়ে গেছে। এমনভাবে সেবা করো না যে ফিরে এসে বলতে হয়, মায়া এসে গেছে, তাই মুড অফ হয়ে গিয়েছিলো ফলে ডিস্টার্ব হয়ে গিয়েছিলাম। নিজের এবং সকলের সেবা কস্মাইন্ড বা একসাথে হওয়াই হলো সেবার বৃদ্ধির সাধন।

স্লোগান :- হৃদের ইচ্ছার অবিদ্যা হওয়াই মহান সম্পত্তিবান বানিয়ে দেয়।

সদা একরস, সম্পূর্ণ উজ্জ্বল নক্ষত্র হও

বাপদাদা সব বাচ্চাদের দেখছেন এবং ভালোবাসায় আর ভবিষ্যৎ প্রাপ্তিতে লীন হয়ে যাওয়া সব বাচ্চার বর্তমান স্থিতি দেখে তিনি পুলকিত। তোমরা কি ছিলে, কি হয়েছ আর কি হতে যাচ্ছ ! বিশ্বে সবার সামনে প্রত্যেক বাচ্চাই বিশেষ আত্মা। প্রত্যেকের ললাটে ভাগ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে। অভ্যাস এমন হতে হবে যে, ভাগ্য তারকাকে সদা দ্যুতিমান দেখতে পাচ্ছ। এই প্র্যাকটিস নিরন্তর বাড়িয়ে যাও। যেকোনো তাকাও, যাকেই দেখ, তা' শরীর দেখেও শরীর না দেখার ন্যাচারাল অভ্যাস থাকতে হবে। দৃষ্টি সবসময় দীপ্তিমান তারার দিকেই যাবে। যখন তোমার দৃষ্টি ন্যাচারাল রূপে রূহানী হয়ে যাবে তখন বিশ্বের নজর তোমাদের অর্থাৎ ধরিত্রীর উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপর পড়বে। এখন বিশ্বের আত্মারা সন্ধান করছে। 'কোনও শক্তি কাজ করছে', তাদের এইরকম উপলব্ধি এবং টাচিং হতে শুরু করেছে। যাই হোক, যদিও কোনো ফাঁক না রেখেই সন্ধান করছে, তবুও তারা জানতে পারছেননা এই শক্তি কি বা কোথায় ! ধীরে ধীরে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে একমাত্র ভারতের থেকে আধ্যাত্মিক লাইট লাভ করবে। এই কারণে বিশ্বের নজর সবদিক থেকে সরে ভারতের ওপরে পড়ছে। যতই হোক, এখন এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে ভারতে কোথায়, কে আধ্যাত্মিক লাইট দিতে নিমিত্ত হবে। ভারতে যাদের আধ্যাত্মিক আত্মা বলা হয় তাদের মধ্যে কে ধর্মাত্মা আর কে পরম আত্মা তা' সবাই চূড়ান্তভাবে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। "এই কি তিনি" "এই কি তিনি" তাদের এই চিন্তা আচ্ছন্ন করেছে। "ইনিই সেই এক এবং অদ্বিতীয়" - এই সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছাতে পারেনি। এইরকম পথভ্রষ্ট আত্মাদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং গন্তব্যস্থল কে দেখাবে ? তোমরা ডাবল বিদেশীরা ভাবো তোমরাই এটা করবে। তাহলে কেন তোমরা সেই গরীব অসহায় সেই পথভ্রষ্ট আত্মাদের এত ঘোরাচ্ছ ? তোমার স্থিতি এমন দৃঢ় বানাও যে তারা সদা যেন দীপ্তিময় নক্ষত্রকে দেখে। দূর থেকে তোমার উজ্জ্বল আলো দৃশ্যমান হতে হবে। এখনও পর্যন্ত যে আত্মারা তোমার সংস্পর্শে বা সম্পর্কে আসে তাদেরই এটা অনুভব হয়। যেমনই হোক, এই টাচিং এবং ভাইব্রেশন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে হবে, এইজন্য আরও অভ্যাসের আবশ্যিকতা আছে। এখন তোমাদের তাদের নিমন্ত্রণ করতে হয় আসার জন্য যে এসো, এসে অনুভব করো। কিন্তু তোমরা দ্যুতিমান তারারা যখন সূর্য, চন্দ্রের সমান নিজের সম্পূর্ণ স্থিতিতে প্রতিভাত হবে তখন কি হবে ? পতঙ্গ যেমন স্থূল আলোর দিকে নিজে থেকেই ধাবিত হয়, অগ্নিশিখা গিয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানায় না কিন্তু পিপাসু পতঙ্গ যেখানেই থাক নিজেরাই সেখানে পৌঁছে যায়; ঠিক সেইভাবে, যে আত্মারা পথভ্রষ্ট এবং গভীরভাবে অন্বেষণ করছে তারা নিজে থেকেই তোমাদের অর্থাৎ দ্যুতিমান তারকাদের কাছে কিছু প্রাপ্তির জন্য আর তোমাদের সাথে মিলনের জন্য তীব্রগতিতে ছুটে আসবে। অতএব, তোমাদের সবাইকে সেইসব আত্মাদের সহায় হয়ে তীব্রগতিতে সেবা করতে হবে যাতে তারা এক সেকেণ্ডে বাবার থেকে তাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অধিকার লাভ করতে পারে। এই সময়, তোমরা মাস্টার দাতার পার্ট প্লে করছ। মাস্টার শিক্ষকের পার্ট চলছে। কিন্তু এখন সংগুরুর সন্তান হয়ে গতি এবং সদগতিদাতার পার্ট প্লে করতে হবে। মাস্টার সংগুরুর পার্ট কোনটা তোমরা জানো ? এই মুহূর্তে বাবা এবং শিক্ষকের পার্ট বিশেষরূপে চলছে, এই কারণে মাঝেমাঝে বাবা, তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের রূপে গৌরবান্বিত হন আবার বাচ্চাদের হাসিঠাট্টাপূর্ণ খেলার দিকেও বাবাকে সতর্ক নজর দিতে হয়। শিক্ষকরূপে বারবার একই পাঠ স্মরণ করাতে থাকেন। সংগুরুর রূপে গতি-সংগতির ফাইনাল সার্টিফিকেট সেকেণ্ডে দেওয়া হবে।

মাস্টার সদগুরু স্বরূপ অর্থাৎ যারা সম্পূর্ণ ফলো করে। তারা সদগুরুর সব কথা সম্পূর্ণ রীতিতে মেনে চলে, বাবার এবং নিজের স্বরূপ এখন তোমরা প্র্যাকটিকালি অনুভব করবে। সদগুরুর স্বরূপ অর্থাৎ যিনি তোমায় সম্পন্ন করে, তাঁর সমান বানিয়ে তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান। সদগুরুর স্বরূপে মাস্টার সদগুরু এক পলকের দৃষ্টিতে তোমাকে উর্ধ্বে নিয়ে যাবে। তোমার মত দেওয়ার সাথে সাথেই তাদের মুক্তি। এইজন্য গুরুমন্ত্র প্রসিদ্ধ। সেকেন্ডে মন্ত্র নিয়ে তারা ভাবে তাদের গতিপ্রাপ্ত হয়েছে! মন্ত্র অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ মত। এমন পাওয়ারফুল স্টেজে তোমরা শ্রীমৎ দেবে যে আত্মারা উপলব্ধি করবে তাদের গতি সদগতির ঠিকানা তারা খুঁজে পেয়েছে। এইরকম শক্তিশালী স্থিতি এখন থেকে আপন করে নাও। তোমরা সবাই নক্ষত্র, কিন্তু এখন নিজেকে সদা একরস, সম্পন্ন এবং দ্যুতিময় নক্ষত্ররূপে প্রকাশ করো। শুনেছ তোমরা, কি করতে হবে? ডাবল্ বিদেশিরা তীব্রগতিতে যাচ্ছ, তাই না! নাকি থেমে যাও আর চলো? তোমরা কখনো মেঘের আড়ালে তো লুকাও না, তাই না! মেঘ আসে? এইরকম সম্পূর্ণ, উজ্জ্বল নক্ষত্ররা যদি মেঘের আড়ালে চলে যায়, বিশ্বের আত্মারা তাদের দেখে স্পষ্ট অনুভব করতে পারবেনা। সুতরাং, একরস থাকার এবং সূর্য সমান দীপ্তিময় হওয়ার সংকল্প করো। আচ্ছা।

সব বিদেশী বাচ্চারা এবং চারিদিকের সেবাধারী বাচ্চারা যারা বাবা সমান এবং যারা সদা মন, বচন, কর্মে বাবাকে ফলো করে, সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন, মাস্টার দিলারাম, পথভ্রষ্ট আত্মাদের সদা পথ দেখানো বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার।

পার্টীদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার: -

নাইরোবি গ্রুপের সাথে - তোমরা সবাই রেসে নাম্বার ওয়ান, তাই না! নাম্বার ওয়ানের লক্ষণ হলো সব কিছুতে উইন (বিজয়ী) করে অর্থাৎ নাম্বার ওয়ান হয়। কোনো কিছুতেই হার হবেনা, সদা বিজয়ী। তবে তো নাইরোবি নিবাসী সদা বিজয়ী, তাই না! কখনও চলতে চলতে থেমে যাও না তো? থামার কারণ কি? নিশ্চয়ই যখন আচার-আচরণের মান বা নিয়মশৃঙ্খলায় কিছু না কিছু উপর-নীচ হয় তখনই সেটা তোমায় থামিয়ে দেয়। কিন্তু এই সঙ্গমযুগ হলোই মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ। না তোমরা পুরুষ আর না তোমরা নারী, কিন্তু তোমরা পুরুষোত্তম, সদা এই স্মৃতিতে থাকো। প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পুরুষের মধ্যে সর্বোত্তম পুরুষ বলা হয়ে থাকে। তাহলে তো তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও পুরুষোত্তম হয়ে গেলে, তাই না! এই স্মৃতিতে থাকলে সদা উড়তি কলায় অর্থাৎ উত্তরণের কলায় যেতে থাকবে, নীচে থেমে থাকবেনা। চলার বদলে সদা ওপরে উড়তে থাকবে। কারণ সঙ্গমযুগ উত্তরণের (উড়তি কলা) যুগ, আর কোনও এমন যুগ নেই, যেখানে উত্তরণ হবে অর্থাৎ উড়তি কলা থাকবে। সুতরাং এটা স্মৃতিতে রাখো যে এই যুগ উড়তি কলার যুগ, ব্রাহ্মণদের কর্তব্য নিজে ওড়া এবং অন্যকে উড়তে সাহায্য করা। তোমাদের মূল স্থিতি হলো উড়ন্ত কলা। যারা উড়ন্ত কলায় থাকে তারা সবরকম সমস্যা এক সেকেন্ডে নিজের বশে করে নেয়। এমনভাবে বশে করে নেবে যেন কিছুই হয়নি। নীচের কোনও জিনিস তাদের ডিস্টার্ব করবেনা। কোনো রকম বাধার কারণ থাকবেনা। যখন প্লেনে করে যাবে, হিমালয় পর্বতও বাধা হয়না। পাহাড়কেও আনন্দের সাথে ডিঙিয়ে যাও। যারা উড়ন্ত কলায় আছে তাদের কাছে বড়র থেকেও বড় সমস্যা সহজ হয়ে যায়।

নাইরোবি নিজের নাম্বার সামনের দিকে নিচ্ছে, তাই না ! এখন ভি .আই .পি-রা সার্ভিসে নাম্বার সামনে নেয় । সংখ্যা তো খুব ভালো, কিন্তু এখন আমরা দেখব কে ভি .আই .পি-দের কনফারেন্সের জন্য নিয়ে আসে । এখন এতে নম্বর নিতে হবে । সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান ভি .আই .পি-দের কে নিয়ে আসে, এই রেস এখন বাপদাদা দেখবেন ।

নতুন হলের জন্য ছবি বানাতে যারা সেই চিত্রকরদের প্রতি বাপদাদার ইশারা -

শুধুমাত্র চিত্রকর হয়ে চিত্র বানাও নাকি নিজেই সেই স্থিতিতে স্থিত হয়ে চিত্র বানাচ্ছ ? তোমরা কী করো ? যখন অন্য চিত্রকরেরা ছবি আঁকে, তারা গতানুগতিক ছবি বানায় । এখানে চিত্র বানানোর লক্ষ্য কি ? যখন তুমি বাবার ছবি বানাতে, তখন তার বিশেষত্ব কি হওয়া উচিত ? ছবি অবশ্যই চৈতন্য প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত । ছবির সামনে যেতেই মানুষ যেন অনুভব করতে পারে যে চৈতন্য রূপ দেখছে, ছবি নয় । এমনতেও, ছবির বিশেষত্ব হলো, জড় ছবিতেও জীবনের অনুভব হবে, এর ভিত্তিতেই প্রাইজের প্রাপ্তি হয় । সেইসব ছবিগুলোতে তাদের ভাবও বিভিন্ন প্রকারের হয় । কিন্তু রুহানী চিত্রের লক্ষ্য হলো, চিত্রে চৈতন্য রূহ প্রত্যক্ষ হবে, অলৌকিকতার অনুভব হবে । তোমরা এমনই অনুপম, অলৌকিক চিত্রকর । লৌকিক নও । লৌকিক চিত্রকর লৌকিক জিনিসের দিকে খেয়াল রাখে - নয়ন, গঠন ইত্যাদি, কিন্তু এখানে অলৌকিকতার অনুভব হয় এইরকম ছবি বানাও । (আমরা আশীর্বাদ চাই) শুধু আশীর্বাদ ! তোমরা তো আশীর্বাদের খনিতে পৌঁছে গেছ ! চাওয়ার কোনও আবশ্যকতাই নেই, তোমরা অধিকার নেওয়ার জায়গায় পৌঁছে গেছ । অধিকাররূপে যখন তোমরা প্রাপ্ত করতে পারো তখন একটু আশীর্বাদ কেন ? কেউ যদি খনিতে গিয়ে দু'মুঠো ভরে নিয়ে আসে তুমি তাকে কি বলবে ? বাবা স্বয়ং সাগর । সুতরাং, তিনি তো বাচ্চাদেরও মাস্টার সাগর বানাবেন, তাই না ! সাগরে কিছুই কম হয়না । সদা ভরপুর । আচ্ছা ।

সুইডেন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কার:-

"সদা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন" - এই নেশায় থাকো । নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন সদা অটল । নিজের নিজেতে নিশ্চয়, বাবাকে নিশ্চয় আর ড্রামাতে নিশ্চয়ের আধারে সামনে এগিয়ে চলো । তোমার সব বিশেষত্ব সামনে রেখে চলো, তোমার দুর্বল নয়, তাহলেই নিজের ওপর নিজের আস্থা থাকবে । নিজের কমজোরির কথা বেশী ভেবোনা, তবে খুশিতে সামনে এগিয়ে যেতে থাকবে । তুমি বাবার হাত ধরেছ, যারা তাঁর হাত ধরেছে তারা সদা সামনে এগিয়ে চলে, এই ভরসা রাখো । যারা এখনও সর্বশক্তিমান বাবার হাত ধরে আছে তারা তাদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছে । তুমি যদি কমজোরও হও, সাথী তো শক্তিশালী, তাই না ! সুতরাং, পার হয়েই যাবে । সদা বিজয়ী রত্ন হওয়ার দৃঢ়বিশ্বাস স্মৃতিতে বজায় রাখো । যা গত, তা' গত ! সেখানে বিন্দু লাগিয়ে সামনে চলো ।

(পুনের হরদেবী বোন বাপদাদার থেকে বিদেশ যাওয়ার ছুটি নিচ্ছেন)

বিশেষ বিধি কী হবে ? তুমি পালনা নিয়েছ তো সেই পালনা সবাইকে দাও । ভালবাসা আর শান্তি, এই দুইয়ের দ্বারা সবার পালনা করো । সবাই ভালোবাসা চায়, সবাই শান্তি চায় । এই দুই উপহার সবার জন্য নিয়ে যেও । শুধু স্নেহের দৃষ্টি দাও আর দুটো কথা বোলো, তারা আপনা থেকেই ক্রমশঃ

কাছে এসে যাবে । তুমি পালনা নিয়েছ, তবে সেই পালনার তুমি অনুভাবীমূর্ত হয়েছ, তাই না ! তাহলে সেই পালনার অনুভব অন্যকেও করাও । টপিকের ওপর অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক ভাষণ না করতে চাইলেও কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হলো, 'ভালোবাসা আর শান্তির অনুভূতি' । সুতরাং, তাদের সর্বোচ্চ এই দুটো জিনিস দাও যাতে সব আত্মা অনুভব করে যে এমন ভালোবাসা তারা কোথাও কারও থেকে পায়নি আর কখনও দেখেনি । ভালোবাসা এমনই জিনিস যে ভালোবাসার অনুভব থেকে তারা নিজে থেকেই আকৃষ্ট হয়ে এখানে চলে আসবে । এটা খুব ভালো । আদি মহাবীর যাচ্ছেন । সতী আর কুঞ্জও চলে গেছেন, তাই না ! পালনার স্বরূপ যাচ্ছেন, খুব ভালো । এনাদের দ্বারা সাকার বাবার সাথে সম্বন্ধ খুব সহজে জুড়ে যাবে কারণ বাবার পালনা এঁদের শিরায় শিরায় মিশে গেছে । সুতরাং, চলতে-ফিরতে যা কিছু তাদের ভিতরে অন্তর্লীন হয়ে আছে তারা তাই দেখাবে । তোমাদেরও দ্বারা তারা বাবার পালনার অনুভব করবে । তোমরা খুশির সাথে যেতে পারো । বাপদাদাও বাচ্চাদের যাওয়ায় খুশি কারণ তোমরা তো দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়াও না । তোমরা হলে যন্তঃসেবায় তোমাদের হাড় দেওয়া সেবাবাদী ! তোমাদের প্রতি পদে সেবা হবে, এইজন্য বাপদাদা খুশি বাচ্চাদের বিশ্ব পরিক্রমণে ।

সব বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ টেপে রেকর্ড করেছিলেন

ভালোবাসায় আত্মহারা বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ-স্নেহের সাথে বাপদাদা সব বাচ্চাদের উত্সাহ-উদ্যম দেখে সদা পুলকিত হন । বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার জন্য পুরুষার্থের উত্সাহ-উদ্যম এবং স্মরণ-স্নেহের চিঠি বাপদাদার কাছে এসেছে এবং বাপদাদা সব বিঘ্ন বিনাশক বাচ্চাদের স্মরণ,স্নেহ দিচ্ছেন আর সদা মায়াজিত, সদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতির সীটে স্থিত হয়ে ডাবল্ লাইট হয়ে উড়ে চলো আর উড়িয়ে চলো । সুতরাং, চারদিকের, শুধু বিদেশীই নয়, কিন্তু সব হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের দিলারাম বাবার তরফে অনেক অনেক স্মরণ . . . ওম্ শান্তি ।

বরদান:- পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার স্থিতি দ্বারা পাস উইথ অনারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করে অশরীরি ভব

পাস উইথ অনারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করার জন্য তোমাদের মুখ এবং মন, উভয়ের আওয়াজের উর্ধ্বে শান্তস্বরূপের স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস প্রয়োজন । আত্মা শান্তির সাগরে অন্তর্লীন হয়ে যাক । এই সুইট সাইলেন্সের অনুভূতিতে তোমরা তৃপ্তি লাভ করো । তন আর মনের আরাম হয় । অন্তিমে এই অশরীরি হওয়ার অভ্যাসই কাজে আসে । শরীরের কোনও খেলা চলাকালীন আত্মা অশরীরি এবং পৃথক হয়ে সাক্ষীরূপে নিজের শরীরের পার্ট দেখলে তবে এই অবস্থা অল্পে বিজয়ী বানিয়ে দেবে ।

স্লোগান:- সর্বগুণের এবং সর্বশক্তির অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য আঙ্গুকারী হও ।

"মিষ্টি বাচ্চারা -- তোমরা উঠতে বসতে সব কর্তব্য কর্ম পালন করেও চুপ থাকো, বাবাকে স্মরণ করো তাহলেই স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত হবে, তার জন্য গান কবিতা ইত্যাদিরও প্রয়োজন নেই "

প্রশ্ন:- বাবাকে লিবারেটার (উদ্ধার কর্তা) বললে কোন্ কথ্যটি প্রমাণিত হয়ে যায় ?

উত্তর :- বাবা যদি এই দুঃখ থেকে এই বিকার থেকে মুক্ত করেন, উদ্ধার করেন তবে এই বিপদে ফেলেছে সে অন্য কেউ। উদ্ধার কর্তা কখনও বিপদে ফেলেনা। ওঁনাকে বলাই হয় দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা সুতরাং উনি কাউকে দুঃখ দেবেন কিভাবে। বাচ্চারা দুঃখের সময়ে বাবাকে স্মরণ করে। দুঃখ তো দেয় রাবণ। মায়া রাবণ অভিষম্পাত করে। বাবা আসেন স্বর্গের অধিকার দিতে।

গান :- যে জন প্রিয়তমের সাথে রয়েছে।

ওমশান্তি। এই জ্ঞান মার্গে গান, কবিতা, ডায়লগ ইত্যাদির প্রয়োজন নেই। এই সব ভক্তি মার্গে প্রচলিত। এখানে শুধু বুদ্ধি দ্বারা বুঝে নেওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিটি কথা বুদ্ধি দ্বারা বুঝতে হবে আর সেসব হল সহজ কথা। অর্থাৎ এই জ্ঞান হল খুবই সহজ। একটি পয়েন্ট নিয়েই মানুষ পুরুষার্থ করতে আরম্ভ করে। গান শোনার কবিতা রচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই। গৃহস্থে থাকতে হবে, ব্যবসা ইত্যাদি করতে হবে। বাবা বলেন সেসব কর্ম করে তোমরা আমার কাছে স্বর্গের অধিকার নেবে কিভাবে। বাবা বলেন উঠতে বসতে সকল কর্ম করাকালীন চুপ বা নীরব থাকতে হবে। অন্তরে বিচার করবে, বাবা যা বুঝিয়েছেন সব কথা খুব সহজ বোধগম্য কথা। নতুন দুনিয়াকে পুরানো হতে সময় লাগে। পুরনোকে নতুন হতে এত সময় লাগেনা। বাচ্চাদের বোঝানো হয় --- বাবা নতুন সৃষ্টি রচনা করেন , সেই সৃষ্টি পুরানো হয়। সুখ ও দুঃখের দুনিয়া রয়েছে ঠিকই কিন্তু সুখ কে দেয় আর দুঃখ কে দেয় - এই কথাটি কেউ জানেনা। নিশ্চই সবকিছু তৈরী হয়েই রয়েছে। এই চক্র থেকে বের হওয়া কঠিন। একেই বলে হয় ড্রামা। নাটক না বলে ড্রামা বলা ভালো। নাটকে বদল হওয়া সম্ভব । কাউকে বের করে কাউকে ঢোকানো যেতে পারে। প্রথমে নাটক ছিল বাইস্কোপ এখন হয়েছে। বাইস্কোপে যা শ্যুটিং করা হয় তাই রিপ্টি হয়। এই বাইস্কোপ বের হয়েছে --- এই জ্ঞান পূর্ণ রূপে বোঝার জন্যে। নাটকে তফাৎ হতে পারে। বাইস্কোপে তফাৎ হবেনা। এই হল একটি গল্প - নতুন পবিত্র দুনিয়া আর পুরানো পতিত দুনিয়ার। শুধু মানুষ জানে না যে ড্রামার আয়ু কত। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বিশাল আয়ু দিয়েছে তারা। মানুষ তো কিছুই বুঝতে পারেনা।

নতুন দুনিয়ায় কত বিচক্ষণ, ধনবান , পবিত্র ছিল সর্বগুণ সম্পন্ন ছিল। বাবা আজ এইভাবে কেন বোঝাচ্ছেন ? যাতে বাচ্চারাও এভাবে বক্তৃতা দিতে পারে। সর্ব প্রথম ভারতের মহিমা বর্ণনা করতে হবে। ভারতকে এমন কে রচনা করেছে ? তাহলেই মহিমা হবে পরম পিতা পরমাত্মার, যাঁকে সবাই স্মরণ করে। কেন স্মরণ করে ? কারণ পুরানো দুনিয়ায় দুঃখ বেশী আছে। দুঃখ প্রদানকারী হল পাঁচ বিকার। সত্যযুগ ত্রেতাকে সুখ ধাম বলা হয়। সেসব হলই ঈশ্বরীয় স্থাপনা। এ হল অসুরী স্থাপনা, যাতে মানুষ পাঁচ বিকারে লিপ্ত হয়ে পড়ে। তারা বুঝতে পারে বাবা হলেন উদ্ধারকর্তা। যিনি উদ্ধারকর্তা তিনি বিকারে লিপ্ত করতে পারেন না। ওনার নামই হল দুঃখ হর্তা সুখ কর্তা। ওঁনাকে আমরা দুঃখ কর্তা বলতে পারিনা। এই তথ্য কারো জানা নেই যে দুঃখ প্রদানকারী হল এই পাঁচ

বিকার - যে পাঁক থেকে বাবা আমাদের উদ্ধার করেন। এ কথা ভালো ভাবে বুঝতে হবে । এইসময় সম্পূর্ণ দুনিয়ায় রাবণের রাজত্ব । শুধু শ্রীলঙ্কার কথা নয়। মানুষের নিজস্ব পৃথক মতামত রয়েছে। যার বুদ্ধিতে যা আসে সে লেখে। তেমনই হল এই সব শাস্ত্র। নিজের নিজের শাস্ত্র রচনা করেছে। মানুষ তো কিছুই জানেনা। ভগবানুবাচ --- এই বেদ শাস্ত্র ইত্যাদি পড়া যজ্ঞ তপ ইত্যাদি করা যা কিছু তোমরা করেছে সেসব অবরোহন কলায় নিয়ে এসেছে। যা কিছু রচনা করেছে সব নিজের পতনের জন্যে। তোমরা মতামত পেয়েছ পতনের, কারণ হলই তো অবরোহন কলা। পবিত্র দুনিয়া ছিল , এখন পতিত দুনিয়া হয়েছে। অর্ধকল্প নতুন দুনিয়া, অর্ধকল্প পুরানো দুনিয়া। যেমন ২৪ ঘন্টা হয়, ১২ ঘন্টা দিন পূরণ হলে রাত্রি হয়। ঠিক তেমনই গায়ন আছে ব্রহ্মার দিন এবং ব্রহ্মার রাত্রি। বিষ্ণুর দিন রাত্রি বলা হয়না। এইসব কত গুহ্য কথা। বাবা না বোঝালে কেউ বোঝাতে পারবেনা। বাবা বোঝান এখন তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় যেতে হবে। এখনো আমাদের বাদশাহী স্থাপন হয়েছে কোথায়। বাবা কত সহজ করে বাচ্চাদের বোঝান , শুধু মাত্র শিববাবাকে স্মরণ করতে হবে। তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান অবস্থায় পরিণত হতে হবে। এইসব কথা তোমরা অবলারাই বুঝবে। নতুন দুনিয়া আর পুরানো দুনিয়া। নতুন দুনিয়ার রচয়িতা হলেন বাবা। নতুন দুনিয়া যদি স্বর্গ ছিল তবে নরক সৃষ্টি কে করল ? রাবণ করেছে। রাবণ কে ? এই রহস্যও তোমাদের বোঝানো হয়েছে। কোনো বিদ্বান বা পন্ডিত বুঝতে পারবেনা তারা তো বলে দেয় এই জগৎ মিথ্যা। সবকিছু কল্পনা। তোমরা বোঝাতে পারো যদি জগৎ রচনা হয়ই না তবে তোমরা কোথায় বসে আছে ? এই যে বিশ্ব সৃষ্টির পুনরাবৃত্তি ঘটে, তার সম্পূর্ণ জ্ঞান থাকা উচিত তাইনা। জ্ঞান না থাকার দরুন বলে দেয় সবকিছুই হল মিথ্যা, যে যা শোনাচ্ছে সবই সত্য। তোমরাতো একটি কথাতেই খুশী হও। বাবা খুব ভালো করে বোঝান। বাবা অর্ধকল্পের জন্যে স্বর্গের অধিকার দেন , তারপর রাবণের কাছে সব হারায়। এটাই তো খেলা।

তোমরা বাচ্চারা জানো আমরা এখন ঈশ্বরের হয়েছি এবং ওনার শ্রীমৎ অনুযায়ী চলি। এই চিত্র গুলি খুবই অর্থপূর্ণ, সবার কাছে এমন চিত্র থাকা উচিত। বড় বড় চিত্র দেখে বোঝানো সহজ। চক্র সামনে থাকবে। সঙ্গম যুগ সামনে থাকবে। কলিযুগ হল কালিমাময় , পতিত। তাতে লৌহ সম খাদ পড়ে কালো হয়েছে। ভারত গোল্ডেন এইজ ছিল। এখন আয়রন এইজ থেকে পরিবর্তন হতে হবে। সেটার স্থাপনা এইটির বিনাশ হওয়া উচিত। গায়ন ও আছে পরমপিতা পরমাত্মা হলেন ত্রিমূর্তি। ত্রিমূর্তির অর্থ কেউ বোঝেনা। পথের নামও ত্রিমূর্তি রাখা হয়। বাস্তবে ত্রিমূর্তি হল ব্রহ্মা বিষ্ণু শঙ্কর, এই তিন দেবতারাই হলেন আলাদা আলাদা। এনাদের চেয়েও উচ্চ হলেন পরমপিতা পরমাত্মা শিব, করনকরাবনহার অর্থাৎ যিনি সবই করান। ওঁনাকে লুপ্ত করে দেওয়া হয়েছে। দেবতাদের চেয়েও উপরে রয়েছেন তিনি - নিরাকার ভগবান। পিতা যেমন নিরাকার আমরা আত্মারাও তেমন ভাবেই হলাম নিরাকার। আমরা এখানে এসেছি পার্ট প্লে করতে। লক্ষ্মীনারায়ণের বংশ ছিল। একে অপরের পরে রাজত্ব করেছেন। তাই স্বর্গের মহিমা শোনাতে হবে। ভারত কত ধন সম্পদ বহুল ছিল। পবিত্রতা, শান্তি, সমৃদ্ধি ছিল। কখনও অকালে মৃত্যু ছিলনা, নতুন দুনিয়া ছিল। বাবা নতুন দুনিয়ার রচনা করেছিলেন। বাবা ১৬ কলায় সম্পন্ন করেন। বলেন বাচ্চারা মন্মনাভব, মামেকম্ স্মরণ করো। এই হল ভগবানুবাচ। ওঁনাকে পতিত পাবন বলা হয়। কৃষ্ণকে জ্ঞানের সাগর বলা হবে না। তাহলে গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়া হয়েছে কেন ! কেউ সাফাৎকার করেছে , তাতেই বলা হয়েছে এই হল কৃষ্ণের রূপ। দুনিয়ায় অনেক রকমের মানুষ আছে। কারো ভাব ধারা মনে ছাপ ফেললে তার লকেট বানিয়ে গলায় পড়ে নেয় । গুরুর লকেট পরে গুরুকে স্মরণ ক'রে। ব্যাস, ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপী

তারপর তো গুরুও ঈশ্বরের মধ্যে কোনো তফাৎ থাকেনা। এমন অনেক আছে। বাবা তোমাদের পুরানো দুনিয়া ও নতুন দুনিয়ার রহস্য বুঝিয়েছেন। বাবা বসে নতুন দুনিয়ার রচনা করেন। এখন সবাই বাবাকে আহ্বান করে। এসে পবিত্র দুনিয়া স্থাপন করুন অথবা আমাদের পবিত্র করে নিয়ে চলুন। ধাম হল দুটি --- নির্বান ধাম ও সুখ ধাম । সন্ন্যাসীরা মুক্তির জন্য জ্ঞান দান করেন , জীবন মুক্তির জন্যে দিতে পারেন না। তোমরা হলে দেবী দেবতা ধর্মের আত্মা , যারা পূজারী হয়েছে এখন পূজ্যে পরিণত হবে। শ্রীকৃষ্ণ হলেন সত্যযুগের রাজপুত্র, ওনার মহিমা আছে। কুমার কুমারীদেরই মহিমা হয় কারণ তারা পবিত্র হয় কিনা। নইলে কৃষ্ণের চেয়ে রাধার মহিমা বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু এ কথা কেউ জানেনা। প্রথমে রাধা পরে কৃষ্ণ কেন ! বলা হয় রাধা কৃষ্ণ । কৃষ্ণ রাধা কেউ বলেনা। মনে করে পুত্র সন্তান হল সম্পত্তির অধিকারী হয় তাই কৃষ্ণের মহিমা বেশী রয়েছে। এখানে তোমরা সকলেই হলে সন্তান ।

বাবা বলেন --- যত পুরুষার্থ করবে তত নিজের জন্যে উচ্চ পদের অধিকারী হবে --- কল্প কল্পান্তরের জন্যে। বাবা আত্মাদের সঙ্গে কথা বলেন। পুরুষার্থ করে তোমরা উচ্চ পদ লাভ করতে পারো । বিদেশে কন্যা সন্তানের জন্ম হলে আনন্দ উৎসব পালন করে । এখানে পুত্র সন্তানের জন্ম হলে খুশী হয়। প্রত্যেকের পৃথক নিয়ম । সুতরাং বাচ্চাদের বুদ্ধিতে রয়েছে যে বাবা স্বর্গের অধিকার দেন , মায়া অভিশাপ দেয়। তিনি হলেন গডফাদার স্বর্গের রচয়িতা। কৃষ্ণের জন্যে বলা যাবেনা , পরমাত্মা নরককে স্বর্গে পরিণত করেন। সহজ জ্ঞান এবং যোগ উনি শেখান। এমনভাবে তোমরা বক্তৃতা পরিবেশন করতে পারো। গীতায় কৃষ্ণের নাম দিয়ে খন্ডন করা হয়েছে। গীতার ভগবান হলেন নিরাকার পরমাত্মা, না কি কৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণ হলেন রচনা। উনিও পিতার কাছে স্বর্গের অধিকার প্রাপ্ত করেন। সেটি কিভাবে, এসো বোঝাই। যে কোনো একটি বিশেষ নির্বাচন করে বোঝাও। পুরানো দুনিয়া, নতুন দুনিয়া বোঝালে সব বোঝানো হয়ে যায়। এখন অনেক ধর্ম রয়েছে। সে সবার মাঝেই আদি সনাতন দেবী দেবতা ধর্মের স্থাপনা হচ্ছে। কত বোঝানো হয়, এই পাঁচ বিকার ত্যাগ করো। বাড়িতেও কারো উপরে রাগারাগি কারো না। এমন ভাবনা আসা উচিত যেমন কর্ম আমরা করবো , আমাদের দেখে সবাই করবে। আমি বিকারী হলে অন্যরাও বিকারী হবে। বাবা আদেশ করেন এবারে পবিত্র হও। স্ত্রীকেও পবিত্র করো। কখনো কারো উপরে ক্রোধ কারো না । তোমাকে দেখে অন্যরাও করবে। পুরুষ হল রচয়িতা তাই স্ত্রীকে বোঝানো উচিত। তারপরেও যদি ভাগ্যে না থাকে তাহলে আর উপায় কি । বোঝাতে হবে যে পবিত্র হও তবেই পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। বাবা বোঝান তোমরা ৮৪ জন্ম গ্রহণ করেছে কিভাবে। প্রথমে তোমরা সতাপ্রধান পবিত্র ছিলে। পরবর্তীকালে রজো ও তমো প্রধান হয়েছে। এবারে আবার তোমরা আমায় স্মরণ করো তাহলে পবিত্র হবে। গীতায় যা আছে, তা তো ভগবানই বলছেন। গীতায় কৃষ্ণের নাম দেওয়ার ফলে ওনার সম্পূর্ণ জীবন কাহিনী ওখানেই শেষ হয়ে যায় । এ সব বোঝানোর জন্যে সাহস থাকা প্রয়োজন। বাবা বাচ্চাদের বোঝাতে থাকেন। বাচ্চারা ভাবে আমরা তো শিববাবাকে স্মরণ করি, ওঁনার দ্বারাই সকলের কল্যাণ হবে। ভুল করলে বাবা ইশারা দেবেন। কিন্তু অনেকেই নিজেদের মধ্যে নুন-জল (লবনাক্ত) হয়ে যায়, যা একেবারেই উচিত নয় (বাবা বলেন ক্ষীরখন্ড হয়ে থাকতে) । বোঝানো হয় এমন কোরোনা। কেউ তো এমনও আছে একে অপরকে সম্মানটুকু দেয় না। গুরুজনদের সাথে তুমি বলে সম্বোধন করে। বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন বাচ্চাদের সার্ভিস করার শখ থাকা উচিত। অমুক সেন্টারটি খুলছে - তো আমরা সেখানে গিয়ে সার্ভিস করবো। আঙা বা আদেশ ছাড়াই যে সার্ভিস করে সেই হল দেবতা। আদেশ পেয়ে করে সে মানুষ , আদেশ পেয়েও যে না করে তো আচ্ছা।

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা পিতার স্নেহপূর্ণ স্মরণ ও গুডমর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদেরকে নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সার :-

১) সর্বদা এই কথা স্মরণে রাখতে হবে যে আমরা যেমন কর্ম করবো, আমাদের দেখে অন্যরাও করবে তাই কখনো শ্রীমতের বিপরীতে বিকার বশতঃ কোনো কর্ম করবে না ।

২) সার্ভিসের শখ রাখতে হবে। আদেশ ছাড়াই সেবা করতে হবে। কখনো নিজেদের মধ্যে নুন - জল হবে না ।

বরদান :- নিজের ভরপুর স্টক দ্বারা খুশীর খাজানা বিতরণকারী হিরো হিরোইন পার্টধারী হও।

ব্যাখ্যা: সঙ্গমযুগী ব্রাহ্মণ আত্মাদের কর্তব্য হল সর্বদা খুশী থাকা এবং খুশী দেওয়া। কিন্তু তারজন্য খাজানা ভরপুর থাকা চাই। এখন যেরকম স্পর্শকাতর সময় আসতে থাকবে সেই সময় অনুযায়ী অনেক আত্মারা তোমাদের কাছে অল্প সময়ের খুশীর খোঁজে আসবে। তখন এতটাই সেবা করতে হবে যাতে কেউ যেন খালি হাতে ফিরে না যায় । তার জন্যে চেহারায় থাকবে সদা খুশীর ঝলক , কখনো মুড অফ করা, মায়ার কাছে পরাজিত হওয়া, মন ভেঙে যাওয়া চেহারা নিয়ে থাকবেনা। সদা খুশী থাকো আর খুশী দিতে থাকো --- তবেই বলা হবে হিরো হিরোইন পার্টধারী।

শ্লোগান :- একে অপরের মতামতের সম্মান করাটাই হল সংগঠনকে এক সূত্রে বেঁধে রাখা।

"মিষ্টি বাচ্চারা :- এই রুহানী পড়া কখনো মিস্ করো না, এই পড়ার দ্বারাই তোমরা বিশ্বের বাদশাহী পাবে"

প্রশ্ন :- কোন নিশ্চয়তা সুদূত হলে এই পড়া কখনো মিস্ হবে না ?

উত্তর :- যদি এই নিশ্চয়তা আসে যে আমাদের স্বয়ং ভগবান শিক্ষক রূপে পড়াচ্ছেন। এই পড়ার দ্বারাই আমরা বিশ্বের বাদশাহীর আশীর্বাদী বর্সা পাবো আর উঁচু স্টেটাসও পাবো, বাবা আমাদের সাথে করে নিয়ে যাবেন - তাই কখনোই এই পড়া মিস্ করো না। নিশ্চয়তা না থাকার কারণে পড়াতে মন থাকে না, মিস্ করে দেয়।

গীত :- আমাদের তীর্থ হলো অনুপম

ওম্ শান্তি। মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা অতীতের সংসঙ্গ এবং এখনকার সংসঙ্গের অনুভাবী। অতীত অর্থাৎ এই সংসঙ্গে আসার আগে বুদ্ধিতে কি ছিলো আর এখন বুদ্ধিতে কি আছে। এই রাত দিনের তফাত নজরে আসে। ওই সংসঙ্গে মানুষ কেবল শুনেই থাকে। মনে কোনো আশা থাকে না। কেবল সংসঙ্গে গিয়ে শাস্ত্রের দু কথা শুনতে হয়। এখানে তোমরা বাচ্চারা বসে আছো। বুদ্ধিতে আছে যে আমরা আত্মারা বাপদাদার সামনে বসে আছি, আর তাঁর থেকে স্বর্গের আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার জন্য জ্ঞান আর যোগ শিখছি। স্কুলে যেমন ছাত্ররা ভাবে যে আমরা ব্যারিস্টার বা ইঞ্জিনিয়ার হবো, কোনো না কোনো পরীক্ষায় পাশ করে এই পদ পাবো। এখানে এই খেয়াল আত্মাদের আসে যে আমরা এই পড়া পড়ে অমুক হবো। অন্য সংসঙ্গে মানুষ জানে না যে কি প্রাপ্তি হবে? সেখানে যদি কোনো আশাও থাকে তা অল্পকালের জন্য। তারা সাধু - সন্তদের বলে যে কৃপা করো, আশীর্বাদ করো। এই ভক্তি বা সংসঙ্গ ইত্যাদি করে তোমরা এখানে এসে পৌঁছেছো। এখন আমরা বাবার সামনে বসে আছি। আত্মাদের একটাই আশা - বাবার থেকে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার। ওইসব সংসঙ্গে আশীর্বাদী বর্সা নেওয়ার কোনো কথা থাকে না। স্কুল বা কলেজেও এই আশীর্বাদী বর্সা পাওয়ার কোনো কথা থাকে না। ওখানে লৌকিক পড়া পড়ানোর জন্য শিক্ষক থাকে। এখন তোমরা বাচ্চারা আশীর্বাদী বর্সার আশায় বাবার কাছে বসেছো। বরাবরের জন্য বাবা পরমধাম থেকে এসেছেন। তিনি এসেছেন আমাদের আবার সর্বদার জন্য সুখের স্বরাজ্য দিতে। এ তো অবশ্যই বাচ্চাদের বুদ্ধিতে থাকে, তাই না? তবুও তারা ভাবে যে বাবার সামনে গেলে খুব সুন্দর জ্ঞানের বাণ লাগবে কারণ বাবা হলেন সর্বশক্তিমান। বাচ্চারাও জ্ঞান বাণ মারতে শেখে কিন্তু পুরুষার্থের ক্রমানুসারে। এখানে তোমরা ডাইরেক্ট শুনতে পাও। তোমরা বুঝতে পারো যে, বাবা আমাদের বোঝাচ্ছেন, আর কোনো সংসঙ্গে বা কলেজে এমনভাবে বোঝানো হয় না। আমরা বেহদের বাবার থেকে বেহদের আশীর্বাদী বর্সা নিচ্ছি। আমরা এই সৃষ্টিচক্রকেও জেনে গেছি। দুনিয়ার সংসঙ্গে তো তোমরা জন্ম - জন্মান্তর ধরে গিয়ে থাকো। এখানে হলো একবারের কথা। ভক্তিমার্গে তোমরা যা কিছু করতে তা এখন সম্পূর্ণ হয়। সেখানে কোনো সার থাকে না। তবুও অল্পকালের জন্য মানুষ কত মাথা খুঁটতে থাকে। তোমাদের বাচ্চাদের বুদ্ধিতে এই কথা থাকে যে বাবা আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমাদের স্মরণে বাবাই আসবে আর আসবে হারানো রাজধানী।

এখন আমরা যত পুরুষার্থ করবো, বাবাকে স্মরণ করবো, জ্ঞানের ধারণা করবো এবং অন্যকে ধারণ করাতে পারবো, তত উঁচু পদ পেতে পারব। এ কথা তো প্রত্যেকেরই বুদ্ধিতে আছে, তাই না ? বাবা এই প্রজাপিতা ব্রহ্মার দ্বারা বুদ্ধিতে বলেন, এনাকে দাদাও বলা হয়। শিববাবা এনার মধ্যে প্রবেশ করে আমাদের পড়াচ্ছেন। তোমরা জানো যে, প্রথমে এই বিষয় আমাদের বুদ্ধিতে ছিলো না। আমরাও অনেক সংসঙ্গ ইত্যাদি করতাম। কিন্তু এই খেয়ালই ছিলো না যে, পরমপিতা পরমাত্মা, কবে এসে ব্রহ্মার দ্বারা পড়ান। এখন বাবার চলে যাওয়ার সময় হয়েছে। নতুন দুনিয়া স্বর্গের স্বরাজ্য আবার স্মরণে আসছে। তাই তোমাদের মনে খুশী থাকে। বেহদের বাবা, যাকে ভগবান বলা হয়, তিনি আমাদের পড়াচ্ছেন। বাবা তো অবশ্যই পতিত - পাবন, আবার তিনি শিক্ষক রূপে আমাদের বসে পড়ান। তোমরা বাচ্চারা ছাড়া এই দুনিয়াতে আর কেউই এই খেয়ালে বসে নি। তোমরা বেহদের বাবার স্মরণে বসেছো। অন্তরে তোমরা বুঝতে পারো, আমরা আত্মারা ৮৪ জন্মের পার্ট সম্পূর্ণ করে ঘরে ফিরে যাই। আবার বাবা আমাদের স্বর্গে যাবার জন্য রাজযোগের শিক্ষা দেন। বাচ্চারা জানে, আমাদের এই রাজযোগের শিক্ষা দিয়ে স্বর্গের মহারাজা, মহারানী বানানো এক বাবা ছাড়া কেউই হতে পারে না, এ অসম্ভব। বাবা একবারই এসে আমাদের পড়ান, স্বর্গের মালিক বানানোর জন্য। তোমাদের বুদ্ধিতে থাকে যে আমরা বাচ্চারা বাবার দ্বারা বেহদের সৃষ্টির স্বরাজ্য নেওয়ার জন্য পড়া পড়ছি। আমরা আমাদের এম - অবজেক্টের শক্তিতেই পড়ছি। এখন মিষ্টি - মিষ্টি বাচ্চারা, তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে আমরা কোথায় বসে আছি। মানুষের খেয়াল তো কোথায় না কোথায় চলতেই থাকে। পড়ার সময় পড়া আর খেলার সময় খেলা।

তোমরা জানো যে আমরা বেহদের বাবার সামনে বসে আছি। আগে তোমরা একথা জানতে না। কোনো মানুষই জানে না যে, ভগবান এসে রাজযোগ শেখান। এখন তোমরা বাচ্চারা বুঝেছ - জন্ম - জন্মান্তর আমরা ভক্তি করে এসেছি। এই জ্ঞান এক বাবা ছাড়া আর কেউই দিতে পারে না, যতক্ষণ না বাবা আসেন - বিশ্বের মালিকানার বর্সা কিভাবে পাওয়া যাবে। না কারোর বুদ্ধিতে এইকথা আসে। আমরা ভগবানের সন্তান, তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা, তাহলে সেই স্বর্গে আমরা কেন নেই। কেন আমরা নরকে দুঃখে আছি। 'হে ভগবান ...হে পতিত - পাবন' আমরা বলে থাকি, কিন্তু এইকথা বুদ্ধিতে আসে না যে আমরা দুঃখী কেন ? বাবা কি বাচ্চাদের কখনো দুঃখ দেন ! বাবা এই সৃষ্টির রচনা করেন বাচ্চাদের জন্য। দুঃখ দেওয়ার জন্য কি ? এ তো হতে পারে না। এখন তোমরা বাচ্চারা শ্রীমত অনুযায়ী চলছো। যে কোনো অফিস বা কাজ - কারবারেই থাকো না কেন, তোমাদের বুদ্ধিতে তো এইকথা আছে যে আমাদের পড়ান স্বয়ং ভগবান বাবা। আমাদের রোজ সকালে ক্লাসে যেতে হয়। ক্লাসে যারা যায় তাদেরই সব কথা স্মরণে আসে। বাকি যারা ক্লাসে আসে না তারা এই পড়া আর যিনি পড়ান তাঁকে কেমন করে বুঝতে পারবে। এ হলো নতুন কথা, যা কিনা তোমরাই জানো।

বেহদের বাবা, যিনি নতুন দুনিয়া রচনা করেন, তিনি বসেই নতুন দুনিয়ার জন্য আমাদের জীবন হীরের মতন বানান। আর যখন থেকে মায়া প্রবেশ করে, আমরা কড়িতুল্য হতে শুরু করি। কলা কম হতে থাকে। মায়া এমনভাবে আমাদের গ্রাস করেছে যে আমরা কিছুই জানতে পারি নি। এখন বাবা এসে বাচ্চাদের অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুলেছেন। ওই নিদ্রা নয়, তোমরা অজ্ঞান নিদ্রায় ঘুমিয়ে ছিলে। জ্ঞান তো জ্ঞানের সাগরই দেয় আর কেউ দিতে পারে না। এই জ্ঞান আমাদের এক প্রিয় বাবা, জ্ঞানের সাগর, পতিত - পাবনই দিতে পারেন। এখন বাচ্চারা জেনে গেছে, এই যুক্তিতেই

বাবা আমাদের পবিত্র বানাচ্ছেন। মানুষ ডাকতেও থাকে হে পতিত - পাবন বাবা এসো। কিন্তু বুঝতেই পারে না তিনি কি করে এসে পবিত্র বানাবেন, কেবল পতিত - পাবন বললেই তো পবিত্র হওয়া যাবে না।

তোমরা জানো যে এইসময় সকলেই পতিত এবং ভ্রষ্টাচারী, যারা ভ্রষ্টাচারের মাধ্যমে জন্মায়। তারা কর্তব্যও তেমনই করবে। এইকথা বেহদের বাবা বসে বোঝান, তোমরা এখানে সামনে বসে শোনো, তাই তোমাদের বুদ্ধির যোগ বাবার সাথেই থাকে। তারপর আবার কুসঙ্গের দিকে যায়, অনেকের সঙ্গে মেলামেশা করো, এমন পরিবেশে থাকো যে সামনের যা পরিস্থিতি - অবস্থার তেমন বদল হয়। এখানে তো তিনি সামনে বসে আছেন। স্বয়ং জ্ঞানের সাগর পরমপিতা পরমাত্মা বসে জ্ঞানের বাণ মারেন, তাই মধুবনের এতো মহিমা। এই গানও গাওয়া হয় - মধুবনে মুরলী বাজে। মুরলী তো অনেক স্থানেই বাজে। কিন্তু এখানে সামনে বসে বোঝানো হয়, আর বাচ্চাদের সাবধানও করা হয় যে বাচ্চারা সাবধান থাকো। কোনো উল্টোপাল্টা সঙ্গ করো না। লোকেরা তোমাদের উল্টোপাল্টা কথা শুনিye ভয় পাইye এই পড়া ছাড়িয়ে দেবে। সত্‌সঙ্গ তোমাদের উদ্ধার করে যেখানে কুসঙ্গ তোমাদের নামিয়ে দেয়। এখানে হলো সত্য বাবার সঙ্গ। তোমরা প্রতিজ্ঞাও করো যে আমরা একের কথাই শুনবো। একের নির্দেশই মানবো। তোমাদের সকলের বাবা, শিক্ষক এবং সঙ্গুরু ওই একজনই। দুনিয়ার গুরুরা তো কেবল শাস্ত্রই শুনিye থাকে। এ কোনো নতুন কথা নয়। না তারা বাবার পরিচয় দিতে পারে, না জ্ঞানের কথা জানে। তারা এটাও না ওটাও না করতে থাকে। আমরা রচয়িতা আর রচনাকে জানতাম না। যখন বাবা আসেন, তখনই বুঝিয়ে বলেন। এই কলিযুগের গুরুরাও নম্বর অনুযায়ী থাকে, অনেকের তো লাখ লাখ অনুসরণকারী আছে। তোমরা জানো

যে আমাদের সঙ্গুরু একজনই। মৃত্যু ইত্যাদির কোনো কথাই নেই। শিববাবার তো কোনো শরীরই নেই। তিনি তো অশরীরী, অমর। তিনি আমাদের আত্মাকেও অমর কথা শুনিye অমর বানাচ্ছেন। তিনি আমাদের অমরপুরীতে নিয়ে যান, তারপর সুখধামে পাঠিয়ে দেন। নির্বাণধাম হলো অমরপুরী। এখন তোমাদের বুদ্ধিতে আছে যে, আমরা আত্মারা এই শরীর ত্যাগ করে বাবার কাছে যাবো। তারপর যে যত পুরুষার্থ করেছে সেই অনুসারে পদ পাবে। ক্লাস ট্রান্সফার হয়। আমাদের পড়ার পদ এই মৃত্যুলোকে পাওয়া যায় না। এই মৃত্যুলোক আবার অমরলোক হয়ে যাবে। এখন তোমাদের স্মৃতিতে এসেছে, সত্যযুগ আর ত্রেতাযুগ মিলিয়ে আমরা ২১ জন্ম রাজত্ব করেছিলাম, তারপর দ্বাপর আর কলিযুগে এসেছিলাম। এখন এ হলো আমাদের অন্তিম জন্ম। এরপর আমরা ঘরে ফিরে যাবো আর ভায়া মুক্তিধাম হয়ে সুখধামে আসবো। বাবা বাচ্চাদের কত রিফ্রেশ করে দেন। আত্মা বুঝতে পারে যে আমরা ৮৪ র চক্রতে আসি। পরমাত্মা বলেন, আমি এই চক্রে আসি না। আমার মধ্যে এই সৃষ্টিচক্রের সম্পূর্ণ জ্ঞান আছে। এই কথা তোমরা জানো যে পতিত - পাবন হলেন এই বেহদের বাবা। তাহলে তিনি তো এই বেহদকেই পবিত্র করবেন, তাই না। কোনো মানুষই এই বেহদের বাবা হতে পারে না। এই বেহদের বাবা একজনই।

তোমরা জানো যে আমরা আত্মারা হলাম ওখানকার অধিবাসী। ওখান থেকে এসে আমরা শরীরে প্রবেশ করি। প্রথম দিকে কারা এই অভিনয় করতে আসে, এ তোমরা বুঝতে পারো। আমরা আত্মারা নিরাকারী দুনিয়া থেকে আসি, অভিনয় করার জন্য। এই সময় তোমরা বাচ্চারা জ্ঞান প্রাপ্ত করেছো। কেমনভাবে নম্বর অনুযায়ী প্রত্যেক ধর্মের মানুষ নিজের সময় অনুযায়ী চলে আসে, একেই অবিনাশী নাটক বলা হয়। এ কারোর বুদ্ধিতেই নেই। আমরা হলাম বেহদের এই নাটকের অভিনেতা। না এই

বেহদের হিস্তি - জিওগ্রাফিকে আমরা আগে জানতে পারি আর না নিজের জন্মকে জানতে পারি । বাবা পুরুষার্থ অনুসারে তোমাদের কত রিফ্রেশ করেন । কেউ কেউ খুব খুশীতে থাকে । বাবা আমাদের সত্য জ্ঞান শোনাচ্ছেন, আর কোনো মানুষই এই জ্ঞান দিতে পারে না, তাই একে অজ্ঞানের অন্ধকার বলা হয় । এখন তোমরা জানো, আমরা এই অজ্ঞানের অন্ধকারে কেমন করে এলাম । আবার জ্ঞানের আলোয় কিভাবে যেতে হবে । এও মানুষ নম্বর অনুযায়ী বুঝতে পারে । ঘোর অন্ধকার আর আলোর প্রকাশ কাকে বলা হয় -- এই অক্ষরও বেহদের সঙ্গে যুক্ত । অর্ধেক কল্প রাত আর অর্ধেক কল্প হলো দিন । অথবা ভাবো সকাল আর সন্ধ্যা এ হলো বেহদের কথা । বাবা এসে সমস্ত শাস্ত্রের সার বুঝিয়ে বলেন । মানুষ যে দান - পুণ্য করে বা শাস্ত্রপাঠ করে তাতে অল্পকালের সুখের প্রাপ্তি মেলে । বাবা বলেন, এর দ্বারা আমাকে পাওয়া যায় না, যাতে আমি তাদের বিশ্বের মালিক বানাতে পারি । এও জানো যে সবাই বিশ্বের মালিক হতে পারবে না । তারাই মালিক হতে পারবে যাদের বাবা পড়ান । তারাই এখন রাজযোগ শিখছে । সারা দুনিয়া তো রাজযোগ শেখে না । কোটির মধ্যে কয়েকজনই এই পড়া পড়ে । কেউ কেউ তো ৫ - ৬ বছর বা ১০ বছরও রাজযোগ শেখে, তারপরও পড়া ছেড়ে দেয় । বাবা বলেন, মায়া খুবই প্রবল, একেবারে অবুঝ বানিয়ে দেয় । বাবার থেকে বিচ্ছেদ পর্যন্ত করিয়ে দেয় । এই কথা বলে না ? আশ্চর্য হয়ে বাবার হয়ে যায় কথা শোনে আবার ছেড়েও দেয় ।

বাবা বলেন, ওদেরও দোষ নয় । এই মায়া জীবনে ঝড় নিয়ে আসে । এমন সজনী যাদের বাবা সাজিয়ে স্বর্গের মহারানী বানাতে থাকেন, তারাও ছেড়ে দেয় । তবুও বাবা বলেন, যাঁর সাথে তোমরা বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছো, তাঁকে স্মরণ তো করতেই হবে । এই স্মরণ কিন্তু হঠাৎ করে স্থায়ী হবে না । অর্ধেক কল্প তোমরা নাম আর রূপে আকৃষ্ট হয়ে এসেছো । এখন নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করা, এ বড় মুশকিল । সত্যযুগে তোমরা আত্মা - অভিমানী থাকো, কিন্তু পরমাত্মাকে জানতে পারো না । পরমাত্মাকে কেবল একবারই জানা যায় । এখানে তোমরা অর্ধেক কল্প দেহ অভিমানী থাকো । এও তোমরা বুঝতে পারো না যে - আত্মাদের এই শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীর ধারণ করে অভিনয় করতে হয় , তাহলে কাল্পনিক কোনো দরকার নেই । যখন বাবার কাছে সুখধামের সম্পূর্ণ আশীর্বাদী বর্ষা পাওয়া যাচ্ছে তখন তাতে সম্পূর্ণ অ্যাটেনশন দেওয়া উচিত । আচ্ছা ।

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা, বাপদাদার স্মরণ, ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের প্রতি নমস্কার ।

ধারণার জন্য মুখ্য সার :-

১) এক বাবার নির্দেশই চলতে হবে, বাবার কথাই শুনতে হবে । মানুষের উল্টো কথা শুনে তার প্রভাবে আসা উচিত নয় । উল্টো সঙ্গ করাও উচিত নয় ।

২) এই পড়া আর শিক্ষককে সদা স্মরণ রাখতে হবে । সকাল সকাল ক্লাসে অবশ্যই আসতে হবে ।

বরদান :- জ্ঞানযুক্ত ভাবনা আর স্নেহ সম্পন্ন যোগের দ্বারা উদ্ভূত কলার অনুভব করে বাবার সমান হও ।

যারা জ্ঞান স্বরূপ যোগী আত্মা, তাঁরা সদা সর্বশক্তির অনুভূতি করে বিজয়ী হতে পারে। যাঁরা স্নেহী আর ভাবনা স্বরূপ, তাঁদের মন এবং মুখে সর্বদাই বাবার নাম, তাই যত ভাবনা ততই জ্ঞান স্বরূপ হও। জ্ঞানযুক্ত ভাবনা আর স্নেহ সম্পন্ন যোগ - এই দুইয়ের ব্যালেন্স উড়তি কলার অনুভব করিয়ে বাবার সমান বানিয়ে দেয়।

স্লোগান :- সদা স্নেহী আর সহযোগী হতে হলে সরলতা আর সহনশীলতার গুণ ধারণ করো।

"মিষ্টি বাচ্চারা - বাবার নির্দেশ, দেহী-অভিমानी হও, পবিত্র হয়ে সবাইকে পবিত্র বানাও, নিশ্চয়বুদ্ধি হয়ে বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার লাভ করো"

প্রশ্ন:- অন্তিমে শরীর ছাড়ার সময় চরম দুর্দশায় পড়ে কাদের কাঁদতে হবে ?

উত্তর:- যারা বেঁচে থেকে মৃতবৎ হয়ে পুরো পুরুষার্থ করেনা, উত্তরাধিকার পুরো নেয়না, তাদেরই অন্তে চরম বিপদের মধ্যে পড়তে হবে ।

প্রশ্ন:- এই সময় নানা ধরনের লড়াই ঝগড়া বা পার্টিশন ইত্যাদি কেন হয় ?

উত্তর:- কারণ সবাই নিজের প্রকৃত পিতাকে ভুলে অনাথ এবং নির্ধন হয়ে গেছে । যে মাতাপিতার থেকে এত সুখ পেয়েছিলো তাঁদের ভুলে গিয়ে বলেছে তিনি সর্বব্যাপী, এইজন্য নিজেদের মধ্যে তারা এত লড়াই ঝগড়া করে ।

গীত:- ওম্ নমঃ শিবায় . . .

ওম্ শান্তি । কে বলেছে ? ওম্ শান্তি । আত্মা এই শরীরের কর্মেন্দ্রিয় দ্বারা বলেছে । আত্মা অবিনাশী, শরীর বিনাশী । আত্মা এক দেহ ছেড়ে অন্য দেহ নেয় । আত্মা সর্বাধিক ৮৪ জন্ম নেয় । একেই বলা হয়ে থাকে ৮৪ জন্মের চক্র । সবারই কী ৮৪ জন্ম ! না, মানুষ এইসব কথা জানেনা । তোমরা গানে শুনেছ, ওম্ নমঃ শিবায় । উঁচু থেকেও উঁচুতম শিব, পরমাত্মা । তিনি নিরাকার দুনিয়ার অধিবাসী, যেখানে আমরা সব আত্মারা বাস করি । তার নীচে সূক্ষ্মবতনবাসী । উঁচু থেকে উঁচুতম ভগবানের মহিমা শুনেছ, শিবায় নমঃ । তুমি মাতাপিতা, বন্ধু -সহায়, এটা তাঁর মহিমা । তারপর তারা বলে, ব্রহ্মাদেবতায় নমঃ । তিনি রচয়িতা, ইনি রচনা । এরপর এই মনুষ্য সৃষ্টি । একমাত্র এই মনুষ্য সৃষ্টিতে তোমরা পবিত্র আর পতিত হও । মানুষ সত্যযুগে পবিত্র আর কলিযুগে পতিত হয় । পাঁচ হাজার বছর আগে ভারতের দেবী-দেবতা ছিলো । তাঁরা সবাই মানুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁরা সর্বগুণসম্পন্ন এবং ষোলকলা সম্পূর্ণ ছিলেন । এটা তাঁদের মহিমা । সেখানে হিংসা হয়না । তাঁরা বিকারে বশীভূত হয়না । তাঁদের সম্পূর্ণ নির্বিকারী বলা হয় । বিকারী মানুষ তাঁদের মহিমা গায়, তুমি সর্বগুণসম্পন্ন, আমি অধম । পরমাত্মাকে স্মরণ করে কিন্তু তাঁকে কেউ জানেনা, এইজন্য তারা সবাই অরফ্যান । তুমি মাতাপিতা, তোমার থেকে আমরা অপার সুখ পাই । পরে রাবণরাজ্য শুরু হলে মানুষ বাবাকে ভুলে পতিত অরফ্যান হয়ে যায় । তারা নিজেদের মধ্যে সবসময় লড়াই ঝগড়া করতে থাকে । সব জায়গায় দেখ ঝগড়াই ঝগড়া লেগে আছে । কত পার্টিশন ! স্বর্গে শুধু একটাই রাজ্য ছিলো, লক্ষ্মী-নারায়ণের । ভারতবাসী সারা বিশ্বের মালিক ছিলো । এখন সব টুকরো টুকরো হয়ে গেছে । ওই সমুদ্র তোমাদের এটা আমাদের, ওই ধরিত্রী তোমাদের এটা আমাদের । পাঞ্জাব, ইউ . পি . রাজস্থান ইত্যাদি সব আলাদা আলাদা হয়ে গেছে । এমনকি ভাষা নিয়েও কত লড়াই ! কারণ তারা পারলৌকিক মাতাপিতাকে জানেনা । ভারত যখন স্বর্গ ছিলো, তখন এইসব কথা ছিলোনা । এখন আবার স্বর্গ হবে । বাবা এখানে বসে বোঝান, কিভাবে এই চক্র ঘোরে । বেহদের বাবা বাচ্চাদের বলেন, তোমরা কত অজ্ঞানী হয়ে পড়েছ ! তোমরা বলো, হে পরমপিতা পরমাত্মা ! যতই হোক,

তোমরা জানোনা তাঁর বায়োগ্রাফি। বাবা পতিত-পাবন, সদগতি দাতা। তোমরা জানো, কিন্তু তারা বলে ঈশ্বর সর্বব্যাপী। তাঁকে যদি সর্বব্যাপী বলা তবে কিভাবে তোমরা উত্তরাধিকার নেবে? উত্তরাধিকার দেওয়ার জন্য তো বাবাকে প্রয়োজন, তাই না! বাচ্চাদের যদি জিজ্ঞাসা করো, তাদের লৌকিক বাবা কোথায়, তবে কী তারা বলবে যে সে সর্বব্যাপী? বেহদের বাবা তো রচয়িতা, তাই না! তাঁকেই সব ভক্তরা ডাকে - হে পতিত পাবন, শিববাবা, এসে আমাদের পতিত থেকে পবিত্র বানাও। ঠিক স্বর্গে যেমন পবিত্র ছিলো, তুমি এসে সেভাবে আমাদেরও পবিত্র বানাও। আমরা খুব দুঃখী। রাবণরাজ্য শুরু হলে সব মানুষ পতিত হতে শুরু করে। তারা দুয়ারে দুয়ারে ধাক্কা খেতে থাকে। তারা মনে করে সকলের মধ্যে পরমাত্মা আছেন। পাথরের তৈরি দেব মূর্তিতেও মনে করে ভগবান আছেন। ওহ! কিন্তু ঈশ্বর কিভাবে পাথরের ভিতরে থাকতে পারবেন! তিনি তো পরমধামে থাকেন। তারা কত ছবি বানায়, যখন পুরানো হয়ে যায় সেইসব ছুঁড়ে ফেলে দেয়। এটাই পুতুল পূজা। তারা বলে, বাবা আমাদের সদগতি দাও। সবার সদগতি দাতা একমাত্র একা পতিত-পাবন শিববাবা। সব মানুষ তাঁকে ভুলে গেছে। তাঁকে সবাই স্মরণ করে। তিনি সব পতিদের পতি এবং সব বাবারও বাবা। বাবা বলেন, বাচ্চারা এখন পবিত্র হও। তোমরা আত্মারা পতিত হয়ে গেছ। তোমাদের মধ্যে খাদ মিশে গেছে। খাঁটি সোনায়ে অ্যালয় মিশে সোনার দাম কম হয়ে গেছে। এটাও তমোপ্রধান দুনিয়া। যখন তোমরা গোল্ডেন এজে ছিলে তোমরা সম্পূর্ণ নির্বিকারী ছিলে। তারপর সিলভারের খাদ মিশেছিলো আর তারপরে কপার আর তারপরে তোমরা আয়রন এজে এসেছিলে। আত্মারা ক্রমশঃ পতিত হতে থাকে। তারা এখন সম্পূর্ণরূপে আয়রন এজেড হয়ে গেছে। যে ভারত সত্যোপ্রধান ছিলো, এখন তমোপ্রধান হয়ে গেছে। যারা আদিতে ছিলো তাদের অবশ্যই ৮৪ জন্ম নিতে হয়। খৃষ্টান পরে আসে, তারা চুরাশি জন্ম নিতে পারেনা। খুব বেশী হলে তারা ৩৫-৪০ জন্ম নিতে পারে। সৃষ্টির আয়ুও সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, পুনরায় নতুন হবে। নতুন দুনিয়ায় সুখ, পুরানো দুনিয়ায় দুঃখ। পুরানো বাড়ী ভেঙে ফেলা হয়, তাই না! পুরানো দুনিয়ায় সবাই দুঃখী। একমাত্র বাবা, তিনিই এদের সবাইকে সুখী বানান। সত্যযুগে যে আত্মারা ছিলো তারা সবাই সুখী ছিলো। বাকি অন্যান্য আত্মারা শাস্তিধামে ছিলো। যাকে সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড বলা বলা হয়ে থাকে। সাইলেন্স ওয়ার্ল্ড আর পরে সাটল ওয়ার্ল্ড অর্থাৎ সূক্ষ্মবতন, সেখানে শরীরই নেই সুতরাং, আত্মা আওয়াজ কিভাবে করবে! এখন সব আত্মারা তমোপ্রধান, এই কারণে একে আয়রন এজ বলা হয়। প্রথমে তোমরা গোল্ডেন এজে ছিলে, এখন আবার বাবা এসেছেন তোমাদের গোল্ডেন এজে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তিনি মানুষকে দেবতায় পরিণত করেন। সত্যযুগে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পবিত্র থাকে। তাকে বলা হয় রামরাজ্য। এখন রাবণরাজ্য, পরস্পর পরস্পরকে কাম কাটারি দ্বারা দুঃখী করে। ভগবান বলেন, বাচ্চারা, কাম মহাশত্রু, এই শত্রুই তোমায় দুঃখী বানিয়েছে। তোমরা বাচ্চারা ক্রমান্বয়ে অধোগতি প্রাপ্ত হও। এখন কোনো কলা আর নেই, আবার ১৬ কলা সম্পূর্ণ বানাতে বাবা এসেছেন। এতে সন্ন্যাসীদের মতো ঘর-সংসার ছাড়ার প্রয়োজন নেই। পবিত্র দুনিয়ায় যাওয়ার জন্য তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। যারা বাবা দ্বারা পবিত্র হবে তারা পবিত্র দুনিয়ার মালিক হবে। বাচ্চারা, এখানে তোমরা এসেছ বাবার কাছে। এটা হেডস অফিস যেখানে সবাই আসে। পারলৌকিক বাবা বাচ্চাদের বলেন, হে বাচ্চারা, এখন দেহী-অভিমানী হও। আত্মারাও বলে, হ্যাঁ বাবা, আমরা তোমার নির্দেশ অবশ্যই পালন করবো। আমরা পবিত্র হবো। এইই শ্রীমৎ। এই শ্রীমৎ অনুসরণেই তোমাদের শ্রেষ্ঠ হতে হবে। রাবণের মতো তোমরা ব্রষ্ট হয়েছ। তাই এই শরীর দ্বারা আত্মা বলে, হে বাবা, আমরা তোমার হয়েছি। বাবা বলেন, আমাকে আসতে হয়েছে তোমাদের সবাইকে সদগতি প্রদান করতে, পাপ আত্মা থেকে পুণ্য আত্মায় রূপান্তরিত করতে। সুতরাং, তোমাদের অবশ্যই পবিত্র হতে হবে

। প্রথম যখন তোমরা পবিত্র হয়ে ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হয়েছ তখনই শিববাবার থেকে স্বর্গসুখের উত্তরাধিকার লাভ করেছ ।তোমরা আবার এসেছ বাবার থেকে বরসা নিতে ।তোমরা যারা দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলে তারাই ৮৪ জন্ম নিয়েছ ।সেই দেবী-দেবতা এখন নেই ।দেবতা যারা ছিলো, পতিত হয়েছে, তারাই এসে পবিত্র হবে ।যারা পরে এসেছে অর্থাৎ দ্বাপর যুগের পরে এসেছে তারা স্বর্গে যেতে পারেনা ।দেবীদেবতা ধর্মের যারা পুরো চুরাশি জন্ম নিয়েছে তারাই আবার দেবী-দেবতা হবে ।বাবা বলেন, আমি এসে ব্রহ্মা দ্বারা দেবী-দেবতা বানাই ।পবিত্র হওয়া ছাড়া তোমরা দেবী-দেবতা হতে পারবেনা ।এইসব কথা তারা বুঝতে পারবে যারা এসে ব্রহ্মাকুমার-কুমারী হবে । ' প্রজাপিতা ' গাওয়া হয়ে থাকে, তাই না ! মনুষ্য সৃষ্টির জগত পিতা এবং জগত অম্মা ।তাদের এত বাচ্চা কিভাবে হবে ? তোমরা এখন ব্রহ্মা মুখ-বংশাবলী রচনা ।তোমরা সবাই মাঝমাঝে বাবা বলো । কিভাবে তোমরা বাচ্চা হয়েছ ? শিববাবা ব্রহ্মা দ্বারা তোমাদের তাঁর নিজের করেছেন । তোমরা শিববাবাকে স্মরণ করো, তাঁর থেকে উত্তরাধিকার নিতে ।সুতরাং, সব ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা নিজেদের মধ্যে ভাই-বোন হলো ।এটাই যুক্তি ।বাবা বলেন, তোমরা গৃহস্থ ব্যবহারে থাকো কিন্তু কমল ফুল সমান পবিত্র থাকো ।এটা করে দেখাও, ঘর-পরিবার ছাড়ার কথা নেই ।তোমার রচনার দেখাশোনাও করো কিন্তু শুধু পবিত্র থাকো তো আবার এই দেবতাদের মতো হবে ।দেবী-দেবতা ধর্মের স্থাপনা তো অবশ্যই হবে ।বাবা এখানে বাচ্চাদের সম্মুখে বসে বোঝান ।এই মধুবন হলো হেড অফিস ।ক্রমাগত কত সেন্টার খোলা হচ্ছে ।কল্প পূর্বে যারা ব্রহ্মাকুমার -কুমারী হয়েছিলো তারাই আবার ব্রাহ্মণ থেকে দেবতা, তারপরে ঋত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র হয়ে আসছে ।এখন আবার তোমাদের ব্রাহ্মণ হতে হবে ।শিখা তো ব্রাহ্মণেরই তাই না ! এই বর্ণের মধ্য দিয়ে পাস হতে হয় ।বাবা বলেন, তোমরা সেই দেবী-দেবতা ছিলে ।এখন তোমরা আবার শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়েছ, সেই দেবী দেবতা হওয়ার জন্যে ।তোমরা পবিত্র হও ।বলা হয়ে থাকে, কুমারী ২১ পুরুষ (বংশপরম্পরা) উদ্ধার করে ।তোমরা সবাই ব্রহ্মাকুমার-কুমারী ।কুমার- কুমারী উভয়কেই প্রয়োজন, তাই না ! তোমরা প্রত্যেককে ২১ জন্মের জন্য সदा সুখের রাস্তা বলে দাও - আমাদের সুখধামে এসো, এটা দুঃখধাম ।এখন বাবাকে স্মরণ করতে হবে ।বাবা বলেন, পবিত্র হও আর শুধুমাত্র আমাকে স্মরণ করো ।কোনো দেহধারীকে স্মরণ কোরোনা ।বাবা এখানে বসে তোমাদের অপার সুখ দেন ।এখন কত দুঃখ !মানুষ দুঃখেই ভগবানকে স্মরণ করে ।বাবা তোমাদের স্বর্গে নিয়ে যান, সুতরাং, সেখানে কেন তোমরা তাঁকে স্মরণ করবে ! তারা বলে, হে প্রভু, হে অন্ধের যর্ষি ! যাই হোক তারা কিছু জানেনা ।এমনকি তারা লক্ষ্মী-নারায়ণের সামনে গিয়ে বলে তুমি মাতাপিতা... যতই হোক, তাঁরা হলেন স্বর্গের মালিক, তাঁরা সকলের মাতাপিতা তো হতে পারেননা ।কৃষ্ণ ছিলেন এক রাজধানীর আর রাধা ছিলেন অন্য রাজধানীর এবং পরে তাঁদের বিবাহের বাগদান করা হয় ।বিবাহের পর তাঁদের নাম বদল হয়ে যায় ; তাঁরা বিষ্ণুর দুই রূপ, লক্ষ্মী-নারায়ণ হয়েছিলেন ।দীপাবলীতে তারা মহালক্ষ্মীর আহ্বান করে, সেই রূপ হলো যুগলের ।তোমরা এখন কামচিটা থেকে উঠে জ্ঞান চিতায় বসছ ।তোমরা হলে প্রকৃত ব্রাহ্মণ ।তোমরা তাদের পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করার উত্সাহ দিয়ে থাকো ।বেহদের বাবা বলেন,পবিত্র হলে পবিত্র দুনিয়ার মালিক হয়ে যাবে ।ঘরে বসেও স্মরণ করতে পারো ।বাবা বলেন, তোমাদের সবাইকে আমার কাছে আসতে হবে ।সবারই মৃত্যু হবে ।এটা সেই মহাভারতের লড়াই ।এখানে যবনদের লড়াই ।সত্যযুগে কোনো লড়াই ইত্যাদি হয়না ।বাবা বলেন, তোমাদের এই রাবণকে জিততে হবে ।অন্য কোনো লড়াইয়ের প্রশ্ন নেই ।মহাভারতের এই লড়াই হবে, অল্প সময়ই আর বাকি আছে ।ভারত অবিনাশী খণ্ড, বাকি সব খণ্ড শেষ হয়ে যাবে ।বাবা সবাইকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন ।বাবা সবার সদগতি করেন ।তিনি আত্মাদের তাঁর সাথে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান ।তোমরা

এখন বাবার থেকে তোমাদের উত্তরাধিকার নিচ্ছ। সন্ন্যাসীরা এটা দিতে পারেনা, তারা তো স্বর্গের রচয়িতা নয়। এখন স্বর্গের স্থাপনা হচ্ছে। নরকের সব মানুষ শেষ হয়ে যাবে। মৃত্যু তো হবেই, তাহলে কেন না বেঁচে থাকতে উত্তরাধিকার নিয়ে নাও! নয়তো তোমাদের চরম দুর্দশায় পড়তে হবে। কুস্কর্ণের আসুরিক ঘুম থেকে মানুষ অস্তে জাগবে। সারা চক্রের জ্ঞান এখন তোমাদের বুদ্ধিতে। তোমরা পূজ্য ছিলে, পূজারী হয়েছ, পরে আবারও তোমরা পূজ্য হবে। পবিত্র রাজাও ছিলো, পতিত রাজাও ছিলো। এখন নো রাজা, এখন প্রজার দ্বারা প্রজার রাজ্য। সৃষ্টিকে আবার চক্র ঘুরতে হবে! তোমাদের সত্যযুগে যেতে হবে। শিববাবা এনার মুখ দিয়ে বলেন, তোমরা আমার বাচ্চা। তোমরাও বলো, বাবা আমরাও তোমার বাচ্চা। তোমরা মুখ-বংশাবলী রচনা। তোমরা ঈশ্বরের পরিবার। ভগবান বলেন, এক বাবাকেই স্মরণ করো। আমরা সবাই সুইট হোমে যাবো যেখানে বাবা অধিষ্ঠান করেন। তারপর বাবা আমাদের সুইট স্বর্গে পাঠিয়ে দেন। সেখানে শান্তি আর সুখ। তোমরা এখানে এসেছ পবিত্রতা, সুখ, শান্তির বরসা নিতে। এই পড়া ২১ জন্মের। তোমরা এখানের জন্য এই পড়া পড়ো না। এটা হলো মৃত্যুলোক। তোমরা অমরনাথ দ্বারা অমর কথা শুনে অমর হও। যারা বাবার কাছে এসে বুঝবে, তারাই পবিত্রতার প্রতিজ্ঞা করবে। তারাই এসে আবারও উত্তরাধিকার নেবে। ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরা ক্রমশঃ অনেক হবে। দিন দিন সেন্টার খুলতে থাকবে। শূদ্র ক্রমান্বয়ে ব্রাহ্মণ হতে থাকবে। আচ্ছা।

মিষ্টি -মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতাপিতা বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং গুড মর্নিং। রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্য সারঃ-

১) বাবার থেকে বরসা নেওয়ার জন্য, গৃহস্থ ব্যবহারে থেকে, তোমার রচনার (পরিবারের) দেখভাল করেও কমল ফুল সমান পবিত্র হতে হবে।

২) সবাইকে ২১ জন্মের জন্য সুখী হওয়ার রাস্তা দেখাও। জ্ঞানচিতায় বসে শূদ্র থেকে ব্রাহ্মণ হয়ে আবার দেবতা হতে হবে।

বরদানঃ- নিজের শক্তিশালী মন্সা শক্তি ও শুভ ভাবনা দ্বারা বেহদ সেবা করে বিশ্ব পরিবর্তক ভব

বিশ্ব পরিবর্তকের জন্য সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী স্থিতিতে স্থিত আত্মাদের প্রয়োজন, যারা নিজের বৃত্তি দ্বারা, শ্রেষ্ঠ সংকল্প দ্বারা অনেক আত্মাদের পরিবর্তন করতে পারে। বেহদের সেবা শক্তিশালী মন্সা শক্তি দ্বারা, শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনার দ্বারা হয়। সুতরাং, শুধু নিজের প্রতি ভাবুকতা নয়, শুভ ভাবনা আর শুভ কামনা দিয়ে অন্যকেও পরিবর্তিত করো। যে আত্মারা ব্যালাপ্স করতে পারে তারাই বিশ্ব সেবা এবং বেহদ সেবা করতে সমর্থ। সুতরাং, ভাবনা আর জ্ঞান, স্নেহ আর যোগের ব্যালাপ্স দ্বারা বিশ্ব পরিবর্তক হও।

স্লোগান:- বুদ্ধিরূপী হাত বাপদাদার হাতে রাখলে পরীক্ষারূপী সাগরে উথালপাথাল হবেনা ।

"মিষ্টি বাচ্চারা - স্বর্গের মালিক হওয়ার জন্য বাবার কাছে প্রতিজ্ঞা করো যে আমি পবিত্র হয়ে
অবশ্যই তোমার সহযোগী হব, তোমার যোগ্য সন্তান হয়ে দেখাব।"

প্রশ্ন:- কাদের হিসাবপত্র সমাপ্ত করার জন্য অন্তিমে বিচারসভা বসে?

উত্তর:- যারা ক্রোধের বশীভূত হয়ে বোমা ফাটিয়ে অনেককে মেরে ফেলে, তাদের বিরুদ্ধে মামলা কে
করবে! সেইজন্য অন্তিমে ওদের জন্য বিচার সভা বসে। সকলে নিজ নিজ হিসাবপত্র সমাপ্ত করে
ফিরে যায়।

প্রশ্ন:- কে বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার যোগ্য হয়?

উত্তর:- ১) যে এই পুরাতন দুনিয়াতে থাকা সত্ত্বেও এই দুনিয়ার প্রতি অনাসক্ত থাকে। যার বুদ্ধিতে
থাকে যে এখন আমাদেরকে নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে এবং তার জন্য অবশ্যই পবিত্র হতে হবে।
২) পড়াশুনা-ই বিষ্ণুপুরীতে যাওয়ার যোগ্য বানায়। তোমরা এই জন্মে পড়াশুনা কর এবং পরবর্তী
জন্মে তার ফল পাও।

গীত:- তুমিই হলে মাতা...

ওম্ শান্তি। বেহদের (অসীমের) বাবার মহিমার গায়ন করা হয় কারণ বেহদের বাবার-ই অসীম
শান্তি এবং সুখের উত্তরাধিকার দেন। ভক্তিমার্গে তাঁকে আহ্বানও করা হয়। বলা হয় - হে বাবা
তুমি এসে আমাদেরকে শান্তি এবং সুখের উত্তরাধিকার দাও। ভারতবাসীরা ২১ জন্ম সুখধামে থাকে।
বাকি আত্মারা তখন শান্তিধামে থাকে। সুতরাং বাবার কাছ থেকে দুই ধরনের উত্তরাধিকার পাওয়া
যায় - সুখধাম এবং শান্তিধাম। এটা তো ব্রষ্টাচারী দুনিয়া, তাই এখানে না আছে সুখ আর না আছে
শান্তি। তাই দুঃখধাম থেকে সুখধামে নিয়ে যাওয়ার জন্য অবশ্যই কাউকে না কাউকে প্রয়োজন।
বাবাকে মাঝিও বলা হয়। তিনিই বিষয় সাগর থেকে ক্ষীর সাগরে নিয়ে যান। বাচ্চারা জানে যে
বাবা-ই প্রথমে শান্তিধামে নিয়ে যাবেন। কারণ সময় এখন সমাপ্তির দিকে। এটা হল বেহদের খেলা।
এই খেলায় উঁচুর থেকেও উঁচু মুখ্য রচয়িতা, নির্দেশক এবং মুখ্য অভিনেতা কে? ভগবানই হলেন
উঁচুর থেকেও উঁচু। তাঁকেই সকলের পিতা বলা হয়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। মানুষ দুঃখী হয়ে
গেলে তিনি দুঃখ থেকে মুক্ত করেন। তিনিই হলেন রুহানি (আধ্যাত্মিক) পান্ডা - সকল আত্মাকে
তিনি শান্তিধামে নিয়ে যান। ওখানেই সকল আত্মা থাকে। এইসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তো এখানেই প্রাপ্ত হয়
যার দ্বারা আত্মা কথা বলে। আত্মা নিজেই বলে যে আমি যখন সুখধামে ছিলাম তখন এই শরীর
সতোপ্রধান ছিল। আমি আত্মা ৮৪ জন্ম ভোগ করি। সত্যযুগে ৮ টা এবং ত্রেতাতে ১২ টা জন্ম
নিয়েছি। পুনরায় প্রথম নম্বরে আসতে হবে। বাবা-ই এসে পবিত্র বানান, আত্মাদের সাথে কথা
বলেন। আত্মা শরীর থেকে আলাদা থাকলে কোনো কথা বলতে পারে না। যেরকম রাতে শরীর
থেকে আলাদা হয়ে যায়। আত্মা বলে, আমি এই শরীরের দ্বারা কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে গেছি,
তাই এখন বিশ্রাম করছি। আত্মা এবং শরীর সম্পূর্ণ পৃথক। এটা হল পুরাতন শরীর। এই দুনিয়াটাই

তো পতিত। ভারত যখন নতুন ছিল তখন সেই দুনিয়াকে স্বর্গ বলা হত। এখন তো নরক হয়ে গেছে। সবাই দুঃখী।

বাবা এসে বলছেন, এই কন্যাদের মাধ্যমেই তোমাদের স্বর্গপ্রাপ্তি হবে। বাবা উপদেশ দিচ্ছেন - পবিত্র হয়ে স্বর্গের মালিক হও। পতিত হয়ে যাওয়ার জন্যই তোমরা নরকের মালিক হয়ে গেছ। এখানে ৫ বিকারের দান নেওয়া হয়। আত্মা বলে - বাবা, তুমি আমাদেরকে স্বর্গের মালিক বানাও, আমরা প্রতিজ্ঞা করছি যে আমরা পবিত্র থেকে অবশ্যই তোমার সহযোগী হবে। যে সন্তান বাবার বাধ্য হয় তাকেই সুযোগ্য সন্তান বলা হয়। অযোগ্য সন্তান তো উত্তরাধিকার পাবে না। এই বাবা বোঝাচ্ছেন যে নিরাকার আত্মারা হল নিরাকার ভগবানের সন্তান। এরপর প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান হয়ে গেলে ভাই-বোনের সম্পর্ক হয়ে যায়। এটা হল ঈশ্বরীয় পরিবার, এছাড়া অন্য কোনো সম্বন্ধ নেই। হয়তো ঘরে আত্মীয়-পরিজনদের দেখছে কিন্তু বুদ্ধিতে রয়েছে যে আমি এখন বাপদাদার হয়ে গেছি। তিনি হলেন বাবা, আর ইনি দাদা এখানে বসে আছেন। এই দুনিয়াতে গর্ভজেলে অনেক শাস্তি খেতে হয়। সত্যযুগে এইরকম জেল থাকে না। ওখানে রাবন থাকে না, তাই কোনো পাপ কাজও হয়না। তাই ওই দুনিয়াতে গর্ভমহল বলা হয়। যেমন কৃষ্ণকে অশ্বখ পাতার ওপরে দেখানো হয়েছে। ওই দুনিয়াতে গর্ভ ক্ষীর সাগরের মত হয়। সত্যযুগে গর্ভজেলও থাকবে না এবং এইরকম কোনো জেলও থাকবে না। অর্ধেক কল্প হল নতুন দুনিয়া। ওখানে সুখ থাকে। যেমন বাড়ি প্রথমে নতুন থাকে, পরে পুরাতন হয়। সেইরকম সত্যযুগ হল নতুন দুনিয়া এবং কলিযুগ হল পুরাতন দুনিয়া। কলিযুগের পর অবশ্যই পুনরায় সত্যযুগ আসবে। সৃষ্টিচক্র আবর্তিত হতে থাকে। এটা হল বেহদের চক্র, বাবা-ই এসে এই চক্রের জ্ঞান বোঝান। বাবা-ই হলেন নলেজফুল। এই আত্মাও (ব্রহ্মাবাবা) বোঝাতে পারবে না। এই আত্মা প্রথমে পবিত্র ছিল, পরে ৮৪ বার জন্মগ্রহণ করে পতিত হয়ে গেছে। তোমরা আত্মারাও প্রথমে পবিত্র ছিলে, পরে পতিত হয়েছ। বাবা বলছেন, আমি হলাম এই পতিত দুনিয়ার অতিথি। কারণ পতিত আত্মারা বলে - তুমি এসে আমাদেরকে পবিত্র বানাও। আমাদের আমার পরমধাম ছেড়ে এই পতিত দুনিয়াতে এবং পতিত শরীরে আসতে হয়। এখানে কোনো পবিত্র শরীর নেই। এটা তো জানো - যে ভাল কাজ করে সে ভালো বংশে জন্ম নেয়। খারাপ কাজ করলে সে খারাপ বংশে জন্ম নেবে। তোমরা এখন পবিত্র হচ্ছ। প্রথমে তোমরা বিষ্ণু বংশে জন্ম নেবে। তোমরা মানুষ থেকে দেবতা হও।

এটা কেউই জানে না যে আদি সনাতন ধর্ম কে স্থাপন করেছিল, কারণ শাস্ত্রে ৫ হাজার বছরের সৃষ্টিচক্রকে লক্ষ বছর দেখিয়ে দিয়েছে। এই ভারতই একদিন স্বর্গ ছিল। এখন তো নরক হয়ে গেছে। যে এখন বাবার দ্বারা ব্রাহ্মণ হবে সে-ই দেবতা হবে, স্বর্গের দ্বার দেখতে পারবে। স্বর্গের নামটাই কত সুন্দর। দেবী-দেবতারা বামমার্গে আসলেই পূজারী হয়ে যায়। সোমনাথের মন্দির কে বানিয়েছিল? এই সোমনাথের মন্দিরই হল সবথেকে বড় মন্দির। যে সবথেকে ধনী ছিল, নিশ্চয়ই সে-ই বানিয়েছে। যে সত্যযুগের প্রথম মহারাজা-মহারানী অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণ ছিল। পরে তারাই যখন পূজ্য থেকে পূজারী হয়ে যায় তখন তারা শিববাবার মন্দির বানায়, যিনি বিশ্বের মালিক বানিয়েছিলেন, তারা নিজেরা কতই না ধনী হবে, তবেই তো এত মন্দির বানিয়েছে। মহম্মদ গজনী এইসব মন্দির লুণ্ঠ করেছিল। শিববাবার মন্দির-ই সবথেকে বড়। তিনি হলেন স্বর্গের রচয়িতা। তিনি নিজে মালিক হন না। বাবা যে সেবা করেন তাকেই নিষ্কাম সেবা বলা হয়। বাচ্চাদেরকে স্বর্গের

মালিক বানান, নিজে মালিক হন না। তিনি নির্বাণধামে চলে যান। যেমন ৬০ বছরের পর মানুষ বাণপ্রস্থে চলে যায়, সংস্রব করে। ভগবানের সাথে গিয়ে মিলিত হওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কেউই আমার সাথে মিলিত হয় না। কেবল বাবা-ই হলেন সকলের গাইড এবং মুক্তিদাতা। বাকিরা সবাই শারীরিক যাত্রা করায়। অনেক রকমের যাত্রা করে থাকে। এটা হল রুহানি (আত্মিক) যাত্রা। বাবা সকল আত্মাকে তাঁর নিজধাম অর্থাৎ শান্তিধামে নিয়ে যান। এখন বাবা তোমাদেরকে অর্থাৎ বাচ্চাদেরকে সত্যযুগে যাওয়ার যোগ্য বানাচ্ছেন। বাবা তো সেবা করতেই আসেন। বাবা বলছেন, এই পুরাতন দুনিয়াতে কারোর প্রতি আসক্ত হযো না। এখন নতুন দুনিয়াতে যেতে হবে। তোমরা আত্মারা সবাই ভাই-ভাই, এর মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সবার কথাই বলা হয়েছে। সত্যযুগে তোমরা আত্মারা পবিত্র থাক, ওই দুনিয়াটাকেই পবিত্র দুনিয়া বলা হয়। এই দুনিয়ায় তো ৫-৭ জন বাচ্চাকে পেট কেটে বের করে। কিন্তু সত্যযুগে নিয়ম তৈরি হয়ে আছে। সময় হলে দুজনেরই সাক্ষাৎকার হয় যে এইবার সন্তানের জন্ম হবে। একেই যোগবল বলা হয়। একেবারে সঠিক সময়ে সন্তানের জন্ম হয়। কোনও সমস্যা হয়না, কান্নার আওয়াজও হয় না। আজকাল তো বাচ্চা হওয়ার সময়ে কত সমস্যা হয়। এই দুনিয়াটাই হল দুঃখধাম। সত্যযুগ হল সুখধাম। তোমরা সুখধামের মালিক হওয়ার জন্য পড়াশুনা করছ। ওই পড়াশুনার ফল তো এই জন্মেই ভোগ করে। তোমরা পরের জন্মে এই পড়ার ফল পাবে। বাবা বলছেন, আমি তোমাদেরকে বিশ্বের মালিক বানাই, যাদেরকে ভগবান-ভগবতী বলা হয়। লক্ষ্মীকে ভগবতী এবং নারায়ণকে ভগবান বলা হয়।

সত্যযুগে কে তাদেরকে ওইরকম বানিয়েছিল? কলিযুগের অন্তিমে তো কিছুই ছিল না। ভারতের অবস্থা দেখো, একেবারে কাঙালের মত। আমিই সকলকে সদগতি দিতে এসেছি। সত্য এবং ত্রেতাযুগে তোমরা সর্বদা সুখী থাক। বাবা এত সুখ দেন যে ভক্তিমার্গেও তাকে স্মরণ করে। বাচ্চা মরে গেলেও বলে - হে ভগবান, তুমিই আমার সন্তানকে মেরেছ। বাবা বলছেন, তুমিই তো বল যে সবকিছু ঈশ্বরই দিয়েছেন এবং তিনিই নিয়ে নিয়েছেন। তাহলে কাঁদছ কেন? মোহ রেখেছ কেন? সত্যযুগে মোহ থাকবে না। ওখানে যখন শরীর ছাড়ার সময় হয় তখন সঠিক সময়েই শরীর ছাড়ে। স্ত্রী কখনো বিধবা হয় না। যখন সময় সম্পূর্ণ হয়, বয়স্ক হয়ে যায় তখন ভাবে যে এবার গিয়ে বাচ্চা হবে। তখন শরীর ছেড়ে দেয়। সাপের মত। তোমরা এখন জানো যে এই কলিযুগী শরীরটা হল অনেক পুরাতন খোলস। আত্মা পতিত তাই শরীরও পতিত। এখন বাবার সাথে যোগযুক্ত হয়ে পবিত্র হতে হবে। এটা হল ভারতের প্রাচীন রাজযোগ। সন্ন্যাসীরা তো হঠযোগ করে। শিববাবা বলছেন, আমি এই মাতাদের দ্বারাই স্বর্গের দরজা খুলছি। মাতাগুরু ছাড়া কারোর উদ্ধার সম্ভব নয়। বাবা এসেই সকলের সদগতি করেন। তোমাদেরকেও শেখান, তারপর তোমরা মাস্টার সদগতিদাতা হয়ে যাও। সবাইকে বল যে মৃত্যু অতি নিকটে, তাই বাবাকে স্মরণ কর। সব বিনাশ হয়ে যাবে। যারা বোমা ইত্যাদি বানায় তারা নিজেরাও স্বীকার করে যে এইগুলোর দ্বারা বিনাশ হয়ে যাবে। কিন্তু তারা জানে না যে কে তাদেরকে প্রেরণা দিচ্ছে। বোম্বো যে একটা বোমা ছুড়লেই সবকিছু বিনাশ হয়ে যাবে। অল্প সময় অবশিষ্ট আছে, এই সময়ের মধ্যে তোমরা কাঁটা থেকে ফুল হয়ে যাও। এটা তো কাঁটারই দুনিয়া। ভারতই এক সময়ে ফুলের দুনিয়া ছিল। এখন বেশ্যালয় হয়ে গেছে, এরপর শিবালয় হবে। শিবালয় মনে শিববাবার দ্বারা স্থাপন করা স্বর্গ। ভগবান তো একজনই, তিনি নিরাকার। কোনও মানুষকে কখনো ভগবান বলা উচিত নয়। কেবল বাবাই হলেন দুঃখ হরণকারী এবং সুখ প্রদানকারী। ভগবানুবাচ হল - আমি তোমাদেরকে নর থেকে নারায়ণ বানাই। এখন এই পুরাতন পতিত দুনিয়ার

বিনাশ হবে। আমি পতিত থেকে পবিত্র দেবতা বানাই, তারপর তোমরা নিজধামে চলে যাবে। এই নাটককে বুঝতে হবে।

এখন দেখ মানুষের মধ্যে কত রাগ। বাঁদরের থেকেও খারাপ। ক্রোধের বশে কিভাবে বোমা দিয়ে সবাইকে মেরে দেয়। এদের বিরুদ্ধে কে মামলা করবে? অস্ত্রিমে এদের জন্য বিচারসভা বসবে। সকলের হিসাবপত্র সমাপ্ত হয়ে যায়। এইগুলো সব বোম্বার ব্যাপার। বাবা বলছেন - হে আল্লাহ, আমি তোমাদের বাবা, আমি এসেছি। তুমি আমার শ্রীমৎ অনুসারে চললে শ্রেষ্ঠ স্বর্গের মালিক হয়ে যাবে। দুনিয়ার মানুষ তো মানুষের গাইড হয়। কিন্তু বাবা হলেন সকল আল্লার গাইড। আল্লাহাই বলে, হে পতিত-পাবন। এখন বাবা আমাদেরকে পুণ্যাল্লা বানাচ্ছেন। স্বর্গে রুহানি (আত্মিক) বাবা থাকবেন না। ওখানে তো ফল ভোগ করে। এটা হল বিশ্ব বিদ্যালয়। বাবা ছাড়া আর কেউই রাজযোগ শেখাতে পারবে না। বাবা বলছেন, আমি এই শরীরটা লোন নিয়ে এর মধ্যে আসি। আল্লা তো অন্য শরীরে আসতেই পারে, তাই না? নাটকে এইরকমই আছে। এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হতে ৫ হাজার বছর সময় লাগবে। বলা হয় প্রত্যেকটা পাতার মধ্যেই ঈশ্বর রয়েছেন। পাতা নড়ে, তাই এর মধ্যে আল্লা আছে। কিন্তু না, পাতা তো বাতাসে নড়ে। এখন তোমরা যেভাবে বসে আছ, ৫ হাজার বছর পরে পুনরায় এইভাবেই বসবে। এখন বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার নিতে পারলে নাও, নয়তো আর কখনও নিতে পারবে না। এখনই শ্রেষ্ঠ উপার্জন করতে পারবে। এরপর সারা কল্পেও এত শ্রেষ্ঠ উপার্জন করা যাবে না। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) খুব অল্প সময় অবশিষ্ট আছে। তাই নিজে কাঁটা থেকে ফুল হয়ে সবাইকে ফুল বানাতে হবে। শান্তিধাম এবং সুখধামের রাস্তা দেখাতে হবে।

২) বৈষ্ণব বংশে যাওয়ার জন্য ভাল কর্ম করতে হবে। অবশ্যই পবিত্র হতে হবে। সর্বদা রুহানি যাত্রা করতে এবং করাতে হবে।

বরদান:- প্লেন (সরল) বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সেবার প্ল্যান (পরিকল্পনা) বানাতে সক্ষম যথার্থ সেবাধারী হও।

যথার্থ সেবাধারী তাকেই বলা হয় যে নিজের সেবা এবং সকলের সেবা একই সঙ্গে করে। নিজের সেবার মধ্যেই সকলের সেবা নিহিত আছে। এমন যেন না হয় যে অন্যের সেবা করতে গিয়ে নিজের সেবাতেই অসতর্ক হয়ে গেলাম। সেবার ক্ষেত্রে যাতে সেবা এবং যোগ একই সাথে হয়, তার জন্য প্লেন (সরল) বুদ্ধি সম্পন্ন হয়ে সেবার প্ল্যান (পরিকল্পনা) তৈরি কর। প্লেন বুদ্ধির অর্থ -

নিমিত্ত এবং নির্মাণভাব ছাড়া অন্য কোনো বিষয় যেন বুদ্ধিকে স্পর্শ না করে। সীমিত নাম-মান নয়, একেবারে নির্মান। এটাই হল শুভ ভাবনা এবং শুভ কামনার বীজ।

স্লোগান:- জ্ঞানদানের সাথে সাথে গুণদান করলে সফলতা পাওয়া যাবে।